৩য় ভাগ ।   জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ।   [২য় সংখ্যা ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্ন নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত!

...বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০
...শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র।০ চারি আনা অধিক লাগে।

"ভারত-দর্পণ প্রেস" হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ধর দ্বারা মুদ্রিত।
১৭৩। ১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র।৹ চারি আনা অ...

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার ... পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।
প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩্ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২্ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।৹ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে বা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।"

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪্ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥৹ ... সিকি পৃষ্ঠায় ১॥৹ টাকা লাগিবে।

...হন মল্লিক।
...ন বিভাগ।
কলিকাতা।

শ্রীশরৎ... দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সা... বিভাগ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১্ এক টাকা

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ॥৵৹ দশ আনা।

...বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে ও ... ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কার্য্যালয়ে, ... প্য।

182. Ec. 497. 15

পন্থা

ওঁ

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল। | ২য় সংখ্যা।

শ্রীহরিস্তোত্রম্।

(ব্রহ্মানন্দ কৃতম্)

[১]

জগজ্জালপালং কচৎকণ্ঠমালং

শরচ্চন্দ্রভালং মহাদৈত্যকালম্।

নভোনীলকায়ং দুরাবারমায়ং

সুপদ্মাসহায়ং ভজেঽহং ভজেঽহম্॥

এই ত্রিসংসার যিনি করেন পালন,

শব্দ করে কণ্ঠে যাঁর মালা অনুক্ষণ,

যাঁহার ললাট শরচ্চন্দ্রের মতন

পরম প্রশস্ত পুনঃ পরম শোভন,

মহাকাল সদা যিনি করেন দমন,
আকাশের মত যাঁর শ্যামল বরণ,
যাঁর মায়াজালে বদ্ধ এই ত্রিভুবন
ছেদন করাও যাহা অসাধ্য সাধন,
কমলা সহায় যাঁর রন্ সর্ব্বক্ষণ
সদা আমি ভজি সেই হরির চরণ ।

[২]

সদাম্ভোধিবাসং গলৎপুষ্পহাসং
জগৎসন্নিবাসং শতাদিত্যভাসম্ ।
গদাচক্রশস্ত্রং লসৎপীতবস্ত্রং
হসচ্চারুবক্ত্রং ভজেহহং ভজেহহম্ ।

ক্ষীরোদ সাগরে যাঁর সদাই শয়ন,
গলে যাঁর পুষ্পমালা পরম শোভন,
ত্রিসংসারে ব্যাপ্ত হয়ে যিনি সদা রন্,
শত সূর্য্য সম যাঁর উজ্জ্বল বরণ,
গদা চক্র অস্ত্র যিনি করেন ধারন,
পরিধানে পীতবর্ণ যাঁহার বসন,
হাস্যময় সদা যাঁর সুন্দর বদন,
সদা আমি ভজি সেই হরির চরণ ।

[৩]

রমাকণ্ঠহারং শ্রুতিব্রাতসারম্
জলান্তর্বিহারং ধরাভারহারম্ ।
চিদানন্দরূপং মনোজ্ঞস্বরূপম্
ধৃতানেকরূপং ভজেহহং ভজেহহম্ ॥

কমলার কণ্ঠহার যিনি অনিবার,
চতুর্ব্বেদে বলে যাঁরে একমাত্র সার,
ক্ষীরোদ-সাগর-জলে যাঁহার বিহার,
জন্ম লইলেন যিনি হরিতে ভূভার,
চিদানন্দে মত্ত যিনি রন্ অনিবার,
মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি সদাই যাঁহার,
নানারূপ ধরি যিনি নানা অবতার,
সেই শ্রীহরির পদ ভজি অনিবার।

[৪]

জরাজন্মহীনং পরানন্দপীনম্
সমাধানলীনং সদৈবানবীনম্ ।
জগজ্জন্মহেতুং সুরানীককেতুম্
ত্রিলোকৈকসেতুং ভজেঽহং ভজেঽহম্ ॥

কিবা জরা, কিবা জন্ম, নাহি যাঁর রয়,
পরম আনন্দে যিনি সদাই তন্ময়,
সদাই করেন যিনি সমাধি আশ্রয়,
পুরাণ পুরুষ বলি যাঁরে সবে কয়,
জগৎ সৃষ্টির যিনি একমাত্র হেতু,
দেবতাগণের যিনি একমাত্র কেতু,
ত্রিলোকগমনে যিনি একমাত্র সেতু
সেই শ্রীহরির পদ ভজি মোক্ষহেতু।

[৫]

কৃতাম্নায়গানং খগাধিশয়ানম্
বিমুক্তের্নিদানং হরারাতিমানম্ ।
স্বভক্তানুকূলং জগদ্বৃক্ষমূলম্
নিরস্তার্ত্তশূলং ভজেঽহং ভজেঽহম্ ॥

সদাই করেন যিনি চতুর্ব্বেদগান,
খগেন্দ্র গরুড় যাঁর একমাত্র যান,
সংসার মোচন কার্য্যে যিনিই নিদান,
হরশত্রু স্মর যাঁর সন্মান কারণ,
নিজভক্তজনে যিনি সদা অনুকুল,
জগৎ বৃক্ষের যিনি একমাত্র মূল,
নিরস্ত করেন যিনি পীড়িতের শূল,
সেই শ্রীহরিরে ভজি হইয়া ব্যাকুল।

[৬]

সমস্তামরেশং দ্বিরেফাভকেশম্
জগদ্বিম্বলেশং হৃদাকাশদেশম্।
সদা দিব্যদেহং বিমুক্তাখিলেহম্
সুবৈকুণ্ঠগেহং ভজেঽহং ভজেঽহম্॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনিই সুরেশ,
ভ্রমর সমান যাঁর কৃষ্ণবর্ণ কেশ,
অনন্ত-সংসার এই যাঁর বিম্বলেশ,
হৃদয় আকাশ যাঁর অতি প্রিয়দেশ,
অতি মনোমুগ্ধকর রয় যাঁর দেহ,
নিরন্তর রন্ যিনি মুক্ত অখিলেহ,
সুন্দর বৈকুণ্ঠধাম যাঁর প্রিয় গেহ,
সেই শ্রীহরিরে ভজি;-আর নাই কেহ।

[৭]

সুরালীবলিষ্ঠং ত্রিলোকীবরিষ্ঠম্
গুরূণাংগরিষ্ঠং স্বরূপৈকনিষ্ঠম্।
সদাযুদ্ধধীরং মহাবীরবীরম্
ভবাম্ভোধিতীরং ভজেঽহং ভজেঽহম্॥

বলিষ্ঠ যাঁহার মত কোন দেব নয়,
বলিষ্ঠ যাঁহার মত সংসারে না রয়,
গরিষ্ঠ যাঁহার মত কোন গুরু নাই,
একনিষ্ঠ নিজরূপে যিনিই সদাই.
যুদ্ধের সময় যিনি পরম সুধীর,
বীরের মধ্যেও যিনি মহাশ্রেষ্ঠ বীর,
ভবসাগরের যিনি একমাত্র তীর,
সেই শ্রীহরিরে ভজি হইয়া অধীর।

[৮]

রমাবামভাগং তলালগ্ননাগং
কৃতাধিনযাগং গতারাগরাগম্।
মুনীন্দ্রৈঃ সুগীতং সুরৈঃ সম্পরীতং
গুণাঘৈরতীতং ভজেঽহং ভজেঽহম্ ॥

কমলা শোভেন যাঁর সদা বামভাগ,
যাঁহার শয়নতলে রয় শেষ নাগ,
যাঁর তরে লোক জন নিত্য করে যাগ,
কোন বিষয়েই নাই যাঁর অনুরাগ,
মুনিগণ-মুখে যিনি সদাই সুগীত,
সুরগণে-রন্ যিনি সদা পরিবৃত,
ত্রিভুবন মধ্যে যিনি গুণের অতীত,
সেই শ্রীহরিরে ভজি ভক্তির সহিত,

[৯]

ইদং যস্তু নিত্যং সমাধায় চিত্তম
পঠেদষ্টকম্ কণ্ঠহারং মুরারেঃ ।
স বিষ্ণোর্বিশোকং ধ্রুবং যাতি লোকং
জরাজন্মশোকং পুনর্ব্বিন্দতে ন ॥

হরির কণ্ঠের হার এই শ্লোকচয়,
যেই জন পঠে নিত্য হইয়া তন্ময়,
নিশ্চয় সে জন লাভ করে বিষ্ণুলোক,
নাহি থাকে তার আর জরাজন্মশোক।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনের তথ্য কি?" পরমহংস উত্তর করেন "আমি অত জানিনা বাপু, আমি কেবল মাকে জানি"। পরমহংসদেবের এই উত্তরেই, প্রশ্নের যে প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইয়াছে ইহা কিন্তু অনেকে ভাবেন নাই। "আমি কেবল মাকে জানি" এই বাক্যটির ভিতর কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলেই, জ্ঞেয় কি, জ্ঞান কি, এবং জ্ঞাতা কে তাহা বেশ সহজে বুঝা যায়। এই বাক্যটির কর্ম্ম কারক 'মা'ই সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের জ্ঞেয়; কেবল এই 'মা'কে জানাই প্রকৃত জ্ঞান এবং এই জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী তিনিই জ্ঞাতা; তিনিই 'আমি' অর্থাৎ আত্মা। পরমহংসদেব এই 'মা' শব্দ, যে জগজ্জননীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভাগবদগীতা শাস্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ কথিত হইয়াছে, জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনের বিচার দ্বারাই ঐ যোগ অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার কথা এই—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ।

১৩ অধ্যায় ১২ শ্লোক ।

যাহা জ্ঞেয়, যাহা জানিলে জীব অমৃত ভোগ করেন তাহা বলিতেছি। তাহা অনাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম। তিনি না সৎ না অসৎ বলিয়া উক্ত হয়েন।

পরিণাম শীলা বলিয়া যাঁহাকে সৎ বলিতে পারি না অথচ তিনি জগতের আদি হেতু বলিয়া অসৎ শব্দের বাচ্যাও নহেন তিনিই সাংখ্য দর্শনের মুল প্রকৃতি; তিনিই সাধকের কাছে মা জগজ্জননী।

জ্ঞেয় কথাটির অর্থ যাহা জানিবার বিষয়। জানিবার বিষয়ত মানবের অনেকই আছে; তবে কেবল ব্রহ্মকেই জ্ঞেয় বলা হইল কেন? সত্যানুসন্ধিৎসা প্রেরিত সাধক এমন তত্ব জানিতে যান যাহা জানিলে সব জানা হয়, যাহা জানিলে জিজ্ঞাসা রূপ ক্ষুধার পরাশান্তি লাভ হয়, যাহা জানিলে জানিবার আর কিছুই বাকি থাকে না। এক মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ব; সেই জন্য সাধকের কাছে জানিবার যোগ্য পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় সেই এক মাত্র ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জ্ঞেয়তত্বকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান; সেই জ্ঞানের নাম মহাবিদ্যা।

ব্রহ্ম পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম সূত্রকার ব্যাসদেব বলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অস্য অর্থাৎ এই জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে হইয়াছে তাঁহার নাম ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে তিনি চেতন কি অচেতন? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন "ঈক্ষতের্নাশব্দং"। ঈক্ষতেঃ অর্থাৎ ঈক্ষিতৃত্বাৎ জগৎ কারণং ন অশব্দং অচেতনং। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং ভাবিলেন আমি বহু হইব উহা হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইল; জগৎকারণের এই ঈক্ষিতৃত্ব থাকা নিবন্ধন জগৎকারণ ব্রহ্ম অচেতন নহেন। সাংখ্যকার বলেন জগৎকারণ অব্যক্ত প্রকৃতি অচেতন এবং এই অব্যক্ত প্রকৃতিতত্ব ভিন্ন আর এক

অব্যক্ত তত্ত্ব আছে তিনি পুরুষ এবং চেতন। বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন মধ্যে এই এক মহাবিবাদ আছে কিন্তু সাধক যিনি জগজ্জননীকে প্রকৃতিকে 'মা' বলিয়া ডাকেন তাঁহার কাছে এই বিরোধ কেবল কথার ঝগড়া মাত্র। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন বটে কিন্তু সেই অচেতন কথার অর্থ স্পন্দহীন জড় পদার্থ নহে। সাংখ্যকার যাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়াছেন গীতাশাস্ত্রে ভগবান তাঁহাকেই পরা-প্রকৃতি বলিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদংধার্য্যতে জগৎ॥

জীবভূতা যিনি এই জগৎ ধরিয়া আছেন, তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতি জীবন শূন্যা নহেন তিনিই জীবন স্বরূপিনী। তবে সাংখ্যকার যে তাঁহাকে অচেতন বলিয়াছেন সেই অচেতন কথার অর্থ কি তাহা সাংখ্যদর্শনের গুটিকত সূত্র অবলম্বনে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ধেনুবৎ বৎসস্য।

প্রকৃতির সৃষ্টি চেষ্টা কিরূপ? বৎস সন্নিধানে বৎস-জন্য ধেনুর স্তনে দুগ্ধসঞ্চারের ন্যায়। পুরুষ সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয় এবং সত্ত্ব রজ ও তমঃ সংঘাত হইতে নানাবিধ সজীব দেহ সৃষ্টি হয়; পুরুষ ঐ দেহাবিষ্ঠিত হইয়া গুণ ভোগ করেন। প্রকৃতির কার্য্য পরার্থ এই জন্য প্রকৃতি অচেতন এবং যাঁহার জন্য প্রকৃতির চেষ্টা তিনি চেতন।

সংহত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য॥

সাংখ্যদর্শন ১ম অধ্যায় ৬৬ সূত্র।

সাংখ্য দর্শনে যে চেতন ও অচেতন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার অর্থ কি তাহা এখন আমরা বুঝিতে পারি। যাঁহার স্বার্থ আছে তাঁহার নাম চেতন আর যিনি পরের জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন তিনি চেতন নহেন। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোজ্য প্রসবিনী; পুরুষ বৎস, প্রকৃতি ধেনু; পুরুষ জননীর স্তনাপান পিপাসু, প্রকৃতি

স্নেহময়ী স্তন্যদাত্রী জননী। সাংখ্যের চেতন ও অচেতন কথার এই অর্থ।

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে অচেতন বলাতে অনেকে মনে করেন তবে বুঝি সাংখ্যের প্রকৃতি বিস্তৃত জড়পরমাণু পুঞ্জ মাত্র (Chaotic & Cosmic matter) বই আর কিছুই নহে; সাংখ্যদর্শনের এই কদর্থবাদ মহাঅনিষ্টপ্রদ সেই জন্য উক্ত কদর্থবাদ খণ্ডন জন্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে সাংখ্যদর্শনের অচেতন জগৎকারণ বাদ যে ভ্রান্ত তাহার বিচার করিয়াগিয়াছেন। শঙ্করশিষ্যগণ সেই জন্য অনেকেই গোঁড়ামি ধরিয়া সাংখ্যের উপর খড়্গহস্ত। আমরা বলি যে গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া যদি দর্শন শাস্ত্র সকলের সদর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি তবে সকল দর্শনেরই সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। পাণ্ডিত্যাভিমানী সাংখ্যবাদী ও বেদান্তবাদী জগৎকারণ চেতন কি অচেতন এই লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন এবং বরাবরই করিবেন সাধক কিন্তু তাঁহাদের বিবাদ দেখিয়া হাঁসেন মাত্র। তাঁহারা যতক্ষণ বিবাদ করিবেন সাধক ততক্ষণ জগজ্জননীকে স্নেহময়ী জননী জানিয়া চুপে চুপে তাঁহার স্তন্যপান করিতেই ভাল বাসেন। এই মাতৃদুগ্ধ কি জান? ওঁকার রূপ অমৃতই এই মাতৃস্তন্য আবার এই ওঁকারই ব্রহ্মের জগদ্‌যোনির নাম। ওঁ শব্দটি বাচক, ব্রহ্ম বা প্রকৃতি এই শব্দের বাচ্য। হৃদয় হইতে উত্থিত নাদধ্বনি যে অনন্ত অব্যক্তে লয় হইয়া যায় সেই অব্যক্তই ওঁকারবাচ্য জগদ্‌যোনি। এই জগৎদ্‌যোনিকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই পুরুষ এই দেহ রূপ ক্ষেত্র মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় আছেন। সাধকের সাধনা প্রভাবে শক্তি যখন জাগ্রতা হন তখন এই পুরুষও জাগিয়া উঠেন। এই শক্তি কথার অর্থটি এই খানে বলা কর্ত্তব্য। মাতৃযোনি নিঃসৃত তেজঃস্বরূপ ওঁকার শব্দই এই শক্তি। এই শক্তির অপর নাম শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মই অব্যক্ত ব্রহ্মের (শব্দব্রহ্ম হইতে পার্থক্য রক্ষা জন্য যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে) বাচক, পরব্রহ্ম বাচ্য। ত্রিবৃৎসর্পস্বরূপিণী শক্তি যখন জাগিয়া উঠেন তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষও জাগিয়া উঠিয়া সাধককে শক্তি উপাসনা শিখান। সাধক

অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের উপদেশ অনুসারে পূজা সমাপন করিয়া যখন শক্তি বিসর্জ্জন দেন তখন গুরুদেব ওঁকারের উদ্ভব ও লয়স্থানের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াদেন তৎ সৎ। শক্তির আবাহন করিলেই তাহার বিসর্জ্জন দিতে হয় এই বিসর্জ্জনের পর যাহা থাকে তাহাই সৎ। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যতক্ষণ সাধক জীবকে শক্তি পূজা করান ততক্ষণ তিনি এক শান্ত জ্যোতির্ম্ময় রূপধারী থাকেন; শিষ্যকে তৎ সৎ দেখাইয়া দিয়া তিনি ওঁ সোহহং বলিয়া সেই অনন্তে মিশিয়া যান শিষ্যও তখন তৎ সৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নিজেই সেই অনাদি অনন্ত অব্যক্ত এই ভাবে ভোর হইয়া শিবোহহং এই জ্ঞান লাভ করেন। এই শিবোহহং জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞেয় সৎস্বরূপ জগৎকারণকে যিনি জানেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই শিব, আমি যখন সেই জ্ঞেয়কে জানিব তখন আমিই সেই শিবত্ব পাইব ইহাই শিবোহহং কথার অর্থ। সাধনার পন্থা দেখিয়া যিনি এই কথাগুলি বুঝিবেন তিনি দ্বৈতবাদী, তিনি অদ্বৈতবাদী, তিনি পুরুষবাদী, তিনি প্রকৃতিবাদী, তিনি শক্তিবাদী, তিনি ব্রহ্মবাদী, তিনি নিরাকারবাদী এবং তিনিই আবার সাকারবাদী। অর্থাৎ সাধনার পন্থা পাইলে যে জ্ঞান পাওয়া যায় উহাই সর্ব্ববাদী সম্মত জ্ঞান। এই জ্ঞানই জ্ঞান আর যা কিছু সব অজ্ঞান। এই জ্ঞান যখন স্বরূপতঃ উদয় হয় তখন সাধক বুঝেন "আমি জানি কেবল মা"। এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই (যিনি হৃদয়রূপ পুরীতে শয়ন করিয়া আছেন) ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতিকে জানেন; সুতরাং যিনি কেবল রূপা মাকে জানিয়াছেন তাঁহার অহংজ্ঞান সেই পুরুষে লীন হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই যে সেই পুরুষ ইহা তিনি বুঝিয়াছেন। সেই অন্তর্যামী পুরুষ যিনি হৃদয় মধ্যে বাস করেন, যিনি কেবল আমার হৃদয়ে নহে, সকল জীবের হৃদয়েই বাস করেন যিনি সর্ব্বক্ষেত্রের জ্ঞাতা, আমিই সেই পুরুষ এইভাব উপলব্ধি জন্য সাধনাই অদ্বৈতবাদীর সাধনা। আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব জগৎকারণকে জানিতে চাই; এই হৃদয় মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কে আছ আমার মাকে দেখাইয়া দাও, আমার মায়ের

কথা সব আমাকে বলিয়া দাও এইরূপে ডাকিয়া গুরুকে ও মাকে জাগানই দ্বৈতবাদীর সাধনা । দুই পন্থার গম্য স্থল একই । দ্বৈতবাদী ও জ্ঞেয়তত্ত্বের জ্ঞাতা হইতে চান; অদ্বৈতবাদীও তাহাই চান । তবে আমাদের বিবেচনায় "গুরুদেব মাকে সঙ্গে লইয়া দেখা দাও" এই বলে কাঁদতে শিখা রূপ সাধনাই সোজা পন্থা । যেমন তেমন মা পেলেই কিন্তু ভুলে যেও না । ওঁকার বাচ্য মাকে যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ গুরুঠাকুরকে ছাড়িওনা । মা সহজে তাঁহার স্বরূপ কাহাকেও দেখান না । স্বরূপ দেখাতে গেলে তাঁহাকে উলঙ্গ হইতে হয়; সেই জন্য সাধকের অন্তরে বাসনার লেশ মাত্র যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মা আপনার আবরণ উন্মোচন করেন না । ওঁকারের উদ্ভব ও লয়স্থান, যোনিরূপা মা জগজ্জননীর উদ্দেশে ক্রমাগত নমস্কার করিতে করিতে কাম ক্রমেই পরাজিত হয়; কামরূপ শত্রুর রক্তই মাতৃপদ রঞ্জন যোগ্য লাক্ষারস (আলতা); এই অলক্তে মায়ের পা সাজাইয়া তাহার উপর একটি ত্রিপত্র বিল্বপত্র যদি বসাইতে পার তবেই বাবার বড় আহ্লাদ । মার সেই আলতা পরা পা দেখে বাবা আর থাকতে পারেন না; সেই পা লইয়া বুকে ধরিয়া বসেন; আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে । জগৎপিতার হৃদয় হইতে তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হয়; এইজ্যোতি এক প্রেমময়ী রূপ ধরিয়া সাধকের বামোরুতে আসিয়া বসেন ইঁহার নাম ভক্তি । সাধকএই ভক্তিসহ মিলিত হইলেই দুইজনে মিলে কেবল জপ করিতে থাকেন । জপ করিতে করিতে সাধকের অহংকারটুকু ভক্তিদেবীতে লীন হইয়া যায়; এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যাঁহাকে ভক্তিদেবী বলিয়াছি ইনিই সাংখ্যদর্শনের বুদ্ধিতত্ব; সাধকের সহিত এই বুদ্ধিতত্ত্বের মিলনের নামই ভাগবদগীতার কথিত বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগ । ভক্তিদেবী সাধকের অহংকারটুকু—অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এই অভিমানটুকু লইয়া নিজে আবার মাতৃপদে লয় হইয়া যান । তখন সাধক আর সাধক থাকেন না; তিনি তখন সিদ্ধ হন । তখন তিনি দেখেন যে দেবী জগজ্জননী তাঁহারই হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছেন । মা এইবারে তাঁহার স্বরূপ দেখান । পরম পুরুষার্থলাভে সিদ্ধপুরুষ তখন দেখেন কিছুই নাই কেবল আছেন

মা; এই মা অনন্ত অনাদি অব্যক্ত। ওঁ তৎ সৎ। মা এতক্ষণ সাকার ছিলেন মা এইবারে নিরাকার হন। পূর্ণানন্দ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান পুরুষের আর থাকে না। পুরুষ তখন নিজেকেও দেখেন যে তিনি অনাদি অনন্ত অব্যক্ত নিরাকার; তিনি ইহাও বুঝেন স্বভাবতঃ তিনিই পূর্ণানন্দের ভোক্তা; এতদিন কি যেন এক ভ্রমে পড়িয়া নিজের এই স্বভাবিক স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। এই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অব্যক্ত পুরুষ সম্বন্ধীয় উপদেশ গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এবং গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত আছে।

সাংখ্য দর্শনকার বলেন যে নিরোধ শক্তির উদয়ে মন অহংকার তত্ত্বেলীন হয়, অহংকার তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয় এবং বুদ্ধিতত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়। এই পর পর লীন হওয়ার অর্থ শক্তি সাধনা ব্যতিত অন্য কোনরূপ বুঝা যায় না। সাধকের অহংকার তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হওয়া ও বুদ্ধিতত্ত্ব অব্যক্ত জননীতে লীন হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অহংকার তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হইবার পূর্ব্বে মনস্তত্ত্ব অহংকার তত্ত্বে লীন হওয়া চাই; সাধন পন্থার এই মনস্তত্ত্বকে অহংকার তত্ত্বে লীন করবার নামই কামবিজয়। মনস্তত্ত্বই কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই মনই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে যোজনা করে এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত বিষয়সমূহের রসে জীবকে মুগ্ধ করিয়া আনন্দময়ী জগজ্জননীর কাছে যাইতে দেয় না। সাধারণতঃ আমরা দেখি যে সন্তান স্ত্রী পেয়ে মাকে ভুলিয়া যায়, জীবও সেইরূপ মনকে পেয়ে জগজ্জননী মাকে ভুলিয়া যায়। মনের যে শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে রূপরসাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত করে উহারই নাম কাম। জীব মনের অধীন হইয়া কিছুকাল বিষয়ভোগ চেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে থাকিতে শেষে বুঝিতে পারেন যে বিষয়সুখভোগ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। বিষয়সুখভোগে হৃদয়ের অন্তঃস্তলের পিপাসা মিটে না। তখন তিনি বিষয়সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে অভিলাষী হন এবং হৃদয় যাঁকে চায় তাঁহাকে খুঁজিবার প্রয়াসী হন। মন কিন্তু তাঁহাকে ছাড়ে না। মন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে জীব

তখন বুঝেন এই মনই তাঁহার শত্রু। তখন তিনি এই শত্রু সংহারে কৃত সংকল্প নহেন। যখন তিনি এই শত্রুসংহারে কৃতসংকল্প হন তখন তিনি সাধনার পথে পদার্পণ করেন। কি! আমি মনের অধীন থাকিব ইহা কখনই হইতে দিব না এই অহংকার হৃদয়ে ধরিয়া সাধক তখন কামের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধ বড় ভীষণ যুদ্ধ। সাধক কতবার পরাস্ত হন; শেষে কাতর হইয়া যখন ডাকেন, কে আমার সুহৃদ্ আছ আমাকে এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা কর; তখন পরম করুণাময় মহেশ্বর মন্ত্ররূপ অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করেন। এই অস্ত্র অবলম্বনে বীরভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে কাম ক্রমেই হীনবল হইতে থাকে; মনের শক্তি সমস্ত ক্রমে ক্রমে সাধকের অহংকার তত্ত্বেলীন হয়। সাধক তখন রৌদ্রতেজে তেজস্বী হইয়া শেষে কাম সংহার করিতে সক্ষম হন। কাম সংহার হইলেই মনস্তত্ব অহংকার তত্ত্বেলীন হইয়া গেল। আমরা এইখানে যাহাকে মনস্তত্ব বলিলাম থিওসফি সম্বন্ধীয় পুস্তকে উহাকে Lower manas কোথাও বা Kama manas নাম দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাকে অহংকার তত্ব বলিলাম উহাকে Higher manas নাম দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যের অহংকার তত্ব বেদান্তর বিজ্ঞানময় কোষ। সাংখ্য মতে অহংকারঃ কর্ত্তা; বেদান্তমতে বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তা এবং থিওসফি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে Higher manas কে thinker অর্থাৎ যিনি চিন্তা করেন সেই কর্ত্তা কারককেই বলা হইয়াছে। সাধনমার্গে অহংকার তত্ব উপেক্ষনীয় তত্ব নহে।

সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ব মধ্যে আভ্যন্তরিক তত্ব চারিটি অর্থাৎ মন, অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্বকি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। আর বাকি কুড়িটির নামও এইখানে বলিয়া রাখি। সেই কুড়িটি তত্ব এই, পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম; পঞ্চ তন্মাত্র—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ; এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব বুঝিলেই ক্ষেত্র তত্ব বুঝা হয়। এই ক্ষেত্রতত্ব যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই পুরুষ সাংখ্যে পঞ্চবিংশ

তত্ত্ব। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। আমরা এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে নমস্কার করি। আর সেই সঙ্গে জ্ঞেয় তত্ত্ব জগজ্জননীকে নমস্কার করিয়া জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ওঁ হৃদ্‌কমল কর্ণিকান্তর্গত চিৎঘনশ্যাম ত্রিকোণ বাসিনী
ওঁ তৎ ত্রিকোণ নিঃসৃত তেজপুঞ্জগঠিত মহাবিদ্যারূপ ধারিনী
ওঁ তৎ সৎ ত্রিকোণ মধ্যস্থ স্পন্দদ্বিন্দুক্ষরিত ওঁকার নাদামৃতধারা স্বরূপিনী
ওঁ মা নাম জপনশীল সাধকাভিষ্টদায়িনী
ওঁ ওঁকার বাচ্যা দেবী জগজ্জননী তুভ্যং নমঃ। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সাধনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[২য় ভাগ ১০ম সংখ্যার ৩০৪ পৃষ্ঠার পর]

জৈব কার্য্য সমূহের কারণ যেমন জৈব ইচ্ছা, আবার সেই রূপ জৈব কার্য্য সকল জৈব দেহদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতেই অনুমেয় ও যুক্তিযুক্ত যে, উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তি যাহার সংবেগরূপ ক্রিয়াই জাগতিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ, উহা কাহারও দেহ এবং উক্ত দেহের কার্য্য সকল উক্তদেহধারীর ইচ্ছানুযায়ীই হইয়া থাকে।

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥"

এই-জ্যোতির্ম্ময়ী-শক্ত্যুপাধি-দেহধারী-সগুণ ব্রহ্মকেই ঈশ্বরসংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এই শক্তির সংবেগরূপ ক্রিয়াই জীবগণের জ্ঞানবৈষম্যের সুতরাং তাহাদের ইচ্ছা ও তদনুযায়ী কার্য্যাদির কারণ, এজন্য এই শক্তিকেই "ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি" নামে অভিহিত করা যায়।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তংহি নিষ্কলং গগনোপমম্।
প্রবুদ্ধং শক্তিসংবেগাৎ নচ বুদ্ধং গুণক্ষয়ে ॥"

(গুরূপদেশ)

তন্ত্রে উক্ত আছে যে,

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী স্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎসর্ব্বং পরংব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া ॥
তস্যেচ্ছা মাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতৎ চরাচরম্ ॥"

উক্ত শ্লোক সম্ভবতঃ মায়াশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শিবপ্রমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু যখন পাঞ্চভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তনাদি সাবয়ব জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির সংবেগেই হইয়া থাকে এবং যখন উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির আবির্ভাবের সমকালীনই উহা হইতে পাঞ্চভৌতিক জগতের উৎপত্তি এবং উহার তিরোভাবে উহার ক্রিয়ায়ই যখন পাঞ্চভৌতিক জগতের লয় হইয়া থাকে, তখন উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী সাবয়ব জগতের এবং অবয়বহেতু সাকার শক্তিকে মায়াশক্তির সাকাররূপ বা সাকার মায়াশক্তি বলিলে অত্যুক্তি হয়না; তথাহি তন্ত্রে,—

তবরূপং মহাকালো জগৎসংহার কারকঃ।
মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদি রূপিনী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে ॥

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে॥
সাকারাপি নিরাকার মায়য়া বহুরূপিনী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগদেবী ত্বংদেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী-তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবি সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥"

এই—জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিরূপ—ব্রহ্মপ্রতিবিম্বস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, ও অসীমশক্তি ঈশ্বর। ইনিই জীবগণের উপাস্য ও আরাধনীয়। পিতৃ মাতৃ গুরুভক্তির ন্যায় নিষ্কাম ভক্তির সহিত কোন কোন সাধকশ্রেষ্ঠ ইঁহাকেই মা তারা, কালি প্রভৃতি সম্বোধনে আহ্বান করেন।

শক্তি সংবেগেই জাগতিক সুতরাং দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি ঘটে এবং তদনুযায়ী জীবগণের ইচ্ছা ও জ্ঞানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শক্তি যাঁহার দেহ তাঁহার সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা, ও সর্ব্বসক্ষমতা রহিয়াছে, কারণ যে শক্তির সংবেগ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ সেই শক্তিই তাঁহার দেহ। জৈবদেহ এই শক্তির অধীন কিন্তু এই শক্তি কাহারও অধীন নহে, সুতরাং এই শক্তির ক্রিয়ায় যে কোনও কার্য্য বা ঘটনা হয় তাহা শক্তিদেহধারীরই ইচ্ছানুযায়ী হয় বলিতে হইবে। এবং এই জন্যই ঈশ্বরের কোনরূপ অভাববোধ নাই এবং অভাবাভাবে অশান্তির অভাব। অসীম জগৎই তাঁহার সংসার এবং অসংখ্য ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি জীব সকলই তাঁহার উদরস্থ সন্তান সন্ততিগণ। এই মহাসংসারে তিনিই সর্ব্বজীবের মহামাতা বা পালনকর্ত্রী। এই মহাসংসার তাঁহার লীলাক্ষেত্র। এই

মহাসংসারের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সংসার রহিয়াছে; সকল সংসারের কার্য্যাদিই উক্ত মহাসংসারের কার্য্যাদির অন্তর্গত এবং উহার নিয়মাবলী অনুসারেই পরিচালিত। সদ্‌গুরূপদেশে ভক্তির সহিত দৃঢ়তর তীব্র সাধনায় এই মহামাতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং সাক্ষাৎ পাইলেই সাধকগণ তৃপ্ত হয়েন ও ভোগমোক্ষাদির লালসা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে কালে তিরোহিত হইয়া যায়। এবম্বিধ ভোগমোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী ভক্ত সাধকগণই প্রকৃত "মহাশয়" শব্দের অভিধেয়।

বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী মহাশয়ঃ স উচ্যতে।

(অষ্টাবক্র)

বিশ্বজননী মহামাতার দর্শন পাইলে অন্তঃকরণে আর নির্ব্বাণ মুক্তির কামনা থাকেনা। এবং এই মাতার আরাধনাকারী ভক্তসাধকগণ ক্রমশঃই জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে জ্ঞানের পরিপাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন;—

"ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাৎ হৃদ্‌গত প্রত্যগাত্মনঃ।
মম সম্বিদ্‌পরতনোঃ তস্য প্রাণাঃ ব্রজন্তি ন॥"

(দেবীগীতা)

গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতার প্রতি ভক্তি যদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহাহইলে, যে প্রেমময়ী জগজ্জননী মহামাতার উদরমধ্যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, তাঁহাকেও প্রীতি ও ভক্তিসহকারে পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে? শিশুগণ মাতৃদত্ত দ্রব্যজাত মাতাকে প্রদান করিয়া যখন আনন্দিত হয়, তখন মহামাতা বিশ্বজননীকে তদ্‌প্রদত্ত মনোরমা পত্রপুষ্প ফলাদি সম্প্রদান করিয়া জীবগণ কেনমা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইবে? শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া যখন আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়, এবং ভয় ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন জ্ঞানীভক্ত জীবগণ মহামাতার ক্রোড়ে আপনাদিগকে স্থিত জানিয়া কেনমা সর্ব্বপ্রকার ভয়ভাবনা শূন্য হইয়া পরমানন্দে বিহার করিবে? রোগের ভীষণ

যন্ত্রনায় অস্থির, শয্যাশায়ী জীবগণ মাতৃস্মরণ করিয়া মা মা করিয়া ডাকিয়া পীড়িতাবস্থায় যখন কথঞ্চিৎ পরিমাণেও শান্তি লাভ করে, তখন সংসারের তীব্র যন্ত্রনায় অধীর মানবগণ, প্রেমময়ী বিশ্বজননী মহামাতাকে স্মরণপূর্ব্বক, মা তারা, আনন্দময়ী মা, প্রভৃতি সম্বোধনে ডাকিয়া কেননা শান্তি লাভ করিবে ? বিদেশে একাকী অসময়ে অকুল পাথারে পড়িয়া মাতৃস্মরণ করিলে যখন মাতৃমূর্ত্তি-বিশেষ স্থায়ীভাবে সন্দর্শন পূর্ব্বক সামান্য নদনদীও অন্ততঃ পার হওয়া যায়, তখন সংসাররূপ অকুল পাঁথারে মহামাতাকে দিবানিশি স্মরণ করিলে, তাঁহার জগন্ময়ী মূর্ত্তির আংশিক প্রকাশ দর্শনে এই ভবসমুদ্র কেননা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে ? মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কোন বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইলে, যখন দৈববাণী শ্রবণে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যায়, তখন শাস্ত্রোক্ত মহামাতৃ-বাক্য শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সাধনায় ব্রতী থাকিলে, কেননা পথনিদর্শক বাক্য সকল কর্ণগোচর হইবে ? সামান্য ভক্তি সহকরে অজ্ঞানাবস্থায়ও যদি ব্যাকুলতার সহিত মহামাতাকে দিবানিশি স্মরণ পূর্ব্বক ডাকিলে, পারলৌকিক আতিবাহিকদেহধারী জীবের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহা হইতেই পরলোক সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাসও যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পরাভক্তি সহকারে জ্ঞানীভক্ত সাধকগণ সদ্‌গুরূপদেশে তীব্রসাধনায় কেননা তত্ত্বসমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক ষড়ৈশ্বর্য্যাদির অধিকারী হইবে ? সামান্য ভক্তিতে অল্পসাধনাই যদি তিমিরাচ্ছন্নবদ্ধগৃহাভ্যন্তরস্থিত ভক্ত সাধকগণের নিকট বহিস্থ দূরবর্ত্তি বস্তুনিচয় সময়ে সময়ে কোন অলোকসামান্য জ্যোতি সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, তবে পরাভক্তিতে সদ্‌গুরূপদিষ্ট পথে দৃঢ়তর উগ্রসাধনায় কেনইনা কালে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইবে ? স্বপ্নাবস্থায়ও যদি ভীষণ রাক্ষসমূর্ত্তি দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া, মা মা করিয়া মহামাতাকে ডাকিলে, তাঁহার জগন্ময়ী মূর্ত্তি ক্ষুদ্র মানবাকারে হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়া, রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাহইলে এই দীর্ঘস্বপ্নাবস্থায়ও সংসাররূপ তমসাচ্ছন্ন ভীষণ মহারণ্যে, কামক্রোধাদি বিকট রাক্ষসগণের হস্ত হইতে নিস্তারার্থ, ব্যাকুলান্তঃকরণে তাঁহাকে ডাকিলে, কেননা তিনি

তদ্রূপ স্নেহময়ী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত সাধকগণকে কৃতার্থ করিবেন ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

স্বপ্নেদীক্ষা।

(১ম সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এই জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই সকলই পরিবর্ত্তনশীল, এবং এই জন্যই জগতের নাম জগৎ। জগৎ কথাটি গম ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ; ইহার অর্থ যাহা গতিশীল; যাহা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জগৎ আজ যাহা আছে কালি তাহা নাই এই জন্য ইহার আর এক নাম অশ্বত্থ। শ্ব শব্দের অর্থ কল্য; শ্ব শব্দ ও স্থা ধাতুর যোগে অশ্বত্থ শব্দটি হইয়াছে; যাহা আজি আছে কালি নাই উহার নাম অশ্বত্থ। সংসার শব্দটির অর্থও যাহা ক্রমাগত চলিতেছে কখনও স্থির নহে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা সকলই কিন্তু নিয়মের বশীভূত। জগৎ চলিতেছে কিন্তু নিয়মে নিয়ত হইয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীর স্থান বিশেষের উন্নতি ও অবনতি যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তাহাও নিয়মে নিয়ত। এই নিয়মের বশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোক পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে পৃথিবীকে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যেমন এক স্থানে উদিত হইয়া প্রথমে পূর্ব্বাহ্ণের জ্যোতি মধ্যে মধ্যাহ্নের ও শেষে

সায়াহ্নের জ্যোতি সেইখানে বিস্তার করিয়া অস্তমিত হয় জ্ঞান সূর্য্যও সেইরূপ এক দেশে উদিত হইয়া প্রথমে উহার পূর্ব্বাহ্ন জ্যোতি মধ্যে মধ্যাহ্ন জ্যোতি ও শেষে সায়াহ্নের জ্যোতি বিস্তার করিয়া অস্তমিত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যের রশ্মি ধরিয়া রাখিতে পারে, সূর্য্য অস্তমিত হইলে সেই মণি হইতে আলোক বাহির হইয়া থাকে। এই মণি যাহার কাছে থাকে সেই ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পরও উহা অবলম্বনে আপনার পথ আলোকিত করিয়া চলিতে পারেন, এবং পরকে পথ দেখাইয়া চালাইতে পারেন। জ্ঞান সূর্য্য সম্বন্ধে মহাত্মাগণের চিত্ত এইরূপ সূর্য্যকান্তমণি। যে নিয়তি বশে যেখানে অন্ধকার আসিয়াছে সেইখানে লোকদিগকে পথ দেখাইবার জন্য মহাপুরুষগণ এই নির্ম্মলমণি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। তাই এই যুগসন্ধি সময়ে মহাপুরুষগণ ইয়ুরোপবাসীগণকে ডাকিতেছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়মণি নিঃসৃত আলোক অবলম্বনে চলিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। ইয়ুরোপের অধিবাসীগণের কর্ম্মসমষ্টির ভীষণ চিত্র যাহা আকাশে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া মহাপুরুষগণ বলিতেছেন যে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া যদি ইহা ক্ষয় করিতে পার ভালই নচেৎ ঐ সমস্ত কর্ম্মের বিষময় ফল ইয়ুরোপবাসীদিগকে শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে কারণ ঐ সমস্ত কর্ম্ম ফলোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছে। ওঃ স্পেন পর্টুগাল ও ফ্রান্সের আকাশে কর্ম্ম সমষ্টির চিত্র কি ভীষণ ও কি কলুষিত !!!

যখন মানবজাতির ৪র্থ শাখার ৪র্থ প্রশাখা জাতি আটলাণ্টিক মহাদেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার নিশান উড়াইয়া আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, তখন আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম বাসস্থান যে স্থল এখন গোবিমরুভূমি, সেইখানে জ্ঞান সূর্য্যের প্রাতঃরশ্মি দেখা দিল। ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যদিগের সভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ হইতে মিশরে, মিশর হইতে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশে ও ক্রমশঃ গ্রীস, রোম, স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। সভ্যতার আলোক সম্বন্ধে রোম

গ্রীসে যখন মধ্যাহ্ন, তখন ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশ সকলে উষাগম হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে স্পেন রাজ্য উন্নতি লাভ করিল; স্পেন বাসীরা আমেরিকা আবিষ্কার করিল। উঃ কি ভয়ানক নৃশংসতার চিত্র আকাশে অঙ্কিত রহিয়াছে!! স্পেনবাসীরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে অসভ্য ও বন্য আখ্যা দিয়া যেরূপে তাহাদিগকে হত্যা করে ও যেরূপে তাহাদিগকে পীড়িত করে, উহা সেই নৃশংসতার চিত্র। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই অত্যাচার কৃত হইয়াছিল; ধর্ম্ম ইহা আগ্নেয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন; এই কর্ম্মের ফল দেখাইয়া ধর্ম্ম এই-বারে শিক্ষা দিবেন, যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী ধর্ম্মপালন নহে; যিশু প্রদর্শিত প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা ধর্ম্মদেব এইবারে শিক্ষা দিবেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে স্পেনবাসীদের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে উন্নত ছিল তাহাদিগকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পীড়িত করা, তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ করা, স্পেনবাসীদের এই কর্ম্ম ধর্ম্মদেবের হৃদয় ব্যথিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী।

স্পেনের কর্ম্ম দেখিলাম, ফ্রান্সের কর্ম্ম ইহা অপেক্ষা ভীষণ। ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কুৎসিৎ ব্যভিচারের চিত্র ফ্রান্সের আকাশে আঁকা পড়িয়াছে। ফ্রান্সবাসীগণ রাজা চাহেনা, ব্যভিচার দোষ উহাদের কাছে আর দোষের মধ্যে নহে, প্রজাবৃদ্ধি নিবারণের উপায় স্বরূপ বুঝিয়া উহারা ব্যভিচারের সম্যক প্রশয়ই দিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর বুঝি হয় না। রাজা শূন্য রাজ্যের নাম অরাজক রাজ্য। হিন্দুদের কাছে এই অরাজক শব্দটী বিশৃঙ্খল শব্দেরই প্রতিশব্দ স্বরূপ হইয়া আছে। ইহার কারণ এই যে, অন্তদর্শী হিন্দুগণ জানিতেন যে যেখানে রাজা নাই সে রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। 'অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তি বৈ সদা' ইহা হিন্দুদের নীতি শাস্ত্রের সর্ব্ববাদী সম্মত উপদেশ। ফ্রান্সবাসীগণ বলেন যে রাজাও মানুষ, প্রজাও মানুষ তবে রাজা বলিয়া এক অদ্ভুত জীব দেশে দাঁড় করাইবার দরকার কি? বৈষয়িক সুখে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যাহারা হারাইয়াছে তাহারা বুঝেন রাজাও যে রকম মানুষ প্রজাও সেই রকম মানুষ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী অন্যরূপ দেখেন।

তত্ত্বজ্ঞানী, রাজার ভিতর ভগবানেরই এক বিভূতির প্রকাশ দেখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন নরগণের মধ্যে নরাধিপ রাজা তাঁহারই এক বিভূতি। রাজাও একজন জীব, প্রজাও একজন জীব তবে কেন এক-জন অপরের প্রভু হইবেন ইহার কারণ বুঝিতে গেলে জন্মান্তর বাদ প্রথমে মানিতে হইবে; কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মফলে রাজা এজন্মে রাজা হইয়া দেশ শাসন করিয়া থাকেন; অধ্যাত্ম তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ রাজা ও প্রজার বৈষম্যের এই কারণ বুঝেন। কিন্তু যাঁহারা বৈষয়িক সুখে মত্ত হইয়া ভক্তি বৃত্তি হীন হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা জন্মান্তর বাদ মানেন না, যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম বুঝেন না তাঁহাদিগকে রাজা প্রজার এই বৈষম্যের হেতু কথা দ্বারা বুঝান দুঃসাধ্য। কিন্তু, 'রাজা চাই না' প্রজার মনে এই ভাব যখনই উদয় হইয়া থাকে তখনই সেই দেশের রক্ষক মহাপুরুষের হৃদয়ে আঘাত লাগে, তিনি প্রজাদের অন্তরের সেই ভাবের ঝড় প্রশমিত করিতে নানারূপে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভক্তি বৃত্তি হীন সাম্যবাদীদের যুক্তি ও মিমাংসা গত শতাব্দীতে ফ্রান্সদেশে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া-ছিল, যদি মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক উহা সত্বর নির্ব্বাপিত না হইত তবে সেই আগুনেই ইয়ুরোপ এত দিনে ছারেখার যাইত। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে ফ্রান্সবাসীগণ যখন রাজহত্যা করিল, তখন ইয়ুরোপের সমস্ত আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশের এই কম্পনে দেবী প্রকৃতির হৃদয় মধ্যস্থ বিন্দু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; কারণ সমাজ চক্রের কেন্দ্র স্বরূপ রাজার সহিত,—চক্ররূপী প্রকৃতির কেন্দ্রস্থ বিন্দুর সহিত একটি অন্তর্জগতীয় সম্বন্ধ সূত্রের সংযোগ আছে। প্রকৃতির ক্রোধাগ্নি সেই সময় সমস্ত ইয়ুরোপ ধ্বংস করিয়া ফেলিত কিন্তু পরম করুণাময় মহাপুরুষগণ সেই অগ্নি আপনাদের শিরোপরে ধরিয়া লইয়াছিলেন তাই ইয়ুরোপ সেই বার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

মহাপুরুষগণ অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর যে উপকার সাধন করেন তাহা অতি অল্পলোকেই বিদিত আছেন। ফ্রান্সদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইঁহারা ইঁহাদের দুইজন প্রধান শিষ্যকে উক্ত বিপ্লবের উপশম জন্য

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন; ইঁহাদের প্রকৃত নাম কেহ জানেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কাউণ্ট সেণ্টজারমন বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের শক্তি প্রভাবেই উক্ত বিপ্লবের স্রোত ফিরিয়া যায়। শেষে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের শক্তি, দ্রোণাবতার স্বরূপ নেপোলিয়ন বোনা-পাটিতে সঞ্চারিত করেন। দেহের মধ্যে স্ফোটক যখন পাকিয়া উঠে তখন অস্ত্র চালনা ব্যতীত উহার আরোগ্য সাধন হয় না; ইয়ুরোপের সমাজে রাজদ্রোহিতারূপ বিস্ফোটক যখন পাকিয়া উঠিয়াছিল তখন নেপোলিয়নের অস্ত্রই উহার আরোগ্য সাধন করিয়াছিল। মহাপুরুষগণের দৈবীশক্তির প্রভাবে কর্সিকাদেশে সামান্য সৈনিক নেপোলিয়ন সমগ্র ইয়ুরোপ সন্ত্রাসিত করিয়া, অরাজক শাসন প্রণালী প্রিয় অসুরগণের হাত হইতে ইয়ুরোপকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই সময়ে নেপোলিয়নের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে অরাজক শাসন প্রিয়তারূপ আসুরিক ভাব এত দিন সমস্ত ইয়ুরোপকে অন্ধকারে ডুবাইয়া ফেলিত।

আপন ক্ষমতা বলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে রাজা হইলেন; অরাজক শাসন প্রিয়তারূপ সংক্রামক রোগ হইতে ইয়ুরোপ রক্ষা পাইল; কিন্তু ফ্রান্সে ঐ ব্যাধি এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ফ্রান্সবাসীগণ নেপোলিয়ানের সম্যক অধীনতা স্বীকার করিতে পারিল না। ফ্রান্সবাসীগণের কলুষিত অন্তঃকরণ নেপোলিয়নের অন্তর কলুষিত করিয়া ফেলিল; তিনি উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পতিপ্রাণা জোসেফাইনকে ত্যাগ করিলেন। সতীর অবমাননার যাহা ফল হয় তাহাই হইল। মহাপুরুষগণের দৈবীশক্তি—নেপোলিয়নের হৃদয় ছাড়িয়া গেল। ওয়াটারলুতে নেপো-লিয়ন ওয়েলিংটনের হাতে পরাস্ত হইলেন। দ্রোণ যেন দ্রুপদতনয়ের কাছে পরাস্ত হইলেন। ফ্রান্সের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ আবার রুদ্ধ হইয়া গেল!

রাজা শূন্য রাজ্য আর কীলক শূন্য চক্র একপ্রকার। কীলকে বদ্ধ না থাকিলে চক্রের গতি যেমন বিশৃঙ্খল হয়, রাজা শূন্য রাজ্যেও সেইরূপ বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির আভ্যন্তরিক তত্ত্বাভিজ্ঞ মহা-

পুরুষগণ জানেন, যে জগজ্জননীর রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগেই এক এক জন দলপতি বা কর্ত্তা আছেন, সেই দলভুক্ত অন্যান্য জীবেরা সেই দলপতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে; দলের সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইলেই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, ও আধ্যাত্মিক অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। মানবজাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম। যে রাজ্যের প্রজারা রাজভক্ত হইয়া রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতে থাকে ভগবানের শক্তি সেই রাজাতে আবিষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই শক্তির প্রভাবে প্রজাগণ ক্রমশই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। যে রাজ্যে প্রজারা স্ব স্ব প্রধান সেখানে ভক্তিবৃত্তি ক্রমশঃ প্রজাদের মন হইতে অপসারিত হইতে থাকে এবং এই ভক্তির লাঘবতা হইতেই মহাজনগণ প্রতি শ্রদ্ধাও কমিয়া যায় দেশে ঘোর জড়বাদ রাজত্ব করিতে থাকে; সমাজ উচ্ছন্ন হইয়া যায়। অরাজক শাসন প্রিয় প্রজাগণ স্বাধীনতার দোহাই দিয়া বলেন যে তাহারা স্বাধীনজীব, সুতরাং কেন একজন রাজার বশ্যতা স্বীকার করিবে? কি ভ্রান্তি!!! অরাজক শাসন প্রিয় মানব তুমি যে আপনাকে স্বাধীন জীব বলিতেছ, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যে যতদিন তুমি জীব, ততদিন তোমার স্বাধীনতা কোথায়? বাল্যকালে যখন জননীগর্ভে ছিলে তখন তোমার স্বাধীনতা কোথায়; যখন জননীর ক্রোড়ে শায়িত হইয়া তাঁহাদ্বারা রক্ষিত হইতেছিলে তখন তুমি স্বাধীন ছিলে, কি পরাধীন ছিলে। যখন পিতা মাতা তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করেন তখন তুমি স্বাধীন না পরাধীন। মানব তুমি যতদিন জীব নামে অভিহিত হইবে অর্থাৎ যতদিন শিবত্ব না পাইবে ততদিন তুমি জগজ্জননী প্রকৃতি কর্তৃক লালিত পালিত হইতেছ; ততদিন সেই দেবী তোমাকে তোমার পোষণ জন্য রক্ষণ বা শিক্ষার জন্য তোমাকে যাঁহার যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন তাঁহার অধীনে থাকাই তোমার ধর্ম্ম। এই অধীনতা স্বীকারই প্রকৃতির সেবা অর্থাৎ প্রকৃতির অনুমোদিত কার্য্য সাধন। ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা হইতে স্বেচ্ছাচারিতা জন্মে এবং এই

স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ভক্তিবৃত্তির হ্রাস হয়; মানব তখন স্বাধীন হইব মনে করে; কিন্তু স্বাধীন কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কাম ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং এই শত্রুগণের বশ্যতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া লয়। ইহাই মহাভ্রান্তি। স্বাধীন কথার প্রকৃত অর্থ স্বভাবের অধীন থাকা। এই স্বভাব অর্থ প্রকৃতি। প্রকৃতির নিয়মের অধীন থাকাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রকৃতির নিয়মলঙ্ঘন স্বাধীনতা নহে, উহার নাম যথেচ্ছাচারিতা। রাগ দ্বেষ এবং অহংকার জীবকে প্রকৃতির প্রতিকুলাচরণে প্রেরণা করে; ইহারাই মানবের পরম শত্রু। মহাপুরুষগণ এই শিক্ষা সতত দিতেছেন। মানব যদি স্বাধীনতা শিখিতে চাও তবে স্বেচ্ছাচারিতাই তোমার পরম শত্রু জানিয়া, আপনাকে কখনও তাহার বশে ফেলিও না। জগজ্জননীর বশ্যতা স্বীকারই তোমার স্বধর্ম্ম ইহা জানিয়া, তিনি তোমাকে যাঁর শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, ভক্তিভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে শিখ। রাজভক্তি শিক্ষা ভগবদ্ভক্তি লাভের সোপান বুঝিয়া রাজভক্তি বৃত্তির মুলে অস্ত্রাঘাত করিও না। এই বৃত্তির অবনতি নিবন্ধন ফ্রান্সদেশ যেন প্রেতভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ফ্রান্সবাসীগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়ায় মহাপুরুষগণ প্রদর্শিত পন্থা আর কেহ অনুসরণ করিতে চাহে না; উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফ্রান্সবাসীদের জীবনের লক্ষ্য, ইন্দ্রিয়সুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঘোর ব্যভিচার দোষ ফ্রান্সবাসীদের অন্তঃকরণ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই যুগসন্ধি সময়ে ফ্রান্সবাসীগণ যদি মহাপুরুষগণের হৃদয় নিঃসৃত জ্যোতি ধারণ করিতে পারে তবে উহাদের মঙ্গল নচেৎ ফ্রান্সের পরিণাম বড় ভীষণ। ফ্রান্সবাসীগণ তোমাদের মঙ্গল হউক। এই সময় একবার অন্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া মহাপুরুষগণ যে জ্যোতি বিস্তার করিতেছেন তাহা অন্তরে ধারণ করিয়া লও; মঙ্গলময় সেই জ্যোতি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ক্রমশঃ—

আরোগ্য।

এই সংসারে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখিতে পাই, জীব মাত্রেই সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত—সকলেই সুখের ভিখারী। নিরবশেষে দুঃখ পরিহার করিবার ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের চেষ্টাই জীবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এই প্রকৃতির সঙ্কেতে আমরা অহরহঃ সুখের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি কিন্তু বিকৃতির মোহান্ধকারে পড়িয়া সেই সুখের প্রকৃত পন্থা খুজিয়া পাইতেছি না। অন্ধকারে পড়িয়া প্রকৃত সুখের পথ ছাড়িয়া আমরা রাগদ্বেষরূপ কণ্টকাকীর্ণ—অরণ্যে পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছি, বেদনায় নিরন্তর হা হুতাস করিতেছি। এই যাতনাই আমাদের রোগ। এই রোগের শান্তির নামই সুখ বা আরোগ্য। আরোগ্যই সুখের মূল।

চরক শাস্ত্রে সুখ ও দুঃখের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

বিকারো ধাতু বৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতি রুচ্যতে।
সুখ সংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখ মেব চ॥

(চরক)

অর্থাৎ—

ধাতু বৈষম্যের নাম বিকার এবং ধাতু সাম্যের নাম প্রকৃতি। এই ধাতু সাম্যই সুখ সংজ্ঞক আরোগ্য এবং বিকারই দুঃখ।

আমাদের দুঃখ দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। উদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে আমরা ইহা বুঝিলাম যে ধাতু বৈষম্যই বিকার বা দুঃখ। শারীরিক ধাতু বৈষম্যই শারীরিক দুঃখ বা শারীরিক রোগ এবং মানসিক ধাতু বৈষম্যই মানসিক দুঃখ বা মানসিক রোগ। এইবারে এই কথার অর্থ—বুঝিতে হইবে। স্থূলদেহ সম্বন্ধে বাত পিত্ত এবং কফঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিবিধ ধাতু। মন সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্র কথিত সত্ত্ব রজ ও তম গুণই ত্রিবিধ ধাতু। বায়ু পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থাই (Harmonious Union) দেহের স্বাস্থ্য। সাংখ্যকার বলেন যে সত্ত্ব রজ

ও তম গুণের সাম্যাবস্থাই পরা প্রকৃতি ; এই প্রকৃতি গত হইলেই জীবের সকল দুঃখের অবসান হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দেহের ত্রিবিধ ধাতু অর্থাৎ পিত্ত বায়ু ও কফ ইহারাও যথাক্রমে সত্ব রজ ও তম গুণাত্মক।

যথা—

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরং।
সম্বং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লন্তুপাকতঃ॥

অর্থাৎ পিত্ত সত্ত্ব গুণময়, উহা নিয়মে এবং সামভেদে পীত ও নীল ; উহা কটু লঘু স্নিগ্ধ এবং পাকে অম্ল।

দোষ ধাতু মলাদীনাং নেতা শীঘ্র সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রুক্ষ্ম শীতো লঘুশ্চলঃ॥

বায়ু রজোগুণময়ঃ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ্ম, শীত, লঘু ও চল। বায়ুই, দোষ ধাতু ও মলাদির নেতা।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ··· ···
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥
শ্লেষ্মা তমোগুণাধিক, শীতল, স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ইত্যাদি।

(ভাবপ্রকাশ)

উদ্ধৃত শ্লোক গুলি হইতে ইহা বুঝা গেল যে স্থূল দেহে যাহা সত্ত্বগুণের পরিণাম তাহাই পিত্ত যাহা রজোগুণের পরিণাম তাহাই বায়ু এবং যাহা তমোগুণের পরিণাম তাহাই শ্লেষ্মা এবং স্থূল দেহাশ্রয়ী গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই স্থূল দেহের আরোগ্য বা সুখ।

দর্শন শাস্ত্রের কথা এবং আয়ুর্ব্বেদের কথা মিলাইলে আমরা দেহ ও মন উভয় সম্বন্ধেই আরোগ্যের এই সংজ্ঞা পাই যে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই আরোগ্য বা সুখ বা শান্তি বা স্বাস্থ্য।

সাংখ্যকার বলেন

"গুণত্রয়ানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি।

এই প্রকৃতিই জীবের সুখ ও শান্তি। এই প্রকৃতির বিকৃতিই দুঃখ বা রোগ।

এইবারে চিকিৎসা কি তাহার সংজ্ঞা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রবৃত্তি ধাতু সাম্যার্থা চিকিৎমেত্যভিধিয়তে।" অর্থাৎ ত্রিবিধ ধাতুকে সাম্যাবস্থায় আনার চেষ্টা বা প্রবৃত্তির নামই চিকিৎসা। মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক ত্রিবিধ ধাতু অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা সাধন করাই মানসিক দুঃখের চিকিৎসা এবং এই চিকিৎসার নামই সাধনা।

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ প্রধানতঃ দৈহিক রোগের চিকৎসারই বিধান করিয়াছেন বটে কিন্তু মানসিক দুঃখের চিকিৎসার কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। আয়ূর্ব্বেদ শরীর ও মন ভেদে দ্বিবিধ দুঃখ বা দ্বিবিধ রোগের মীমাংসা করিয়া মানসিক রোগের যাহা প্রতিকার বলিয়াছেন তাহা এই—

'মনসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি সমাধিভিঃ'।

মানসিক রোগ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি বলে নিবৃত্ত হয়। এই কথাটি আর্য্যদিগের যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের সার কথা।

শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি এই উভয় বিধ ব্যাধির চিকিৎসাই আবার পাদচতুষ্টয় সম্পন্ন—

ভিষক্ দ্রব্যান্যুপস্থাতা রোগী পাদ চতুষ্টয়ং
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তায়।

চরক।

বৈদ্য, দ্রব্য (ঔষধ পথ্যাদি) পরিচারক এবং রোগী ইহারাই পাদ চতুষ্টয়। এই পাদ চতুষ্টয় যেরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত সেইরূপ হইলেই বিকারের শান্তির কারণ হইয়া থাকে। সাধন মার্গে সাধক স্বয়ং রোগী, গুরুই বৈদ্য, সৎসঙ্গই উপস্থাতা এবং গুরুদত্ত মন্ত্রই ঔষধ এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ পথ্যাদি। এই পাদচতুষ্টয় কিরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে বিবৃত্ত আছে।

রোগী যতক্ষণ না আপনাকে রোগ যুক্ত বোধ করেন ততক্ষণ তিনি চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থী হন না; নিজে রোগী এই জ্ঞান জন্মিলে তবে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা জন্মে তখন সেই রোগী যে চিকিৎসককে শ্রদ্ধা করেন তাঁহার শরণাপন্ন হন; সুতরাং রোগীর আবশ্যকীয় প্রধান গুণ দুইটি থাকা চাই; প্রথম রোগ মুমুক্ষত্ব, দ্বিতীয় চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা। যে ষট্‌সম্পত্তি থাকিলে সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন বলিয়া বেদান্ত দর্শনে কথিত আছে উহার মধ্যে শ্রদ্ধা এবং মুমুক্ষত্বই প্রধান। সাধক যখন তাঁহার জন্মও মৃত্যুই দুঃখের প্রধান কারণ বলিয়া বুঝেন, তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুই তাঁহার প্রধান রোগ বলিয়া বুঝিয়া এই জন্ম মরণ মোক্ষার্থ কাতর হন তখনই তাঁহার মুমুক্ষত্ব জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি চিকিৎসকের অন্বেষণ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ভবব্যাধি নাশক ঔষধ স্বরূপ মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সৎসঙ্গ মিলিত হইয়া সেই ঔষধ সেবন করিতে থাকেন তখন সেই ঔষধের প্রভাবে গুণত্রয়ের বিকারের ক্রমেই শান্তি হইতে থাকে। ইহাই সাধনা, ইহাই পন্থা। এই সাধনার ফলে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি, ইহারই নাম পরাশান্তি; এই পরাশান্তি বা পরনির্ব্বাণই প্রকৃতির স্বরূপ। এই সাধন পন্থার লক্ষ্যস্থানই পুরুষের পরমধাম; এই পরমধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই পরাপ্রকৃতি। আধিভৌতিক আধিদৈবিকে ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপের সংস্পর্শ লেশ শূন্য এই পরমধামই কাশীক্ষেত্র। ত্রিতাপই ত্রিশূল; * মুক্তিক্ষেত্র এই ত্রিশূলের পারে অবস্থিত তাই বুঝি কাশীক্ষেত্রকে ত্রিশূলের উপর স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

---

* আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়কে শিবের ত্রিশূল বলা সঙ্গত নহে কারণ শিবের ত্রিশূল এই তাপত্রয় সংহারক অস্ত্র। নাদ বিন্দু সম্বলিত শিবের ত্রিশূলই প্রণব মন্ত্র।

সম্পাদক

হে ভবব্যাধি বিনাশক চিকিৎসক, পরমগুরু পরমেশ্বর প্রণব বাচ্য পরমপুরুষ মহাদেব আমরা ভবরোগ শান্তির জন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মা উমে, মা হৈমবতী তুমি পরাশান্তি স্বরূপ ভাবের অধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়ীদেবী তোমার কৃপালাভ হইলে তুমি শান্তিরূপা দেবী-মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়ে দেখা দিয়া সাধকের ত্রিতাপ নাশ করিয়া থাক; মাগো তোমার চরণে আত্মবিসর্জ্জন দিলাম। দুর্গে অসীম অনন্ত অনাদি চিদাকাশ তোমারই হৃদয়ের বিস্তার; এই বিস্তৃত সমুদ্রই বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মসমুদ্র এবং ইহাই সাংখ্যের প্রকৃতি; আর মা তুমি এই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান স্বরূপিনী শাম্ভবী বিদ্যা; দেবী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া অবিদ্যার অন্ধকার দূর কর মা। মা তুমি জ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও শিব জ্ঞাতা; আর আমরা কে মা? আমরা কিছু নই, কিছু নই, কিছু নই; আমরা অহংকার তত্ত্বলীন জীব ব্রহ্মসমুদ্রের বুদ্বুদমাত্র; এই আছি এই নাই। মাগো আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে জীব ও শিবের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান কেবল ভ্রান্তিমূলক; মাগো ঐ রাঙ্গা পাদুখানি একবার বুকে দিয়ে দাঁড়াও তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব শিবোহহং।

ওঁ হরি ওঁ

শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্ত।

ওঁ নমঃ শিবায়॥

"আমি কি চাই?"

ওগো কেহ বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই? আমি কত দেশ বিদেশে ঘুরিলাম, কত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে ফুকারিয়া বেড়াইলাম, "ওগো আমি কি চাই বলিয়া দিতে পার?"

আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না, কেহ একবার ফিরিয়াও তাকায় না। প্রত্যেক গৃহের দ্বারে দ্বারে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ওগো কেহ বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই ?" কেহ উত্তর দিল না। একটী প্রাসাদের দ্বারে গিয়া সবে মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "ওগো আমি কি চাই, কেহ বলিয়া দিতে পার ?" দেখি না, একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ লগুড় হস্তে আমাকে "পাগ্‌লামী কর্‌বার আর স্থান পাওনি" বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাহাতে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি জনান্তিকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আহা, এ লোকটী বুঝি কোন প্রকার মনের কষ্টে পাগল হইয়াছে।" এই শুনিয়া আমি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে যাইতে ভাবিলাম, তবে বুঝি আমি পাগল। কিন্তু তিনি বলিলেন "মনের কষ্টে পাগল," আমি ত জ্ঞানতঃ কোনও কষ্টানুভব করি নাই, তবে আমি পাগল কিসে ? মনে যখন যে ভাব উঠে তাহা প্রকাশ করি, তাই পাগল। আর মনের ভাবে মনে পোষণ করিয়া যে কপটতা দেখায় সে ভাল লোক। আমি মনের ভাব চাপিতে পারি না তাই—। আবার কিছু দূর যাইয়া এক গৃহের দ্বারে উচ্চৈস্বরে ফুকাইয়া বলিলাম, ওগো কেহ বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই ? দেখি না একটী নবীনা যুবতী আর দুই একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল "দেখ্ দেখ্ দিদি, ঐ মিন্‌ষেটা কি বল্‌ছে শুন্," তাই শুনে আমি আবার বলিলাম ওগো তোমরা আমায় বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই—" এই বলিয়া আমি তাহাদের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। সেই নবীনা হেসে ঢলে অন্য স্ত্রীলোকদের গায়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। ও বল্লে "ওলো ও ওর মনের মানুষ হারিয়েছে তাই মনের মানুষের জন্য পাগল হয়েছে ; আর একটী মনের মানুষ চায়।" আমি এই শুনে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, "আমি কি মনের মানুষ চাই !" কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মানুষ আবার মনের আর বাহিরের কি ?

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী দর্শনার্থ অন্যমনস্কে পথ

চলিতেছি, কিন্তু অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কেবলই সেই এক কথা—ওগো আমি কি চাই—মনে উঠিতে লাগিল। মনে করিয়াছিলাম, আর কোন প্রকার ঐরূপ কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিব না। কিন্তু আমার মনে প্রাণে সর্ব্বদাই কি যেন হইতেছে; কেবল কি চাই কি চাই ভাব উঠিতেছে।

ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। শন্ শন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোক গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া যেন তরল রজত চল্ চল্ করিতেছে। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমি একটী বাঁধাঘাটের সোপানোপরি উপবেশন করিলাম। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঘাট। সম্মুখে পুর্ণচন্দ্র। তাহে ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। কোন, লোকের সমাগম নাই; সমস্ত নিস্তব্ধ। জাহ্নবীদেবী কুল্ কুল্ করিয়া অবিশ্রান্ত সাগরের দিকে ধাবিত হইতেছেন! দেখিয়া একবারে সমস্ত ভুলিয়া যাইলাম।

সহসা চমক ভঙ্গ হইল। কেবল কুল্ কুল্ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। মা, তোমার কুল্ কুল্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইনা কেন? মা তুমিও কি আমার মত কি চাও? নচেৎ একই ভাবে কেবল কুল্ কুল্ শব্দ কেন মা? মা পতিতোদ্ধারিণি! বল্মা, বল্মা তোমার অধম সন্তান কি চায়। কইমা! বল্লিনা; আবার সেই কুল্ কুল্ ধ্বনি। মা, তোর কি কুল্ কুল্ শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই? বল? ওকিমা? ও আবার কি? কুল্ কুল্, চল্ চল্? মা, আমি কি কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাইব? ব'লে দেমা, ব'লে দেমা আমি কি চাই? কতবার কাতর ভাবে ডাকিলাম, কত কাঁদিলাম, তবু ত কোন উত্তর পাইলাম না। তবে মা তোর বক্ষে এই অধম সন্তানকে স্থান দে। দেমা, অধম সন্তানকে স্থান দে, তোর সঙ্গে কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরৎ চন্দ্র দেব,
(কার্য্যাধ্যক্ষ)।

মূল।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬॥

টীকা।— 'তদ্দূরে' ইত্যাদৌ হরেঃ সর্ব্বভূতাশ্রয়তয়া সর্ব্বভূতগতত্বম্ উক্তং, তজ্জ্ঞানস্য ফলম্ আহ, যস্তু ইতি। সর্ব্বাণি ভূতানি—চিদচিদাত্মকং সর্ব্বং জগৎ, আত্মনি এব—পরমাত্মাশ্রয়ত্বেন এব, অস্তি ইতি, অনু—নিঃসন্দেহং, পশ্যতি—জানাতি ; যদ্বা, আশ্রিতত্বক্রমানুরোধেনেতি অনু-শব্দার্থঃ। সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং—সর্ব্বভূতেষু নিয়ন্তৃতয়া স্থিতং হরিং, যঃ অনু পশ্যতি ইতি অন্বয়ঃ। ততঃ—পরমাত্মস্বরূপজ্ঞানিত্বাৎ হেতোঃ ন বিজুগুপ্সতে—স্বাত্মানং গোপ্তুং ন ইচ্ছতি, ভয়াভাবাৎ ইতি ভাবঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।—সকল ভূতই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং সেই পরমাত্মা নিয়ন্তৃরূপে সর্ব্বভূতেই অবস্থিত রহিয়াছেন, ইহা যে ব্যক্তি সংশয়শূন্য-হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন, সেই দর্শন নিবন্ধনই তিনি আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না॥ ৬॥

ভাবব্যাখ্যা।—সেই ভগবানই সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সকল সংসারই তাঁহার একান্ত আশ্রিত, এইরূপ জ্ঞান যদি কাহারও হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার ভয় করিবারও কেহ থাকেনা, সুতরাং আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয়না। ভয় না পাইলে ত আর কেহ লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করেনা! যখন দেখা গেল যে, সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানই সকলের অন্তরে ও বাহিরে সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আর সকলে তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, তখন ভয়ই বা করি কাহাকে, আর আত্মগোপনই বা করি কাহার সমীপে? স্বতন্ত্র আর এক জন কেহ থাকিলে ত তাহা হইতে ভয় পাইব? আর সেই সহস্রাক্ষের সহস্র লোচনের অন্তরাল প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান করিবার সামর্থ্যই বা কাহার আছে? সুতরাং

উক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, সেই অভয়স্বরূপ ভগবানেই আত্মসমর্পণ করিয়া নির্ভয়ে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। কেননা, তিনি সেই সর্ব্বেশ্বরকে ভালবাসিয়া সকলকেই ভালবাসার সামগ্রী করিয়া ফেলিয়াছেন। সকল 'পরই' তখন তাঁহার 'আপনার' হইয়া গিয়াছে,—তখন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আর 'অহং মমাদি' রূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে,—সে সমস্তই তখন সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং গোপন করিবার প্রয়োজনও হয়না ॥ ৬ ॥

মূল।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

টীকা।— এতমেব অর্থং বিবৃণোতি, যস্মিন্ ইতি। যস্মিন্—আত্মনি, সর্ব্বাণি ভূতানি, তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। স আত্মৈব তত্র সর্ব্বভূতেষু, অভূৎ— অনাদিতো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। এবমিতি শেষঃ। এবং বিজানতঃ—সর্ব্বাধারতয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মানং বিশেষেণ জানতঃ, সর্ব্বত্র স্থিতস্য হরেঃ একত্বং চ, অনুপশ্যতঃ—জানতঃ, কো মোহঃ, কঃ শোকঃ? ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যাঁহাতে সকল ভূতই অবস্থান করে, সেই আত্মাই আবার সেই সকল ভূতে অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এই তত্ত্ব যিনি বিশেষরূপে জানিতেছেন এবং সেই পরমাত্মার একত্ব অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার মোহই বা কি, আর শোকই বা কি ॥ ৭ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—সেই এক ও দ্বিতীয়রহিত ভগবান শ্রীহরিই সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান এবং তাঁহাতে সর্ব্বভূতই সমবস্থিত, এই তত্ত্ব অবগত হইলে যে শোকমোহাদিতে অভিভূত হইতে হয়না, ইহাই আলোচ্য মন্ত্রের অভিপ্রায়।

অন্তরে প্রকৃত ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইলে জীবের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও

সেই সঙ্কীর্ণতানিবন্ধন ভীতি প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া যায়; তাঁহার 'ভিতর' 'বাহির' এ দুইটীও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক হইয়া উঠে। সর্ব্ব-ভূতেই সেই আনন্দময়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সমগ্র সংসারই তাঁহার সমীপে 'আনন্দময়' বলিয়া বোধ হয় ॥ ৭ ॥

মূল।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ—

মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-

র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকা।— ভগবজ্জ্ঞানমাত্রেণ কুতো মোহাদ্যভাবঃ? ইত্যত আহ, স ইতি। সঃ—জ্ঞানী, পর্য্যগাৎ— প্রাপ্তোঽভূৎ; ব্রহ্মেতি শেষঃ। তাবতা কথং শোকাদ্যভাবঃ? ইত্যতস্তদ্বিশিনষ্টি, শুক্র-মিত্যাদিনা। 'শুচং—শোকং, রহতি—ত্যজতি' ইতি, শুক্রং—শোকরহিতম্। অকায়ং—লিঙ্গদেহরহিতম্। অব্রণং— 'ব্রণ সঞ্চূর্ণনে' ইত্যতঃ স্তোকো ব্রণঃ; কালেন অস্তোকত্বাৎ, অব্রণং—নিত্যং; গুণৈঃ অস্তোকত্বাৎ, অব্রণং—পূর্ণমিত্যর্থঃ। অস্নাবিরং—স্নাবোপলক্ষিত-সপ্তধাতুময়-স্থূলদেহরহিতম্। শুদ্ধং—পাবিত্র্যহেতুঃ; শুদ্ধত্বা-দেব, অপাপবিদ্ধং—তত এব হেতোঃ পাপমূল-স্থূল-সূক্ষ্মশরীরহীনম্। তত এব দেহনিমিত্ত-শোকাদিশূন্যমিতি শুক্রমিত্যুচ্যতে। এবম্ভূতং হরিং পর্য্যগাৎ যতঃ, অতঃ কারণাৎ শোকাদ্যভাবঃ। এবম্ভূত-হরিসারূপ্য-লক্ষণাং তদগতিং গতস্য শোকাদ্যভাবো যুক্ত ইতি ভাবঃ। নমু এবম্ অশরীরশ্চেৎ, জগৎস্রষ্টা ন, ইতি প্রাপ্তং, লোকে সদেহস্যৈব স্রষ্টৃতাদর্শনাৎ? ইত্যাশঙ্কাং নিরস্যাহ, কবিরিতি। কবিঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ। মনীষী—প্রকৃত্যাদি-সর্ব্বমনসাম্ ঈশিতৃত্বাৎ মনীষী। এতেন 'জ্ঞানা-বিনাভূতদেহবান্' ইতি লভ্যতে; স চ অপ্রাকৃত এব ইতি প্রাগুক্তঃ; তন্নিমিত্ত-শোকাদ্যভাবো যুক্তঃ, প্রাকৃতস্যৈব তদ্ধেতুত্বাৎ।

'পরিভবতি—সর্ব্বং বশীকরোতি' ইতি, পরিভূঃ— সর্ব্বতো বর ইত্যর্থঃ। 'স্বয়মেব—পরম্ অনপেক্ষ্য, ভবতি' ইতি, স্বয়ম্ভূঃ—সদানন্যাশ্রয়ঃ। শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—(ইতি পঞ্চমী সপ্তম্যর্থে) অনাদ্যনন্ত-সম্বৎসরেষু, যাথাতথ্যতঃ—যাথার্থ্যেন বর্ত্তমানান্, অর্থান্, ব্যদধাৎ—নির্ম্মমে। যাথাতথ্যতঃ ইত্যুক্ত্যা 'ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বাৎ অর্থানাং ন তৎস্রষ্টৌ দেহাদ্যপেক্ষা?' ইতি চোদ্যং নিরস্তং; শাশ্বতীভ্যঃ, সমাভ্যঃ ইত্যুক্ত্যা 'সদা দেহহীনস্যাপি সৃষ্টিসময়ে দেহোপাদানেন অস্তু সৃষ্টিঃ?' ইতি চোদ্যং নিরস্তং ধ্যেয়ং, সৃষ্ট্যাদিপ্রবাহস্য অনাদ্যনন্তকালীনত্বাৎ ইতি ॥ ৮॥

অনুবাদ।—সেই জ্ঞানী, শুক্র (শোকরহিত), অ-কায় (লিঙ্গশরীরশূন্য), অ-ব্রণ (নিত্য, পূর্ণ,), অস্নাবির (স্থূলদেহরহিত), শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ (পাপসম্পর্কশূন্য বা পাপমূলক স্থূলসূক্ষ্মশরীরশূন্য) ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভগবান কবি (সর্ব্বজ্ঞ), মনীষী, পরিভূ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ও স্বয়ম্ভূ। আর তিনি অনাদি ও অনন্ত সংবৎসর সমূহে যথার্থরূপে বর্ত্তমান অর্থ বা বস্তু সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৮॥

ভাবব্যাখ্যা।—ভগবদ্বিষয়ক-জ্ঞানলাভ-মাত্রেই মোহাদির অভাব কেন হয়? ইহাই বর্ত্তমান মন্ত্রে আলোচিত হইতেছে।

আমাদিগের হস্তপদাদিবিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান এই যে শরীর, ইহার নাম 'স্থূল শরীর'। ত্বক্ (ছাল), অসৃক্ (রক্ত), মাংস, মেদ (চর্ব্বি), অস্থি (হাড়), মজ্জা (হাড়ের ভিতরেস্থিত কোমল পদার্থ বিশেষ) ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু দ্বারাই 'স্থূলশরীর' গঠিত। এই স্থূলশরীরের ভিতরেই আর একটী শরীর আছে, তাহার নাম 'সূক্ষ্মশরীর'। এই সূক্ষ্মশরীরেরই নামান্তর 'লিঙ্গশরীর'। স্থূলশরীর যেরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সূক্ষ্মশরীর সেরূপ নহে। সে শরীরটি অতি সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়াই তাহার নাম 'সূক্ষ্মশরীর'। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা ও ঘ্রাণ), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান), মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ উপাদানে সূক্ষ্মশরীর নির্ম্মিত। এই সূক্ষ্ম

ও সূক্ষ্ম শরীরই মানবের শোক-মোহাদির নিদান। জ্ঞানীর এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটী থাকিয়াও নাই। কেননা, তিনি ঐ উভয়বিধ শরীরের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এমন কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াছেন, এমন কোন সামগ্রীতে আসক্ত হইয়াছেন, যাঁহার কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কোনরূপ শরীরের অস্তিত্ব নাই। আমরা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত এতই ভালবাসা স্থাপন করিয়াছি যে, উক্ত শরীরে ও আমাদিগের ভিতরে কোন প্রকার পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করিনা। উক্ত শরীরই যেন 'আমরা' হইয়া গিয়াছি। সুতরাং উক্ত শরীরের ধর্ম্ম শোক-মোহাদি উপভোগ করিতে আমরা বাধ্য হই। কিন্তু জ্ঞানী, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ভালবাসা ছাড়িয়া, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর শূন্য সুতরাং শোক-মোহাদি-শূন্য সেই বস্তুর সহিত এতই ভালবাসা স্থাপন করিয়াছেন যে, তিনি আমাদের মত 'স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরময়' না হইয়া 'সেই বস্তুময়' বা 'আনন্দময়' হইয়া গিয়াছেন। সেই বস্তুই আমাদের ভগবান্,—সেই বস্তুই আমাদের শ্রীহরি।

আমরা যখন স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরাদিতে আসক্ত থাকি, তখন উক্ত শরীরাদির ধর্ম্ম শোক-মোহাদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ আমরা যদি স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির অতীত—আনন্দঘনবিগ্রহ সেই ভগবানে আসক্ত হই, তাহা হইলে আমরাও সেই ভগবানের (আলোচ্য মন্ত্রে বর্ণিত) বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে পারি, সন্দেহ নাই ॥ ৮॥

মূল।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥

টীকা।— "বিজানতঃ অনুপশ্যতঃ" ইত্যত্র যথাবৎ পরমাত্ম-জ্ঞানং মুক্তিহেতুরিত্যুক্তং, তজ্‌জ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞাননিন্দা-সমুচিতমেব মুক্তিহেতুঃ, ন কেবলম্, ইত্যাহ, অন্ধং তম-ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়েণ। তত্র তাবৎ যথাবজ্‌জ্ঞানস্য ইব অন্যথাজ্ঞাননিন্দনস্য আবশ্যকত্বোপ-

পাদনায় অন্যথাজ্ঞানস্য প্রাগুক্তম্ অসূর্য্যালোকসাধনত্বম্ অনূদ্য, অন্যথাজ্ঞানানিন্দনস্য ততোঽধিকানর্থহেতুত্বম্ আদ্যেন মন্ত্রেণ উচ্যতে। অত্র অবিদ্যাশব্দেন বিদ্যাবিরোধি-মিথ্যাজ্ঞানবাচিনা তদ্বিষয়োঽন্যথা-প্রকারো গ্রাহ্যঃ। তথা চ, অবিদ্যাং—যথাবদ্যাকারাৎ অন্যথাকারম্, উপাসতে—ধ্যায়ন্তি, যে 'তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' ইতি উক্তানুবাদঃ, যে, বিদ্যায়াম্ উ—তত্ত্বজ্ঞানে এব, রতাঃ, মিথ্যাজ্ঞানানিন্দকা ইতি এবকারার্থঃ। তে, ততঃ—মিথ্যাজ্ঞানিপ্রাপ্য-তমসোঽপি, ভূয়ঃ—অধিকং, তমঃ। ইব-শব্দস্য ব্যক্তমিত্যর্থঃ, অসংশয়মিতি যাবৎ। প্রবিশন্তীত্যন্বয়ঃ॥ ৯॥

অনুবাদ।—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসে প্রবেশ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র বিদ্যাতেই রত, তাহারা উক্ত অন্ধতমস অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমসে প্রবেশ করে, সন্দেহ নাই॥ ৯॥

ভাবব্যাখ্যা।---এপর্য্যন্ত যতদূর আলোচনা করা হইল, তাহাতে বুঝা যায় যে, একমাত্র পরমাত্মবিষয়ক যথার্থজ্ঞানই মুক্তির হেতু, কিন্তু উপস্থিত তিনটী মন্ত্রে প্রদর্শিত হইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞান-নিন্দা-সহকৃত যথার্থজ্ঞানই মুক্তির হেতু,—কেবল যথার্থজ্ঞান নহে। এই মন্ত্রে স্থিত 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ—তত্ত্বজ্ঞান এবং 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ—বিদ্যা-বিরোধি মিথ্যাজ্ঞান বা বিপরীতজ্ঞান।

পূর্ব্বে (৩য় মন্ত্রে) অভিহিত হইয়াছে যে, "আত্মঘাতী বা বিপরীতজ্ঞানী ব্যক্তিই মৃত্যুর পর অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্যলোক সমূহে গমন করে।", কিন্তু যাহারা মিথ্যাজ্ঞানের নিন্দা না করিয়া কেবল মাত্র যথার্থজ্ঞানের সেবাতেই রত থাকে, তাহারা উক্ত আত্মঘাতী বা বিপরীতজ্ঞানীর প্রাপ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন লোক হইতেও অধিকতর তমসাচ্ছন্ন লোকে গমন করিয়া থাকে। ইহাই বর্ত্তমান মন্ত্রের অভিপ্রায়॥ ৯॥

মূল।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে॥ ১০॥

টীকা।— ন কেবলং বিপক্ষেঽনর্থপ্রাপ্তেরেব সম্যগ্জ্ঞানাসম্যগ্জ্ঞাননিন্দনয়োঃ কার্য্যত্বং, কিন্তু মোক্ষফলস্য অংশতঃ উভয়সাধ্যত্বাৎ অপি দ্বয়োঃ কার্য্যত্বম্, ইত্যাহ, অন্যদেবেতি। বিদ্যয়া—তত্ত্বজ্ঞানেন, অন্যৎ এব মোক্ষৈকদেশরূপং ফলং প্রাপ্যম্ আহুঃ বৃদ্ধাঃ। অবিদ্যয়া—অন্যথাজ্ঞাননিন্দয়া চেতি যাবৎ। অন্যৎ এব মোক্ষৈকদেশলক্ষণং ফলং প্রাপ্যম্ আহুঃ বৃদ্ধাঃ। ইতি—ইত্যেবং বৃদ্ধবচনসম্মতিযুক্তং বচনং, ধীরাণাং—ধীমতাং সকাশাৎ, শুশ্রুম—শ্রুতবন্তঃ স্ম। যে—ধীরাঃ, নঃ—অস্মাকং, তৎ—মোক্ষসাধনং, বিচচক্ষিরে—ব্যাচচক্ষিরে। অতো দ্বয়মপি আবশ্যকম্, ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা আমাদিগের সমক্ষে মোক্ষ-সাধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল ধীরবৃন্দের সমীপেই শ্রবণ করিয়াছি যে, বৃদ্ধগণ বলেন, বিদ্যাদ্বারা মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা যায়, সে এক অন্য বা স্বতন্ত্র, আর অবিদ্যা-দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, সেটীও যে উক্ত অংশ হইতে অন্য বা পৃথক্ ইহাও উক্ত বৃদ্ধগণ কহিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে, বিদ্যা এবং অবিদ্যা এতদুভয়েরই প্রয়োজন। কেননা, মোক্ষফলের এক অংশ বিদ্যাদ্বারা এবং অপর অংশ অবিদ্যাদ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মন্ত্রে 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান-নিন্দা ॥ ১০ ॥

মূল।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

টীকা।— এতন্মন্ত্রার্থমেব ব্যক্তমাহ, বিদ্যাঞ্চেতি। বিদ্যাং—বিষ্ণুযাথাত্ম্যজ্ঞানম্, অবিদ্যাং—মিথ্যাজ্ঞাননিন্দনম্। চ-শব্দৌ—ইতরেতরযোগে। সহ—একপুরুষার্থহেতুত্বেন, তদুভয়ং যো বেদ, স ইতি শেষঃ। অবিদ্যয়া—অন্যথাজ্ঞাননিন্দয়া, মৃত্যুং—দুঃখাজ্ঞানাদ্যনিষ্টং, তীর্ত্বা, বিদ্যয়া—বিষ্ণুযাথাত্ম্যজ্ঞানেন, অমৃতম্—আনন্দানুভবলক্ষণং মোক্ষৈকদেশম্,

অমৃতে—প্রাপ্নোতি। অনিষ্টনিবৃত্তেঃ মিথ্যাজ্ঞাননিন্দনসামর্থ্যলভ্যত্বাৎ, আনন্দানুভবস্য চ তত্ত্বজ্ঞানসামর্থ্যলভ্যত্বাৎ, দলদ্বয়যুক্তমোক্ষপ্রাপ্তয়ে দ্বয়মপি আবশ্যকমেব, ইতি উক্তং ভবতি॥ ১১॥

অনুবাদ।—যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটীকে একই পুরুষার্থের হেতু বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু (অনিষ্ট) অতিক্রম করিয়া, বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়েন॥ ১১॥

ভাবব্যাখ্যা।—যাহা আমাদিগের ইষ্ট—অভিলষিত, তাহা লাভ করিতে হইলে, অনিষ্টনিবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন। অনিষ্ট বা অনভিলষিত বিষয়ের নিবৃত্তি না হইলে যথার্থ ইষ্টপ্রাপ্তি হয়না। এককথায় বলিতে গেলে, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দানুভবই আমাদের ইষ্ট এবং দুঃখাদি আমাদিগের অনিষ্ট বা অনভিলষিত। এই সংসারে আমরা সুখের লালসায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছি, সুখের বিনিময়ে দুঃখই লাভ করিয়া থাকি। এরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নহে, আমাদিগের অজ্ঞানই অর্থাৎ ঠিক কোন্ স্থানে যাইলে, কোন্ বস্তু লাভ করিলে, আমরা সুখ লাভ করিব, তাহা না জানাই আমাদিগের ঐ প্রকার দুঃখের নিদান। এই জানিনা বলিয়াই আমাদিগের দুঃখ বিদূরিত হয়না। অথচ আমাদিগের চিরদুঃখপ্রদ সেই সকল সামগ্রীর সহিত আমাদিগের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় যে, গুরুজনের উপদেশ লাভ করিলেও, আপনি বুঝিলেও, সহজে তাহাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু যদি সেই সকল বস্তুর নিন্দাতেই আমরা নিরত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের সেই সকল দুঃখপ্রদ বস্তুর উপর আসক্তি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া দুঃখসমূহও বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতি বলিতেছেন যে, মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে যেরূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞাননিন্দারও একান্ত আবশ্যক। মিথ্যাজ্ঞান-নিন্দাপ্রভাবে আমাদিগের সমস্ত অনিষ্ট নিবৃত্ত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমাদিগের ইষ্ট লাভ বা আনন্দানুভব হইয়া থাকে। সুতরাং মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান-

৩য় ভাগ।] আষাঢ় ১৩১৬। [৩য় সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও

পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৹

অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র।৹ চারি আনা অধিক লাগে।

নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

"ভারত-দর্পণ প্রেস্" হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ধর দ্বারা মুদ্রিত।

১৭৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। গ্রন্থের ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র।৹ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।৹ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৹ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৹ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ও ৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কার্য্যালয়ে, প্রাপ্তব্য।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। আষাঢ়, ১৩০৬ সাল। ৩য় সংখ্যা।

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

নিরঞ্জনাষ্টকম্।

(পরিব্রাজক ভগবান্ শঙ্কররচিত)।

(১)

স্থানং ন মানং নচনাদবিন্দু—
রূপং ন রেখা নচ ধাতু বর্ণঃ।
দৃষ্টিঃ ন দৃশ্য শ্রবণং ন শ্রাব্যং
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥

স্থান, মান নাদবিন্দুরূপ রেখা আর
নাহি যার, নবধাতু, নাহিবর্ণ-যাঁর,
দর্শক, শ্রবণ, দৃশ্য, শ্রাব্য নাহি যাঁর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(২)

বৃক্ষো ন মূলং নচ বীজকুলং
শাখা ন পত্রং নচ বল্লিপল্লবং ।
পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছায়া—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

বৃক্ষরূপ হন যিনি সদানন্দময়,—
কিন্তু মূল, বীজ, শাখা, পত্র, নাহি রয়,
লতা. পুষ্প, গন্ধ, ফল, ছায়া, নাহি যার,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৩)

বেদং ন শাস্ত্রং নচ শৌচ সন্ধ্যা—
মন্ত্রং ন জাপ্যং নচ ধ্যান ধ্যেয়ং ।
হোমো ন যজ্ঞো নচ দেবপূজা—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

বেদ, শাস্ত্র, শৌচ, সন্ধ্যা, মন্ত্র, জপ, ধ্যান,
হোম, যজ্ঞ, দেবপূজা নহে ক্রিয়াবান,
নাহি ধ্যেয়, জপনীয় না আছে যাঁহার,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৪)

অধো ন উর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ
পুমান্ ন নারী নচ লিঙ্গ মূর্ত্তিঃ ।

ন ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্নচ দেব রুদ্রো—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

নাহি ঊর্দ্ধ, অধঃ যাঁর, শিব, শান্তি নয়,—
পুরুষ, প্রকৃতি ; নহে লিঙ্গমূর্ত্তিময়,
নহে ব্রহ্মা, নহে বিষ্ণু, দেব রুদ্র আর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৫)

অখণ্ডখণ্ডং নচ দণ্ডদণ্ডং—
কালোপি জীবো ন গুরুর্নশিষ্যঃ।
গ্রহা ন তারা নচ মেঘমালা—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

নহে জগতের অংশ, কাল—দণ্ডপল,
নহে জীব, গুরুশিষ্য, নহে মেঘ দল,
নহে গ্রহ নহে তারা যিনি, বার বার—
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৬)

শ্বেতং ন পীতং নচ রক্ত রেতঃ
হেমং ন রৌপ্যং নচ বর্ণ বর্ণং।
চন্দ্রার্ক-বহ্নু-রুদয়ো ন চাস্তং
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

নহে রক্ত, রেতঃ, সিত বা পীত বরণ,
নহে স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা, নহে যেইজন——
সোম, সূর্য্য, বহ্নি ; নাহি উদয়াস্ত যাঁর
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৭)

স্বর্গে ন পংক্তির্নগরে ন ক্ষেত্রে
জাতেরতীতং নচ ভেদ ভিন্নং।
নাহং ন তত্বং ন পৃথক পৃথকত্বাৎ
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

স্বরগে নগরে ক্ষেত্রে নাহি অবস্থান,—
জাতির অতীত নাহি কোন ভেদভাগ;
অপৃথক্ নাহি আমি, তুমি, বা সে যাঁর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৮)

গম্ভীরধীরং ন নির্ব্বাণশূন্যং—
সংসারসারং নচ পাপপুণ্যং।
ব্যক্তং নচাব্যক্তমভেদ ভিন্নং
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

গম্ভীর বা ধীর নয়, ভবে সারধন,
পাপ, পুণ্য, নিরবাণ শূন্য, যেইজন,——
ব্যক্ত ও অব্যক্ত; নাহি ভেদ ভাগ যাঁর
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

চিদাকাশে সৃষ্টি প্রকরণের চিত্র।

আজি আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। হৃদয়ের মধ্যে যেন হু হু করিতেছে; কি যেন খুঁজিতেছি কিন্তু পাইতেছি না। কি করি, কোথায় যাই—এই ভাবিতে ভাবিতে বারান্দাতে খানিক পদ চালনা করিতে লাগিলাম। সেই সময় মনোমধ্যে নানাবিধ ভাবনা আসিতে লাগিল। আমি কে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি; কি করিতে আসিয়াছি এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, কে আছ আমাকে এই সব বিষয় বুঝাইয়া দাও; এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। খানিক ক্ষণ এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে ও ভাবিতে ভাবিতে এমন অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম যে মাতঙ্গিণী সেই সময় সেই বারান্দাতে আসিয়া যে একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তাহা আমি দেখিতেই পাই নাই। হঠাৎ মাতঙ্গিণী একটু উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন।

হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥

আমি চমকিয়া উঠিলাম। মাতঙ্গিণী সংস্কৃত জানেন না; তাঁহার মুখে পরিষ্কার সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি বারান্দাতে এসে বসেছ কতক্ষণ?

গৃহিণী বলিলেন আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি; দেখ আজি বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম। আমি বারান্দাতে আসিয়া দেখিলাম যে তুমি একমনে কি ভাবিতেছ ও বেড়াইতেছ, তাই তোমাকে কিছু না বলিয়া চুপে চুপে চেয়ার খানিতে বসিলাম। বসিয়া তোমার পায়ের

দিকে চাহিয়া তুমি কেমন তালে তালে চলিতেছ তাহাই দেখিতেছিলাম, তোমার চলনের সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিও বারান্দার উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে আর দক্ষিণদিক থেকে উত্তরদিকে চলিতেছিল। দেখ তোমার ঐ পায়ে কি যেন আনন্দ মাখান আছে সেই আনন্দে আমার হৃদয় যেন ভরিয়া উঠিতেছিল; আমি স্থির নেত্রে তোমার ঐ পায়ের দিকে চাহিয়া তোমার তালে তালে চলন দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল; সেই সময় দেখি যে আমার বুকের মধ্যে চিদানন্দ বাবা বসিয়া বলিতেছেন।

হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥

ঐ কথাগুলির অর্থ কি তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিও।

নিকটে আর একখানি চেয়ার ছিল, আমি তাহাতে উপবেশন করিলাম। আমি বলিলাম যে আমি কিছু কাজ পাইতেছিলাম না তাই আমাদের গুরু তোমার হৃদয় মধ্যে দেখা দিয়া আমাকে ঐ উপদেশ দিয়া গেলেন। ভগবানের নাম জপ এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তনই কলিকালের লোকের সাধনার পথ। এস আমরা দুইজনে বসে জপ করিতে থাকি। আমরা উভয়েই স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতে লাগিলাম। জপ করিতে করিতে হস্ত পদ ক্রমে যেন শিথিল হইয়া আসিল; দেহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া তালুমূলে আঘাত করিতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রণব ধ্বনি শুনিতে পাইতে লাগিলাম; বড় এক আনন্দ হইতে লাগিল। সেই সময় আমার হৃদয় যেন ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে বোধ হইতে লাগিল; হৃদয়ের সেই আকাশের দিকে আমার মন পড়িল। একটি তড়িৎ স্রোত হৃদয়ের সেই আকাশ হইতে উঠিয়া তালুমূলে ভেদ করিয়া মাথার মধ্যে যে যন্ত্রটিকে চিদানন্দ বাবা ত্রিনেত্র বলিয়াছিলেন সেই স্থলে আঘাত করিল আমি একবারে বাহ্যজ্ঞান শূণ্য হইলাম। তখন স্বপ্নের ন্যায় দেখিলাম যে আমার মাথার উপর সুনীল সন্ধ্যাগগণ শোভা পাইতেছে এবং আমি ও আমার আর ৭ জন আত্মীয়, সেই সন্ধ্যাগগণের তলে, আমাদের বাড়ীর ছাদের

উপর বসিয়া অধ্যাত্মতত্ব আলোচনা করিতেছি। আমরা ৮ জনে ঠিক একটি চক্রাকারে বসিয়া আছি; উত্তরদিকে দুইজন, দক্ষিণদিকে দুইজন; পূর্ব্বদিকে দুইজন এবং আমি ও আর একজন, পশ্চিমদিকে বসিয়া আছি। যে দুইজন উত্তরদিকে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ দক্ষিণদিকে, যাঁহারা দক্ষিণদিকে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ উত্তরদিকে, যাঁহারা পূর্ব্বদিকে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ পশ্চিমদিকে এবং আমি ও আর একজন যিনি পশ্চিমদিকে বসিয়াছেন আমাদের মুখ পূর্ব্বদিকে। আমাদের এই ৮ জনের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—তিনি তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'দেখ ভাই কি হতে কি হচ্চে, এই সব কোথা হতে কোথা যাইতেছে আর কে যে কি করিতেছে এ সমস্ত বোঝা ভার।' বয়োজ্যেষ্ঠতা সম্বন্ধে যিনি তৃতীয় তিনি উত্তর করিলেন যদি সহজেই বুঝা যাইবে, তবে আর কষ্ট কি? 'ইহারা দুইজনে ঐরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, আমি আকাশের দিকে চাহিয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে আকাশে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের ছবি পড়িল। ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় কলোডিয়ন মাখান কাচে যেমন ছবি পড়ে সেই রকমের ছবি পড়িল। ঐ গাছটি এত বড় যে উহা ধারণা করা যায় না। দেখতে দেখতে আরও দেখিলাম যে গাছটির উপরে দুইটি সমান্তরাল রেখা রহিয়াছে উহার একপ্রান্ত আকাশের উত্তরদিকে অন্যপ্রান্ত আকাশের দক্ষিণদিকে। আমি পূর্ব্বমুখী হইয়া পূর্ব্বদিককার আকাশের এই বৃক্ষের ছবি দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে সেই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে এই কয়টি কথা লেখা রহিয়াছে দেখিলাম "**এই খানে প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে।**" লেখাগুলি জ্যোতির্ম্ময়। খানিক পরেই দেখিলাম যে সমান্তরাল রেখা দুইটির মধ্যে একটি বিন্দুর ছবি পড়িল। ঐ বিন্দুটি ঠিক আমার সামনে ছিল না, একটু বামদিকে ছিল। ঐ বিন্দুটির বর্ণ কাল কুচ কুচ করিতেছে; খানিক পরেই উহা লাল টক্ টকে হইয়া উঠিল; আবার খানিক পরেই উহা সাদা ধপ্ ধপে হইয়া উঠিল। তাহার পর ঐ বিন্দু

হইতে প্রথমে কাল পরে লাল ও শেষে সাদা রশ্মি বাহির হইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে বিন্দুটির নিচে একটি Crescent চাঁদ দেখা দিল। এই চন্দ্রকলাও প্রথমে কাল, পরে লাল ও শেষে সাদা রংএর হইয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিতে লাগিল। তাহার পর উহার নীচে একটি 'ও' আসিয়া পড়িল। এই 'ও' কারও ক্রমান্বয়ে কাল রাঙ্গা ও সাদা রঙ্গের হইল। এই 'ও' কার এবং উহার উপরের চন্দ্রকলা ও বিন্দু লইয়া যে ছবিটি হইল উহা যখন আকাশে ঝিক্‌মিক্‌ করিতে লাগিল তখন উহার শোভা বর্ণনাতীত। আকাশে ওঁ কার ধ্বনি এইবারে স্পষ্টরূপে হইতে লাগিল। ওঁ অক্ষরটি এইবারে প্রণবধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার পাইতে লাগিল ; প্রথমে উহা বিস্তৃত হইয়া একটি চক্রাকারে পরিণত হইল। অবিশ্রান্ত প্রণবধ্বনি এই বৃত্তটিকে ক্রমেই বিস্তৃত করিতে বাড়িয়া বাড়িয়া বৃত্তটি অসীম হইয়া পড়িল শেষে বম্‌ শব্দে ফাটিয়া গেল। ঐ বৃত্তটি যখন ফাটিয়া গেল তখন আমি বলিয়া উঠিলাম "ওঃ কি Hollow sound যেন Hollow sound of a distant gun" বৃত্তিটি ফাটিয়া গিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট বৃত্তহইল; সেই বৃত্তগুলিও ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জলাশয়ে একটি প্রস্তরখণ্ড ফেলিলে যেরূপ গোল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে, উহা আকাশের উক্ত বৃত্তগুলির বিস্তারের কথঞ্চিৎ অনুরূপ কিন্তু জলাশয়ের তরঙ্গের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ত সেই নাদ ধ্বনিটি নাই সেই জন্য আমি যে বৃত্তের বিস্তার দেখিয়াছি উহার সহিত ইহার সাদৃশ্য হইতে পারে না।

বৃত্তগুলি যখন বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া সকল গুলিই বড় বিস্তৃত হইয়া পড়িল তখন আমি আর সব গুলার দিকে চাহিতে পারিলাম না; একটার দিকে স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলাম; সেটাও অসীম বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বম্‌ শব্দে ফাটিয়া গেল। এই চক্রটি ফাটিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র হইল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলি আমাদের সৌরজগতের সূর্য্য পৃথিবী চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রগণ এবং যে চক্রটি ফাটিয়া উহারা বাহির হইল সেইটি যেন উহাদের জননী। সূর্য্য পৃথিবী

ও গ্রহ নক্ষত্রগণ জননী গর্ভ নিঃসৃত হইয়া যেন আপন আপন কার্য্য করিতে চলিল। প্রথম যে গুলিকে ছোট ছোট দেখিলাম কিন্তু উহারাও সকলে আবার বিস্তার পাইতে লাগিল। যখন খুব বিস্তৃত হইল তখন আমি কেবল আমাদের পৃথিবীটিকেই দেখিতে লাগিলাম। পৃথিবী ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এত বড় হইল যে তাহার মধ্যে নদ নদী পর্ব্বত প্রান্তর সকলই দেখিতে পাইলাম। পৃথিবীর বিস্তার যখন বড় বেশী হইয়া উঠিল তখন আমি কেবল ভারতবর্ষটিই দেখিতে লাগিলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যে বাড়ির ছাদে বসিয়া আছি উহাও দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষের ছবি যখন খুব বিস্তৃত হইয়া উঠিল তখন আমি আমাদের বাড়িটির ছবিই কেবল দেখিতে পাইলাম। ঐ বাড়ির ছাদের উপর যে আমরা ৮ জন বসিয়া আছি উহাও আকাশে দেখিতে পাইলাম। আমাদের নিজেদের চিত্র আকাশে দেখিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। ছবি বিস্তৃত হইতে লাগিল। আমি আর বাড়ীটিও ধারণা করিতে পারিলাম তখন কেবল আমার চিত্রটিরদিকে দেখিতে লাগিলাম, সে ছবিও বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এত বড় হইল যে আর দেখা চলে না তখন আমার উহা হইতে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বাহির হইল; উহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র। উহা অনেকক্ষণ আমার সামনে স্থির ভাবে রহিল; তখন আমার বড় আনন্দ হইতে লাগিল; সেরূপ আনন্দ আমি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। তাহার পর প্রসারণ শক্তির পরিবর্ত্তে আকাশে সংকোচন শক্তি আসিল আমার শরীরের যে চিত্রটি আকাশে ছিল উহার মধ্যে ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটি প্রবেশ করিল; আমার শরীর সংকুচিত হইয়া আসিল; আবার আকাশে আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর আমরা যে ৮ জন বসিয়াছিলাম উহার ছবি দেখিলাম, ক্রমে ভারতবর্ষ দেখিলাম, পৃথিবী দেখিলাম গ্রহ নক্ষত্রাদি দেখিলাম এবং পূর্ব্বে অনুলোমে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাই বিলোমে দেখিতে পাইলাম, সর্ব্বশেষে সব সেই বিন্দুতে পরিণত হইল এবং ঐ বিন্দুও আকাশে মিলাইয়া গেল। যখন সব মিলাইয়াগেল তখন সেই অশ্বত্থবৃক্ষের উপরিস্থ

সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যে লেখাটি ছিল সেই লেখাটি মুছিয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্ত্তে লেখা রহিয়াছে **'ইহার নাম সৃষ্টি প্রকরণ'**। বিন্দুর প্রসারণ ও সংকোচন যতক্ষণ দেখিতেছিলাম সমস্তক্ষণই অশ্বত্থবৃক্ষটি আকাশে ছিল। সর্ব্বশেষে উহার উপর ঐ লেখাটি দেখিয়াই আমি বলিয়া উঠিলাম 'দেখ দেখ সৃষ্টিপ্রকরণ'। এইবারে আমার চমক ভাঙ্গিল।

আমার চমক ভাঙ্গার পর চাহিয়া দেখি মাতঙ্গিনী চেয়ারের উপরে পদ্মাসনে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; একটি সুনীলবর্ণের জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যেন তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার দেহবেষ্টিত এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আকার যেন একটি ডিম্বের ন্যায়। ম্যাডেম ব্লাভাট্‌সকি যাহাকে Auric egg বলিয়া গিয়াছেন আমার মনে হইল ইহাই সেই Auric egg অল্পক্ষণ পরেই গৃহিনী বলিয়া উঠিলেন—

ক্ষেত্রতত্ত্বে কর সার
বিন্দু যার মূলাধার
যে ক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে হরি
করিতেছেন জ্ঞান দান।

এই বলিয়া তিনিও চক্ষু চাহিলেন ও বলিলেন যে দেখ চিদানন্দ বাবা আমায় কি বলিলেন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলি বলিয়া উঠিলাম।

সেই সময় গীতার একটি শ্লোক আমার মনে পড়িল সেই শ্লোকটি এই—

ইদংশরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥

গীতা ১৩ অধ্যায় ১।২ শ্লোক।

আমি বলিলাম মাতঃ এস আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভগবানকে ও

ক্ষেত্র স্বরূপা ভগবতীকে নমস্কার করি। উভয়ে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে নমস্কার করিলাম।

অমি বলিলাম	মাতঙ্গিনী বলিলেন।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়	কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং	ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
হ্রীং নমস্তে শিবে	সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি	নারায়ণি নমস্ততে॥
ওঁ	তৎ সৎ
ওঁ	তৎ সৎ
ওঁ	তৎ সৎ

শ্রীঅনন্তরাম।

পরমেব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মানব, তুমি কে, কি ছিলে, কোথায় ছিলে, কোথা হইতে আসিলে? কেন আসিলে কিরূপে আসিলে, কে আনিল? এই ভাবে আর কত কাল এই ভাবে আনাগোণা করিবে? তোমার গন্তব্য স্থান কোথায়? সেই স্থানে পৌঁছিবার পথ কি? কি রূপেই সেই পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, অনুসন্ধান পাইয়া বা কি নিয়মে সেই পথে পদক্ষেপ করিতে

ও অগ্রসর হইতে হয় ? অগ্রসর হইয়াই তোমার গতি কি ? তোমার পরিণাম কি ?

এই সকল প্রশ্ন আপাত দৃষ্টিতে সোজা বোধ হইলেও ইহারা প্রকৃত পক্ষে জীবন-জ্যামিতির বিষম সমস্যা। এই দুরূহ সমস্যাগুলির সুমিমাংসা করার উদ্দেশ্যেই জগতে যত কিছু ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তনা, ও দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে করুণা নিদান বিশ্ব প্রেমিক সাধু মহাজনদিগের অবতারণা! তাই, সাবহিত চিত্তে সাধু মহাজনদিগের প্রদর্শিত পথ চিনিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আর পথভ্রান্ত পথিকের দশা প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা।

শাস্ত্রে কথিত আছে, জীব জন্ম মৃত্যুর বশে ... পরকালে যাত্রা ... করার সময় তিনটী অবস্থায় দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ... মাতৃগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই জীবন নাট্যশালায় প্রবেশ লাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে; দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুসময়ে; তৃতীয়তঃ, পুণর্জ্জন্ম গ্রহণ করার প্রাক্কালে। যখন জীবন লীলার পরিসমাপ্তি হইয়া জীবের আসন্ন মৃত্যুসময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীব তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলির দৃশ্য এই ক্ষণকালের মধ্যে তড়িত প্রবাহের ন্যায় মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করে; জীবনে কতই কুকাজ সুকাজ করিয়াছে; কতই সুখ দুঃখ উপভোগ করিয়াছে; কুকার্য্যজনিত শোক তাপের নিদারুণ ঘটনাবলী চিত্র পটের ন্যায় যখন দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তখনই মুমূর্ষু ব্যক্তি অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতে থাকে এবং বদনে বিষাদের কালিমা পতিত হওয়াতে তাহা ম্লান হইয়া যায়। আবার পর মুহূর্ত্তেই যখন সুকার্য্যজনিত আনন্দদায়িনী ও সুখাবহ ঘটনাবলী নয়ন পথে পতিত হয়, তখনই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় সেই নির্ব্বাত নিষ্পন্দ মুখেও হাস্যের রেখা বাহিরে প্রতিফলিত হওতঃ প্রফুল্লিত হইয়া অন্তরের সুখানুভূতি জ্ঞাপন করে। মুমূর্ষু ব্যক্তির পার্শ্বে মৃত্যুশয্যায় বসিয়া যিনি কখনও তাহার বদনমণ্ডলের প্রতি স্থির ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনিই তাহাতে কখন বিষাদের মলিনতা

আবার পরক্ষণেই প্রসন্নতার পরেই আবাব মলিনতা, এবং মলিনতার পর প্রসন্নতা এইরূপ উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

মৃত্যুর পরে জীব কৃতকর্ম্মের ও গত জীবনের প্রকৃতির অনুরূপ যমলোকে অথবা Astral Worldএ বাস করিয়া ভোগাবসানে যখন উপযুক্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সৎ ও পুণ্যকর্ম্মের সুফল ভোগ করিবার জন্যে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হওতঃ নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন জাগ্রত জীবনের জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিয়া ও বিগত শোক হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নসুখ উপভোগ করে, দারুণ যুদ্ধকার্য্য ব্যাপ্ত পরিশ্রান্ত রণবীর সংগ্রামান্তে সায়ংকালে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করতঃ নিশা আগমনে নিদ্রাদেবির অঙ্কারূঢ় হইয়া যেরূপ বিশ্রাম লাভ করে, ঠিক্ সেইরূপ জীবও দুঃখময় সংসার ক্ষেত্রে দারুণ শোকতাপ উপভোগ করিয়া পরিশেষে সুখাবতিতে নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে থাকে; কৃতপুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইয়া আসিলে যখন কালের হোরা বাজিয়া উঠে, যখন কর্ম্মানুযায়ী পুণর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের সুখস্বর্গোভোগবাসনা রূপ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়, তখন তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, এবং আগামীতে ভাবী জীবন এই জীবন রঙ্গমঞ্চে যে যে বিষয়ের অভিনয় করিতে হইবে তৎসমস্তই সেই ক্ষণেকের তরে তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়। কত কুকর্ম্ম পাপকর্ম্ম, কত শত হীন কর্ম্ম করিতে হইবে, সুখদুঃখ মিশ্রিত কত ভোগই না উপভোগ করিতে হইবে, তত্তাবৎ ঘটনাবলির দৃশ্য একে একে চপলার চমকের ন্যায় তাহার মানস চক্ষুর সন্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। আবার দুর্ব্বিসহ নিদারুণ জীবন সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবে, আবার দারুণ শোক, তাপ, অবিচার, অত্যাচার কতই না উপভোগ করিতে হইবে, ইত্যাকার ভাবিয়া জীব বিষণ্ণ হয়, কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করিবে কে? মাতা পিতার শোণিত শুক্র সংযোগে গর্ভসঞ্চার উপলক্ষ করিয়া সেই সময় স্বীয়কর্ম্মবশে প্রথমতঃ তাহার ছায়াশরীর বা সূক্ষ্মদেহ (Ethric double), যাহা ভাবী স্থূল দেহের অবিকল সূক্ষ্ম অনুরূপ, তাহা আসিয়া মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়; তৎপরে ক্রমশঃ তদবলম্বনে অঙ্গ

প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হইয়া সপ্তম মাসে এই দেহে জীবের সঞ্চার হয়, অনন্তর নবম মাসে সেই গর্ভস্থবালক মনুষ্যজাতি ব্যঞ্জক সর্ব্ব প্রকার অবয়ব এবং জ্ঞান, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মনুষ্য লক্ষণ সম্পন্ন হয়, এবং তাহার দর্শন শ্রবণাদি শক্তি জন্মে। এইরূপ অবস্থা হইলেই সেই বালক জন্মলাভ করে এবং সেই সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিতে থাকে। গর্ভস্থবালক জন্মের পূর্ব্বে এইরূপ স্মরণ করিতে থাকে।

"পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানা বিধাঃ স্তনাঃ।
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈ পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজন স্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ সাংখ্যং যোগমভ্যসে।
অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুক্ষ্যামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্"॥

গর্ভোপানিষৎ

"আমি ইতি পূর্ব্বে সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং নানা প্রকার স্তনপান করিয়াছি, এমন কি শূকর কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শূকর কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বস্তুও ভোজন করিয়াছি। আমি পুনঃ পুনঃ জন্মিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মরিয়াছি। আমি পরিজন প্রতিপালনের নিমিত্ত যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, এইক্ষণ একাকী সেই সকল কর্ম্মফলে দগ্ধ হইতেছি। পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ

ফল ভোগ করিয়া গমন করিয়াছে, আমি এইক্ষণ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতেছিনা। যদি একবার এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তি ফলপ্রদ দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা করিব। আর যদি এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলপ্রদ নারায়ণের শরণাপন্ন হইব। যদি এই গর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিতেপারি, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাংখ্য যোগ অভ্যাস করিব। যদি একবার মাত্র এইগর্ভ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে মোক্ষফলপ্রদ সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিব।" এইরূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে থাকে।

অনন্তর সেই গর্ভস্থ বালক প্রসবদ্বারে সমাগত হইয়া যন্ত্রনায় পরিপীড়িত হয়, এবং মহাদুঃখে জন্মগ্রহণ করে। জন্মমাত্রই সেই বালককে বৈষ্ণবীমায়া আক্রমণ করে, বালক কাঁদিতে থাকে, তখন আর তাহার জন্মমরণ ও শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই স্মরণ থাকেনা বিষ্ণুমায়ায় সকলই বিস্মৃত হয়।

এইরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ জীব শোকতাপের পাপপুণ্যের অতীত সুকোমল শৈশব কাল অতিবাহিত করিতে থাকে; সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলেই সেই দেহে মনসের বা বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। দেহে এই রূপে বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করিলেই তখন হইতে বালকের ভালমন্দ বোধ শক্তির বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কুকার্য্য জনিত কর্ম্ম ফলের জন্য দায়ী হইতে আরম্ভ হয়। তৎপর পৌগণ্ড ও কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে; তখন যৌবন সুলভ আমোদ প্রমোদে মত্ত হওত কেবল ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য ব্যস্ত থাকে! তারপর বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া জরা উপভোগ করিয়া কালপূর্ণ হইলে জীব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর ভূবর্লোক বা যমলোকে * গমন করতঃ অতীত জীবনের পাপকর্ম্মের ফল স্বরূপ

---

* ভূবর্লোক (Astral world) কে যমলোক অথবা কখন সংযমলোকও বলা হইয়া থাকে, কারণ মৃত্যুর পর এইলোকে গমন ও বসবাস করার পরই জীবের বাসনা বা কামশক্তির সংযমন হইয়া থাকে।

কঠোর দণ্ড ও যন্ত্রনা ভোগ করিয়া ঠিক উপযুক্ত সময় স্বর্গলোকে বাস করিয়া কালাবসানে পুণ্যক্ষয় হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া কঠোর যন্ত্রনা ভোগ ও দারুণ ক্লেশ পাইতে থাকে।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ॥

বাল্যকালে জীব খেলায় রত থাকে, যৌবন সময় যুবতী ভার্য্যাতে আসক্ত থাকে, বৃদ্ধবয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, কিন্তু হায়! পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বাসুদেবের চিন্তায় ত কাহারই মন অনুরক্ত হয় না।

শ্রীসুদর্শন দাস।

"আমি কি চাই?"

[২য় সংখ্যার ৬৪ পৃষ্ঠার পর হইতে]

এই বলিয়া যেমন ঝম্প দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সহসা কে যেন বলিল "বৎস! সুখ অন্বেষণ করিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা কর।" চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু কথাগুলি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। "মনের কষ্টে পাগল," "মনের মানুষ," মা জাহ্নবীর "কুল্ কুল্, চল্ চল্ শব্দ" ও অদৃশ্য শ্রুত উল্লিখিত বাক্য সকল যুগপৎ মনে উদয় হইয়া আমাকে সন্দেহ দোলায় দোলাইতে লাগিল। আমি যা চাই তাহা পাইয়াছি কি না? যদি আমি যাহা চাই তাহা নিজে জানিতাম,

তবে তাহা পাইবার চেষ্টা করিতাম। যখন আমি যাহা চাই তাহা অপরের নিকট জানিতে ও পাইতে চেষ্টা করিয়াছি তখন অপরে যাহা জানাইয়া দিয়াছে তাহাই এখন বিচার্য্য। আমার এমন কিছু অভাব হইয়াছে যাহা নিজে আমি জানি না তাহা পূরণার্থ আমি অস্থির হইয়া অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া "আমি কি চাই" বলিয়া ফুকরাইতেছি ও পথে পথে দ্বারে দ্বারে জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে দিন হইতে পৃথিবী দেখিয়াছি অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়াছি—সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সুখের অন্বেষণ করিয়াছি কি না? যদি করিয়া থাকি তবে কেন করিয়াছি ও কিরূপ ভাবে করিয়াছি!

কথিত আছে কষ্টের অভাবের নাম সুখ! সুখ চায় কে? সুখই বা হয় কার? আমি করি, আমি দেখি, আমি ভাবি, আমি আছি ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত ভাব তাহা কেন হয়? এই গুলিই কি আমার স্বাভাবিক ভাব! এই ভাবই কি অভাবের কারণ নয়? বাহ্যবস্তু হইতে আমাকে পৃথক্ ভাবি বলিয়াই কি অভাব অনুভব করি না?

আমি আমাকে লইয়া বড় ব্যস্ত। তাই যখন আমি মাতৃক্রোড়ে শয়ান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিনা, বসিতে পারিনা, দাঁড়াইতে পারিনা ক্ষুধা হইলে ইচ্ছামত খাইতে পারিনা ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হইয়া তাহা করিবার বা পাইবার জন্য চেষ্টা করি—তখন আমি আমাকে লইয়া ব্যস্ত হই। কিন্তু অক্ষম বিধায় কষ্টবোধে কাঁদিয়া ফেলি, মা অভাব বুঝিয়া তৎকালীন উপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, বাধ্য হইয়া মার উপর নির্ভর করি। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বর্দ্ধিত হওয়াতে, নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে থাকে। স্বাধীন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সুখের আশায়, স্বেচ্ছাচারীতাকে স্বাধীনতা জ্ঞানে পিতামাতার উপর নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে না যাইলেও তাঁহাদের অনুজ্ঞা ও নিষেধ বাক্যে অবহেলা করিয়া দুঃখের ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া থাকি। বিবেক জ্ঞান হীন, তাই, দয়াময় পিতামাতার অনুজ্ঞা ও নিষেধ বাক্য

অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারীতাকে আশ্রয় করতঃ—যে সময়ের যে নিয়মিত কার্য্য তাহা না করিয়া সম্মুখে যাহা সুখসেব্য বিষয় দেখিতে পাই তাহাতেই নিজেকে সমর্পণ করি। কিসে সুখী হইব অনুক্ষণ এই ভাবনা মনে জাগরূক থাকাতে, সেই সুখের চেষ্টায় আমি আমাকে লইয়া সর্ব্বদা বড়ব্যস্ত পাছে দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে এই বড় ভয়। আমার—আমি রূপ অমূল্য রত্ন কোথায় রাখিলে যে নিশ্চিন্ত হইব কোথায় রাখিলে দুঃখরূপ চোর যে তাহা আর দেখিতে পাইবে না এই ভয়ে, এই ভাবনায় আমি বড়ই সতর্ক--তাই কাহাকেও বিশ্বাস হয় না। স্বেচ্ছাচারীতা এক নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া পরামর্শ দিল ঐ স্থানে "রত্ন" টীকে রাখিয়া দিলে আর কোন ভয় নাই; অমনি সেইদিকে দ্রুত ধাবিত হইলাম। তাহাকে বিশ্বাসী ভাবিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার সেবা করিলাম কিন্তু হায় শেষে দেখিলাম সে বিশ্বাসী মিত্র নয় কপটাচারী শত্রুমাত্র।

তখন আবার আমি "আমিত্বরূপ রত্নটীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কোথায় রাখিলে নিরাপদ হইব এই ভাবনায় বড়ই ভাবিত হইলাম। এমন সময়ে একজন আদর করিয়া আশ্বাস দিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং বলিল পূর্ব্বে যাহার কাছে রত্নটী রাখিয়াছিলে, সে উহাতে কত দাগ ও কলঙ্ক পড়াইয়াছে। আমিও দেখিলাম বাস্তবিক তাহাই ত বটে। ভাবিতে লাগিলাম এখন এদাগ ও কলঙ্ক কেমন করিয়া তুলিয়া ফেলি। আবার ভাবিলাম কপটচারীর সহবাসে দাগ ও কলঙ্কপূর্ণ আমিত্ব লইয়া তাহাকেই আমি বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজে কি ভয়ানক কপটাচরণ ও আত্ম প্রবঞ্চণা করিতেছি! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিশেহারা হইলাম; জ্ঞান হারাইলাম। তখন আবার সে আমাকে কোলে লইয়া আশ্বাস বচনে বলিল, "ভয়কি? আমি সমস্ত দাগ ও কলঙ্ক তুলিয়া দিব, তোমার "রত্ন"টীকে আমার কাছে রাখিয়া দাও" তাহার বাক্যে ভুলিয়া যাইলাম বিশ্বাস করিয়া আমার "আমিত্ব রত্ন" কে তাহার হস্তে ন্যস্ত করিলাম আশা সে আমার রত্নের দাগ ও কলঙ্ক তুলিয়া আবার

উজ্জ্বল করিয়া দিবে। সেই আনন্দে সেই আশায় তাহার কত সেবা করিতে লাগিলাম। কপটাচারীর সহবাসে আমার 'আমিত্ব রত্নে, যে কালিমা রেখা অঙ্কিত হইয়াছে এইবার তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দর—আমার মনের মত হইবে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু হায়! কই সেও ত আমার রত্নটীকে উজ্জ্বল করিয়া দিল না; কেবল নূতন হইতে নূতনতর কলঙ্করেখাই ত অঙ্কিত করিয়া দিল। হায় হায়! সকলেই ভণ্ড, সকলেই কপটাচারী!!!

এইরূপে কতকাল ধরিয়া কত রকমে কত জনের সেবা করিলাম, কত তোষামোদ করিলাম,—বিশ্বাসী বন্ধু ভাবিয়া আমার অমূল্য রত্নটী অর্পণ করিলাম—রত্নটীকে উজ্জ্বল করিয়া দিবে—কিন্তু হায়, শেষে দেখি, সকলেই ঐ রত্নটীকে চুরি করিবার মানসে (চুরি ভিন্ন আর কি বলিব)—উজ্জ্বল করিয়া দিবার নাম করিয়া—এমনই ঘন আবরণে উহাকে আবৃত করিয়াছে যে, এখন আমার সেই রত্নটী চিনিয়া উঠাই কঠিন। যখন আমার 'আমিত্ব রত্নটীকে' যাহাকে বড় ভালবাসি—যাহার জন্য ক্ষণমাত্র স্থির হইতে পারি না—যাহার সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলরূপ ভাবিয়া আমি আত্মহারা—তাহাকে ঘন আবরণে আবৃত দেখি—কদাকার, শ্রীভ্রষ্টদেখি, তখন প্রাণের ভিতর কি যেন কি একপ্রকার যাতনা অনুভব হয় কেমন করিয়া বলিব,—কেমন সে যাতনা,—যখন তাহা হৃদয়ের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়, হৃদয় চাপিয়া ধরে—দূর দূর করিতে থাকে, তখন, কেমন করিয়া বলিব, তখন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কি যেন কি একটা মহা অভাব বোধ হয়। যাহাদের বহুকাল ধরিয়া আপন ভাবিয়া বিশ্বাসী বন্ধু জানিয়া সেবা করিয়াছি, যাহাদের আপাত মধুর প্রবঞ্চণা বাক্যে ভুলিয়া ক্ষণভঙ্গুর সুখের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া কত আনন্দ অনুভব করিয়াছি—কে জানিত, তাহারা আমার কপট বন্ধু,—পরম শত্রু, কে জানিত আমার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার যাতনা দেখিয়া তাহারা নিকটে আসিয়া আবার কত প্রলোভন দেখায়—বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন লোক সাজিয়া,—আবার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চাহে,

কিন্তু আমার মহা অভাব পূরণ করিবার—পথ দেখাইতে চাহেনা—পারে না—অভাব কি তাহা বলিয়া দিতেও পারে না। তখন কি অভাব, কি করিয়া তাহা পূরণ হইবে, কোথায় যাইলে তাহা পাইব—কে আমায় তাহা বলিয়া দিবে—এই সব চিন্তা আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলে। আমার যে কি অভাব তাহা বুঝিতে পারি না,—পারি না বলিয়াইত এত যন্ত্রণা; তাই জানিবার জন্যইত—দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে "আমি কি চাই" বলিয়া ফুকরাইয়া বেড়াইতেছি, কই কেহত আমাকে বলিয়া দিল না যে "আমি কি চাই"।

আমার নিজের অভাব—আমি কি চাই, তাহা আমি নিজে জানি না,—নিজে বুঝি না, এ কেমন কথা! সকলেই মনে করে যে তাহাদের কখন কি অভাব হয় তাহা তাহারা জানে ও বুঝে। তাই তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করে না। তাই কেহ "পাগল" বলিয়া প্রহারে উদ্যত হয়; কেহ বা "মনের মানুষ হারায়েছে, আর একটা মনের মানুষ চায়—" বলিয়া উপহাস করে। উপহাসই ভাবি কেন? বাস্তবিক ত এতকাল ধরিয়া মনের মানুষ খুঁজিয়া—ভাবিয়া কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের সেবা করিয়াছি, শব্দস্পর্শরূপাদি বিষয়ে আশক্ত হইয়া তাহাদের কত উপাসনা করিয়াছি, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কত কাল উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া কত তোষামোদ করিয়াছি—কিন্তু হায়! কেহই "আমি কি চাই; আমার প্রকৃত অভাব কি ও তাহা কি প্রকারে পূরণ হইবে তাহা বলিয়া বা দেখাইয়া দেয় নাই। বরঞ্চ, বিপথে লইয়া গিয়া অভাব বাড়াইয়া দিয়াছে। কে আমার এমন সুহৃদ্ আছে, প্রকৃত মর্ম্মের মানুষ হইয়া "আমি কি চাই" জানাইয়া দিবে! মা জাহ্নবী! তুমি কি আমার "আমি কি চাই" বলিয়া দিলে? মা! তুমি ত কুল্ কুল্ চল্ চল্ শব্দ দ্বারা কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাইতে বলিয়ে দিলে। মা, আমি কি কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাওয়াই চাই? এই অকুল সংসারের কুল কিনারা যে দেখি না মা! লক্ষ্য ভ্রষ্ট, উদ্দেশ্য হীন, আমি যে চিরকাল উদ্দেশ

জ্ঞান শূন্য। চিরদিন উপায়কে উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকি! তাই বলিয়াইত এত কষ্ট, এত যাতনা! মা, অজ্ঞান বলিয়া আমি কি তোমার কুল্ কুল্ চল্ চল্ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তাই বুঝি মা, তুমি অলক্ষ্যে "সুখ অন্বেষণ করিয়া নিরাপদ হও" বলিয়া দিলে? সুখ অন্বেষণ করি বলিয়াইত নানা প্রকার কষ্ট পাই। মা! প্রকৃত নিত্যসুখ কি! কেমন করিয়া কোথায় পাওয়া যায় মা? আমি আমার "আমিত্ব" রূপ বস্তুটি কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে পারিলে প্রকৃত নিত্য সুখ পাইব। সে নিরাপদ স্থান কোথায়? মা যাহাকে বিশ্বাস করিয়া যাহার কাছে রাখিয়া নিরাপদ হইতে পারি এমন স্থান বা লোকও আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই বলিয়াই ত "আমি কি চাই" বলিয়া ফুকরাইতেছি।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশ্রীস্বামীজি ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

(স্বর্গারোহণের পর)

---

(১)

তুমি আর নাহি এ ধরায়!
এ কি শুনিলাম কথা!
চলে গেলে হে দেবতা,
হায় কেন এতেক ত্বরায়!

—না পেনু দেখিতে আর
সেই মূর্ত্তি প্রেমাধার
মনোসাধ রয়ে গেল মনে।
বসি' সে চরণ তলে,
তোলোনা কি কর্ম্মফলে
শিক্ষালাভ হায় এ জনমে!

(২)

শোকে আঁখি উচ্ছ্বাসিত নীরে!
হায় প্রভু, হায় প্রভু,
আর না দেখিব কভু,
আর না আসিবে তুমি ফিরে!
—জগতের গুরু হয়ে
তুমি এসে ছিলে লয়ে
জ্ঞান ও আনন্দ, বিতরিতে।
—গেলে তুমি দেখাইয়া
সারা বিশ্ব কি করিয়া
পারা যায় আপন করিতে।

(৩)

মনে পড়ে সে পুণ্য আশ্রম।
তোমার মহিমা গাথা
প্রতি তরু, লতা, পাতা,
প্রতি ফুল, প্রতি বিহঙ্গম,
প্রতি ধূলি কণা সনে,
গগনে ও সমীরণে

আছিল জড়িত, বিকশিত,
　মরতে কৈলাস ভূমি;
　তারি মাঝখানে তুমি
ছিলে শিব সদানন্দ চিত!

(৪)

নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগীজন।
　তবু কি মোহিনী বলে
　ওই চরণের তলে
এক হ'ত নিখিল ভুবন!
　রত্নময় শিরশত
　সম্ভ্রমে লুণ্ঠিত হ'ত
ও উলঙ্গ তনুর সমীপে,
　একটী সুমিষ্ট কথা
　আনি দিত কৃতার্থতা।
—ধরা হেন পুনঃ কি দেখাবে?

(৫)

হায় প্রভু, তুমি গেছ চলি!
　শূন্যকরি সে কৈলাস,
　করি কাশী শোকাবাস,
সারা ধরণীর হৃদি দলি!
　কত আশা, কতসাধ
　ভগ্ন আজি অকস্মাৎ,
—জুড়াবে কোথায় তাপী আর?
　উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে
　হায়, আর কোন্ দেশে
এমন উদার কোল কার?—

* * * * *

(৬)

তুমি বারাণসী,
জগতে পবিত্রতর ধাম।
তোমার উন্মুক্ত বক্ষোদেশ
মহাত্মার সদা লীলা স্থান।

যুগ যুগ ধরি' তব গৌরব কাহিনী
ভুবনেতে প্রচারিত, গীত।
আশা তব বক্ষঃ নব রত্নে পুনঃ
দেখিব উজ্জ্বল সুশোভিত।
মহাত্মারা যান্ চলি লীলা অবসানে,
কিন্তু কিছু যান্ নাকি রাখি'?
তাঁহাদের পূত বাণী, পবিত্র নিশ্বাস,
পূত দৃষ্টি, রহে চির জাগি'।
অলক্ষ্যে গঠিত হয় সে সকল দিয়া
মানসী সন্তান তাঁহাদের;
অনন্ত শোকেও এই অনন্ত সান্ত্বনা,—
চিরদিন আছে জগতের।

শ্রীমতি মৃণালিনী।

আষাঢ়, (১৩০৬)

এ কি স্বপ্ন?

হরি হরি! তবে কি শুধুই অলীক স্বপ্ন! লোকেত তাই বলে, কিন্তু কি জানি মনত মানে না। এত সুন্দর, এত রমনীয়, মন প্রাণ স্নিগ্ধকর এত সত্য—তবুও স্বপ্ন! তবে তাই হবে! কিন্তু আমাদের জীবন কি স্বপ্ন নয়? দেখ দেখি, ঘুমঘোরে কত আশার কুহকে পড়ি! শান্তি শান্তি করিয়া সতত ব্যাকুল হই! যাহা পাই তাহাই ঘরে লয়ে যাই। কিন্তু কই, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাত মিটে না। যাহা ধরি, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়, দেখ দেখি, বাসনা পরবশ হইয়া, আত্মজ্ঞান হারাইয়া, শুধু অলীক বাহ্য পদার্থে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলি, সুখের আশায় ধাবিত হই। কিন্তু পাঠক! সুখ কি কখন পেয়েছ? সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে কত শত বুদ্‌বুদ্‌ উঠে, বাতাসের সহিত তালে তালে তারা কত নাচে, সূর্য্যের কিরণে রামধনুর বর্ণে কত চিত্রিত হয়; মনে হয়, কত সজীব কত সোহাগে রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করে। কিন্তু এত খেলা, এত সোহাগ, এই আছে এই নাই।—সমুদ্রের অনন্তে মিশাইয়া যায়—চিহ্নও থাকে না। তাই বলি, জীবনও স্বপ্ন, তুমি আমিও স্বপ্ন সুখও বুঝি স্বপ্ন! তবে স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন! কিন্তু এ ঘুম ঘোর কি ভাঙ্গিবে না—এ মায়ার, ছলনার কি শেষ নাই! ঘুমঘোরে, বিষয় স্বপ্নে কতই কষ্ট পাইতেছি—এ ঘুম ভাঙ্গাইবার কি কেহ নাই? তাই বলি, " করহে চেতন, যে আছ চেতন "। হায়! যদি জানিতে শিখিতাম—কত যাতনা, কত কষ্ট দূর হইত। কালের বশে থাকিয়া, বাসনার বশীভূত হইয়া এ খেলা খেলিতে আর সাধ নাই। এ স্বপ্নের আশার ছলনার ত সীমা দেখি না! যত ঘুমাই স্বপ্ন ত থামে না। একের পর এক—ধারাবাহী স্রোতে কত কাল বল ভাসিয়া যাওয়া যায়। তাই আবার বলি " করহে চেতন, যে আছ চেতন "

পাঠক! মাপ করিবেন, স্বপ্ন কথা বর্ণনা করিতে গিয়া স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম। দূর হউক। তবে শুনুন।

বসন্তকাল। প্রকৃতি দেবী রমনীয় বেশে জীবের মনমোহিত করিতেছেন ও হৃদয়ে কত সুখের ছবি আঁকিতেছেন। মনোরম বসন্তের সহিত উন্মেষিণী শুভ সম্মীলন। চারিদিকে বিহঙ্গকুলের মধুর ধ্বনি ও ভ্রমর নিচয়ের ঝঙ্কার। সম্মুখের সরোবরে বিকাশিত কমলিনী নিজ সৌরভে দশদিক আমোদিত করিতেছে। নিশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া পূর্ব্বগগনে রক্তিম ছটায় অরুণদেব জনসমাজে সবিতার আগমন ঘোষণা করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়া জগতকে পুনরায় জাগাইতেছেন। কি জানি কেন মনপ্রাণ, সৃষ্টির পূর্ব্বের অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রকাশমান "ঋত ও সত্য" অনুসন্ধানে রত হইল। কি জানি কেন ক্ষুদ্র হৃদয়ে জগৎ প্রকাশক সবিতা দেবের তত্ত্বনিরূপণ করিতে বাসনা উপস্থিত হইল। প্রকৃতির অসীমতা অনুসন্ধানে চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইল। ভাবিতে লাগিলাম, আমি কে—আমি কার? উষার উন্মুক্ত ভাব দেখিয়া, মনও মায়া বন্ধন ফেলিয়া দিয়া অনন্ত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। আমার "আমি" যেন ক্ষুদ্র শরীরের আবরণ ত্যাগ করিয়া ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অমানুষ শান্তভাবে হৃদয় আপ্লুত হইল।

* * * * * * * *

হঠাৎ দেখি আমি এক ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইতেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়। শুধু অভাব ব্যঞ্জক শূন্যময় এ অন্ধকার নহে। যেন ইহার ভিতর দিয়া একটী স্রোত বহিতেছে যেন সজীব অন্ধকার। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, তাহা মনে নাই, কিন্তু যেন অনন্ত সময় ব্যাপিয়া এই অনন্ত অন্ধকারে ছিলাম বলিয়া বোধ হয়। মন কার্য্যহীন—বুদ্ধি বিকল কাতর প্রাণে ভাবিলাম, নাথ! তুমি কোথায়? আর যেন সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বত্র এক প্রতিধ্বনি হইল "কোথায়, কোথায়"। আমার সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম!!

* * * * * * * *

পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যেন দেখিলাম সেই অনন্ত অন্ধকার হইতে এক অনন্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছেন ! দেখি—

ছিন্নমস্তাঃ করে বামে ধারয়ন্ত স্বমস্তকং।
পিবন্তি রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠ বিনির্গতাং॥
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
রতি কামোপরিস্থাঞ্চ সদাধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ॥

দেখি, মা আমার স্বহস্তে নিজমুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন। ত্রিধারায় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যধারায় তিনি নিজে ছিন্নশিরে রুধির পান করিতেছেন বালসূর্য্যের ন্যায় মা রক্ত বর্ণা; মিথুনযুগলের উপর দণ্ডায়মানা।

চিত্ত ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইল—চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কর্ণে যেন এক অদ্ভুত শব্দ বাজিয়া উঠিল। যেন শুনিলাম "একোহং বহুস্যাম", "আমি যজ্ঞরূপী" "আমি হয়গ্রীব", "আমার আত্মোৎসর্গে জগৎ প্রতিষ্ঠিত"। তোমাদিগকেও এই প্রকার হইতে হইবে।

* * * * * * * *

এ আবার কি ! এ যে মহাশ্মশান—ভীষণ রণক্ষেত্র ! চারিদিক নরদেহে আচ্ছন্ন, রুধির স্রোতে প্লাবিত। শিবাকুল মহানন্দে নৃত্য করিতেছে ও পূতি গন্ধ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। প্রেতগণের জয়ধ্বনিতে রণক্ষেত্র ধ্বনিত হইতেছে। কোথাও গৃধ্রগণ নরমাংসে উদর পূরণ করিতেছে। ঘন ঘোর কুজ্ঝটিকায় সমস্ত আবৃত; দিঙ্নির্দ্দেশ হয় না। একি দেখি : মধ্যে নৃমুণ্ডমালিনী মা আমার—পতির বক্ষস্থলে দণ্ডায়মানা ! লোলজিহ্বা—এলোকেশী—ঘোরা—ভয়ঙ্করী—কালীমূর্ত্তি ! দক্ষিণদিকে মা দুই হস্তে বরাভয় দানে দেব, ঋষি ও অমরগণকে অভয় ও শান্ত করিতেছেন—বামে অসি ও মুণ্ডধারণ করিয়া ভূত ও অসুর গণের ভয় উৎপাদন করিতেছেন। ভীত স্তম্ভিত হইয়া ডাকিতে লাগিলাম। 'মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা' মাকে ডাকিতে

লাগিলাম। আবার যেন কর্ণে এক অমৃত বর্ষিণী বাণী বাজিল

" আমি কাল, কর্ম্মরূপী, আমার অনুগমন কর। "

ভাবিতেলাগিলাম—মহাকালের কালশক্তির প্রভাবে মহাপ্রলয় হয়। সেই মহাপ্রলয়ে মহাশ্মশানে ব্যক্ত জগৎ আবার অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। দেখিলাম বাম মার্গের ফল দৈত্যগণের অহঙ্কার বৃত্তিলয়। দেখিলাম দক্ষিণ মার্গের ফল অব্যক্তে প্রকৃতির লয়। অমর গণের লয় নাই।

* * * * * * * *

আবার পট পরিবর্ত্তন হইল। সম্মুখে দেখি, দশভূজা সিংহবাহিনী মা মহিষাসুর দলনে দশ হস্তে দশায়ুধ ধারিণী হইয়াছেন। মার চারিধারে গণপতি, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতী শোভা পাইতেছেন। দেবতা ঋষিগণ জয় ধ্বনি করিতেছেন দেখিয়া হৃদয়ে এক দিব্য ভাবের উদয় হইল। প্রাণ ভরিয়া উমা হৈমবতীর চরণ কমল ধ্যান করিতে লাগিলাম। শুনিলাম " আমি বিদ্যারূপিণী, আমা ভিন্ন জয়লাভ হইবে না, আমিই দেবগণকে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিই " মা বলিতেছেন।

ভাবিতে লাগিলাম—মা আমার গায়ত্রীরূপিণী, মার সঙ্গে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ ফিরিতেছে। মনে মনে উচ্চারণ করিলাম।

" তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়য়ো ন প্রচোদয়ৎ "।

* * * * * * * *

আবার পট পরিবর্ত্তন হইল।

কস্যচিৎ অপ্রঃবুদ্ধস্য।

(ক্রমশঃ—)

উত্তরাখণ্ডে।

(১ম সংখ্যায় ২৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তিনি সত্যজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছেন—গিরি, বন, নদ নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন এবং দেখিলেন একখানি ট্রেন লৌহবর্ত্মে চলিতেছে আকাশপথে পক্ষীকুল উড়িতেছে কিন্তু তাহার গতির ভুল নয় এ সকলেরই গতি অতীব মন্থর।—

"তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্র সাথী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যা'বে কেবা॥"—

তিনি অবিলম্বে ভট্টদর্পণে পূর্ব্বদৃষ্ট-রাজভবনের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে চকিতবৎ প্রবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তথায় ব্যভিচারের জঘন্য দৃষ্টান্ত অভিনীত হইতেছিল। রাণী মনোরমা ব্যথিত অন্তরে ম্লানমুখে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সভাসদ্‌গণ রাজার সম্মুখে বসিয়া যথেচ্ছা সুরাপান করিতেছে ও কতকগুলি বারবিলাসিনীর সহিত অতি কুৎসিত গীত গাহিতেছে। তিনি বারবণিতাগণকে লক্ষ করিয়া দ্বারাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন—"দূর হ—এখনই দূর হ—নচেৎ—"

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে সেই সকল বেশকারিণীগণের মধ্যে একজন সুরাপান-কষায়িত-লোচনে, অর্দ্ধোন্মত্ত ভাবে ব্যঙ্গসূচক উচ্চ হাস্য করিয়া "নচেৎ কি বাবা—নচেৎ কামড়াবে" এই কথা বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে লম্বিত হইল। তদ্দর্শনে রাণী, লজ্জায়, ঘৃণায় কাতর হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তিনি অভ্যস্তবৎ কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন—"রাজন্, দেখুন সভ্যতার অনুরোধে, নৈতিক দৃষ্টান্তের অনুরোধে, যেখানে আপনার পুত্রগণ, আপনার রাণী বাস করেন

অন্ততঃ সেখানে সেবাটীতে আপনার ঘৃণিত ব্যবহার একান্তই অকর্ত্তব্য। আমি অনেক সহিয়াছি—অনেক সহ্য করিতেও পারি—সহ্য করিতে প্রস্তুতও আছি। কিন্তু অসদ্দৃষ্টান্তে সন্তানগণের ভাবি উন্নতি পথে কণ্টক দেওয়া একান্তই অসহ্য। আমি এখনই আপনার সন্তানগণকে এইখানে আনিতেছি—তাহাদিগের জনক কিরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন একবার দেখাইতেছি।"—

রাজা, পানোন্মত্ত তদীয় পুরোহিত ও গুরুপুত্রকে কহিলেন "তোমারা রাণীকে আপন গৃহে রাখিয়া আইস।" তাহারা তথা করণে উদ্যত হইলে রাণী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"দুর্বৃত্তগণ—আমি এসকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিবনা—আমি সরকার বাহাদুরকে জানাইতেছি যে, রাজা উন্মত্ত হইয়াছেন তাঁহার—রাজ্ঞীর বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বে রাজা উন্মত্ত স্বরে উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে বলিলেন তোমাদিগকে যাহা বলিলাম—কর।"

তাহারা রাজাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাণীর হস্ত ধারণ করিল; তদ্দর্শনে চিন্তামণি নিজ শরীরে—উপস্থিতির বিষয় বিস্মৃত হইয়া উত্তেজিত হৃদয়ে তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিতে যাইতেছিলেন ইত্যবসরে রাণীর সখীদ্বয় গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক রাণীকে তাহাদিগের হস্তমুক্ত করিয়া তদীয় গৃহে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, রাণী ঘৃণিত স্বরে কহিলেন—"পুরোহিত! গুরুপুত্র! আপনাদিগের উপযুক্ত কার্য্যই করিতেছেন—যজমান শিষ্যের মঙ্গলচিন্তা আপনাদিগের কর্ত্তব্য—সেই কর্ত্তব্য বিলক্ষণ প্রতিপালন করিতেছেন—নিশ্চয় জানিবেন যে, এমত এক দিন উপস্থিত হইবে, যখন আপনাদিগকে কৃত কর্ম্মের জন্য বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে!"

গুরুপুত্র ক্রোধোন্মত্ত হইয়া একটা বোতল লইয়া রাণীকে মারিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু রাণীর ঘৃণারোষ-পূর্ণ কঠোর কটাক্ষে পাষাণ মূর্ত্তিবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এ দিকে সখীদ্বয় রাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। স্বীয় প্রকোষ্ঠে উপনীত হইবা মাত্র রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সখীদ্বয় তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে চিন্তামণির প্রতিনিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা অনিবার্য্য হইল ; তিনি প্রবল বেগে গগন মার্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, স্বদেহ অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় নিস্পন্দ ভাবে চেয়ারে শয়িত রহিয়াছে। তিনি ক্ষণ কাল মধ্যে জাগ্রত হইয়া ঘটিকা যন্ত্র দেখিলেন, রজত বর্ত্তুল সন্দর্শনের সময় হইতে অর্দ্ধ ঘটিকা মাত্র অতীত হইয়াছে।

স্থূল দেহে চৈতন্য সঞ্চার মাত্র চিন্তামণির মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত, তিনি ভাবিলেন "এ কি স্বপ্ন অথবা আমার বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের বিকার দৃশ্য ? আমি যেরূপ দেখিলাম, যথার্থই কি মনোরমা সেইরূপ অসুখী ?"

বিবেক উত্তর করিল—"হাঁ !"

নিদ্রাকাল অতীত হওয়ায় চিন্তামণির শরীর অবসন্ন হইয়াছিল ; কিন্তু নিদ্রা আসিল না। বারংবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মনের শান্তি সংস্থাপনার্থে মঙ্গলময়ের নিকট ব্যাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে মন শান্তভাব ধারণ করিল—তিনি ক্ষণ মধ্যে নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে আশ্রয় হইলেন কিন্তু শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। মনোরমা পুনরায় স্বপ্নে দেখা দিলেন—সে দৃশ্য মনোরমার অশান্তি নিকেতন রাজ প্রাসাদ নহে—তাঁহার বাল্যকালের পাঠ গৃহে বালিকা মনোরমা তাঁহার উরুদেশে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া "চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের" "স্বপ্ন দর্শন—ন্যায় বিষয়ক" প্রবন্ধের সমালোচনায় নিযুক্ত। সমালোচনায় বুদ্ধিপ্রাখর্য্য ও ন্যায়ের একান্ত পক্ষপাতিতা দর্শনে, চিন্তামণির ওষ্ঠাধর মনোরমার ওষ্ঠাধরে সংলগ্ন হইল, তিনি উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—উভয়ের চক্ষে চক্ষে কত বাক্য-বিনিময় হইল, কত অর্থপূর্ণ অস্ফুট ভাব উভয়ের হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, উভয়েই তাহার রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

চিন্তামণি যেমন পুনরায় তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে, শ্বাশ ঘন ঘন বহিতেছে ও শরীর উত্তপ্ত হইয়াছে।

গলদেশে হাত দিয়া রক্ষা কবচ পাইলেন না, তখন মনে হইল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সময়ে উহা ভ্রম ক্রমে উন্মোচন করিয়া রাখিয়াছেন। অন্বেষণ করিয়া উহা গৈরিক বসন মধ্যে পাইলেন এবং গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার মস্তিষ্ক শীতল হইল, হৃদয়ের গতি মন্দীভূত হইল, দেহের উত্তেজনা নিবৃত্ত হইল এবং মন স্বতঃই ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে, প্রবীন মহাত্মার কণ্ঠ স্বরে শুনিতে পাইলেন—

"দেখিও! তোমাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা যাইতেছে, অবসর পাইলেই পিশাচগণ সন্মার্গবর্ত্তীগণকে বিপথগামী ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করিবার জন্য অতীব প্রলোভন প্রদর্শন করাইয়া থাকে। আর কখনও রক্ষা কবচ বিচ্ছিন্ন হইও না। পরব্রহ্ম তোমায় রক্ষা করুন।"

অতঃপর চিন্তামণি শ্রান্তিহারী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রত্যুষে প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভ্রমণার্থ আহ্বান করিলেন, এবং প্রাতঃকাল চিন্তার উপযুক্ত সময় বলিয়া কাহারও সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। তখন উভয়ে কিঞ্চিৎ গিরিভিৎ পান করিয়া ভ্রমণে নির্গত হইলেন।

ক্রমশঃ—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পন্থার গ্রাহকমহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমাদিগের পন্থার যখন যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সে গুলি যেন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করেন। বিশেষতঃ গত চৈত্র মাসের বিজ্ঞাপন পাঠ একান্ত আবশ্যক। আর যিনি যখন স্থান বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিবেন তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া পত্রে জানাইবেন। তাহা না হইলে আমাদিগকে পুস্তক পাঠাইতে কষ্ট পাইতে হয় এবং ঠিকানার গোলমালের জন্য যদি কেহ পুস্তক না পান তাহা হইলে আমরা দায়ী নহি।

নিন্দা এতদুভয়েরই যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারেনা ॥ ১১ ॥

মূল।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

টীকা।—'মিথ্যাজ্ঞানম্ অনর্থহেতুঃ, তত্ত্বজ্ঞানমেব মুক্তিহেতুঃ' ইতি প্রাগুক্তস্য বিবরণম্ "অন্ধং তমঃ" ইতি উত্তরমন্ত্রত্রয়েণ ক্রিয়তে। তত্র আদ্যস্য অয়মর্থঃ।— অসম্ভূতিং—জগৎসৃষ্টেঃ অকর্ত্তারং, 'সৃষ্টিকর্ত্তা ন' ইতি উপাসত ইত্যর্থঃ। সম্ভূত্যাম্, উ-শব্দ এবার্থোঽন্যেন অন্বেতি। সম্ভূত্যাম্ উ—সৃষ্টিকর্তৃত্বে এব, রতাঃ, 'ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা এব, ন সংহারকর্ত্তা' ইতি উপাসত ইত্যর্থঃ। প্রাগ্বদেব অবশিষ্টস্য অর্থো ধ্যেয়ঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতামসে প্রবেশ করে, কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র সম্ভূতিতেই রত, তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে যে, মিথ্যাজ্ঞানই অনর্থের এবং তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির হেতু। উপস্থিত তিনটী মন্ত্রে উক্ত বিষয়েরই বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

সম্ভূতি-শব্দের অর্থ—সম্ভবস্থান, উৎপত্তিস্থান বা সৃষ্টিকর্ত্তা। অসম্ভূতি —অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা নহে।

যাহারা অ-সম্ভূতির উপাসনা করে, অর্থাৎ 'ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন' এই বলিয়া যাহারা উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে সেই নিবিড়-তিমির-পরিবৃত লোকসমূহে গমন করিতে হয়। কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র সম্ভূতিতেই সৃষ্টিকর্তৃত্বেই রত, অর্থাৎ যাহারা 'ভগবান্ কেবল মাত্র সৃষ্টিই করিয়া থাকেন, সংহার করেন না' এই বলিয়া

উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অসম্ভূতির উপাসক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকে গমন করিয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত ॥ ১২ ॥

মূল।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

টীকা।— ন কেবলং বিপক্ষেঽনর্থসত্ত্বাদেব সৃষ্টিসংহারয়োঃ কর্তৃত্বং হরের্জ্ঞেয়ং, কিন্তু দলদ্বয়-যুক্তমোক্ষোপযোগিত্বাদপীত্যাহ, অন্যদেবেতি। সম্ভবাৎ—হরেঃ সৃষ্টিকর্তৃত্বজ্ঞানাৎ। অসম্ভবাৎ—সংহারকর্তৃত্বজ্ঞানাৎ। শিষ্টং প্রাগ্ বজ্ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা আমাদিগের সমক্ষে মোক্ষসাধনসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল ধীরবৃন্দেরই সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে,—বৃদ্ধগণ বলেন, সম্ভূতি হইতে যাহা লাভ করা যায়, তাহা অন্য। আর অসম্ভূতি হইতে যাহা লভ্য হয়, তাহাও যে অন্য, ইহাও উক্ত বৃদ্ধগণ কহিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—'ভগবান্ শ্রীহরিই সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা যায়, 'ভগবান্ শ্রীহরি সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের সে অংশ লাভ করা যায় না। এইরূপ আবার 'শ্রীহরি সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা যায়, 'শ্রীহরি সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের সে অংশ লাভ করা যায় না। ফলতঃ, সম্ভূতি হইতে অর্থাৎ 'শ্রীহরি সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের এক অংশ এবং অ-সম্ভূতি হইতে অর্থাৎ 'শ্রীহরি সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের অপর এক অংশ যে লাভ করা যায়, ইহাই এই মন্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ১৩ ॥

মূল।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

টীকা।—এতন্মন্ত্রার্থমেব ব্যক্তমাহ, সম্ভূতিঞ্চেতি। সম্ভূতিং—সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বম্। বিনাশং—জগৎসংহারকর্ত্তৃত্বম্। শিষ্টং প্রাগ্‌বৎ। সৃষ্ট্যুপ-লক্ষিতানন্তগুণাত্মকত্বজ্ঞানাৎ আনন্দানুভবঃ, বিনাশকর্ত্তৃত্বজ্ঞানাৎ অখিলক্লেশ-নিবৃত্তিঃ, ইত্যুভয়রূপমোক্ষায় উভয়জ্ঞানম্ আবশ্যকম্ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যিনি সম্ভূতি ও অসম্ভূতি এই দুইটীকে পুরুষার্থের হেতু বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তিনি বিনাশ বা অসম্ভূতি দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, সম্ভূতি দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া থাকে না ॥ ১৪ ॥

ভাবব্যাখ্যা। এই মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রেরই ব্যাখ্যা বিশেষ।

চণক (চেণা, বুট, ছোলা) ফল যেরূপ দ্বিদল-বিশিষ্ট, মোক্ষফলও সেইরূপ। চণক একটী, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহার দল দুইটী; ঐ দুইটী দল লইয়াই চণক একটী। এইরূপ মোক্ষ এক, এ কথা প্রকৃত, কিন্তু তাহার দল দুইটী; এই দুইটি দল লইয়াই মোক্ষফল একটী। চণকের একটী দলও চণক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা চণকের এক অংশ মাত্র; আর একটী দল উক্ত অংশের সহিত যুক্ত না করিলে, একটী 'পূর্ণ চণক' হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিদল-বিশিষ্ট মোক্ষফলের একটী দলও যে মোক্ষ, তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও, তাহা সম্পূর্ণ মোক্ষ নহে,—মোক্ষফলের এক অংশ মাত্র, বুঝিতে হইবে। উভয় অংশ বা দুইটী দল একত্রিত হইলেই একটী 'অখণ্ড মোক্ষফল' হইয়া থাকে।

আনন্দানুভব এবং অখিলক্লেশনিবৃত্তিই মোক্ষফলের দুইটী দল বা দুইটী অংশ। সম্ভূতি হইতে বা 'শ্রীহরিই সৃজন-কারী' এই জ্ঞান হইতে অমৃত বা আনন্দানুভব রূপ মোক্ষ-

ফলের এক অংশ এবং বিনাশ (অসম্ভূতি) হইতে বা 'শ্রীহরিই সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মৃত্যু-অতিক্রম বা অখিলক্লেশ-নিবৃত্তি রূপ মোক্ষফলের অপর অংশ লাভ করা যায়। এখন এ বিষয়টি একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৃক্ষের বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না, আবার অঙ্কুর না হইলে বীজও হয় না, সুতরাং বৃক্ষের বীজ অগ্রে, কি অঙ্কুর অগ্রে, সঞ্জাত হইয়াছে, ইহা যেরূপ নির্ণয় করা যায় না; সেইরূপ কর্ম্ম অগ্রে, কি জীব অগ্রে, তাহারও মীমাংসা করা সুকঠিন। কেন না, কর্ম্ম না হইলে জীব হয় না, আর জীব না হইলে কর্ম্মও সম্ভাবিত হয় না। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, বীজাঙ্কুরন্যায়ে জীব ও কর্ম্ম এতদুভয়ই অনাদি—জীব অনাদি-কর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ। অঙ্কুর-উদ্গমের পূর্ব্বে বৃক্ষের বীজগুলির যে অবস্থা, সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রারব্ধকর্ম্ম জীবসমূহেরও ঠিক সেই অবস্থা। একটু বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা এ বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারিব। বৃক্ষের বীজগুলি কি? না, এক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত অতিসূক্ষ্মভাবাপন্ন শাখা-পল্লবাদি-সমন্বিত সেই সেই বৃক্ষ। বাস্তবিক আমাদের যদি সুসূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমরা যে কোন বৃক্ষের একটি বীজের আবরণ উন্মোচন করিলেই দেখিতে পাইতাম যে, সেই ফল-পুষ্পাদি-সমন্বিত সুবৃহৎ বৃক্ষটিই সুসূক্ষ্মরূপে সেই আবরণের অভ্যন্তরে বিরাজিত রহিয়াছে। অপ্রারব্ধকর্ম্ম জীবসমূহও ঠিক এক একটি বীজের মত। সূক্ষ্মশরীরের আবরণে আবৃত শুভাশুভ-কর্ম্মফল-সমন্বিত এক একটি জীবই—জীবের বীজতুল্য। যেরূপ বৃক্ষবীজের অঙ্কুরোৎপাদনের স্থান—মৃত্তিকা, এইরূপ জীববীজের অঙ্কুরোপাদনের বা কর্ম্মপ্রারম্ভের স্থান—এক কথায় বলিতে হইলে, প্রকৃতিই বলিতে হয়। বৃক্ষের বীজ বহু দিবস যাবৎ মৃত্তিকায় অবস্থান করিলেও, যত দিন পর্য্যন্ত জলধরের কৃপা লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় না। এইরূপ জীবের বীজগুলিও প্রকৃতির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ

কাল অবস্থান করিলেও, যতদিন পর্য্যন্ত ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির সঞ্চার বা কৃপাবারি লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের অঙ্কুরোদ্গম হয় না—তাহাদের কর্ম্ম প্রারব্ধ হয় না। যে বীজটি যে বৃক্ষের, জলধরের জল লাভ করিয়া, সেই বীজ হইতে, সেই বৃক্ষই প্রাদুর্ভূত হয়। যথা—আম্রের বীজ হইতে আম্রবৃক্ষ, লিচুর বীজ হইতে লিচুবৃক্ষ প্রভৃতি। আবার যে বীজটি যেমন পুষ্ট বা অপুষ্ট থাকে, তাহা হইতে সেইরূপ পুষ্ট বা অপুষ্ট বৃক্ষই জন্মিয়া থাকে। ঠিক এইরূপই, যে বীজটি যে জীবের, তাহা হইতে সেই-রূপ জীবই প্রাদুর্ভূত হয়। যথা—মনুষ্যের বীজ হইতে মনুষ্য; পশুর বীজ হইতে পশু প্রভৃতি। আবার যে বীজটি যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা পুষ্ট বা অপুষ্ট থাকে, তাহা হইতে সেইরূপ পুষ্ট বা অপুষ্ট জীবই সঞ্জাত হইয়া থাকে। এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, জলধর যেরূপ নূতন করিয়া কোন বৃক্ষ সৃষ্টি না করিয়া, যাহা সেই বীজের অভ্যন্তরে বিন্যস্ত, তাহারই অভিব্যক্তি করিয়া দেয় মাত্র, ভগবান্‌ও ঠিক সেইরূপই নূতন করিয়া কোনরূপ ছোট বড় জীব সৃষ্টি না করিয়া, কেবল সেই বীজনিহিত জীবগুলির প্রাদুর্ভাব করিয়া দেন মাত্র। ভগবান্ পরম কারুণিক, সকল জীবেই তাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনি অনন্ত গুণের আধার, সুতরাং তিনি যে কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ, কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ভোগী, আর কাহাকেও বা রোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে। যে বীজটির ভিতর যেমন উপাদান থাকে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বা করুণাবারি লাভ করিয়া, সেই বীজ হইতে সেইরূপ জীবই বিনির্গত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রতি করুণাময় ইচ্ছাময় ভগবানের করুণা বা ইচ্ছাই এক মাত্র কারণ। অর্থাৎ যখন তিনি দেখেন যে, আহা! কত শত শত জীব, কত কাল হইতে, আপনাপন কর্ম্ম গুলি লইয়া, বন-লীন বিহঙ্গের ন্যায় প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে,—তাহাদের কর্ম্মগুলি ফলোন্মুখ হইয়াও ফল প্রদান করিতে পারিতেছে না, —আহা! ইহার মধ্যে আবার কত কত যোগভ্রষ্ট শাপভ্রষ্ট সাধক

মহাত্মাও রহিয়াছেন, উপযুক্ত শরীরের অভাবে ইঁহাদের সাধন ভজন সম্পন্ন হইতেছে না,—এই সকল দেখিয়া তাঁহার সৃজনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে, অমনি তিনি প্রকৃতির প্রতি তাঁহার কৃপামৃতবর্ষিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর অমনি ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি হইতে বহুবিধ নাম ও বহুবিধ রূপ লইয়া বহুবিধ জীব প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। ইহাই হইল সৃষ্টিরহস্যের সংক্ষেপ কথা। এই সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, সৃষ্টিকর্ত্তাকে 'করুণাবারিধি গুণনিধি' না বলিয়া থাকা যায় না। আবার যখন ভাবা যায় যে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তাই আমার একান্ত আশ্রয়—সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরি, তখন কি আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে? সুতরাং 'শ্রীহরি সৃজনকারী' ইত্যাকার জ্ঞান হইতে আনন্দানুভবরূপ ফল লাভ না হইবে কেন? আবার যখন দেখা যায় যে, যিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই—সেই শ্রীহরিই সংহারকর্ত্তা, তখন রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশেরই বা অবকাশ কোথায়? সৃষ্টির আদিতেও যিনি, অন্তেও তিনি, (সুতরাং মধ্যেও তিনি),—এইরূপ অবিচলিত জ্ঞান লাভ করিলে (বা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিলে) পরিপূর্ণ মোক্ষফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ১৪॥

মূল।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫॥

টীকা।—এবম্ আদ্যমন্ত্রদ্বয়েন উক্তদিশা প্রাপ্তাধিকারং শিষ্যং প্রতি "অনেজদেকম্" ইত্যাদিনা ভগবৎস্বরূপং নিরূপ্য, "যস্তু সর্ব্বাণি" ইত্যাদি সার্দ্ধমন্ত্রদ্বয়েন 'তৎসাক্ষাৎকারো মোক্ষহেতুঃ' ইতি উক্তং; স চ সাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদিমাত্রেণ, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদেন ভবতি, ইত্যতঃ অনুষ্ঠিতশ্রবণাদিকেনাপি তৎসাক্ষাৎকারার্থং ভগবৎপ্রার্থনং কার্য্যম্, ইতি ভাবেন প্রার্থনাপ্রকারমাহ, হিরণ্ময়েনেত্যাদিনা স্মরেত্যন্তেন গ্রন্থেন। হিরণ্ময়ম্ ইব—হিরণ্ময়ং—জ্যোতির্ম্ময়ম্। 'পিবতি রসান্, ত্রায়তে জগৎ'

ইতি চ—পাত্রম্। তেন হিরণ্ময়েন পাত্রেন—সূর্য্যমণ্ডলেন। সত্যস্য—সদ্গুণপূর্ণস্য, সূর্য্যমণ্ডলস্থস্য তব, মুখং—উপলক্ষণঞ্চৈতৎ,—বপুঃ, সর্ব্বদা অপিহিতম্ অস্তি। হে পূষন্!—পূর্ণ!; 'পুষ পুষ্টৌ' ইতি ধাতোঃ। তৎ—বপুঃ, ত্বং, সত্যধর্ম্মায়—('সত্যং—ভগবন্তং, হৃদয়ে ধারয়তি' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা) ত্বদ্ধ্যানাদিমতে ভক্তায় মহ্যং, দৃষ্টয়ে—মম ত্বদ্দর্শনার্থম্, অপাবৃণু—অপগতাবরণং কুরু ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হে পূষন্! (পূর্ণস্বরূপ ভগবন্!) হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পাত্র দ্বারা—সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা, সত্যের—সদ্গুণপরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলস্থিত তোমার, মুখ (মুখ প্রভৃতি সমস্ত শরীর) সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। আমি সত্যধর্ম্মা—সত্যস্বরূপ তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, সুতরাং তুমি আমার দর্শনার্থ, তোমার সেই শরীর আবরণোন্মুক্ত করিয়া দাও ॥ ১৫ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—ভগবৎসাক্ষাৎকারই যে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু, তাহা পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে। কেবল মাত্র শ্রবণাদি-সাধন দ্বারাই যে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তাহা নহে, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা প্রভাবেই তাহা লাভ করা যায়। সুতরাং শ্রবণাদি-সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তিরও ভগবৎসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করা বা তাঁহার কৃপাভিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিরূপে কৃপা-ভিক্ষা করিতে হইবে, তাহাই "হিরণ্ময়েন" প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্রে প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

মূল।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥ ১৬ ॥

টীকা।—হে পূষন্!—পূর্ণ!; একর্ষে!—সর্ব্ববিষয়কত্বাদিনা প্রধানজ্ঞানবত্ত্বহেতুনা একর্ষি-শব্দবাচ্যঃ সন্ একর্ষ্যাখ্যমুনিস্থ!; যম!—সর্ব্বনিয়ামকতয়া যমশব্দবাচ্যঃ সন্ যমান্তর্গত!; সূর্য্য!—সূরিভিঃ

প্রাপ্যত্বহেতুনা সূর্য্য শব্দবাচ্যঃ সন্ সূর্য্যান্তর্গত !; প্রাজাপত্য !—প্রজাপতেঃ হিরণ্যগর্ভস্য বিশেষেণ প্রাপ্যতয়া প্রাজাপত্য শব্দবাচ্য ! ; রশ্মীন্—মদীয়ং স্বরূপজ্ঞানং, ব্যূহ—বিস্তারয়, তেজঃ—বাহ্যজ্ঞানং, চ, সমূহ—বিস্তারয়েত্যর্থঃ। তেজ ইতি স্বরূপজ্ঞানং, রশ্মীন্ ইতি বাহ্যজ্ঞানং বা। তথা চ যৎ তে রূপং কল্যাণতমং, তৎ—রূপং, তে প্রসাদাৎ অহং পশ্যামীতি। আদিত্যরশ্ম্যাদীনাম্ অপগমনাদিনা তদন্তর্গত-প্রতীত্যসম্ভবাৎ আদিত্য-রশ্ম্যাদিবিষয়ং ব্যাখ্যানম্ অযুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—হে পূষন্! একর্ষে! যম! সূর্য্য! প্রাজাপত্য! তুমি আমার স্বরূপজ্ঞান বিস্তার কর, এবং বাহ্যজ্ঞানও বিস্তার কর, আমি তোমারই প্রসাদে, তোমার যে কল্যাণতম রূপ, সেইরূপ সন্দর্শন করি ॥ ১৬ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—পূষন্—পূর্ণ!। 'ঋষ্' ধাতুর অর্থ—গমন; 'ঋষি' শব্দ এই 'ঋষ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন। যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে গমন করিয়াছেন, তিনিই 'ঋষি'। ভগবানের অপেক্ষা ঋষি অর্থাৎ জ্ঞানবান্ আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে 'একর্ষে'! বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। একর্ষিনামক মুনির অন্তর্যামী বলিয়াও ভগবান্—একর্ষি। ভগবান্ সকলেরই নিয়মনকর্ত্তা, আবার যমেরও অন্তরে তিনিই অবস্থিত, সুতরাং তাঁহাকে 'যম!' বলিয়া সম্বোধন করা হইল। সূরি-সমূহের বা পণ্ডিতমণ্ডলীরই প্রকৃত প্রাপ্য বলিয়া এবং সূর্য্যেরও অন্তর্যামী বলিয়া, ভগবান্ 'সূর্য্য!' সম্বোধনে সম্বোধিত হইলেন। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অপর নাম—প্রজাপতি। ভক্তবৎসল ভগবান্ পণ্ডিতগণের প্রাপ্য হইলেও, তিনি তাঁহার পরম ভক্ত প্রজাপতিরই বিশেষরূপে প্রাপ্য, এই নিমিত্তই 'প্রাজাপত্য!' এই সম্বোধনসূচক শব্দ তাঁহার উপর প্রযুক্ত হইল।

'রশ্মীন্' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ এই মন্ত্রটিকে সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। টীকাকারের মতে—উক্তরূপ ব্যাখ্যান অযুক্তিযুক্ত। সূর্য্যের রশ্মি প্রভৃতি অপসারিত হইলে যদি সূর্য্য-মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী সেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত, তাহা

৩য় ভাগ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।
৩৯।১ নং মস্জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র।৹ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।৹ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥৹ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥৹ টাকা লাগিবে।

এই মাস হইতে ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেনচন্দ্র ঘোষকে পন্থার এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইল।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। ৩৯ ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "Hari-Press", 133, Musjidbary Street ; Calcutta.

182. দে. 497. 15.

AK2/সা 568. 182 33 12-1900

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

৩য় ভাগ। { আশ্বিন, ১৩০৬ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

(১)

এস, মা, আনন্দময়ি! আনন্দে মাতাও,
নিরানন্দময় বঙ্গে, ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে,
আতঙ্কে আকুল জীবে, জননি! হাসাও,
সন্তানের শত ব্যথা বারেক ভুলাও।

(২)

উজল, উজলা দেবি! বঙ্গের গগন,
স্বরূপেতে দশদিশি, আলোকিয়া দিবানিশি,
মুছাও কালিমা, কর প্রীতি-বরিষণ;
হউক, জননি! বঙ্গ আনন্দে মগন।

(৩)

কতদিন গে'ছ চলি কোথায় জননী,
এখানে সন্তান তব, বেদনা ব্যথিত সব,
তৃষিত হেরিতে তব চরণ দুখানি,
এস মা, এস মা, উমা, মহেশমোহিনী।

(৪)

কার্ত্তিকেয়, গণপতি, লক্ষ্মী, বীণাপাণি,
মহাভাগ্য মহাসুরে, লয়ে সাথে সর্ব্বসুরে,
জগন্মোহিনী বেশে, অসুরনাশিনী,
শরতে শারদে! সাজ, মা, সিংহবাহিনী।

(৫)

দেখ না, জননি! নয়ন মেলিয়া,
জীবের কি বেশ, দেখনা আসিয়া,
শোক, দুঃখ, তাপ, সদা দহে হিয়া,
সদা রয় তারা জীবনে মরিয়া,
হতাশ-পরাণে আকাশে চাহিয়া,
জুড়াও, জননি! তাদের আসি।

(৬)

ওই মহামারী, বিকট আকারে,
বধে নরনারী, বাছেনাকো কারে,
ওই, অন্নপূর্ণে! অন্নহীন নরে,
হাহাকার করে, আহা! ক্ষীণ-স্বরে,
এ ঘোর কুদিনে, অভয়ে! কাতরে
দাও মা অভয়, এ ভয় নাশি।

(৭)

দুর্ব্বলের দেহে বলীর পীড়ন,
শোন মা, আসি সে করুণ রোদন,
দেখ মা, এ বঙ্গে কি রঙ্গ ভীষণ,

অবলার প্রতি পশু আচরণ,
জ্ঞানবুদ্ধি হারা, আঁখি ভরা ধারা
দুঃখের অকুল পাথারে ভাসি।

(৮)

তাই সকাতরে ডাকি গো জননি!
নাশ এ দুর্গতি, দুর্গতি-নাশিনি!
নেহারি তোমারে সভয় অন্তরে,
যা'ক মহামারী ত্বরা মা, অন্তরে,—
ক্ষুধাতুর-ক্ষুধা হ'ক নিবারণ,
দুর্ব্বল, পীড়ন হ'ক বিস্মরণ,
অবলার অশ্রু কর গো মা, দূর,
হ'ক শোকে শান্ত, নীরোগ আতুর,
দ্বেষ হিংসা ভুলি, প্রাণমন খুলি
আবার আনন্দ-অন্তরে হাসি।

(৯)

পাষাণ (ও) জননি! তব আগমনে,
হরষিত হয় স্বজনের সনে,
শ্যামল বরণে প্রান্তর কানন,
দেখায় তাদের প্রীতি—নিদর্শন ;
তড়াগ তটিনী আনন্দেতে ভুলে,
উছলে, জননি! তারা কুলে কুলে,
ফুটিছে কুসুম সুষমায় ভরা,
পুলকে পূরিত সমুদয় ধরা,
দেখিতে তোমারে সবে অভিলাষী,
কর পূর্ণসাধ, জননী গো, আসি।

(১০)

উঠি মা, প্রভাতে, তুলি ফুল দলে,
গাঁথি তায় মালা, সাজাইব গলে,

দিব মা অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়া,
জবা বিল্বদলে চরণ ঢাকিয়া,
সে চরণ শোভা হেরিব মা যবে,
ভুলিব আপনা ভুলাইব সবে,
জ্বালা, দুঃখ, শোক,—করমের ফল,
নেহারি চরণে ভুলিব সকল ;
হাসিবে সকলে হাসিব আপনি,
হ'ক সে দিন, জগৎ-জননি !

(১১)

ঘাত প্রতিঘাতে ভরা মাগো ! এ সংসারে,
নিয়ত ডুবাতে চায়, নিরাশা সাগরে,
করিতে সজীব তাই সন্তানে তোমার,
সাদরে ডাকি মা, তোমা সানন্দ-অন্তরে।

(১২)

ফুল্ল মনে ফুল্ল প্রাণে সহ প্রিয়জন,
সুখের সাগরে সুখে করি'সন্তরণ,
সমুখে, শোভিবে তব ও রাঙ্গা চরণ,
হেরিব, সকলে মিলি, ভরিয়া নয়ন।

(১৩)

শরতে, অম্বর পরে নব নীলাম্বর,
শারদে ! অম্বর নব পরে নারীনর,
নব সাজে নব ভাবে নূতন জীবনে,
আবার জাগিছে আশা হতাশের মনে ;
তব আগমনে সুখ করে আগমন,
তাই এত তৃষা তব হেরিতে চরণ।
রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী,—সন্তান সকলে,
বিপদে, সম্পদে, মাগো ! রাখিও কুশলে।

(১৪)

বোধনে প্রবুদ্ধ হ'য়ে এস গো জননী,
আনন্দে মাতুক মাগো! অখিল অবনী।
দুর্গে! দুর্গে! দুর্গে! মা! মা! দুর্গতি হারিণি!
এদীনে সুদিন দাও, কুদিনে, তারিণি!

(১৫)

এস মা, এস মা, উমা! হরমনমোহিনি!
হেরিব মানসে, তোমা, চণ্ডমুণ্ড নাশিনী।
বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভা, মৃগপতি আসনা,
দশায়ুধ করে ধৃতা, শ্রীদুর্গা ত্রিনয়না।

(১৬)

জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ত্রিতাপ হারিণি!
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালি ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বধা স্বাহা নমোঽস্তুতে॥
প্রণব রূপিণি দেবি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনি।
ভক্তিপ্রীতি দেহি দেবি যশঃ স্বাস্থ্যং ধনং সুখম্॥

(১৭)

বেহাগ, আড়া।

(এস মা) শিবমোহিনি!
শুভদে, শুভদে! মাগো, অশুভ নাশিনি!
নিরানন্দ নাশ তরে, এস, গো! ধরণী'পরে,
দশায়ুধ দশ করে, ধ'রে জননি!
কতদিন তোমা হারা, রয়েছি সন্তান মোরা,
দু'খে চখে সদা ধারা, দু'খ হারিণি!
সদাশিব আশুতোষে, সদা তোষ, মা, অশেষে,
তোষ জীবে, দয়াবশে, এসে অবনী।
জ্ঞানহীন গুণহীন, ভকতি ভজনাহীন,
কাতরে ডাকে মা, দীন, দীনতারিণি!

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

সতীতেজ।

হিন্দু রমণীগণের কাছে সাবিত্রী সুন্দরী সতীত্বের আদর্শ; এই আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যোগই বল আর ধর্ম্মই বল আর কর্ম্মই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকের সব। অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্তা সাবিত্রী সুন্দরী মৃত স্বামীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং যমরাজ সেই সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র মনে আঁকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

"লোকমাতা সতীস্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন।" মহাভারতে এইরূপ কথা উল্লিখিত আছে। বাস্তবিকই একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বেশ বুঝা যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধর্ম্মের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে। রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা আছে। পাপাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিত সতী দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া পাপনিরত দুর্য্যোধনকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল এই টুকু মহাভারতের ধর্ম্মালোচনার সার; মহা পরাক্রান্ত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, সতীর অবমাননা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। এই টুকু রামায়ণের ভিতরকার আসল কথা বলিয়া বুঝি। যেথানে সতীর আদর, ধর্ম্ম সেইখানে প্রতিষ্ঠিত, যেথানে সতীর আদর নাই সেই থানেই নানারূপ অধর্ম্ম আশ্রয় লইয়া থাকে। সতীর অবমাননায় অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হয়।

পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে পাই যে, যে দিন পাপিষ্ঠেরা সতীর অবমাননা করিতে উদ্যত হইল সেই দিনই তাহাদের অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবমানিতা সতীর তেজে পাপিষ্ঠেরা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিন হইতে সিরাজউদ্দৌলা সতীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন সেই দিন হইতেই মুসলমান রাজত্ব বাঙ্গালা হইতে, ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল।

যাঁহারা সতীর আদর বুঝিয়াছেন, যাঁহারা সতীর অবমাননায় আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদেরই আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি খুঁজেন তাঁহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। সতীতেজ যাহাতে দেশে পুনরাভির্ভূত হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট থাকেন; আমাদের দেশে আজ কাল আর সতীর আদর তেমন নাই তাই সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন।

আমাদের দেশের রমণীগণের সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধনা করিতে শিখ তবেই সতীতেজে তোমাদের রমণীগণ উজ্জ্বল প্রভাশালী হইয়া উঠিবে; তবেই ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহাই বুঝি যে যিনি সত্যবান সাবিত্রী দেবী তাঁহার গৃহেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। পুরুষগণ তোমরা যদি সত্যবান্ হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন আপন পার্শ্বে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে।

সাবিত্রী একটি আদর্শ। এইরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা। আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গড়িয়া লওয়ার নামই দেব আরাধনা। আদর্শ চিত্রে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কর্ম্মে একাগ্রতা থাকে না এবং কর্ম্মও সফল হয় না। সুতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর 'তৎত্বমসি' বেদের এই মহাবাক্য অবলম্বনে দেবারাধনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ঘরে আবির্ভূতা হইবেন।

"তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই, এই কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র বলিয়া বুঝ। কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় সুন্দর বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মনুষ্যে সেই ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখার নাম

ভালবাসা শিক্ষা। কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বদ্ধ থাকায় যাহাকে জীবনের চির-সঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে সাবিত্রী সদৃশী সতীতেজে তেজস্বিনী করিয়া লওয়াই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "তৎত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই সেই সাবিত্রী" সহধর্ম্মিণীকে এই জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে স্নেহভাবে ভালবাসিতে শিখ। যাহার সঙ্গে একত্রে থাকা যায় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

তোমার সহধর্ম্মিণীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর ন্যায় দেখিতে শিখ তবে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে। যদি তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসার জোর নাই বুঝিও। তোমার আদর্শ রমণী সম্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি যে অবস্থায় যেরূপ ভালবাসা মাখা কথা কহিতে, যেরূপ ভালবাসামাখা আচার ব্যবহার করিতে, তোমার সঙ্গিনীর সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ কথাবার্ত্তা সেইরূপ আচার ব্যবহার কর তবে তোমার ভালবাসার গুণেও তোমার কথাবার্ত্তার গুণে বদ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গিনী তোমাতে এরূপ আকৃষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাঁহাকেই সহজেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে!

এখন একটি কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি তাহাকে ভাল ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্ত্তা কহাটা কপটাচার কি না? যেখানে সত্য সেই খানে ধর্ম্ম; সেখানে মিথ্যা সেই খানে অধর্ম্ম। সুতরাং যদি মন্দকে ভাল ভাবা মিথ্যা হয়, তবে সেরূপ কাজে অধর্ম্ম আছে। ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে মন্দকে ভালবাসা কখনই কর্ত্তব্য নহে মন্দকে মন্দ বলিয়াই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আসলে মানুষ কখনও মন্দ নয়। মানুষে যখন যাহা মন্দ দেখিতে পাই তাহা মলা মাত্র; সেই মলা পরিষ্কার করিতে পারিলেই মানুষের স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছ বাস্তবিক সেই মনুষ্য বড় পবিত্র বড় সুন্দর, তোমার ভালবাসার জলে তাহার মলা ধৌত করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে যে ভিতরকার মানুষ বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর। কাদা মাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা আছে এটি যিনি জানেন তিনি কাদা মাখা ঝিনুকেরও আদর বুঝেন। মানুষের বাহিরে মলা দেখিয়াই মানুষকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও

কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাভারতে এইরূপ কথা আছে যে স্ত্রীলোক মাত্রেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষ মাত্রেই অনঙ্গ-বিজয়ী ঊর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের অংশ। এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিয়া 'তত্ত্বমসি' মহামন্ত্র সাধনা করিতে শিখ, তাহা হইলেই ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যবত্তা এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্ত্রী সতী সেইখানে স্বামী সত্যবান্ হইতে থাকেন এবং যেখানে স্বামী সত্যবান্ সেইখানে স্ত্রী সতীতেজে ভূষিতা হন। সুতরাং যিনি স্ত্রীকে সতী-তেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন সত্যের আদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে সদাই সচেষ্ট থাকেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বলে শিষ্যা স্ত্রীকে উন্নতা করিতে হইবে এবং 'সোঽহং' অর্থাৎ "সেই আদর্শ পুরুষই আমি" এই ভাবিয়া নিজের অন্তকরণকে সেই আদর্শ পুরুষের মনের ন্যায় সুন্দর করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে তোমার ভালবাসার আধারের কাছে তোমার অন্তরের ভাব সমূহ যথাবৎ প্রকাশ করিতে আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন করিবার ইচ্ছা কখনও হয় না তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপক্কতা পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের ভাব অকপটে যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই স্ত্রীর হৃদয়ে সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; স্বামী সত্যের সাহায্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। সত্য আর সতীত্ব এই দুটির যোগই প্রধান যোগ। যেখানে এই যোগ ঘটিয়াছে ধর্ম্মভাব সকল সেই ক্ষেত্রে আপনাপনি ফুটিতে থাকে। অর্দ্ধ-নারীশ্বর মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পার্ব্বতীর মিলনই পবিত্র যোগ। একাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রুপদ দুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ; এই যোগ হইতে যে সকল ধর্ম্মভাব ফুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাভারতের নিষ্কাম ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সত্য কাহাকে বলে? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত; ভ্রান্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প তাঁহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের ভ্রম দূর করিতে সতত সচেষ্ট এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা করেন না তিনিই সত্যবান। 'সত্যবাক্য' কথাটির দুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে; যাহা যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূপ বলার

নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব যে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ। পূর্ব্বে সত্য কথাটির যে যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থ হইতেই 'সত্য' কথাটির এই দুই প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমি যাহা যেরূপ দেখিয়াছি যেরূপ শুনিয়াছি অন্যকে তাহা না বলিয়া যদি অন্যরূপ বলি তবে সেই অন্য লোককে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটি ভ্রমে ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কেননা সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহার সহিত কালি সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথা মত কার্য্য না করি তবে সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়া দিলাম বলিতে হইবে।

অপরকে কখনও ভ্রমে ফেলিও না; কেননা কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তুমি যদি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও একদিন না এক দিন ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ভ্রান্তিই মনের মলা। যেখানে ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে, সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে, তবেই ক্রমশঃ সুন্দর হইতে পারিবে।

ছোট খাট রকম দুই একটা মিথ্যা কথা কহিতে দোষ কি? আমি যদি অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া থাকি তবে আমিও না হয় দুই একবার ছোট রকমের ভ্রমে পতিত হইব, তাহাতে আর বেশী ক্ষতি কি? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই।—

সত্য কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়; চিত্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া লওয়া চাই, যে অসত্য ব্যবহার মনে আসিলেই যেন মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; যাঁহার অন্তর এইরূপ পবিত্র হইয়াছে তিনি ছোট খাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহার অন্তরের মানুষ তাঁহাকে যাহা সত্য সেই কার্য্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহা অসত্য সেই কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতি নিবৃত্ত করে। সুতরাং 'সত্য' এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়া যাহা সৎ তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে শিখা কর্ত্তব্য। মনের মলা পরিষ্কার করিতে পারিলে অন্তরে যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রকাশ

পায় সেই আলোকটির নাম সৎ। এই আলোক যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টার নাম সত্যাচার। সৎ পদার্থের ভাবকে সত্য বলা যায়। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সতী। এই সতীর ভাবকে সতীত্ব বলে।

যিনি সামান্য ইন্দ্রিয় সুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সতীত্ব বা সত্য কাহারও উপাসক হইতে সক্ষম হন না। যিনি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত তিনি মানুষের ভিতরকার স্থির সৌন্দর্য্য কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হন না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ইচ্ছা থাকিলে মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় সেই চাঞ্চল্য নিবন্ধন প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা মানুষে বুঝিতে পারেনা; বাহ্যিক অসুন্দর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; পতি নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ত্রীও স্বামীকে চিনিতে পারে না। দম গুণ না থাকিলে কেহই সতী বা সত্যবান্ হইতে সক্ষম হন না। হরপার্ব্বতীর মিলনের পূর্ব্বে মদন ভস্মীকৃত হইয়াছিল; পার্ব্বতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্য বর চাই না, তিনি সেই কামনায় ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তপঃ প্রভাবে মহাদেবের মন তৎপ্রবণীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সতীত্ব ও সত্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই বলা হইল না। সতীত্ব ও সত্য এই দুটি কথার আদর যতই বাড়িবে পৃথিবীর ততই শ্রীবৃদ্ধি। এই সত্যটি এত গভীর বলিয়া বোধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন নাই। এস ভাই সব আমরা লোক মাতা সতী স্ত্রীগণকে নমস্কার করিতে করিতে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' সেই পরম পুরুষের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে শিখি।

উপসংহার।

উপরের লিখিত প্রবন্ধটি প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ লেখাটি আমার বটে কিন্তু প্রবন্ধটির অধিকাংশ কথা সতীতেজে দীপ্তা কোন রমণীর। পতিব্রতা সেই সতী সতীতেজ সম্বন্ধে ইহাও শিখাইয়া গিয়াছেন যে সতী স্ত্রী তাঁহার হৃদয় মধ্যে নীলাবর্ণের একটি আগুন দেখিতে পান। সতীর ক্রোধ হইলে এই অগ্নি ঘোর কালী মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সতী যখন ভালবাসা বিতরণ করেন তখন এই অগ্নি শ্যামসুন্দর রূপ ধারণ করেন এবং

যখন সতী জ্ঞান দান করেন তখন ইহা সুন্দর কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন। জ্ঞান-দায়িনী কালীর দুই হাতে বাঁশী এক হাতে মুণ্ড এক হাতে অসি। আর বেশী কোন কথা এখন লিখিতে পারিলাম না।

নমো সতীশ্বরায়।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

মানবীয় সপ্ত তত্ত্ব।

(৪র্থ সংখ্যার ১০৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

স্থূল শরীর বা ভাণ্ড দেহ।

আমরা মানবের যে সপ্ততত্ত্বের কথা বলিতেছি উহার মধ্যে স্থূলদেহটি অন্য কয়টির আধার ; সেইজন্য স্থূলদেহকে ভাণ্ডদেহ বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের যে দেহটি চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থে গঠিত, ত্বক, লোহিত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু যাহার উপাদান সেই দেহটিই আমাদের ভাণ্ডদেহ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যাহায্যে এই ভাণ্ডদেহের উপাদান সকল সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই দেহটি অসংখ্য জীবাণুর আবাসভূমি। দেহস্থিত সপ্তধাতুর মধ্যে যে কোন ধাতুর কণামাত্র লইয়া অণু-বীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে ঐ কণামাত্র পদার্থ অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার জীবাণুদেহের সমষ্টি। এই জীবাণুদেহগুলিকে ইংরাজীতে Cell নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত জীবাণুদেহের প্রত্যেকের মধ্যে জীবনীশক্তি বিদ্যমান আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল জীবাণু দেখা গিয়াছে, উহাদের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উহাদের ব্যাস এক ইঞ্চির ১/৩০০০ অংশেরও ন্যূন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে ইহা অপেক্ষাও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু এই দেহ মধ্যে বাস করিতেছে, তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরও অগোচর। নয়নের অগোচর অতি সূক্ষ্ম যে ডিম্ব জননীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ; তাহাও এই একটি জীবাণুকোষ (Cell) ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পরীক্ষা দ্বারা এই সকল জীবাণুকোষের অভ্যন্তরে এক প্রকার অর্দ্ধ তরল পদার্থ দেখা যায়, উহাকে প্রটোপ্ল্যাজম্ (Protoplasm) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই প্রটোপ্ল্যাজম্ পদার্থ স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। একটি পক্কবীজ অর্দ্ধ পক্কাবস্থায় মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে যে তরল পদার্থ একটু দেখা যায় প্রটোপ্ল্যাজম্ পদার্থ সেইরূপ। এই প্রটোপ্ল্যাজম্ পদার্থই জীবাণুকোষের জীবনীশক্তির আধার।

প্রত্যেক জীবাণুকোষ এক একটি সজীব দেহ এবং আমাদের এই স্থূলদেহ এই অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টি; এই দেহপুরীর অধিবাসী এই জীবাণুগুলিই এই দেহের পোষণ ও রক্ষণ করিতেছে। উহারা আপনাদের পোষণের অনুকূল পদার্থ গ্রহণ ও প্রতিকূল পদার্থ ত্যাগ করিয়া এই দেহকে রক্ষা করিতেছে। এই জীবাণুদের মধ্যে আবার সৈন্যের দল আছে। বাহিরের বিষাত্মক কোন জীবাণু যদি দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তবে ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে। দুইটি জীবাণুর যুদ্ধ বড় মজার। একটি আর একটির সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে গিলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে; যাহার শক্তি বেশী সেই অন্যটি খাইয়া ফেলে। দেহের জীবাণুকোষগুলির এইরূপ কার্য্য নিবন্ধনই রোগের ব্যাসিলী (Bacilli) (এই ব্যাসিলীরাও জীবাণু) সকল সহজে দেহপুরী আক্রমণ করিতে পারে না। এই দেহের মধ্যে কত কাণ্ডকারখানাই আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, এই জীবাণুগুলিই সেই সমস্ত কার্য্যের অধিনায়ক। আমরা আহার করি; খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ ও উদরস্থ করি, কিন্তু তার পর সেই খাদ্যদ্রব্য লইয়া কে কি করে কিছুই জানি না। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া উহার সারভাগ শোণিতে পরিণত হইয়া সর্ব্বশরীরে চালিত হইতেছে এই সমস্তই জীবাণুকোষ সমূহের কার্য্য। আজি আমার অঙ্গে এক জায়গায় ক্ষত হইলে দিন কতক মধ্যে সেই ক্ষতস্থান সারিয়া গেল, ইহাও উক্ত জীবাণুকোষ সকলের কার্য্য। একটি উই ঢিপির একজায়গা একটু ভাঙ্গিয়া দাও, অমনি দেখিবে ভিতর থেকে দলে দলে উই বাহির হইয়া সেই ভাঙ্গাস্থান মেরামৎ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছে। এই দেহটীও ঠিক ঐরূপ যেন এক উই ঢিপি, অসংখ্য জীবাণুর নিবাসভূমি। জীবাণুদের এই ঘর তাহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছে ও তাহারাই রক্ষা করিতেছে। আমার এই দেহ যদি অসংখ্য জীবাণুর

নিবাসভূমি হইল, তবে আমি কে? আমার বাস কোথা? দেহতত্ত্ব চিন্তা করিতে গেলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। মানবের মনে যখন এই চিন্তা উদয় তখন তিনি সাধনার সপ্তভূমির মধ্যে প্রথম ভূমিতে পদার্পণ করেন।

উইঢিপির সহিত এই দেহের আর এক বিষয়ে উপমা হইতে পারে। একটি উইঢিপির মধ্যে অনেক পুত্তিকা আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান, এই দুইটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে উইয়ের রাজারাণী বলে। যে মাটিতে উইঢিপি হইয়াছে সেই মাটির খুব নিচের দিকে এই রাজ-রাণী বাস করে। যদি কোন উইঢিপি নষ্ট করিতে চাও তবে যতক্ষণ এই রাজা-রাণীকে বাহির করিয়া স্থানান্তরিত না করিবে ততক্ষণ উইঢিপি নষ্ট করিতে পারিবে না। ইতর পুত্তিকাদিগকে মারিয়া ফেলায় অল্পকাল পরেই রাণী বহুল সন্তান অল্পকাল মধ্যেই প্রসব করিয়া থাকে এবং তাহারা এই ভগ্নগৃহ শীঘ্র মেরামৎ করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি রাজা ও রাণীকে স্থানান্তরিত করিতে পার তবে ইতর পুত্তিকারা আর সে গৃহে থাকিবে না; উইঢিপিটি আর সজীব থাকিবে না, উহা শীঘ্রই শুকাইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের এই স্থূল দেহটি একটি উইঢিপির ন্যায় অসংখ্য জীবাণুর আবাস ভূমি; অধ্যাত্ম তত্ত্ববিদ্‌গণ আরও বুঝেন যে পুত্তিকা-দের ন্যায় এই অসংখ্য জীবাণুগণের মধ্যে রাজা ও রাণী আছেন; এই রাজা ও রাণী যতক্ষণ দেহে বাস করেন ততক্ষণ রাণী বহুল সন্তান প্রসব করিয়া তাহা-দের দ্বারা দেহের পোষণ ও রক্ষণ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হইলে মানব এই রাজা ও রাণীকে দেখিতে পান। তখন তিনি দেখেন যে দেহ মধ্যে বিন্দুর আকারের একটি কোষ আছে, উহার একার্দ্ধ এই দেহের রাজা এবং অপরার্দ্ধ এই দেহের রাণী। একটি ছোলা যেমন দুই খণ্ড কিন্তু একটি খোসাতে ঢাকা এই রাজা রাণীর কোষটিও সেইরূপ। অন্ধকার রাত্রে জোনাকি পোকার অঙ্গ হইতে যেমন আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায় এই রাজারাণীর কোষটি হইতেও সেইরূপ জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে; এই জ্যোতিই এই রাজারাণীর প্রাণ। ইহাঁদেরই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য জীবাণুগণ কার্য্যক্ষমতা পাইয়া থাকে। এই রাজারাণীর অঙ্গ জ্যোতি সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া দেহস্থিত অনন্ত-কোটি জীবাণুকোষ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই দেহকে সজীব রাখিয়াছে। এই

রাজারাণীর জীবনীশক্তির অন্তর্দ্ধান হইলেই জীবাণু সমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং প্রটোপ্ল্যাজম্ সমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলে ; প্রটোপ্ল্যাজম্ বিনষ্ট হইলেই দেহ একেবারে প্রাণ শূন্য হইয়া পড়ে। ইহারই নাম মৃত্যু।

বোঝা গেল যে আমার এই দেহ অনন্ত সংখ্যক জীবের আধার ক্ষেত্র এই অনন্ত সংখ্যা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে, অসংখ্য জীব যে এক আধারে সন্দিত হইতেছে সেই আধারের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করাই মূলাধার চিন্তা। এই মূলাধার চিন্তা করিতে করিতে দেহমধ্যে বিন্দুরূপী রাজারাণীর যখন দর্শন হয় তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে ঐ বিন্দুই তাঁহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই ভাণ্ড দেহটি যাহা এখন আমার দেহ বলিয়া অভিমান করি, উল্লিখিত বিন্দু দর্শন কালে সেই অভিমান টুকু আর থাকে না এই অবস্থায় সাধক সাধনার দ্বিতীয় ভূমিতে পদার্পণ করেন। এই দ্বিতীয় ভূমির নাম সাধিষ্ঠান।

ক্রমশঃ

যুগল সেবক।

পৌরাণিক কথা।

(১ম সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

দক্ষযজ্ঞ।

প্রজাপতিগণ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা ও ঋষি কলেই সমবেত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সেই সভামধ্যে আগমন করিলে, ,তামহ ব্রহ্মা ও শিব ব্যতিরেকে সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা 'রিলেন। জামতা কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া, দক্ষ ক্রোধান্ধ হইলেন এবং শিবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। দক্ষের জ্ঞান যে শিব তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য তিনি তাঁহার শিষ্য।

এষ মে সিধ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যাইব সাধুবৎ॥

জল স্পর্শ করিয়া দক্ষ শাপ দিলেন—

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥ ভা, পু, ৪—২

দেবগণের অধম এই ভব, দেবযজ্ঞে ইন্দ্র, উপেন্দ্র আদি দেবগণের সহিত যেন যজ্ঞভাগ না লাভ করেন।

নন্দীশ্বর প্রতিশাপ দিলেন—

য এতন্মর্ত্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি।
দ্রুহত্যজ্ঞঃ পৃথগ্দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্য সুখেচ্ছয়া।
কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্বেদবাদ বিপন্নধীঃ॥
বুদ্ধ্যাপরাভিধায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥ ভা, পু ৪ ২

অজ্ঞ দক্ষ আপনার মর্ত্ত্য শরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপ্রতিদ্রোহী ভগবান্ শিবের প্রতিদ্রোহ করিল। এই পৃথক্ দৃষ্টির জন্য ইনি তত্ত্ব হইতে বিমুখ হইবেন। গ্রাম্যসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য ইনি পরিবার বর্গে ও কূটধর্ম্মে রত হইবেন। বেদবাদ দ্বারা নষ্ট বুদ্ধি হইয়া ইনি কর্ম্মতন্ত্র বিস্তার করিবেন। এই ত গেল প্রথম শাপ।

দ্বিতীয় শাপ এই যে. ইনি দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্ম বুদ্ধি করিয়া পশু তুল্য হইবেন ও স্ত্রীতে অনুরত হইবেন।

তৃতীয় শাপ এই যে ইঁহার মুখ ছাগের ন্যায় হইবে।

শ্বশুর জামাতার এই বিদ্বেষ ভাব বহুকাল যাবৎ রহিয়া গেল। ব্রহ্মা— প্রজাপতিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া, দক্ষ অতিশয় গর্ব্বান্বিত তিনি বৃহস্পতিযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সতী ও শিব ব্যতিরেকে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। সতী লোক মুখে পিতৃ যজ্ঞের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সেখানে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন এবং পতিকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। মহাদেব নিষেধ করিলেও তিনি যজ্ঞ স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে দেখিলেন যে রুদ্রকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয় নাই। ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া, ভগবতী পিতাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন এবং সেই যজ্ঞ ভূমিতেই দেহত্যাগ করি-

লেন। শিবের অনুচরবর্গ যজ্ঞ নষ্ট করিলেন তাহারা দক্ষের মুণ্ড ছেদ করিল, এবং যাহারা দক্ষের পক্ষপাতী হইয়াছিল, তাহাদের অত্যন্ত দুর্গতি করিল। দেবতারা স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন যে দক্ষ অজমুখ হউক।

ভগবতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্ব কলেবর ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই হইল সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সৃষ্টির ধারা দ্বিবিধ। সৃষ্টির আরম্ভে অশরীরী জীব প্রথমে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থিতি করে, পরে পৈশাচিক দেহ ধারণ করিয়া ভুবর্লোকে অবস্থিতি করে এবং অবশেষে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবরুদ্ধ হয়।

এই হইল সৃষ্টির প্রথম ধারা। এ সৃষ্টির অর্থ আর কিছু নয় কেবলমাত্র সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর দেহ ধারণ করা। স্থূলতম পার্ব্বতিক দেহে এই সৃষ্টি ক্রিয়ার অবসান হয়। এ সৃষ্টি একরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে জীবের স্বতন্ত্রতা থাকেনা। কালের স্রোতে, অবিদ্যার ধারাবাহিক প্রবাহে, দেহ পরম্পরা আসিয়া জীবকে পরিচ্ছিন্ন করে। এককালীন যে সকল জীব প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে এই ধারায় পতিত হয়, তাহারা এককালে পার্ব্বতত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বতন্ত্রতা না থাকাতে তাহাদের বৃত্তিরও পার্থক্য থাকেনা। আমিত্বের পৃথক্ অনুভবও তাহাদের থাকে না।

তমোগুণ দ্বারাই তামসিক দেহের প্রাপ্তি হয়। শিলাময় দেহই তামসিক দেহের চরম। শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা।

যখন জীব শিলাময় দেহ ধারণ করে, তখন মনে হয় যে শিবের আর কোন কায থাকিল না। দেব সমাজে তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দিবার আর প্রয়োজন কি।

কিন্তু শিলাময় দেহ ধারণ করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয় কোথা। যে উদ্দেশ্যে জীব সৃষ্টি, যে উদ্দেশ্যে দয়াময় ঈশ্বর আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া জীবসকলকে কল্পের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে যথাযথ কালে ও যথাযথ রূপে অনুপ্রাণিত করেন, সে উদ্দেশ্য তাহা হইলে সফল হয় কিরূপে?

প্রথম ধারার সৃষ্টি কেবল আয়োজন মাত্র। জীবের ইহা গর্ভবাস। শিলাময় দেহে জীবের বাস্তবিক জন্ম। ঐ জন্ম লাভ করিয়া জীব স্বতন্ত্রতা লাভ করে এবং কালের গতি অনুসারে জীবের প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টির ধারা।

যখন জীবের জন্য ভগবতী পর্ব্বতের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; তখনই দ্বিতীয় সৃষ্টির প্রবাহ আরম্ভ হইল।

শিব হইতেই স্বতন্ত্রতার বিকাশ। রুদ্রই অহঙ্কার বৃত্তির অধিদেব।

মহাদেব ভিন্ন কে আমাদিগকে শিলাময় বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে? ত্যাগ ও নাশ কেবল তাঁহা হইতেই। তাঁহারই কৃপায় আমরা মৃত্যু লাভ করিতে পারি। তাঁহারই কৃপায় আমরা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া ভুবর্লোক এবং প্রেত দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোক গমন করিতে পারি। তাঁহারই কৃপায়, দেহের স্থূলত্ব হ্রাসশীল হইয়া জীবকে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উপযোগী করে। তাঁহারই কৃপাবলে প্রতি রজনী, প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল নিদ্রাবশে অভিভূত হয় এবং হৃদয় মধ্যে আধ্যাত্মিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়।

যেমন যেমন মহাদেব স্থূলতার নিরোধ করেন, তেমন তেমন বিষ্ণু সত্ত্বের সঞ্চার করিয়া জীবকে সচেতন ও সমনস্ক করেন।

বিচার করিলে জানিতে পারা যায়, যে প্রাণবৃত্তি ও স্ত্রীপুরুষ যোগ লইয়াই দ্বিতীয় কার্য্য অধিকতর হইয়া থাকে। এ দুইটি পাশব বৃত্তি। দেহে সম্পূর্ণরূপে আত্মবুদ্ধি করিয়াই, পশু বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে। হতভাগ্য ছাগ আমাদের দেশে পশুবৃত্তির আদর্শ স্থল।

নন্দীশ্বরের তিনটি শাপই দক্ষে ফলিল।

হতভাগ্য ছাগ, তুমি দক্ষকে নিজমুণ্ড দিয়াছিলে বলিয়াই, তৃতীয় সৃষ্টির প্রবাহে তোমার কত মুণ্ডের ছেদন হইতেছে। কিন্তু সেই পাষণ্ড মনুষ্য তোমা হইতেও হতভাগ্য যে তোমার মুণ্ড ছেদন করিয়া তোমার ভাব বিসর্জ্জন দেওয়া দূরে থাকুক, সেই ভাবে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর মহাদেব! দক্ষের সাধ্য যে তাঁহার যজ্ঞভাগ নষ্ট করে? ব্রহ্মা বলিলেন—

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।
যজ্ঞস্তে রুদ্র ভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্॥

হে রুদ্র, যজ্ঞের যাহা অবশিষ্ট তাহাই যজ্ঞের ভাগ। হে যজ্ঞনাশক রুদ্র, আজ সেই যজ্ঞভাগ দ্বারা দক্ষের যজ্ঞ পূর্ণ কর।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—

অহং ব্রহ্মা চ সর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগ্ বিশেষণঃ॥
আত্মমায়াং গমাবিশ্য যোঽহং গুণময়ীং দ্বিজঃ।
সৃজন্রক্ষন্ হরন্ বিশ্বংদধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥
তস্মিন্ ব্রহ্মন্য দ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্ম রুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥
যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিষু কচিৎ।
পারক্য বুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥
ত্রয়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

জ্ঞানীর জ্ঞান ভক্তের ভক্তি কায়াও ছায়ার ন্যায় বহু ব্যবধান। জ্ঞানী, চাহেন জ্ঞান দ্বারা আলোড়িত করিয়া ভগবানের প্রাপ্য ভক্তি টুকু তাঁহাকে প্রদান করিতে, ভক্ত চাহেন আত্মহারা হইয়া "আমি তোমার" বলিয়া তচ্চরণে লুটাইতে। ইহাই জ্ঞানী ও ভক্তর পার্থক্য ইহাই ভক্তেব মাহাত্ম্য। তবে যথার্থ জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ মাত্র নাই। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলেই প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় অথবা ভক্তির উদয়েই জ্ঞানের উদয়। ফলকথা পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি উভয়ে মিশামিশি। কিন্তু সাধারণে যে জ্ঞান লইয়া ভগবৎ অন্বেষণে ধাবিত হন সে জ্ঞান হইতে ভক্তি রাজ্য বহুদুরে অবস্থিত। ভক্তের চরিত্র ও প্রতি হাব ভাব মনোরম প্রাণ স্পর্শী। জ্ঞানী প্রকাশানন্দ যখন কাশিতে বেদান্তরসে নিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার চরিত্র কেবল ওজস্বীতাময় ছিল তিনি একজন দাম্ভিক

সন্ন্যাসী মাত্র ছিলেন কিন্তু সেই প্রকাশানন্দ যখন ভক্তিরসে বিভোর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করিলেন তখন কোথায় তাঁহার দাম্ভীকতা, কোথায় বা তাঁহার সেই তেজস্বীতা তিনি সরল শিশুর ন্যায় জগত সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন হরি বলিতেছেন, আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন। কি মধুর দৃশ্য! যিনি ভক্ত চরিত্রের মাধুর্য্যানুভব করিতে সক্ষম তিনিই বুঝিবেন ভক্তের চরিত্র কি অমৃতময়!! আমরাও অন্য একটি ভক্তের অমৃতময় চরিত্রের অমূল্য কাহিনী পন্থার পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিতে উপস্থিত হইয়াছি।

ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী শ্রীগৌর ভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন এই মহাপুরুষের কাহিনী অনেকেই অনেক প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন তথাচ সাধারণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যশোহর জেলার ক্ষুদ্র বুঢ়ন গ্রামে হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন কৈশোর অতীত হইয়া হরিদাসের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইল তখন সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বেনাপোলের (যাহা এক্ষণে বনগ্রাম নামে অভিহিত হইতেছে) নির্জ্জন বন মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে ভজন আরম্ভ করিলেন দিন তিন লক্ষ জপ করিবার তাঁহার নিয়ম ছিল। তিনি নির্জ্জনে থাকিলেও তাঁহার হৃদয়স্থিত ভক্তিদেবী তাহাকে নির্জ্জনে থাকিতে দিলেন না তাঁহার অতুল্য সাধন কাহিনী অপরিসীম প্রেম ভক্তির কাহিনী চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ প্রেম প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গোড়াইয়া।"

ক্রমে তাঁহার খ্যাতি, তাঁহার মাহাত্ম্য দেশ প্লাবিত করিয়া তুলিল তিনি যে যবন সন্তান তাহা অনেকেই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইলে তাঁহার এক কণা চরণ ধূলি প্রাপ্ত হইলে অনেকেই আত্ম কৃতার্থতা লাভ করিতেন। হরিদাস মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে—একস্থলে শ্রীবৃন্দাবন দাস এইরূপ বলিয়াছেন,—

"হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন॥

স্পর্শের কি কায দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সব জীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেইজন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
শতবর্ষে শত মুখে উহার মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥"

সেই প্রদেশের জমীদার বৈষ্ণব দ্বেষী ছিলেন এবং অন্যের সম্মান তাঁহার অসহনীয় ছিল। যখন দেখিলেন সেই প্রবল প্রতাপান্বীত জমীদার অপেক্ষা পর্ণ কুটিরবাসী হরিদাস ঠাকুরের প্রতিপত্তি অধিক হইয়া উঠিল তাঁহার যশঃ সৌরভ দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া তুলিল তখন তাঁহার হৃদয় ঈর্ষানলে মুহ্যমান হইতে লাগিল। কি উপায়ে তিনি হরিদাসের বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ করিবেন সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যথা,—

"হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত॥

একদা তিনি এক সুন্দরী বারবনিতাকে আহ্বান করিয়া ভক্ত প্রবর হরিদাস ঠাকুঁরের বৈরাগ্য নাশ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বারবনিতা প্রসন্ন চিত্তে তদাজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক যথা সময়ে হরিদাসের বৈরাগ্য নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা রজনী যোগে সুবেশ করিয়া বেশ্যা ঠাকুরের ভজন কুটীরে গমন করিল। ভক্ত প্রবর হরিদাস তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন কিন্তু ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না তিনি দীন ভক্ত "তৃণাদপি সুনীচেন" অন্যে যতই পাপী হউন না কেন ভক্ত কাহাকেও ঘৃণা করেন না। বেশ্যার পরিণাম ভাবিয়া বুঝি তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল তাই তিনি তাহাকে দ্বারে বসিতে অনুমতি করিলেন। বেশ্যা নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

"বেশ্যা কহে ঠাকুর তোমার প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন॥"

হরিদাস বলিলেন "তোমার বাসনা পূর্ণ করিব যে তাবৎ আমার নাম যজ্ঞ সমাপ্ত না হয় সে তাবৎ অপেক্ষা কর।" বেশ্যা তদাজ্ঞায় আশান্বীত চিত্তে

অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রজনীতে ঠাকুরের সংখ্যানাম সমাপ্ত হইল না ক্রমে প্রভাত হইল হতাশচিত্তে বেশ্যা নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিল। যাঁহার চিত্ত শ্রীভগবানের রূপরাশিতে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছে তুচ্ছ বেশ্যার রূপ জাল সে হৃদয়ের নিকট কোথায় স্থান পাইবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি রামচন্দ্র খান তাহা বুঝিল না।

বেশ্যা পুনরায় পরদিন রজনীতে যথা সময়ে আগমন করিল কিন্তু সে দিনেও ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তথাচ আশা ঠাকুরকে মুগ্ধ করিয়া খানের নিকট নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করি। সুতরাং তৎপর দিনও আসিতে বিরত হইল না। সে দিনও পূর্ব্ববৎ দ্বারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ভক্ত সঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমা। পরশমণির সংযোগে যেমন কদাকার লৌহ-খণ্ড স্বর্ণে পরিণত হয় সাধু সঙ্গে জীবের মলিনাত্মা তদ্রূপ উন্নতি লাভ করে। শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

"সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥"

ইচ্ছা পূর্ব্বক অথবা অজানিত ভাবে বিষ ভক্ষণ করিলে মৃত্যু ঘটিবে ইহা যেমন নিশ্চয় ব্যবস্থা তদ্রূপ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সাধু সঙ্গ ঘটিলে জীবের মুক্তি হয় নিশ্চয়। আজ বেশ্যারও সেই শুভ দিনোদয় হইয়াছে। সে ভক্তের মুখে আজ তিনরাত্রি শ্রীনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন শ্রীনামের ফল ব্যর্থ হইতে পারেনা। সুতরাং বেশ্যার হৃদয় হইতে দুরভিসন্ধি বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞানালোকে তাঁহার চিত্ত প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নয়নে দরদর অশ্রু ধারা পতিত হইতেছে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব লহরী ছুটিতেছে বেশ্যা ব্যাকুল প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া রামচন্দ্রের কথা জানাইয়া নিজ পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিল। যথা,—

"দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদন॥
বেশ্যা হইয়া মুঞি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর মুঞি অধমের নিস্তার॥" চৈঃ চঃ।

তখন কৃপার্দ্রচিত্তে হরিদাস ঠাকুর তাহাকে নামোপদেশ করিয়া তাহার

সেই কুটিরে অবস্থান পূর্ব্বক বেশ্যার নাম গ্রহণ করিতে বলিয়া তিনি সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যথা,—

"ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লও তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥" চৈঃ চঃ।

বেশ্যা নির্ম্মল চিত্তে তদাজ্ঞা পালন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বৈষ্ণবী হইল।

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনে যান্তি॥" চৈঃ চঃ।

অর্থাৎ পরম মহান্ত স্বরূপ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইলেন। বড় বড় বৈষ্ণব সাধুগণও তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আত্ম কৃতার্থতা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন।

ভগবদসঙ্গের গরিয়সী মাহাত্ম্যে বেশ্যাও পরম বৈষ্ণবী হয়, না জানি ভক্ত হৃদয় কি অমৃত ময়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)।

ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাষ্কি সঙ্গে।

ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ধরিত্রীদেবী যে সকল উজ্জ্বল রত্ন প্রসব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ম্যাড্যাম ব্লাভাস্কি একটি প্রধান। এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন রুষ-রমণী কয়েক বৎসরের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কয়। তিনি যাহা ছিলেন, তাহা ছিলেন। কালে জগৎ তাঁহাকে চিনিবে। তাঁহার জীবন চরিত লেখা, অথবা তাঁহার চরিত সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনেক বড় বড় লোকে তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়া-

ছেন। আমি কয়েক দিন তাঁহার পবিত্র সংসর্গে আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিৎ জানিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আজ ১৬।১৭বৎসরের কথা, একদিন সুদূর দুর্জ্জয়লিঙ্গ (দার্জ্জিলিং) পর্ব্বতে কোন রমণীয় প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দেখিলাম, দুইজন নবাগত ভদ্রলোক কার্ট রোডের নীচে একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে এক-জনের গৈরিক বসন পরিধান ছিল। বাবুর অঙ্গে গৈরিক বসন দেখিয়া একটু কৌতূহল জন্মিল। ক্রমে আলাপ করিয়া জানিলাম তিনি সুপ্রসিদ্ধ বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন আর ধরাধামে নাই, তবে যে তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছে তাহার হৃদয়ে তিনি এখনও জীবিত আছেন। এরূপ অমায়িক লোক অতি বিরল। তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিলাম, জগদ্বিখ্যাত ম্যাড্যাম ব্লাভ্যাস্কি তখন দারজিলিঙ্গে বাস করিতেছেন। ম্যাড্যামের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সে সময়ে দারজিলিঙ্গে থাকার সম্বাদ পাইয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, অনতিবিলম্বে সে আশা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ম্যাড্যাম ব্লাভ্যাস্কির দার্জ্জিলিঙ্গে আসার ‌ া তখন সেখানে কেহই জানিত না। অতি গোপন ভাবে আসিয়াছিলেন। দারজিলিঙ্গে তখন ৺পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় বাঙ্গালিদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহারই বাংলায় ম্যাড্যামের বাসা হয়। পার্ব্বতী বাবু তখন ঘোরতর সাহেব, ম্যাড্যামের কিন্তু বিপরীত ভাব। উভয়ের মধ্যে মধ্যে বড় রহস্যজনক বিরোধ হইত। যাহা হউক, আমি নবীন বাবুর কৃপায় ম্যাড্যামের সহিত সাক্ষাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি যখন প্রথম আলাপ করিতে যাই তখন তিনি ঘরে বসিয়া লিখি-তেছিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া একটা কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আমার তিব্বত যাইবার কি হইল ?" যেন কতকালের আলাপ! আমি তাঁহার সরল অকপট ভাব দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। তিনি তখন তিব্বত যাইবার অনুমতি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সম্বাদ জিজ্ঞাসা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার তিব্বত যাওয়া হয় নাই, আবশ্যকও হয় নাই, কারণ তাঁহার গুরুদেব স্বয়ং দারজিলিঙ্গে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন।

আমরা নিত্যই তাঁহার নিকট যাইতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দিন তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতাম না। পরে, তিনি নিজে একটি বাসা ভাড়া করেন, সেথানেও আমরা যাইতাম। সন্ধ্যার পর লোকের সহিত আলাপ করিতে বসিতেন, কোন কোন দিন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। অনবরত সিগারেট্ সেবন আর গল্প। আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আর্য্যসন্তানদের নিকট প্রতিপন্ন করিতেন। ইংরাজি চাল চলন বড় ভাল বাসিতেন না। ইংরাজি ঢংযুক্ত বাবু দেখিলে বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি যেমন সরল ছিল চাল চলনও তদ্রূপ ছিল। রুষের অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার অসাধারণ যোগশক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিলাম। একদিন কোন ব্রাহ্ম মিশনরি তাঁহার দর্শন অভিলাষে গমন করেন। মিশনরি মহাশয় সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, এমন কি তাঁহার শ্লেষ্মাবশতঃ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। আলাপ করিতে অশক্ত হইলেন। ম্যাড্যাম তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নিজ হস্তস্থিত অঙ্গুরী বাহির করিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে বুলাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাবুর গলা ছাড়িয়া গেল এবং তিনি অতি পরিষ্কার কথা কহিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বার ঐরূপ প্রক্রিয়ার পর আর তাঁহার সে রাত্রে স্বরবোধ হয় নাই। মিশনরি মহাশয় ম্যাড্যামের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে থিয়সফিক্যাল সভায় সভ্য হন।

একদিন আমি কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে পার্ব্বতী বাবু আমার নিকট দ্রুতবেগে আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, বালককাল হইতে একরূপ সংস্কার ছিল, কিন্তু এখন ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাস্কির সঙ্গে থাকিয়া সব গোলযোগ হইবার উপক্রম হইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" তিনি বলিলেন,—"আমি যেখানে যাই আমার মাথার উপর ঘণ্টা বাজে। ম্যাড্যাম কি করিয়াছেন। আমার যোগশক্তিতে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি ইহাতে কিছু আছে।" ম্যাড্যাম দূর হইতে কাহারও গণ্ডদেশে চপেটাঘাতের ভাবে হস্ত প্রসারণ করিলে প্রকৃতই তাহার গালে চড় লাগিত।

একদিন ৺শ্যাম ভট্ট মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হইলে ডাক্তারি ঔষধে উপশম হয় নাই দেখিয়া ম্যাড্যাম একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য,

তাহাতেই ভট্ট মহাশয় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ম্যাড্যাম বলিলেন,—"ডাক্তারদিগের ফারমাকোপিয়া হইতেই ঔষধ দিলাম, অথচ উহার ব্যবহার ডাক্তারেরা জানেন না।" ঔষধটি আমরা জানি; তিনি গোপন ভাবে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরাও গোপন রাখিলাম।

সন্ধ্যার পর একদিন আমরা ম্যাড্যামের গৃহে বসিয়াছিলাম। একটি প্রকোষ্ঠে নবীন বাবু ও আমরা ৫।৬ জন লোক ছিলাম। অপর প্রকোষ্ঠে ম্যাড্যাম, পার্ব্বতী বাবু ও একজন নবাগত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমরা যে ঘরে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে চা খাইবার আয়োজন হইতেছিল। নবীন বাবুর ভৃত্য চায়ের পাত্রটি লইয়া আসিতেছিল এবং পিয়ালা গুলি ফরাশের উপর সাজান ছিল। এমন সময়ে দেখা গেল ঘরের মধ্য আকাশে একখানি পত্র আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটি চায়ের বাটিতে পড়িয়া গেল। নবীন বাবু তৎক্ষণাৎ পত্রটি লইয়া উঠিয়া গেলেন। পত্রটি তাঁহার গুরুদেব তাহাকে লিখিয়াছিলেন। আমরা পত্র দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহার খামটি দেখিলাম। চীনের কাগজের ন্যায় কাগজ, তাহার উপরে নীল অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা ছিল,—"Babu Nabin"—(বাবু নবীন) ঘরের সকল দ্বারই রুদ্ধ ছিল, ছাদের নীচে পরিষ্কার সীলিং, তাহাতে কিছু থাকিবার স্থান ছিল না। আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি আকাশে পত্রটি কাঁপিতে লাগিল, তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে একটি চায়ের পেয়ালায় পড়িয়া গেল, ম্যাড্যাম গোলযোগ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন এরূপ তাঁহারা সর্ব্বদাই পান। মহাপুরুষেরা হিমালয় পর্ব্বত হইতে ঐ সকল পত্র প্রেরণ করেন। পত্র লিখিয়া আকাশে উড়াইয়া দেন। কাগজের পরমাণু গুলি তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আমার গন্তব্য স্থানে গিয়া পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন হইয়া পত্রাকার ধারণ করে। আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম।

ম্যাড্যাম লোকের মনের কথা সহজেই জানিতে পারিতেন। একদিন জন্মান্তর বাদ বুঝাইতেছিলেন, আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছিলাম। জীব বার বার জন্মগ্রহণ করে, এই কথা শুনিয়াই আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তবে কি সংসারের সমস্তই মিথ্যা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ কি মৃত্যুর পরে নাশ হইয়া যায়? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রশ্ন মনে উদয় হইবামাত্রেই ম্যাড্যাম

আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"সকলই মিথ্যা বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধ স্বর্গাদি লোক পর্য্যন্ত থাকে।"

এই সময় ৺রাম স্বামিয়ারের গুরুদর্শন হইয়াছিল। তিনি ম্যাড্যামের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ। কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে না। কাহাকেও না বলিয়া তিব্বতাভিমুখে সিকিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। একাকী পদব্রজে পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইতে নানা কষ্ট পাইয়াছিলেন। রাত্রি-কালে পথিপার্শ্বে একটি কুটীর মধ্যে কতকগুলি ভুটিয়ার সঙ্গে অলক্ষিতভাবে বাস করিয়াছিলেন। ভুটিয়ারা জানিতে পারিলে তাঁহার প্রাণের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। প্রত্যূষে কুটীর ত্যাগ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন কে যেন অশ্বারোহণে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। ভাবিয়াছিলেন সিকিমের কোন রাজকর্ম্মচারী, পরে নিকটে আসিলে দেখিলেন, তাঁহারই ইষ্টদেব! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহার গুরু-দৈব তাঁহার অসমসাহসিক কার্য্য দেখিয়া স্বয়ং তাহার নিকট আসিয়াছিলেন এবং রামস্বামিয়ারের স্বদেশীয় ত্রৈলঙ্গ ভাষায় কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। থিয়োসাফিক্যাল সভা সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। রামস্বামীয়ার ফিরিয়া আসিলে তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা সমস্ত শ্রুত হইয়াছিলাম।

ভারতবর্ষীয় লোকের প্রতি ম্যাড্যামের অসাধারণ প্রীতি ছিল। একবার পীড়িত হইলে ডাক্তার আনাইবার কথা হয়। ম্যাড্যাম বলিলেন; "দেশীয় ডাক্তার আনিতে পারত আন। আমি সাহেব ডাক্তার চাহিনা। যাহা দিব তাহা যেন" দেশীয় ব্যক্তিতে পায়। তাঁহার এত প্রীতি ছিল বটে, কিন্তু দেশীয়েরা তাঁহাকে এখনও ভাল করিয়া চিনিল না। প্রাচীন আর্য্যজাতির বংশধর বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ভারতবাসীর মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিলে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিবে এবং আদর করিবে।

আমাদের দার্জ্জিলিং বাসের সময় শেষ হইয়া আসিলে বিষণ্ণ মনে ম্যাড্যামকে ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর আর সেই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করি নাই।

শ্রী প্রণবানন্দ শর্ম্মা।

অভিচার।

প্রতিফল।

জেলা মোজাফারপুরের এলাকাধীন দ্বারবঙ্গের (দ্বারভাঙ্গা) উত্তর পশ্চিম কোণে এবং তথা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে একখানি গ্রামে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মঠ ছিল। সন্ন্যাসী বামমার্গী বড়ই ক্রুর ও ক্রোধন স্বভাব ব্যক্তি। তাঁহার ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীরা নিত্য শঙ্কিত থাকিতেন।

সন্ন্যাসী মঠের ব্যয় সঙ্কুলন জন্য গ্রামবাসী সকল বর্দ্ধিষ্ঠ ও মধ্যবিত্ত লোকের নিকট ভয় মৈত্রী দ্বারা মাসিক অর্থ আনুকূল্য গ্রহণ করিতেন ও বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে বল পূর্ব্বক অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। তবে ইহার পরিবর্ত্তে নিয়ম করিয়াছিলেন যে নিকট-বর্ত্তী গ্রামে কোন অতিথি অভ্যাগত আসিলে গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে মঠে প্রেরণ করিবেন এবং সন্ন্যাসী স্বেচ্ছামত তাঁহার সৎকার অসৎকার করিতেন। কেহই ভয়ে কোন কথা কহিতে পারিতেন না। কারণ তিনি ষট্ কর্ম্মাচারী বিশেষতঃ অভিচার কর্ম্মে তৎপর। গ্রামস্থ কোন লোক তাঁহার কোপে পতিত হইলে তিনি তদ্দণ্ডে অভিচার দ্বারা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। কাযেই সকল লোক তাঁহার ভয়ে বিত্রাস্ত থাকিত। কালক্রমে একদিন গ্রীষ্ম কালের অপরাহ্ণ ৩টার সময় একদল রামাৎ বৈষ্ণব বৈরাগী সেই গ্রামে আতিথ্য গ্রহণ মানসে আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন কিন্তু সকলেই তাঁহাদিগকে মঠে যাইতে পরামর্শ দিলেন ও বলিলেন তথায় তাঁহাদের সেবা হইবার বন্দোবস্ত আছে। বৈষ্ণব ছয়জন অগত্যা মঠে যাইয়া মঠাধিকারীকে অভিবাদন করিলেন এবং সেই রাত্রি তথায় ভিক্ষা ও বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। সন্ন্যাসী বামাচারী তান্ত্রিক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং বৈষ্ণবদিগের উপর বড়ই বিদ্বেষ পূর্ণ। তিনি বৈষ্ণবগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন যে আচ্ছা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পঞ্চমকার সহযোগে তাঁহাদের সেবা হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবেরা কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহা-দিগকে ভণ্ড পাষণ্ড প্রভৃতি অকথ্য গালি দিলেন ও বলিলেন "তোমরা এই গ্রাম

হইতে দূর হও নচেৎ বিশেষ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ পাইবে।” কাযেই বৈষ্ণবেরা গ্রামত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি মাঠে কোন বটবৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় লইয়া নিরন্ন হইলেও শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রি অগ্রসর হইলে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যিনি প্রাচীন তিনি বলিলেন শ্রীপাদেরা নিদ্রা যান, আমি কিন্তু ভাল বিবেচনা করিনা। আমি ইষ্টমন্ত্রে রাত্রি অতিবাহিত করি কারণ দুষ্ট সন্ন্যাসীর ভাব ভঙ্গি ভাল বোধ হইল না। ইহা বলিয়া তিনি সুখাসীন হইলেন ও ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দণ্ড পাঁচ রাত্রি হইলে প্রাচীন বৈষ্ণব দেখিলেন কোথা হইতে একটি ক্ষুদ্র মর্কট আসিয়া অনতিদূরে অবস্থিতি করিল। রাত্রি জ্যোৎস্নায় আলোকিত। অর্দ্ধরাত্রিকালে বৈষ্ণব দেখেন এক প্রকাণ্ড ভৈরব ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইতেছেন। কিয়দ্দূর আসিয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেলেন কারণ বৈষ্ণব দেখিলেন যে মর্কটও ভীমবপুঃ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে ভৈরব ফিরিয়া গেলেন এবং কিছুপরে আবার আসিয়া আবার মর্কট দেখিয়া ফিরিলেন। এইরূপে তিনবার আসিয়া ফিরিলেন। মর্কটটী তখন আবার সাম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ও ঊষাকাল আগত দেখিয়া বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। তখন প্রাচীন বৈষ্ণব অন্যান্য সকলকে জাগরিত করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া সত্বর গ্রামত্যাগের বাসনা করিলেন। এতক্ষণে সূর্য্যোদয় হইয়া জগদ্ ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইল এবং বৈষ্ণবগণ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন দেখেন গ্রাম হইতে কয়েকটী ভদ্রলোক দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা নিকটে আসিয়া বৈষ্ণবদের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণবগণ চমকিত চিত্তে তাঁহাদিগকে উঠাইলেন ও তাঁহাদের অদ্ভুত কাণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হোম কুণ্ডে মস্তক গুঁজিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার বৈষ্ণবগণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন ও বলিলেন নির্দ্দোষী নিরপরাধীর বিরুদ্ধে অভিচার প্রয়োগ করার ফলই এইরূপ। তখন গ্রামবাসীরা অত্যন্ত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণকে সেই মঠ প্রদান করিলেন ও প্রাচীন বৈষ্ণবকে মঠের অধিকারী করিয়া নিষ্কণ্টকে বাস করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি সেই মঠ বৈষ্ণবসন্ন্যাসীগণের অধিকারে আছে।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

রাখালের গল্প।

কোলের মধ্যে শুইয়া সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা বলিল, "কাকা একটি গল্প বল না।" বালিকার কথায় আমি গল্প বলিতে লাগিলাম।

এক রাখাল আছে; তার পিটে খেতে সাধ হয়েছে; রাখাল তার মাকে বলিল মা আমার পিটে খেতে সাধ হয়েছে। মা বলিল বাছা কোথা চাল, কোথা পাব ডাল, কোথা পাব গুড়, কোথা পাব কি যে তোমাকে পিটে করে দেব। রাখাল বলিল যে আমি সব সংগ্রহ করে আনচি। কই মা তুই হুঁ দিচ্চিস না, তবে আমার গল্প বলা হল না। বালিকা বলিল হুঁ আমি শুনচি ঘুমাই নাই তুমি গল্প বল না। আমি আবার গল্প বলিতে লাগিলাম।

'তার পর রাখাল বাড়ী থেকে বাহির হইয়া ৫ জন লোকের বাড়ী থেকে চাল ডাল সব সংগ্রহ করে এনে মার কাছে দিল; রাখালের মা পিটে রান্না করে রাখালকে খেতে দিল। রাখাল করিল কি, সেই পিটে কোঁচড়ে করে মাঠে গরু চরাতে গেল; আর সেই মাঠে বসে বসে পিটে খেতে লাগিল।'

কই মা হুঁ দিচ্চিস না।

বালিকা বলিল হুঁ হুঁ হুঁ।

আমি আবার গল্প বলিতে লাগিলাম।

তার পর রাখাল করিল কি একখানি পিটে মাটিতে পুতিয়া রাখিল, আর তার পর বাড়ী চলে গেল; তার পর দিন রাখাল মাঠে এসে দেখে কি সেই পিটের এক মস্ত গাছ হইয়াছে; রাখালের ভারি আহ্লাদ; রাখাল গাছে উঠে পিটে খেতে লাগিল; রাখাল গাছে উটে পিটে খাচ্চে এমন সময় গাছতলাতে একটা বুড়ি এসে রাখালকে বল্লে ও রাখাল কি করচিস্। রাখাল বল্লে পিটে খাচ্চি। তার পর রাখালের সঙ্গে বুড়ির কথা বার্ত্তা হতে লাগলো। বুড়ি বলিল আমায় একখানা দিবি; রাখাল বলিল দিব, হাত পাত। বুড়ী বলিল না হাত পুড়ে যাবে।

রাখাল—তবে পা পাত।

বুড়ী—না পা পুড়ে যাবে।

রাখাল—তবে পিট পাত।

বুড়ী—না পিট পুড়ে যাবে।

রাখাল—তবে মাথা পাত।

বুড়ী—না মাথা পুড়ে যাবে। রাখাল তুই নেমে এসে আমাকে একখানি পিটে দে না।

মূর্খ রাখালত জানে না যে বুড়ীটা হচ্চে রাক্ষসী। রাখাল বুড়ীর কথা শুনে যেমন গাছ থেকে নেমে এল অমনি বুড়ি করিল কি একটা থলে বার করে তার মধ্যে রাখালকে পুরে ফেলিল আর রাখালকে খাবে বলে মাথায় করে নিয়ে চলিল।

মা শুনচিস ত।

বালিকা—হুঁ শুনচি বই কি আমি ও গল্প জানি।

আমি—আচ্ছা তার পর কি বল দেখি।

বালিকা—তার পর বুড়ী এক ময়রার দোকানে সেই থলে রাখবে রেখে নাইতে যাবে তার পর ময়রা সেই থলে খুলে রাখালকে ছেড়ে দেবে।

আমি—তুই ঐ জানিস; আমি যে রাখালের গল্প বলচি এ সে গল্প নয়; এ নূতন গল্প; নূতন করে বলি শোন্।

তার পর বুড়ী পথ দিয়ে যাচ্চে; রাখাল মনে মনে বলচে যে আর সে কখন পিটে খাবার সাধ করবে না। সেই পথে এক পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী আছে; সেই পণ্ডিত মহাশয়ের যে স্ত্রী আছেন তিনি, কে মানুষ আর কে রাক্ষসী তাহা চিনিতে পারেন। রাখালকে নিয়ে যেতে যেতে বুড়ীর বড় জল তৃষ্ণা হলো। বুড়ী সেই পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া একটু জল চাইল। পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী বুড়ীকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন যে এটা রাক্ষসী, কোন মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্চে। তিনি বুড়ীকে বলেন, বাছা তোমার জল তৃষ্ণা পেয়েছে, তা তুমি এই পুকুরে নেয়ে এস, এসে কিছু খাবার খাও তার পর জল দেব এখন; নহিলে শুধু জল কি গৃহস্থকে দিতে আছে। বুড়ী বলিল তা আমি নেয়ে আসচি আমার মোটটি এইখানে রহিল। এই বলে বুড়ি পুকুরে নাইতে গেল। পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী এই সময়ের মধ্যে রাখাল বাঁধা সেই থলে খুলে রাখালকে বাহির করিল; আর থলের মধ্যে মাটি ইট এই সব পুরে আবার মুখ সেলাই করে দিল। বুড়ী ফিরে এসে খাবার ও জল খেয়ে সেই মোট নিয়ে চলে গেল।

কই মা হুঁ দিচ্চিস না?

বালিকা এবারে আর সাড়া দিল না; দেখি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আমার গল্পও এইখানে শেষ হইল। আমি তখন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে আমিইত সেই মূর্খ রাখাল অবিদ্যা রাক্ষসী যাহাকে এই স্থূলদেহরূপ চামড়ার থলের মধ্যে পুরিয়া খাইবে বলিয়া লইয়া যাইতেছে। হায় কেনই বা আমার পিটে খেতে সাধ হল, কেনই বা ভোগেচ্ছায় পড়িয়া কর্ম্ম সংগ্রহ করে মার হাতে দিলাম; কেনই বা পিটের গাছ পুতিলাম, তাইত আজি এই থলের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমি বিষয় ভোগ বাসনার বশে পড়িয়া ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচজনের বাড়ী থেকে গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্র সংগ্রহ করিয়া মার হাতে দিয়াছিলাম; মা সেইগুলি সংযত করিয়া পিষ্টক করিয়া আমাকে খাইতে দিয়াছিলেন। ঐ সংহত পিষ্টক এক খণ্ড বীজ স্বরূপে স্বর্লোকে পড়িয়া ভোগসাধন এক বৃক্ষ জন্মিয়াছিল; এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সেই বৃক্ষে দাঁড়াইয়া আমি স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু স্বর্গের সুখ নশ্বর পদার্থ। অবিদ্যা বুড়ী সেই গাছ থেকে নামাইয়া মানুষকে চামড়ার থলির মধ্যে পুরিবেই পুরিবে। এখনত বুড়ীর থলের মধে বদ্ধ হয়ে পড়ে আছি, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, আমার পিটের গাছ এখন কোথায়? ঐ পিটের গাছের নাম আমার কাছে আর কেহ কর না, আর কখন পিটে খেতে চাইব না। এই পিটে খাবার সাধই আমার এই বর্ত্তমান যন্ত্রণার মূল। আমি ভোগবাসনা ছাড়িয়া দিলাম।

মানুষ যখন ভোগবাসনা ছাড়িয়া দেয় তখন বিদ্যার মন্দিরের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অবিদ্যা বুড়ীর গলা শুকাইয়া যায়। অবিদ্যা তখন পিপাসা জন্য বিদ্যার নিকট জল প্রার্থী হয়; বিদ্যা তখন অবিদ্যাকে চিনিয়া কোষবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করেন। মা, ভোগবাসনা ছাড়িতে পারিব কি মা? মা আমার উদ্ধার হবে কি মা? আর যে এ থলের মধ্যে থাকিতে পারিতেছি না। শিবে, মা বলে তোমার চরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়ৈ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। { কার্ত্তিক, ১৩০৬ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

কাশীপঞ্চক-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

(১)

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহহং নিজবোধরূপা॥

গমন করিলে হায়! বারেক যথায়
বিষয়-বাসনা মনে স্থান নাহি পায়,
বারেকের তরে যথা করিলে গমন
হৃদয়েতে শান্তি সুধা হয় বরিষণ,

সর্ব্ব-তীর্থ শ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা যথায়,
জ্ঞানের প্রবাহ যথা নিরন্তর ধায়,
সুনির্ম্মল আদিগঙ্গা যথা অবিরাম,
আত্ম-জ্ঞান-রূপ আমি সেই কাশীধাম!

(২)

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা
সা কাশিকাহহং নিজবোধরূপা॥

স্থাবর-জঙ্গম-পূর্ণ এই ত্রিসংসার
ভোজবাজী বোধ হয় যথা অনিবার,
জ্ঞান সুখ এই দুটী যথায় সদাই,
কুত্রাপি কখন যাঁর তুলনাও নাই,
পরমাত্ম-রূপধারী যিনি অবিরাম,
আত্ম-জ্ঞান-রূপ আমি সেই কাশীধাম!

(৩)

কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোহন্তরাত্মা
সা কাশিকাহহং নিজবোধরূপা॥

পঞ্চ কোশ ব্যাপিয়াই যেই কাশীধাম
বিরাজ করিছে এই ভবে অবিরাম,
প্রত্যেক দেহীর দেহ-নিকেতনে বসি
বুদ্ধিরূপে রন্ যথা দুর্গা দিবানিশি,
এই ত্রিসংসারে রয় যত প্রাণিগণ
তাদের শরীরে যিনি রন্ সর্ব্বক্ষণ,
সেই শিব সাক্ষিরূপে যথা অবিরাম,
আত্ম-জ্ঞান রূপ আমি সেই কাশীধাম!

(৪)

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা॥

কাশীর প্রকাশ হয় শুধু জ্ঞানবলে,
জ্ঞানময়ী কাশী করে প্রকাশ সকলে,
এই জ্ঞানময়ী কাশী চিনেছেন যিনি,
যথার্থই কাশীলাভ করেছেন তিনি!

(৫)

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥

মানবের দেহ খানি পুণ্য কাশীধাম,
ভক্তি শ্রদ্ধা গয়াতীর্থ তাহে অবিরাম,
ভুবন-জননী পুনঃ ভুবন-ব্যাপিনী
জ্ঞানগঙ্গা বিরাজেন দিবস যামিনী,
মানবের নিজ-গুরু-চরণ-চিন্তন
পরম প্রয়াগ তীর্থ রহে সর্ব্বক্ষণ,
প্রত্যেকেরি অন্তরাত্মা দেব বিশ্বেশ্বর
মনঃ সাক্ষি-রূপে রন্ দেহে নিরন্তর।
এ সব শরীরে মোর রহে সর্ব্বক্ষণ,
তবে আর অন্য তীর্থে কিবা প্রয়োজন?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

জীবন্মুক্তির পরে।

পূর্ব্বকালে আর্য্য মহর্ষিগণ অদ্ভূত মনীষাবলে যে অপূর্ব্ব সাধনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার চূড়া জীবন্মুক্তির স্নিগ্ধ আলোকে প্রভান্বিত ছিল। ঐ মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবার অধিকারী হইতে হইলে সাধককে কয়েকটি গুণগ্রাম আয়ত্ত করিতে হইত। ঐ গুণ গ্রামের পারিভাষিক নাম ছিল "সাধন চতুষ্টয়।" এই সাধন চতুষ্টয় যথাক্রমে বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। বিবেক অর্থে আত্মা ও অনাত্মার, সৎ ও অসৎ বস্তুর ভেদ উপলব্ধি। সাধক যখন নিত্য ও অনিত্য পদার্থের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করে, তখন তাঁহার হৃদয়ে সুখ দুঃখের উপাদান ভোগ্য বস্তুর উপর একটা বিরক্তি ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই বৈরাগ্য। ষট্ সম্পত্তি যথাক্রমে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। বহিরিন্দ্রিয় সংযমের নাম দম এবং অন্তরিন্দ্রিয় সংযমের নাম শম। চিত্তে বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইলে ইন্দ্রিয়গণ আর মাত্রা স্পর্শের লোভে বাহ্য বস্তুর অভিমুখে ধাবিত হয় না। এবং সাধক অভ্যাস যোগ দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত নিরোধ করিতে সক্ষম হন। তখন দুর্নিবার চঞ্চল মন বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করে। তিতিক্ষা সহিষ্ণুতার নামান্তর। যে গুণ আয়ত্ত হইলে সাধক সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ সমান জ্ঞান করিতে পারেন, সকল অবস্থা সকল বিপর্য্যয় সম্পদ্ বিপদ্ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তুল্য বোধ করেন, সেই গুণের নাম তিতিক্ষা। তিতিক্ষা অর্জ্জন করিলে সাধক রাগদ্বেষের অতীত হন, তখন তিনি আর প্রিয় লাভে প্রহৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না। উপরতি সাধকের একটি বিশাল উদার ভাব—যে ভাব আয়ত্ত হইলে শত্রু মিত্র, উচ্চ নীচ, ইষ্ট দ্বিষ্ট, সকলের প্রতি একটা সমতা একটা উপেক্ষা বুদ্ধি উপচিত হয়। সংসার চক্র বিধাতার নিয়মে পরিচালিত হইয়া তাঁহার পথে প্রধাবিত, এই ধারণা সাধকের হৃদ্‌গত হওয়াতে সাধক আর কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি সকল বস্তু সকল ব্যক্তি সকল অবস্থার প্রতি সমান উদার অবিচলিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। শ্রদ্ধা অর্থে নির্ভরের ভাব ভগবান বা গুরুর প্রতি এবং সাধকের আপনার উপর নির্ভর। গুরু যে সাধন মার্গ উপদেশ দিয়াছেন সেই ঠিক পথ;

সেই পথ ধরিয়া গেলে আমি তমসের পর পারে পহুঁছিব, আর সেই পথ দুর্গম ও গহন হইলেও আমি তাহা অতিক্রম করিতে অবশ্য সমর্থ হইব, সাধকের এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। সমাধান অর্থে স্থৈর্য্য—বিক্ষিপ্ত চিত্তের সাম্যাবস্থা। যে অবস্থায় মনের সন্তোষ শান্তি স্বচ্ছ ভাব ফুটিয়া উঠে তাহার নাম সমাধান। বাত্যা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে অবিচলিত সাগর-শৈলের সহিত এই সমাধানের ভাব তুলনীয়। সাধক যখন এই ষট্ সম্পত্তি আয়ত্ত করেন তখন তাঁহার চিত্তে মুমুক্ষুত্ব আপনি জাগরিত হয়। এই ভঙ্গুর নশ্বর জগতে সকলই অস্থায়ী—এই তুচ্ছ সংসার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, এ চক্রে একবার জড়িত হইলে অনন্তকাল ভ্রমণ করিতে হয়। সাধক এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং পৃথিবীতে বারংবার গতাগতিতে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া সংসার নিবৃত্তির পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহাই মুমুক্ষুত্ব।

এই "সাধন চতুষ্টয়" যাহার নিজস্ব হইয়াছে তিনিই পূর্ব্বোক্ত সাধন মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকারী। অপরে সে মন্দিরের দ্বার দূরে দূরে দেখিয়া আশ্বাসিত উৎসাহিত হইতে পারেন কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই।

মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক দেখেন যে মন্দিরটি অতি প্রাচীন, বোধ হয় যেন সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে বিদ্যমান আছে। তখন তাঁহার অল্পে অল্পে ধারণা হয় যে, এ মন্দির আর্য্য ঋষিগণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র, ইহা তাঁহাদিগেরও স্ব রচিত নহে। মহর্ষিরাও যাঁহার প্রভব জানেন না, যিনি মহর্ষিদিগেরও আদি, যিনি 'পূর্ব্বেষামপি গুরু' সেই অনাদি নিধন ভগবান স্বয়ং স্বহস্তে জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া এই মন্দিরের পত্তন করিয়াছেন।

তারপর সাধক দেখেন যে এই মন্দিরের পর পর চারিটি তলা আছে। এক একটি তলা উত্তীর্ণ হইয়া তাহার উপরটিতে পহুঁছিতে হয়। সাধক আরও অবগত হন, যে, এক একটি তলা অতিক্রম করিতে হইলে এক একটি স্বতন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে দীক্ষিত সাধক পর পর যে অবস্থায় উন্নীত হন শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাহার যথাক্রমে নামকরণ করিয়াছেন (১) পরিব্রাজক (২) কুটীচক (৩) হংস ও (৪) পরমহংস। এই দীক্ষা চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। শ্রীমতী বেসাণ্ট তাঁহার 'সাধনার পথ' * নামক

---

* "Path of Discipleship"

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সে বিষয়ের অতি সুন্দর শিক্ষাপ্রদ ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত দীক্ষা চতুষ্টয়ের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

সাধক ক্রমে ক্রমে ঐ চারিটি তলা অতিক্রম করিয়া যখন মন্দিরের চূড়ায় উপনীত হন তখন দেখেন যে সে চূড়া অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত। সে আলোকের স্নিগ্ধ কমনীয় জ্যোতি বর্ণনার অতীত। সেই জ্যোতির নাম "জীবন্মুক্তি।"

জীবন্মুক্তের লক্ষণ ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি মোক্ষ গ্রন্থে বিশদ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার জীবন্মুক্তি বিবেক গ্রন্থে এ বিষয়ের দার্শ-নিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মাড্যাম ব্লাভাট্স্কি ও শ্রীমতী বেসান্ট এই দুরূহ বিষয় সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য নানা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ের অনেক দুর্ব্বোধ্য অংশ নবালোকে উজ্জ্বলিত হইতে দেখা যায়।

জীবন্মুক্তির পরে কি? সাধনমন্দিরের আকাশস্পর্শী চূড়া হইতে দুইটি পথ দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে দেখা যায়। দেখা যায় বলাটা ঠিক হইল না। এ পথদ্বয় যাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তিনি জীবন্মুক্ত। সাধারণ জীব এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে—

"ইতি শুশ্রুমঃ পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥" কেন—উ-

'মনীষিগণ এই বিষয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা শুনিয়াছি।' অতএব এই দুই পথের বিষয় আমরা যেরূপ শুনিয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

এই দুইটি পথ কি? একটি নির্ব্বাণের পথ আর একটি সেবার পথ। (Path of Emancipation and Path of Renunciation) এ বিষয়ের একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা আবশ্যক। তাহা ভিন্ন প্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা রহিল। Voice of the Silence গ্রন্থে এ বিষয়ের যে সুন্দর নির্দ্দেশ আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইব।

"The Shangna robe, 'tis true, can purchase light eternal.

The Shangna robe alone gives the Nirvana of destruction; it stops rebirth, but, O Lanoo, it also kills compassion. No longer can the perfect Buddhas, who don the Dharmakaya glory, help man's salvation. Alas! shall selves be sacrificed to self; mankind, unto the weal of units?

Know, O beginner, this is the open path, the way to selfish bliss, shunned by the Bodhisattvas of the secret heart, the Buddhas of compassion

To live to benefit mankind is the first step. To practise the six glorious virtues is the second.

To don Nirmankaya's humble robe is to forego eternal bliss for self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on renunciation's path.

Know, O disciple, this is the secret path, selected by the Buddhas of perfection, who sacrificed the self to weaker selves."

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপণ।

বর্ত্তমান সময়ে তর্কদ্বারা অনেকেই ব্রহ্মসত্তা অবধারণ করিতে চাহেন। ভগবান বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম-বিচারের ইচ্ছা জন্মে। অধুনা একথা অনেকে গ্রাহ্য করেন না, চিত্ত শুদ্ধির জন্য যথাবিধি চেষ্টা না করিয়াই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হন।

সে যাহা হউক যদি তর্কের সাহায্যেই ব্রহ্মনিরূপণের চেষ্টা করা যায় তবে আমরা কোথায় যাইয়া উপনীত হই তাহাও একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ইদানীং কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বড় সহজ কর্ম্ম নয়। কারণ এক্ষণে আস্তিক বা নাস্তিক এই দুয়ের একটীও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন অনেকেরই কথার সহিত জীবনের মিল নাই প্রায় সকলেই মুখে একরূপ বলেন কিন্তু আচরণ অন্যরূপ করেন। নাস্তিকের নাস্তিকের ন্যায় এবং আস্তিকের আস্তিকের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত কিন্তু তাহাত আদৌ দেখিতে পাইনা। যে সরল প্রাণে কথা কহে না ও সরল প্রাণে কার্য্য করে না তাহাকে প্রবোধ দেওয়া বড়ই কঠিন।

ব্রহ্ম সিদ্ধ কি অসিদ্ধ এই কথা বিচারের পূর্ব্বে সিদ্ধাসিদ্ধের বিচারই আগে করা কর্ত্তব্য। প্রমাণ ভিন্ন কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না সেই প্রমাণও আবার বহুবিধ। আমরা যত অধিক প্রকার প্রমাণের সাহায্য লইতে পারিব ততই আমাদের এই দুরূহ বিষয়ের নির্ণয় সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে আধুনিকেরা আমাদিগকে সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ অনুমানের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ লইতে দিবেন না। তাহা হইলে আমাদিগকে বড়ই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইল।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সঙ্খ্যায় দুইটী হইলেও বস্তুতঃ একেরই প্রকারভেদ মাত্র। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান সম্ভবে না যে অগ্নি দেখিয়াছে ও ধূম দেখিয়াছে এবং একমাত্র অগ্নি হইতেই অব্যভিচারে ধূম উঠিতে দেখিয়াছে সেই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় অগ্নি আছে এরূপ অনুমান করিতে সমর্থ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমরা দুইটী প্রমাণের সাহায্য পাইলেও একমাত্র প্রত্যক্ষই আমাদের প্রধান অবলম্বন হইল।

শাস্ত্র কহেন, এই জগতের যিনি কারণ তিনিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ এই অর্থে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে সুতরাং মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ জগৎ ব্রহ্মময়।

রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সত্যরজ্জু যেরূপ মিথ্যা সর্পের উপাদান কারণ হয় সেইরূপ সত্যব্রহ্মে মিথ্যা জগতের ভ্রম হওয়াতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ হইলেন এইটী বৈদান্তিকমত। যাঁহারা বেদান্ত দর্শন বা অন্য কোন শাস্ত্র মান্য

না করেন তাঁহাদের নিকট বেদান্তের বা শাস্ত্রান্তরের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কোন ফলোদয় হইবেনা তবে কারণ ভিন্ন যে কার্য্য হয় না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই দৃশ্যমান জগতের অবশ্যই সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এই জগৎ রূপ কার্য্যের অবশ্যই কোন কারণ আছে যিনি সেই সৃষ্টিকর্ত্তা বা কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবেন তিনিই ব্রহ্ম, এক্ষণে আমি অনুমানের সাহায্যেই ব্রহ্ম নির্ণয় করিতেছি অনুমান পরামর্শ জ্ঞান সাপেক্ষ কারণের অভাব হইলেই কার্য্যের অভাব হয় এই প্রত্যক্ষানুমান সিদ্ধ নিয়মাবলম্বনে জগৎ রূপ কার্য্যের কারণ আছে আমি এরূপ স্থির করিতে পারি কিন্তু কারণ শূন্য কার্য্য আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রহ্ম জগতের কারণ ব্রহ্মের কারণ কেহ নাই তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-অনুমান প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না এই নিমিত্তই সাঙ্খ্য সূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধে" কথিত হইয়াছে এইরূপ তর্ক দ্বারা জগৎ কারণ ব্রহ্ম কেন যে আদ্য অবস্থা হইতে এই জগৎ পরি-দৃশ্যমান হয় তাহাও তর্কাতীত সুতরাং প্রমাণ সিদ্ধ নহে। ভগবান মনু কহিয়াছেন—

আসীদিদন্তু মো ভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ৫॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতিকীর্ত্ত্যতে॥ ১১॥

অর্থাৎ প্রলয়কালে এই জগৎ এ প্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রকার প্রমাণের বিষয় ছিল না যেন সকল জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল॥ ৫॥

যে পরমাত্মা বস্তু মাত্রের কারণ, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই যিনি সৎপদের প্রতিপাদ্য এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অসৎ শব্দেও কথিত হইয়াছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই অণ্ড-জাত পুরুষ লোকে ব্রহ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন॥ ১১॥

যদি ব্রহ্ম তর্ক দ্বারা নির্ণীত না হইল, তবে কি তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই? প্রমাণ অবশ্যই আছে। আমি পূর্ব্বে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের অসিদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছি, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই সম্ভবে। মহর্ষি গৌতম স্বকৃত ন্যায় দর্শনে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ স্বীকার

করিয়াছেন। যোগজ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষেরই নামান্তর চক্ষুরাদি-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় সন্নিকর্ষ জনিত যে জ্ঞান জন্মে তাহাই লৌকিক প্রত্যক্ষ। মনের সাহায্য ভিন্ন পঞ্চেন্দ্রিয় কোনরূপ জ্ঞানই লাভ করিতে পারে না। যদি পারিত, তবে মৃত ব্যক্তিরও দর্শনাদি কার্য্য-নির্ব্বাহে সমর্থতা লক্ষিত হইত। যোগবলে মনকে সংযত করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহে ইহার ভোগার্থ অধিষ্ঠান প্রত্যাহার পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। মহর্ষিগণ ইহা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তাঁহারা কহিয়াছেন ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ যোগ সংস্কারক মনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহাই এতদ্দ্বারা বুঝাইতেছে। ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা ভেদে পঞ্চ প্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এইরূপ যোগাবলম্বনে ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় মহর্ষিগণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও নাশ হয় তিনিই ব্রহ্ম, অথবা, "নেতি নেতি," তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন, এতাদৃশ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা স্বরূপ লক্ষণ দ্বারাও ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাঁহারা কহিয়াছেন,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞামানন্দং ব্রহ্ম ॥"

ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানময় ও অনন্ত, আনন্দ দ্বারাই আমরা তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহারা এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান সাগরে নিমজ্জিত হইয়া নির্ব্বিকল্প আনন্দ বারি-পান দ্বারা আপনাদিগের মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক লোক হিতার্থ গ্রন্থাদি প্রণয়ন পূর্ব্বক সকলকেই সেই আনন্দ রসাস্বাদনে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা সকলকেই কহিতেছেন ভগবান পশুপতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি রজ্জুদ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ চতুষ্টয় পঞ্চগুণ ও পঞ্চ বিষয়াত্মক চতুর্ব্বিংশতি পাশ দ্বারা ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্মকীট পর্য্যন্ত সংসার বশবর্ত্তী জীবদিগকে পশুবৎ বন্ধন করিয়াছেন। যোগাবলম্বনে সেই সকল রজ্জু ও পাশ ছিন্ন করিয়া বন্ধন মুক্ত হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে। তাঁহারা আরও বলিতেছেন ধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় এবং এতদ্দ্বারা আংশিক রূপেও নির্ব্বিকল্প আনন্দানুভব হইলেই বিকল্পিত ইন্দ্রিয় জনিত সুখে আসক্তিহীন হইয়া জীবগণ বিমল আনন্দ ভোগে প্রয়াসী হয়। এই আনন্দই ব্রহ্মোপলব্ধি।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছি এক্ষণে তাহার সার সংগ্রহ করিব। ব্রহ্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের অগম্য সুতরাং তিনি অব্যক্ত। তিনি লৌকিক প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্ভব অনুমানের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয় বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন। চক্ষুরাদি দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার না হইলেও যোগাবলম্বনে সমাধির অবস্থায় আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি এজন্য ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই অলৌকিক বা যোগজ প্রত্যক্ষ সম্পন্ন যোগ সংস্কার মনেরই অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা বা যোগজ প্রত্যক্ষের অধিকার আছে বিষয় কলুষিত মনের সে অধিকার নাই এই নিমিত্তই ভগবান বাদরায়ণ বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঊষর ভূমিতে বীজ রোপণ যেমন ব্যর্থ হয় সেইরূপ বিষয় কলুষিত ব্যক্তির প্রতি ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ কার্য্যকারী হয় না অতএব ব্রহ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা অধিকারী হইতে হইবে।

জড় বিজ্ঞানের শিক্ষা যদি গ্রন্থ পাঠেই পরিসমাপ্তি হইত তবে বোধ হয় কোন শিক্ষার্থীই তদ্বিষয়ে সমুচিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতেন না। প্রত্যুত: একমাত্র গ্রন্থপাঠ দ্বারা যে শিক্ষা হয় পরীক্ষা দ্বারা যে তাহা হইতে অনেকাংশে কার্য্যকারিণী শিক্ষা হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমরা শিক্ষার দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। এক উপায়—গ্রন্থকার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ব্যাকরণ ন্যায় ও ভাব সঙ্গত বাক্য শ্রবণ ইহাকে আমরা Theoretical শিক্ষা কহি। অন্য উপায়, গ্রন্থোক্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা করা ইহাকে আমরা Experimental শিক্ষা কহি। দ্বিতীয় উপায়টী যে শ্রেয়: তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। জড় বিজ্ঞান দ্বিতীয় উপায়ে না শিখিলে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না তাহা সকলেই স্বীকার করেন এজন্য অনেক কলেজেই Laboratory আছে, ব্রহ্মবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান অপেক্ষা সহজ বোধ্য নহে অথবা জড় বিজ্ঞান অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্ম বিজ্ঞানের আলোচনার কিয়ৎ পরি-মাণে সাহায্য হইলেও অধিকার জন্মে না। ব্রহ্মবিজ্ঞান শিক্ষার বর্ণমালা স্বতন্ত্র, বিদ্যালয় স্বতন্ত্র, উপায় স্বতন্ত্র শিক্ষকও স্বতন্ত্র। গান শিখিতে হইলে আমরা গায়কের কাছে যাই, বাদ্য শিখিতে হইলে বাদ্যকরের নিকট যাই, কৃষিকার্য্য

শিখিতে হইলে কৃষকের কাছে যাই ব্যাকরণ শিখিতে হইলে বৈয়াকরণের কাছে যাই, ন্যায় শিখিতে হইলে নৈয়ায়িকের কাছে যাই, বিজ্ঞান শিখিতে হইলে বিজ্ঞানবিদের কাছে যাই ; এইরূপে যে শাস্ত্রে যাঁহার অধিকার আছে সেই শাস্ত্র তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া থাকি। এতদ্দ্বারা শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের অধিকার ভেদ স্বীকার্য্য হইল। আমরা যখন কোন ভাষা শিক্ষা করি তখন সর্ব্বাগ্রেই উহার বর্ণমালা আয়ত্ত করি তৎপরে উহার ব্যাকরণ কাব্যাদি পাঠ করিয়া সেই ভাষার সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি জন্মে এইরূপে শিক্ষার অবস্থাভেদে আমরা শিক্ষকান্তর অবলম্বন করি। যিনি বর্ণমালা শিক্ষা দিবেন তিনি ব্যাকরণ বা কাব্য বিষয়ে অব্যুৎপন্ন হইতে পারেন তাহা হইলেও আমরা তাঁহার নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া ব্যাকরণাদি শিক্ষার জন্য অধিকার ভেদে শিক্ষকান্তর হইতে উপদেশ গ্রহণ করি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার জন্যও আমাদিগকে বিদ্যালয়াদির ন্যায় বিভক্ত শ্রেণী সমূহে অধ্যয়ন করিতে হয়। অধিকার ভেদে বহু শিক্ষকের নিকট উপদেশ লইতে হয়। এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হইলে ব্রহ্মসত্তার অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই কারণ শিক্ষার্থীর নিকট ব্রহ্ম প্রমের প্রামাণিক নহেন তাহা হইলে নাস্তিক, আস্তিক সন্দেহবাদী সকলেই এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অধিকার আছে। তিনটী বিষয় ইহাতে স্বীকার্য্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। উপদেশ, উপদেষ্টা ও উপদেশগ্রহীতার স্বতন্ত্র সত্তার বিশ্বাসই ইহাতে স্বীকার্য্য। এই তিনটী বিশ্বাস না করিলে মানুষের কোনরূপ শিক্ষারই আবশ্যক থাকে না। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এই তিনটী স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়াকে দীক্ষা কহে। উপদেশকে মন্ত্র, উপদেষ্টা গুরু এবং উপদেশগ্রহীতাকে শিষ্য কহে। যে উপায়ে এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করা যায় সেই উপায়কে যোগাসন কহে এবং যে বর্ণমালা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার উদ্ঘাটিত হয় সেই বর্ণমালা বীজমন্ত্র বা মূলমন্ত্র। কৃষিজীবী কর্ত্তৃক ভূমিতে রোপিত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন সমুচিত জল সেকাদি দ্বারা পত্র-পুষ্প-শাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তেমনি গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যের চিত্ত ভূমিতে রোপিত বর্ণাত্মক সঙ্ক্ষিপ্ত বীজমন্ত্র বিহিত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্যারূপ কল্পতরু উৎপাদনে সমর্থ হয়। বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান উপায়। গ্রন্থপাঠ ইহাতে অবান্তর উপায় বলিয়া গণ্য। কর্ম্মের সহিত

ফলের নিত্য সম্বন্ধ। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শিষ্য শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের তাৎপর্য্যার্থ উপলব্ধি করিয়া বিধি সমূহের কার্য্যতঃ একার্থ সমবায় ও ইষ্ট সাধন তৎপরতা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সকলের প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন হন। সাধারণ বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক বিষয় পাঠ করি যাহার সত্যাসত্য আমরা আজীবনেও পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাই না। অনেককেই সেই সকল কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরাও তাহাই করি; এইরূপে আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে জীবন ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু এই ব্রহ্মবিজ্ঞান শিক্ষা বিদ্যালয়ে সেই "ভাবটী আদৌ নাই" হইতেও পারে না। দীক্ষিত কর্ম্মী শিষ্য অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হন না তিনি উপদেশ গুলি যথা সময়ে যথা সুখে আবশ্যক মত পরীক্ষা করিয়া লইয়া অপরাপর উপদেশ লাভের অধিকারী হন। বিভিন্ন কার্য্যের বিভিন্ন উপায় আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি আবার একটা কার্য্যই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন করিয়া থাকেন সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষের এক উপায় ও অলৌকিক প্রত্যক্ষের অন্য উপায় হওয়াতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় সকলেই সাধারণতঃ পরীক্ষা করিতে পারেন কিন্তু অলৌকিক প্রত্যক্ষের পরীক্ষা তত সহজ সাধ্য নহে। উহা সহজ সাধ্য না হউক যখন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মকে যোগজ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তখন তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনে যোগজ প্রত্যক্ষের শক্তি লাভে চেষ্টা না করিয়া কাহারও ব্রহ্ম সত্বার অবিশ্বাস করিবার অধিকার নাই।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

চিত্রগুপ্ত বা গুপ্তচিত্র।

"চিরং শুভাশুভং কর্ম্ম বিবিচ্য শমনান্তিকে।
যদ্বদেৎ সকলানান্ত তদেবাভোজয়েদ্‌যমঃ॥"

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের একজন। "যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে চিত্রগুপ্ত যমেরই নামান্তর মাত্র। পক্ষান্তরে চিত্রগুপ্ত যমের লিপিকারক বা প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে চিত্রগুপ্ত যমের অনুচর মাত্র। সকল মনুষ্যের সমস্ত সময়ের শুভ অশুভ

সকল প্রকার কর্ম্মের সংবাদই চিত্রগুপ্ত যমের নিকট বিদিত করেন, যম চিত্রগুপ্তের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া জীবকে তৎকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করান।

হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস এই যে মৃত্যুর পর সকলকেই চিত্রগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজকৃত অতীত জীবনের কর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ দণ্ড বা পুরস্কার গ্রহণ করিতে হয়। ইনি পাপী দিগকে নরকে এবং পুণ্যাত্মাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমরা জীবনে যে কোনও কর্ম্ম করিনা কেন কিছুই চিত্রগুপ্তের অগোচর থাকিতে পারে না। ইনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়ানুসারে সকলের কর্ম্মের যথাযথ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া থাকেন। সাধারণ হিন্দুর মধ্যে এই বিশ্বাসও বেশ প্রবল যে বিশুদ্ধ চরিত্র পবিত্র কলেবর পুণ্যাত্মাদিগের উপর চিত্রগুপ্তের কোনও হাত নাই। চিত্রগুপ্তের সহিত পুণ্যাত্মাদিগের কোনও সংশ্রব নাই। ইহাঁর খাতায় সাধুপুরুষ দিগের নাম উঠিতে পারে না। তাই পবিত্রস্বভাব সাধু সাধকপুরুষ ৺রামপ্রসাদ সেন সগর্ব্বে গাহিয়াছিলেন;—

"আমি তোর আসামী নয় রে শমন মিছে কেন কর তাড়না।
যাবা চিত্রগুপ্তের কাছে, সেথায় হিসাব আছে,
আমার নাম তাতে পাবিনা।"

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল তাহাই সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাসের স্থূল মর্ম্ম কিন্তু চিত্রগুপ্তের সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক অর্থ কি? চিত্রগুপ্ত শব্দটী "চিত্র" ও "গুপ্ত" এই দুই শব্দের সমবায়ে সংগঠিত। চিত্র অর্থে ছবি বা আলেখ্য এবং গুপ্ত অর্থে গোপনীয় অর্থাৎ সাধারণ চক্ষুর অগোচরীভূত। সুতরাং চিত্রগুপ্তের প্রকৃত অর্থ সাধারণ চক্ষের অদৃশ্য গোপনীয় আলেখ্যাবলী।

গুপ্তবিদ্যানুসারে এই গুপ্তচিত্রাবলীর নাম Astral Plane বা ভুবর্ল্লোক। আমরা এই স্থূল জগতে যখনই যে কোনও কর্ম্ম করি বা যখনই যে কোনও চিন্তা করি তখনই সূক্ষ্মজগতে বা আষ্ট্রাল প্লেনে সেই কার্য্য এবং চিন্তার অবিকল চিত্র চিত্রিত হয়। আমরা যে সময় হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছি এবং যে সময়ে এই নশ্বর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগত হইব সেই সমস্ত কালের কার্য্য ও চিন্তা সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবিকৃত চিত্র এই ভুবর্ল্লোকে চিত্রিত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ এমনও ভাগ্যবান মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছা-

শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া ইহ জগতের সমস্ত চিত্রই অঙ্কিত দেখিতে পান। যাঁহারা জলমগ্ন হইয়া কিম্বা কোনও আকস্মিক দৈব ঘটনার দ্বারা আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এরূপ বহুতর সত্যবাদী ব্যক্তির মুখেও শ্রুত হওয়া যায় যে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য এই বিশাল চিত্র-শালার গবাক্ষ দিয়া তাঁহাদের অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী যথাযথরূপ চিত্রিত দেখিয়াছেন। এ বিষয়ে যতই অধ্যয়ন করা যায় ও যতই চিন্তা করিয়া দেখা যায় ততই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে চিত্রগুপ্তের খাতা বা চিত্রশালার কথা মিথ্যা নহে। আমরা প্রত্যহ আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর দ্বারা এই চিত্রশালার চিত্রসংখ্যার বা এই চিত্র পুস্তকের পত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছি। এই পুস্তকে আমাদের অসৎকার্য্যেরও যেমন যথাযথ চিত্র চিত্রিত হইতেছে আমাদের সৎকার্য্যের সেইরূপ যথাযথ চিত্র চিত্রিত হইতেছে। যখন হৃদয়ে এই পুস্তকের যথার্থের কথা দৃঢ়রূপ উপলব্ধি করিতে পারি তখনই হৃদয়ে এক প্রকার আনন্দের অনুভব হয়। আজ তোমার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তোমার বাহ্য ব্যবহার ও কার্য্যাবলী দেখিয়া কোনও ভ্রাতা মনে মনে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনু-ভব করিয়া তোমাকে চির অপরাধী শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া রাখিলেন কিন্তু এমন দিন নিশ্চয় আসিবে যখন তিনি এই গুপ্ত চিত্র দেখিয়া তোমার অন্তরের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার জন্য অনুতপ্ত হইবেন।

এই গুপ্ত পুস্তক সম্বন্ধে আর একটী আনন্দের বিষয় এই যে ঐ পুস্তকের লিপি বা চিত্রশালার চিত্র আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। আমরা উহাতে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতে বা চিত্র করিতে পারি। যদি জীবনের সমস্ত সময়ই সৎ-কার্য্য ও সৎ চিন্তায় অতিবাহিত করিতে পারি তাহা হইলে মৃত্যুর পর চিত্র-গুপ্তের খাতা দেখিয়া হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দের উদয় হইবে। আমরা পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া যতই সত্য ও জ্ঞানের পথে বিচরণ করিতে অভ্যাস করিব আমাদের মানস চক্ষু ততই উন্মীলিত হইয়া এই বিচিত্র চিত্রশালার চিত্রাবলী দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করিবে। পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বপ্রেমিক পরহিত ব্রত পুণ্যাত্মাদিগের আশীর্ব্বাদে পন্থার প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা যেন এই চিত্রশালার নিজ নিজ চিত্রগুলিকে সৎচিন্তাদ্বারা সুচিত্রিত করিতে সমর্থ হন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

সঙ্গীত।

শুধু, রচিয়া মধুর কাহিনী
কি হবে শুনালে? নিমেষের সুখ
সেতো নিমেষের বাহিনী।
আগেও যেমন আছিল জগৎ
তেমনি তো চির থেকে যায়;
শুধু, বরষের পরে বরষের রাশি
স্রোতের মতন বেগে ধায়।
মানব আমরা তারি মাঝে পড়ি
দিবানিশি মরি ঘুরিয়া।
কজন আপন প্রাণপণ বলে
কূলে আসি বল ফিরিয়া?
শুধু, ভেসে যাব যদি তৃণের মতন
কেন তবে পিছে চাহি?
শুধু, দুরাশাই যদি ভাবিয়াছি মনে,
কেন, তবে তার গান গাহি?

শ্রীমতী মৃণালিনী

সঙ্কীর্ত্তন।

যদি চাস জীব প্রেমধন,
হরি নাম কর স্মরণ।
নামে মিটে বাসনা ক্ষুধা,
নামে গরল হয়রে সুধা,
হিংস্র জাতি ভালবেসে
হয়রে নিজজন।

নামের গুণে শিলা ভাসে,
পাপী তাপী অনায়াসে,
জিনিয়া ভব তরঙ্গ
গোলোকে করে গমন !
প্রেম দাতা গৌর মণি,
জীবে যে নাম দেছেন আনি,
অবিরত কায়মনে জীব
করবে তা স্মরণ।
আমার গৌর দয়াল বড়,
পাপী উদ্ধারিতে দড়,
(সে যে) আপনি সেধে কেঁদে কেঁদে
(জীবে) [illegible]রছে বিতরণ !
য ? [illegible]চরণ ক'রে সার,
হ নাই পাপী ভবপার,
জীবের সখা গৌর বিনা কে আছে এমন ?
গৌর বিনা কৃষ্ণ প্রেম (ও ভাই)
বুঝা যায় কি কখন ?
জিনিতে ভব তরঙ্গ,
আর শুধু, শ্রীগৌরাঙ্গ,—
তাই বলিরে ভাল ক'রে
ধর গৌরের (ওই) রাঙ্গাচরণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তাফী)

গান।

ভিম পলশ্রী—কাওয়ালি।

জয় প্রপঞ্চ নাশন পঞ্চবদন।
জয় দেব-দেব সর্ব্ব দেব পূজিত ভূতনাথ শমন দমন।
পঞ্চ ভূত ভয়ে জনম জনম কত, ভীত রহিব বল হে দীননাথ,
দিন যে ফুরায় হের দীনের দিন আগত, ভূতের ভয় কি যাবেনা ভূতভাবন
তোমারই দত্ত মন তোমারই তত্ত্বেরত,
রেখেছি নিত্য নিয়ত ত্যজেছি অনিত্য যত,
ভূত পালিতে আর বাসনা নাই হে পিত, বিহিত করহে বাঞ্ছা পুরণ।
এই ভূতের কারণে হের ভূতাদি ত্রিকাল যত, ভুগিয়াছি ভুগিতেছি
জানিনা ভুগিব কত, ভূতে যেন দীন রামে ছোঁয়না আর ভূতনাথ,
করহে করুণা ধরি চরণ।

শ্রীরামলাল দত্ত।

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।

(৪র্থ সংখ্যার ১২২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মা।

প্র। আত্মা কাহাকে বলে?

উ। ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্। (ন্যায় সূত্র ১।১। ১০) ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ও জ্ঞান ইহারা আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে যাহার সুখ দুঃখানুভবশক্তি, জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছা শক্তি আছে তাহাই আত্মা। ইংরাজীতে যাহাকে Feeling বলে তাহা ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ Volition প্রযত্ন Intellection জ্ঞান।

প্র। জীবাত্মার আকার আছে কি?

উ। না যে শরীরে আত্মা যখন বাস করে সেই শরীরের আকৃতি অনুসারে ইহারও আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। কখনও ইহাকে অঙ্গুষ্ঠাকার কখনও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যে বর্ণনা করা হয় তাহা কবিত্বমাত্র।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোহপি দৃষ্টঃ॥
বালাগ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ,
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫। ৮। ৯

জীব অঙ্গুষ্ঠের অপেক্ষা বৃহৎ নয় কিন্তু সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহা সঙ্কল্প এবং অহঙ্কার সমন্বিত, মন এবং শরীর উভয়েরই গুণ ইহাতে আছে। ইহা অঙ্কুশের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম।

একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিয়া তাহার একটিকে শত ভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয় জীব তদ্রূপ। তথাপি ইহা অনন্ত।

প্র। জীব স্ত্রী কি পুরুষ?

উ। জীবের কোন লিঙ্গ নাই।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫। ১০

ইনি স্ত্রী নহেন পুরুষ নহেন নপুংসকও নহেন। যে শরীরকে ইনি আশ্রয় করেন তাহার সহিতই ইনি যুক্ত হন।

প্র। আত্মগুণ কি কি?

উ। আত্মার গুণ তিনটি—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। বুদ্ধি সত্ত্বগুণাত্মিকা, ইচ্ছা রজোগুণাত্মিকা, এবং সুখ দুঃখানুভবশক্তি তমোগুণাত্মিকা।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদোহনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥

ভগবদ্গীতা ১৪। ৫—৯

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে।

ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল। সুতরাং প্রকাশক এবং শান্ত। তজ্জন্য সুখ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। চিত্তের আমোদদায়ক রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপ্সার জনক ইহা আত্মাকে কর্ম্মসঙ্গে বদ্ধ করে। জীবের ভ্রান্তিজনক ও অজ্ঞানজাত তমোগুণ প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখে রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে নিয়োজিত করে।

গীতা ১৪। ৫ – ৯,

প্র। জীবের প্রধান ধর্ম্ম কি ?

উ। সংবিৎ।

প্র। জীবের নামান্তর কি ?

উ। আছে। ইহার নামান্তর দ্রষ্টা ও প্রত্যগাত্মা। অনুভবশক্তি যাহার আছে ইহা তাহারই নাম।

প্র। এই অনুভূতির বিশেষত্ব কি ?

উ। ইহা অবিচ্ছেদে চলে। ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহা এক, ইহার ভঙ্গ নাই বিরাম নাই।

মাসাব্দ যুগকল্পেষু গতাগম্যেষুনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ং প্রভা ॥

পঞ্চদশী ১। ৭

মাস বৎসর, যুগ ও কল্পে অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে ও স্বয়ং প্রভা সংবিদের উদয় কিম্বা অস্ত নাই অর্থাৎ ইহা আদি ও অন্তরহিত।

প্র। সুষুপ্তিকালে সংবিৎ প্রবাহের বিরাম হয় কি না ?

উ। না। সুষুপ্তিকালেও আনন্দ অনুভব হয় সুতরাং তখনও সংবিৎ থাকে।

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজনন্ বৈ তন্ন বিজানাতি।
নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপোঽবিনাশিত্বাৎ।
তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ।
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

সুষুপ্তিকালে চৈতন্য আছে কিন্তু চেতন তাহা জানিতে পারে না। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞানের ভেদ হইতে পারেনা, কারণ জ্ঞান অবিনাশি। জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় কোন জ্ঞানের বিষয় নাই। [ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

ভক্তি তত্ত্ব।*

(১ম ভাগ ১০ম সংখ্যার ৩০৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রীভগবানের বাচক এবং শ্রীভগবান শাস্ত্রের বাচ্য ইহা বলা হইয়াছে। পূর্ণ সনাতন পরমানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্ব সম্বন্ধি, অর্থাৎ তাদৃশ পরতত্ত্বের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ, এবং ঐ সম্বন্ধি পরতত্ত্বই আবির্ভাব ভেদে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন শব্দ দ্বারা শব্দিত হয়েন, ইহাও নিরূপিত হইয়াছে। আবার ঐ স্থলেই শ্রীভগবদ্রূপেই আবির্ভাবের পরমোৎকর্ষ ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসঙ্গাধীন বিষ্ণু প্রভৃতি ও চতুঃসন প্রভৃতি অবতার সকলও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ ভগবান আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরমাত্মবৈভব গণনায় তাঁহার তটস্থশক্তিরূপ জীব সকল, চিদেকরস হইয়াও, অনাদিকাল হইতে উক্ত পরতত্ত্বসম্বন্ধি জ্ঞানের অভাব বশতঃ আপতিত যে তদ্বৈমুখ্য সেই বৈমুখ্যরূপ ছিদ্র পাইয়া মায়া কর্ত্তৃক স্বরূপ জ্ঞানের আবরণ হেতু, তদুত্থ সত্ত্বরজস্তমোময় জড় প্রকৃতিতে আত্মভাব স্থাপন পূর্ব্বক, সংসারদুঃখ

---

* এই প্রবন্ধটি পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ভক্তি সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ হইতে লিখিত হইয়াছে।

ভোগ করিতেছেন, ইহাও জ্ঞাপিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধের দ্বাবিংশতি অধ্যায়স্থ শ্রীভগবানের উক্তি যথা—"জীব সকলের আশ্রয়ভূত যে আমি সেই আমা হইতে বিমুখ ঐ জীব সকলের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত "আত্মা আছেন ও আত্মা নাই, "এই প্রকার বিভিন্ন মত সকলের খণ্ডনপর যে বিবাদ, সেই বিবাদ বস্তুত নিষ্ফল হইলেও, উহা সহসা নিবৃত্ত হয় না। "তাদৃশ বিবাদের সহসা নিবৃত্তি হয় না বলিয়াই, তন্নিমিত্ত পরমকারুণিক শাস্ত্র মনুষ্য সকলকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। উপদেশ্য জীব সকলের মধ্যে যাঁহারা জন্মান্তরীয়-শাস্ত্রার্থানুভবজনিত-সংস্কারবিশিষ্ট অথবা যাঁহারা বর্ত্তমান জন্মেই মহৎকৃপাদৃষ্টিবিশিষ্ট, তাঁহাদের তাদৃশ পরতত্ত্বরূপ সিদ্ধ বস্তুর উপদেশ শ্রবণারম্ভ মাত্রই তৎকালেই যুগপৎ পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য ও পরতত্ত্বের অনুভব উভয়ই জন্মিয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে,—"অপর শাস্ত্র সকল বা তদুক্ত সাধন সকল দ্বারা পরমেশ্বর হৃদয়ে কি সদ্যই অবরুদ্ধ হয়েন, কিন্তু বিলম্বে কথঞ্চিৎ অবরুদ্ধ হয়েন; এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে কিন্তু পুণ্যবন্ত শ্রবণেচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।" অতএব তাঁহাদের উপদেশান্তরের অপেক্ষা থাকে না। তবে যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক উপদেশান্তর শ্রবণ করা হয়, তদ্দ্বারা, তল্লীলাদি শ্রবণ দ্বারা যেরূপ তদীয় রস উদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ তদীয় রসেরই উদ্দীপন হইয়া থাকে। শ্রীপ্রহ্লাদাদির তাহাই দৃষ্ট হয়। উক্ত দুই শ্রেণীর লোক ভিন্ন অপর জীব সকলের পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যাদি শ্রবণকালেই বীজায়মান হইয়াও, কালাদিবৈগুণ্য বশতঃ বীজের ন্যায় দোষ দ্বারা প্রতিহত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বীজাবস্থাতেই অবস্থান করে, দোষ বশতঃ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অপর জীবের সম্বন্ধে এই প্রকার ঘটনা, "হে বৈকুণ্ঠ নাথ, দুরিত দ্বারা দূষিত অতিশয় অসাধু কামাতুর হর্ষ-শোক-ভয়-বাসনাদিনিপীড়িত এই মন তোমার কথাতে প্রীতিলাভ করে না, অতএব এই মনঃ দ্বারা এই দীনজন কিরূপে তোমার গতি অর্থাৎ পথ বিচার করিবে!" এই দীনম্মন্য শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও ঐরূপই উক্ত হইয়াছে,—"হৃদয় যে পর্য্যন্ত পাপ দ্বারা মলিন থাকে, তাবৎ শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি জন্মে না। সৎসঙ্গ মাত্র ও শাস্ত্র শ্রবণ মাত্র প্রেমোৎপত্তি বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যরাশির মহৎ ফল জানিতে হইবে।"

পূর্ব্বোক্ত পরতত্ত্বই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য হইলেও, ঐ সকল শাস্ত্রের ভিধেয়ই বা কি এবং প্রয়োজনই বা কি ? এইটি জানিবার অপেক্ষা হইলে, শাস্ত্র সকলের অবান্তর তাৎপর্য্যরূপেই উক্ত অভিধেয় ও প্রয়োজন উপদেশ করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে উক্ত পরতত্ত্ববৈমুখ্যের বিরোধি বলিয়া তৎসাম্মুখ্যকেই অভিধেয় বলা যায়। ঐ সাম্মুখ্য আবার উক্ত পরতত্ত্বের উপাসনাই জানিতে হইবে। উপাসনা দ্বারাই পরতত্ত্বের অনুভব হইয়া থাকে। উক্ত অনুভবই প্রয়োজন। অনুভব শব্দের অর্থ, অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃসাক্ষাৎকার। ঐ সাক্ষাৎকারই সর্ব্ব দুঃখের নিবর্ত্তক। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে যদিও ঐ সাম্মুখ্যরূপ অভিধেয় ও প্রেমরূপ প্রয়োজনের উপদেশ পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়াই স্থির হইতেছে, তথাপি অজ্ঞাতধনসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে "তোমার গৃহে ধন আছে" এই প্রকার উপদেশ করিলে, তিনি যেমন তদর্থ চেষ্টা ও তদ্দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারেন, তদ্রূপ উক্ত দুই শ্রেণীর লোককেও "তুমি নিত্য পরতত্ত্বোপাসক জীব ও তুমি পরতত্ত্ব-প্রেম-পাত্র" এই প্রকার উপদেশ করিলে, তাঁহারাও তদর্থ চেষ্টা ও চেষ্টা দ্বারা তাহার লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ তদ্বিষয়ে শৈথিল্যের নিরাসার্থই পুনঃ পুনঃ তদুপদেশ আবশ্যক হইয়া থাকে। এই কারণেই পরমকারুণিক শাস্ত্র, ঐ সকল লোককে লক্ষ্য করিয়া, অনাদিসিদ্ধ পরতত্ত্বের অজ্ঞান হইতে উত্থিত পরতত্ত্ববিষয়ক বৈমুখ্যকে জীবের সমস্ত দুঃখের হেতু বলিয়া উক্ত দুঃখের হেতু যে বৈমুখ্য তদ্বৈপরীত্যময় পরতত্ত্ব সাম্মুখ্যরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন—"ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির মায়া বশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে ও তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে ঐ প্রকার অভিনিবেশ ঘটিলেই ভয় অর্থাৎ সংসারবন্ধন উপস্থিত হয়। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন।" "এইরূপ বিবেচনা দ্বারা বিষয়মাত্রে বিরক্ত ও নিশ্চিতার্থ হইয়া আপনার চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ প্রিয় সত্য ভজনীয়গুণসম্পন্ন নিত্য আত্মতত্ত্বের উপাসনা করিবে। তদ্দ্বারা তদনুভবানন্দ লাভ ও সংসারকারণের উচ্ছেদ হইয়া থাকে।"

যদিও শ্রবণ ও মননাদি, জ্ঞানেরই সাধন হইলেও, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া, সাম্মুখ্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত হইতেছে, অতএব পরম্পরায়

ব্রহ্মানুভবের উপযোগী যে সাঙ্খ্য জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগরূপ কর্ম্ম, তাহারাও সাম্মুখ্য মধ্যেই গণনীয় হইতেছে, এবং ঐ গুলির কথঞ্চিৎ ভক্তিত্বও সিদ্ধ হইতেছে, কারণ, তদাজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম তদর্পিতভাবেই অনুষ্ঠান করা হয়, এবং জ্ঞানাদির অন্যত্র অনাসক্তি দ্বারা ভক্তির সচিবত্বই—সাহায্যকারিত্বই দৃষ্ট হয়, তথাপি "ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তির" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে "ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন" এই প্রকার উক্তি দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির আদর করেন নাই, বরং সাক্ষাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই ভজন করিবেন, ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীসূতের উপদেশের উপক্রমেই দ্বাবিংশতি সংখ্যক শ্লোকে ঐ রূপই সহেতুক বাক্য দেখা যায় ; যথা—

"তাহাই মনুষ্যদিগের পরম ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানে ফলাভিসন্ধিরহিত, বিঘ্নদ্বারা অনভিভূত ভক্তি জন্মে, যে ভক্তিদ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়েন।"

"ভগবান বাসুদেবে প্রয়োজিত ভক্তিযোগ আশু বৈরাগ্য ও শুষ্কতর্কাদির অগোচর যে জ্ঞান তাহা উৎপাদন করিয়া থাকে।"

"যাহা ধর্ম্ম বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ, তাহা যদি বিষ্বক্‌সেন ভগবানের কথায় পুরুষদিগের রুচি উৎপাদন না করে, তবে তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও কেবল পরিশ্রমমাত্রই।"

"অর্থ নিশ্চয়ই অপবর্গসাধক ধর্ম্মের ফলরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। তদ্রূপ কামও কখনই, অপবর্গের হেতুভূত একমাত্র ধর্ম্মেই যাহার পর্য্যবসান, তাদৃশ অর্থের ফলস্বরূপে নিরূপিত হয় না।"

"ইন্দ্রিয়সুখ বিষয়ভোগের ফল নয়, কিন্তু যতটুকু ভোগ দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়, ততটুকুই ভোগ কর্ত্তব্য। এই সংসারে কর্ম্মসমূহ দ্বারা প্রসিদ্ধ যে ঐহিক সুখ বা স্বর্গাদি সুখ তাহা জীবনের ফল নয়, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের ফল জানিতে হইবে।"

"তত্ত্বজ্ঞ সকল অদ্বয় যে জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ একই তত্ত্ব আবার কোথাও ব্রহ্ম কোথাও পরমাত্মা এবং কোথাও বা ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।"

"শ্রদ্ধাবন্ত মুনিগণ সেই আত্মস্বরূপ তত্ত্বকে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন বেদান্তশ্রবণার্জ্জিত ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।"

'অতএব, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, লোক সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে সম্যক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের পরম ফল হরিতোষণ।"

"অতএব একাগ্র মানসে ভক্তগণের পালক ভগবান্ নিত্যই শ্রোতব্য ও কীর্ত্তিতব্য এবং ধ্যেয় ও পূজ্য হয়েন।"

"পরম বিবেকী সকল যাঁহার অনুধ্যানরূপ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক অহঙ্কার-গ্রন্থি-বন্ধনকর কর্ম্মকে ছেদন করেন, তাঁহার কথায় কোন্ ব্যক্তি না রতি করিবেন।"

"হে বিপ্র সকল, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকলের আশ্রয় হইতে মহৎসঙ্গ লাভ হয়। পরে ঐ সকল মহাত্মার সেবা দ্বারা সদ্ধর্ম্মে ও সাধু সকলে শ্রদ্ধা জন্মে। অনন্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত ব্যক্তির ভগবৎ-কথা—শ্রবণে ইচ্ছা হয়। এই-রূপে শ্রবণেচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান বাসু-দেবের কথাতে রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

"যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন পুণ্যাবহ, সেই সাধুদিগের সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বকথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয় মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের কামাদি বাসনা সকল দূর করিয়া থাকেন।"

"নিত্য ভাগবত সেবা দ্বারা কামাদি নষ্টপ্রায় হইলে, উত্তম শ্লোক ভগবানে অচলা ভক্তি জন্মে।"

"তৎকালে রজোগুণসমুদ্ভূত ও তমোগুণোত্থ কাম-লোভাদি যে রিপু সকল তদ্দ্বারা অনতিভূত চিত্ত সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে।"

"এইরূপে প্রসন্নচিত্ত মুক্তসঙ্গ পুরুষের পুনর্ব্বার ক্রিয়মান ভক্তিযোগ হইতে শ্রীভগবৎ স্বরূপ গুণাদির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

"আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে, এই পুরুষের অহঙ্কার নষ্ট হয়, সকল সংশয়ের উচ্ছেদ হয় এবং কর্ম্ম সমূহের ক্ষয় হয়।

"অতএব বিবেকী সকল নিরতিশয় আনন্দ সহকারে নিত্য ভগবান্ বাসুদেবে আত্মপ্রসাদজননী ভক্তি করিয়া থাকেন।

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। পরমপুরুষ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এক হইয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত ঐ তিনটি গুণ স্বীকার পূর্ব্বক ইহলোকে হরি বিরিঞ্চি ও হর এই তিন নাম ধারণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যদিগের শুভফল লাভ হইয়া থাকে।

"যেমন প্রবৃত্তি-প্রকাশ-রহিত পার্থিব যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তি-স্বভাব-সম্পন্ন ধূম শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে বেদোক্ত-কর্ম্ম-সম্পাদক প্রকাশ-স্বভাব-বিশিষ্ট অগ্নি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ লয়স্বভাব বা আবরক-স্বভাব তমোগুণ হইতে বিক্ষেপক রজোগুণ এবং তাহা হইতে সাক্ষাৎ সম্যক্ ব্রহ্মের রূপ ও গুণের আবির্ভাবের দ্বার স্বরূপ লয়বিক্ষেপ-রহিত যে সত্ত্বগুণ তাহাই শ্রেষ্ঠ।"

"অতএব পূর্ব্বকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অতীন্দ্রিয় ভগবানকে ভজন করিতেন। যাঁহারা ঐ মুনিকুলের অনুবর্ত্তী হয়েন, তাঁহারা এই সংসারে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।"

"অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সকল অসূয়াশূন্য হইয়া ঘোররূপ ভূতপতি সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত শ্রীনারায়ণের অবতার সকলকে ভজন করিয়া থাকেন।"

"রজঃ স্বভাবসম্পন্ন ও তমঃ স্বভাবসম্পন্ন অতএব পিতৃগণ ও ভূতগণের সদৃশ স্বভাব বিশিষ্ট লোক সকল শ্রীর সহিত ঐশ্বর্য্যের ও সন্তানের অভিলাষী হইয়া অর্য্যমাদি পিতৃপতি রুদ্রাদি ভূতপতি ও ব্রহ্মাদি প্রজাপতি সকলকেই ভজন করিয়া থাকেন।"

"বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম এবং গতি যে স্বর্গাদি সমস্তই বাসুদেবপর।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

উত্তরাখণ্ডে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৫ম সংখ্যা ১৫৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দীক্ষার প্রথম সপ্তাহ অবসানের পরদিবস সেই ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দীক্ষার্থ চিন্তামণিকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গৃহে লইয়া যাইবেন বলিলেন ও তজ্জন্য স্বীয় নিভৃত গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবাস করিয়া ধ্যাননিরত হইতে কহিলেন।

ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রথম পর্য্যায়ের গৃহ হইতে কিয়দ্দূরস্থিত দ্বিতীয় পর্য্যায়গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার দ্বারদেশে লেখা—

যথা বাহ্যান্তথা মধ্যে ক্ষিতৌ চ গগনে তথা।
স্বাণ্ডে চ যথা স্থূলে ক্ষুদ্রেচাপি ভবে তথা ॥"

একটি সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে নীত হইয়া চিন্তামণি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়মগ্ন হইলেন। তিনি সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যস্থ কতকগুলি যন্ত্র তাঁহার জানিত, কিন্তু অনেকগুলির গঠনকৌশল বিস্ময়কর, সে গুলি তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত, তিনি সে গুলির ব্যবহার কল্পনা করিতেও অসমর্থ।

তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহটি সুসজ্জিত রাসায়নিক কার্য্যালয়। তাহাতে বকযন্ত্র, কাচস্থালি, চুল্লী, জলপাত্র এবং বিবিধ অপূর্ব্বগঠন নল সমুদয় রহিয়াছে। সে সকল দেখিলে, আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্য্যালয়ের কথা মনে না হইয়া প্রাচীন গ্রন্থস্থ সুবর্ণাদি প্রস্তুত করণ যন্ত্র বলিয়া অনুমান হয়।

অপর একটি দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তামণিকে অন্য একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় এক যোগী পুরুষ লতা বিশেষের বিষয় বর্ণিত ও মিশর দেশে নবাবিষ্কৃত একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক অভিনিবিষ্ট হইয়া পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া য়ুরোপীয় বলিয়া অনুমান হয়। চিন্তামণি প্রবিষ্ট হইলে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন—"ভ্রাতার আগমনে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। আপনাকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপদেশ প্রদান—ভার আমারই হস্তে ন্যস্ত।"

তিনি পুস্তকখানি যত্ন পূর্ব্বক স্থানান্তরে রাখিয়া চিন্তামণির সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণকে কহিলেন—"ভ্রাতাকে আমার নিকট রাখিয়া যাউন—আবশ্যকীয় কার্য্য সকলই সুসম্পন্ন হইবে।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া চিন্তামণির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে শুভ্রবসনধারী মহাত্মা কহিলেন—"আপনি উপবেশন করুন; এখানে আপনার অবস্থিতি কাল সংক্ষেপ—এখনই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে।"

চিন্তামণি তাঁহার আদেশানুযায়ী আসন গ্রহণ করিলে, তিনি একটি সুরভি কাষ্ঠ পেটিকা খুলিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী দেখাইয়া কহিলেন—"বাক্সটি স্ফটিক পূর্ণ—কোনটি আজুরিয় (১) কোনটি গন্ধক সম্ভূত, কোনটি যাবক্ষরিক কোনটি বা সৈকতিক ইত্যাদি; দ্বিতীয় বাক্সটি হরিণখুররাঙের ন্যায় বিশুদ্ধ

ধাতব স্ফটিক পূর্ণ এবং তৃতীয়টিতে নীলকান্ত, পদ্মরাগাদি মণি সকল আছে। এ সমস্ত বিশুদ্ধ পদার্থ বলিয়া ইহাদিগের গঠনও সম্পূর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমপল বিশিষ্ট—কোনটি চতুষ্পল, কোনটি পঞ্চপল ইত্যাদি। কাহারও পার্শ্বদেশ সমকোণী কাহারও বা সূক্ষ্ম বা স্থূলকোণী। ইহাদের প্রত্যেকটির উত্তর ও দক্ষিণ বা উষ্ণ ও শীতল মেরু আছে। একখণ্ড বৃহৎ স্ফটিকের কোন একটি কোণ একজন কৃশাঙ্গীর নিমীলিত নেত্র সমীপে লইয়া যাইবামাত্র, তিনি উহার মেরু বিশেষানুযায়ী শৈত্য বা উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধতা প্রযুক্ত ইহাদিগের পল গুলি সমস্ত সমান হওয়াতে, প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ গুণান্বিত আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তি সম্পন্ন ওজঃ আছে। "যথা বাহ্যাস্তথা মধ্যে" বহির্জ্জগতে যেমন অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ। এই সকল স্ফটিকের সহিত গুপ্ত বিদ্যার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা নির্দ্দোষ, বিকার শূন্য ও সম্পূর্ণ নির্ভরণীয় অর্থাৎ অব্যভিচারী গুণ বিশিষ্ট এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই সম্যক্ সুস্থির বিশুদ্ধ আত্মার তুলনীয়; অর্থাৎ ইহারা যেমন বিশুদ্ধ বলিয়া ইহাদিগের গুণের ব্যভিচার নাই, আত্মাও সেইরূপ বিশুদ্ধাবস্থায় অব্যভিচারী। গুরুর ধ্যানে আছে "শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশং," বাস্তবিকই 'শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশ'ই গুরু 'শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশ'ই বিশুদ্ধাত্মা। এইরূপ বিশুদ্ধভাব, এইরূপ বিশুদ্ধ গঠন প্রাপ্ত হইতে ইহাদিগকে অনেক পরিবর্ত্তন, বহু অবস্থাপন্ন এবং নানাবিধ পরিশোধন বিধির বশবর্ত্তী হইতে হইয়াছে।

আর একটা বাক্স হইতে একটু মৃত্তিকা লইয়া মহাত্মা পুনরায় বলিলেন—"অদ্য প্রাতে উদ্যান হইতে এই সামান্য মৃত্তিকা টুকু আনা হইয়াছে। দেখুন, ইহা এই পাত্রের জলে গুলিলাম। এই ঘোলাজল মানবের মধ্যাবস্থা অর্থাৎ অনতিসভ্যাবস্থা বিজ্ঞাপক। এই মিশ্রটা দেখিতে বড়ই অপরিষ্কার—ইহার কতক মৃত্তিকা উপরে ভাসিতেছে, কতক মধ্যপথাবলম্বী ও অবশিষ্ট গুরুভার বশতঃ নিচে পড়িয়াছে—সমস্তই দৃশ্যতঃ জাড্যগুণ বিশিষ্ট।

---

(১) আঙ্গরিক—অঙ্গারসম্ভূত অর্থাৎ হীরক, গন্ধক সম্ভূত যথা গোমেদ, যাবক্ষরিক—যবক্ষার সম্ভূত, সৈকতিক—বালুকা সম্ভূত। সৈকতিক স্ফটিকই সাধারণতঃ স্ফটিক নামে অভিহিত।

"এই মিশ্র সমেত পাত্রটি মানবের কর্ম্মের প্রকৃতির স্থানীয়। প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় কর্ম্ম বা অবস্থা বিশেষে এই মিশ্রের ন্যায় ন্যূনাধিক অবিশুদ্ধ—তমসাচ্ছন্ন। মিশ্রের প্রত্যেক পরমাণু এই সকল স্ফটিকের কোন না কোনটির সম্বন্ধ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুই কোন প্রকার স্ফটিক, কোন প্রকার বিশুদ্ধ ধাতু বা কোন প্রকার রত্ন; কিন্তু ইহাদিগের কোনটিরই বিশুদ্ধ গঠন নাই। তাহার কারণ এই যে, ইহাদিগের সম্পূর্ণ বিমিশ্রাবস্থা, অর্থাৎ একটি পরমাণু অপর একটি সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত-সৌসাদৃশ্য বিহীন পরমাণুর সহিত সংস্পৃষ্ট; সুতরাং একতা শূন্য। অসম্বদ্ধ বাক্য যেমন অসম্বদ্ধ সংস্রবও তদ্রূপ। সুসম্বদ্ধ বাক্যের অর্থ আছে ভাব আছে; সুসম্বদ্ধ সংস্রবের গঠন বিশুদ্ধতা আছে। তথাপি প্রত্যেক পরমাণুতেই বিশুদ্ধতা, উপকারিতা গূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছে—প্রত্যেকটিতেই আকর্ষণী, বিক্ষেপণীশক্তিবিশিষ্ট স্বজাতীয় ওজঃ ক্ষীণাবস্থায় বিদ্যমান্ আছে। আমরা যাহাকে জাড্যগুণ বলি, তাহা অলীক পদার্থ, তাহা কিছুতেই নাই এসকলেতেও নাই। সকলেরই কার্য্যকারিতাশক্তি আছে এবং কার্য্যও নিরন্তর চলিতেছে। সে শক্তি বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর বাহেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই আমরা জড় নাম দিয়া থাকি—জাড্যগুণের আরোপ করিয়া থাকি, ইহাকে জাড্য গুণ না বলিয়া তামসিকীশক্তি বলিলে ঠিক হয়। কারণ প্রাণ ও চৈতন্য পদার্থ অখণ্ড—পূর্ণ। পদার্থগত এবং গঠন সম্বন্ধীয় অবিশুদ্ধতা প্রযুক্ত ইহাদিগের মেরুও অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং উক্ত শক্তিদ্বয়ের সমতা নাই, সেই শক্তির ক্রিয়াও অনিয়মিত। ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতাহেতু নিরন্তর পরস্পরের সংঘর্ষণ উৎপাদন করতঃ এই মিশ্রকে ক্লিন্নভাবে রাখিয়াছে।

"মনুষ্যের পক্ষে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা হইতে পাপ—রোগোৎপত্তি। বিশৃঙ্খলতাই পাপ—পীড়া। স্বয়ং পাপ বা পীড়া বলিয়া কোন বস্তু নাই। ইহজীবনের বা জন্মান্তরের বিরুদ্ধাচরণই ইহাদিগের জনক।"

চিন্তামণি মহাত্মার ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"আজ্ঞা হাঁ, রিপুকুলের দাসত্ব ও অতিরিক্ত অর্থ লালসার ঘৃণিত প্রভাবে মনুষ্য নীতি সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া ক্লেদযুক্ত হয় ও ক্লেশ পায়;—বর্ণনাটি সেই অবস্থার অনুকৃতি।"

"এক্ষণে এই আবিল বারির কথা শেষ করা যাউক। মনে করুন যদি ইহার প্রত্যেক পরমাণুকে মৌলিক অবস্থায়—পূর্ণ স্ফটিকাবস্থায় লইয়া যাইতে হয়,

তাহা হইলে ইহাকে ছাঁকিয়া অথবা স্থিতাইয়া ত্রিবিধ দ্রাবকে বারত্রয় আবর্ত্তিত করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। বিশ্লেষণ কার্য্য তৎপর সম্পন্ন করিতে হইলে, অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়া আবশ্যক ; তদনন্তর যত শীতল হইতে থাকে, ততই মৌলিকাবস্থা—স্ফটিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

"এইরূপে 'বহির্জগতে যেমন অন্তর্জগতেও তদ্রূপ' এই বাক্যটি সপ্রমাণ হইবে। জীবনের যে সময়ে রিপুকুল নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয় এবং বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি স্থিরতর হইতে থাকে, তখন মানব প্রায় স্বতঃই প্রকৃতরূপে আত্মপরীক্ষা করিতে থাকে এবং সরলভাবে মনোবৃত্তি অনুসন্ধানের পর জীবনের গতি ফিরাইতে ইচ্ছা করে। দেহ কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া যে আত্মা প্রবৃত্তিতে জাগ্রত এবং নিবৃত্তিতে নিদ্রিত ছিল, সেই আত্মার সংসাররূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়ায় এই ইচ্ছার সঞ্চার হয়। কোন ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশ বাক্যে, না হয় কোন নীতিপূর্ণ গ্রন্থ পাঠে, কিন্তু সাধারণতঃ দুঃখের পীড়নে অথবা কোন প্রিয়জন বিচ্ছেদে এই নিদ্রাভঙ্গ বা আত্মার চৈতন্য স্ফূর্ত্তি হয় অর্থাৎ তামসিকীশক্তির হ্রাস ও রাজসিকী শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রকার চৈতন্য স্ফূর্ত্তির কারণ প্রাগুক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রাবক স্থানীয়—ইহাতে নীচবৃত্তিনিচয় হইতে উচ্চতর বৃত্তিসমূহ পৃথগ্‌ভূত হয়। এই চৈতন্যস্ফূর্ত্তি নৈতিক উত্তেজনার নিমিত্ত ; এই উত্তেজনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সোপান আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সে শক্তিও ক্রমে সাত্বিকী শক্তি দ্বারা পরাভূত হইতে থাকে, তখন পাপ সংস্রব ছিন্ন হইয়া আত্মশুদ্ধি আরম্ভ হয় ও স্থূল বিজ্ঞান ক্রমে মনোবিজ্ঞান চিন্তার বিষয় হয় ; উপাসনা, প্রার্থনা, ভগবচ্চিন্তা এবং আত্মপ্রসাদক সঙ্গীত উর্দ্ধগমনের অবলম্বনযষ্টি স্বরূপ হইয়া থাকে শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন ও বিশুদ্ধ ওজঃ সংস্রব ইহা হইতে হয়।

সর্ব্বপ্রকার ওজঃ সংগ্রহই কর্ম্ম মূলক। চিন্তাই কর্ম্মের প্রধান। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাহার মূল অন্তরেন্দ্রিয়ে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মনের কর্ম্ম অর্থাৎ চিন্তা, অবলম্বন বিশেষে অধিকতর বিষময় বা অমৃত তুল্য। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপদেশে মনুষ্যের তিন প্রকার ওজঃপুঞ্জ বিষয়কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এক এক প্রকার ওজঃ পুঞ্জের মূল হইতে সীমা পর্য্যন্ত যে বিস্তার তাহাকে ওজঃমণ্ডল বা ওজঃ বিস্তার বলা যায়। সর্ব্বশরীর ও মস্তক হইতে নিঃসৃত ও

সামান্য দূর ব্যাপ্ত ওজঃমণ্ডল জীবওজঃ বা স্নায়বিকওজঃ নামে অভিহিত, ইহার উপর অবস্থিত এবং আর একটু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ওজঃমণ্ডলের নাম অতিস্নায়বিক বা বোধিওজঃ, এবং দ্বিতীয়মণ্ডলের সীমা হইতে তৃতীয় মণ্ডল আরম্ভ, তাহাকে আধ্যাত্মিক বা দিব্যওজঃ বলিয়া থাকে। এই শেষোক্ত ওজঃ বিস্তার একরূপ নহে, ইহা চারি পাঁচ হস্ত হইতে অপরিসীম হওয়াও অসম্ভব নহে।

"সকল মনুষ্যেরই প্রথম মণ্ডল আছে, কাহারও দ্বিতীয়টি পর্য্যন্ত থাকে, তিনটির বিদ্যমানতা পরমসৌভাগ্যের লক্ষণ। ওজঃ মণ্ডলগুলি উপর্য্যুপরি আশ্রিত ভাবাপন্ন, অর্থাৎ স্নায়বিক মণ্ডল অতি স্নায়বিক মণ্ডলের উৎপত্তি স্থান এবং দ্বিতীয়টি দৈবিমণ্ডলের মূল। সম্পূর্ণ সুস্থকায় ব্যক্তি প্রকৃতির অনুকূলে চলিলে তাহার প্রথম মণ্ডল দ্বিতীয় মণ্ডলের উৎপাদক উপাদান সংগ্রবক্ষম হয় এবং দ্বিতীয় ওজঃ সম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধি ও সদ্বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা উহাকে তৃতীয় মণ্ডল উৎপাদনের উর্ব্বরক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন।"

"যাহার বুদ্ধিবৃত্তি যত প্রখর তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা তত অধিক বুদ্ধি যত অল্প হয় ততই স্নায়বিক মণ্ডল হইতে অতি স্নায়বিক ও দিব্য মণ্ডল অধিক বিস্তৃত হওয়া কঠিন এবং উক্ত মণ্ডলদ্বয় প্রথম মণ্ডল দ্বারা সহজে অভিভূত হইয়া থাকে। এটি গুপ্তবিদ্যার অত্যাবশ্যকীয় সত্য; ইহার উপর আপনার বিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।"

"আধ্যাত্মিক বস্তুর জ্ঞানলাভের জন্য 'বিজ্ঞান' ও 'বিশ্বাস' নামক দুইটি দ্বার মানব সম্মুখে উন্মুক্ত। উপবাস, নিরন্তর প্রার্থনা ও ধ্যান, অনন্তদেবের সন্নিহিত হইবার প্রবল ইচ্ছা এবং আদর্শ জীবন যাপন দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ সংযত করিলে বিশ্বাসের সুবর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তদ্দ্বারা বিনীত শিষ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারে লব্ধপ্রবেশ হইয়া সেই অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম বস্তু সম্ভোগে আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয়েন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে সেখানে বিদেশীর ন্যায় অপরিচিত দর্শকের ন্যায় অবস্থান করিতে হয়—তাহার কর্ত্তৃত্ব ভাব থাকে না। একমাত্র বিজ্ঞানালোচনায়ও সেইরূপ ফল হয় কিন্তু অধিক অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশ্বাস ও বিজ্ঞানালোচনার সম্মিলনে সোণায় সোহাগা। ইহাদ্বারা অতি স্নায়বির ওজঃমণ্ডলোপরি দৈবী ওজঃমণ্ডল সংবৰ্দ্ধিত হয়। এইরূপ ওজঃ সম্পন্ন ব্যক্তি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর ন্যায় সেই হৈমদ্বার দিয়া পৈত্রিক

বাটীতে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি প্রখর হয়। তিনি সেখানে ভগবা-নের ক্রম বিকাশ বিধির কর্ম্মচারী স্বরূপে আজ্ঞাচালনক্ষম হইয়া উঠেন। ইহাতে প্রেমের রং ধরিলে তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়েন।

"সৎই হউক আর অসৎই হউক দুই ব্যক্তির ওজঃ মণ্ডল পরস্পর সংলগ্ন হইলে, তাহাদিগের গুণের পরস্পর বিনিময় হয়; এইজন্যই সৎসঙ্গ প্রয়োজন এবং এইজন্যই লোকে কথায় বলে 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।' এখন বোধ করি বেশ বুঝিয়াছেন যে, মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহারই জন্য তাহার দায়িত্ব জন্মে। যেমন কার্য্য করিবে অদৃষ্টও সেইরূপ হইবে। নিকৃষ্ট কার্য্যে একমাত্র স্বীয় দুরদৃষ্ট জন্মিয়াই নিবৃত্ত হয় না, ইহার প্রভাবে অন্যেরও দুষ্প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে সুতরাং সেরূপ ব্যক্তিরও দুরদৃষ্ট অপরিহার্য্য। উৎকৃষ্ট কার্য্যে সেইরূপ আপনার শুভাদৃষ্ট জন্মিয়াই ক্ষান্ত থাকে না পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মানুসারে অন্যেরও শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন করে। দুর্ব্বলচিত্ত হইলে তো কথাই নাই—তাহার উপর সকল প্রভাবই বিশেষ কার্য্যকরী হয়। এখন মনুষ্যের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝিয়া দেখ। চিত্ত বিশুদ্ধি কত প্রয়োজন—বিশুদ্ধ চিত্তের কর্ম্ম ও তাহার ফল পরিশুদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। "ইনি আবার আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছে" অনেকে হয়তো এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভাই, একটু উগ্রতা ত্যাগ করিয়া, গর্ব্বিত মস্তককে একটু হেঁট করিয়া, একটু অভিমান হ্রাস করিয়া ভাবিয়া দেখিলে প্রায় সকলই বুঝিতে পারেন যে, একটা সামান্য লোকের একটা সামান্য কথায় কত বড় উপদেশ পাওয়া যায়। সেরূপ স্থলে উপ-দেশ গ্রহণক্ষম হওয়া বিশুদ্ধ চিত্তের কর্ম্ম। ক্রমশঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। শাস্ত্র গ্রন্থ অতিরিক্ত এক ফর্ম্মা পন্থার সহিত প্রত্যেক মাসে বাহির হয় কিন্তু তাহার সম্পাদন কার্য্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতদিগের হস্তে থাকা বশতঃ ও তাঁহাদের হাতে অন্যান্য গুরুতর বিষয় থাকা প্রযুক্ত সম্পাদন কার্য্য বিলম্ব হইতেছে সেই নিমিত্ত পন্থা নিয়মানুসারে বাহির করিতেও বিলম্ব ঘটিতেছে। আমরা এইবার হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ সময়ানুসারে দিব অর্থাৎ যাঁহারা অতিরিক্ত এককর্ম্মা শাস্ত্রগ্রন্থসহ পন্থা লইতেছেন তাঁহারা বার মাসের বার ফর্ম্মা বৎসর মধ্যে পাইবেন ইহা নিশ্চিত।

২। পন্থার মূল্য অগ্রিম দেয় কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি অনেক মহো-দয় আমাদের পন্থার মূল্য দেন নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংখ্যাপ্রাপ্তিমাত্র দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।

1897.15 প
২৫।

৩য় ভাগ।] অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। [৮ম সংখ্যা।

Ac 2 84
10-1-1900
Ac 2/4 569

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৹
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।৹ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY
at "Hari-Press", 133, Musjidbary Street, Calcutta.

Ac 2/4 569

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত পাইবেন—সর্ব্বত্র।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্টাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।
প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১, স্কুদি... ৪ট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ৩৯।১ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

Acc 517
M

... 34
12-1900

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

ভৌম-পৃচ্ছা।

আছে একজন এ বিশ্ব আধার
আধেয় কোথায় রয় অনাধার*
সে মহাপুরুষ অনন্ত আকার
আধেয় হইতে বৃহৎই আধার
সিদ্ধান্ত নিখিল দৃশ্যে।

সহস্র শিরস সহস্র চরণ
সহস্র অক্ষিতে করে দরশন
নিমেষ বিহীন সে অক্ষি ঈক্ষণ ;
থাকিয়া বিশ্বেরও বাহিরে ধারণ—
ক্ষুদ্রে সে বিপুল বিশ্বে।

সহস্র সে বাহু সহস্র উরস
সহস্র বদনে সহস্র সে ভাষ
সহস্র সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহস্র
সহস্র নাসায় সহস্র নিশ্বাস
অনন্ত অসীম সেই—

এ বিপুল ভাবে ভাবিতে যাইয়া
চূর্ণ বিচূর্ণিত সকলে হইয়া
অবসন্নমনে আকার বারিয়া
ভীত ভীতভাবে অঞ্জলি যুড়িয়া
নিরাকার কহে তাই—

কোন অঙ্গে যজ্ঞ কোন অঙ্গে দান
কোন অঙ্গে সত্য শ্রদ্ধা অধিষ্ঠান
কোন অঙ্গে তার থাকে নিত্যজ্ঞান
কোন অঙ্গে থাকে ঋক্ যজু সাম
কে সেই বিশ্বের স্তম্ভ ?

কোন অঙ্গে হতে জ্বলে হুতাশন
কোন অঙ্গে হতে বহে প্রভঞ্জন
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কোথা অধিষ্ঠান,
মাপি কোন অঙ্গে মৃগাঙ্ক ভ্রমণ,
কোথায় দামিনী দম্ভ ?

কোন অঙ্গে তার এ ভূমি বিশাল
অন্তরীক্ষ কোথা কোথায় পাতাল
কোথায় বিদ্যুৎ সহ মেঘমাল
কোথায় অসীম কাল মহাকাল
উৰ্দ্ধ উৰ্দ্ধতর দেশ।

কাহারে পাইতে কর্ম্মগতি ধায়
গতিজব যার নাহি উপমায়
ভানু বৃহদ্ভানু কাহার আশায়
জ্বলে ঊর্দ্ধমুখে অমিত প্রভায়
　　ধরিয়া তপস্বী বেশ।

মাস পক্ষ ক্ষণ নিমেষ মুহূর্ত্ত
বৎসরের সহ করিয়া বন্ধুত্ব
কোথায় বা যায় লভিবা একত্ব
যায়, আসে, যায়; একি বালকত্ব?
　　অথবা উদ্দেশ্য মহা—

কৃষ্ণাঙ্গী শ্বেতাঙ্গী যুবতীর দ্বয়
সবিভাবে কার নিকটেতে যায়
ছুটিছে সরিৎ সর পারাবার
কার প্রাপ্তি আশা ধরে চরাচর
　　কে সেই মহৎ ভূমা?

সুমেরু কুমেরু বিন্ধ্য হিমালয়
যোগীভাবে স্থির কাহারে ধেয়ায়
করি প্রজাপতি কাহার আশ্রয়
সৃজে পৃথিব্যাদি লোক সমুদায়
　　কে সেই মহত্তম?

সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ সৃজিত
দেব নর জড় তির্য্যক্ মিশ্রিত
কোথা কতদূর সে অনুপ্রবিষ্ট
কোথায় নাহিক প্রবেশ বিশিষ্ট
　　চেতনা কি সর্ব্বে সম?

কে আছে বলিয়া আছে জীবচয়,
কার আকর্ষণে মহান্ প্রলয়,
অণু পরমাণু মহাভূত চয়,
পুনঃ বিকর্ষণে সৃষ্টির উদয়
লয়ে বীজভাবে স্থিতি।

বিলুপ্ত নিখিল একার্ণবীকৃত
বটপত্রোপরি কি রয় শয়িত
কিম্বা কোথা রয় স্থান-বিরহিত
অস্পৃষ্ট অথবা ধরে বা কেমত
মহা অবোধ্য বিস্মৃতি।

কাহার ব্যাখ্যানে ঋক যজুচয়
যাহারা ফিরিল অন্তর সভয়
"অশব্দমাস্পর্শমরূপমব্যয়"
বলিয়া নিষেধে পঞ্চভূতচয়
কিসে সৃষ্ট সেই স্রষ্টা ?

বিরাট স্বরাট সম্রাট নামেতে
বিখ্যাত বিমান্ সে ভূমা ত্রয়ীতে
বেদ বেদান্ত উপনিষদেতে
স্বরূপের সত্ত্বা না পারি বর্ণিতে
ব্যাবৃত্তি আদিতে দ্রষ্টা।

—ওতপ্রোতভাবে মিশ্র এ জগত
"সূত্রে মণিগণা ইব" অণিপত
মায়াধীশ জলে থাকি অনাবৃত
অলগ্ন তথাপি সলিল পৃষত
কি ক্ষমতা সে আধারে

প্রণম প্রণম নম বার বার
তাঁহার উদ্দেশে ক্ষুদ্র জীব ছার
কোথায় অস্তিত্ব তাঁ ছাড়া তোমার
অষৎ আধেয়, সে সৎআধার
নম জীব যুগ্মকরে।

শ্রীরামগতি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

থিওসফি।
বা
পরাবিদ্যা।

আমাদের পন্থা পত্রিকায় থিওসফি শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ কোন কোন স্থলে গুপ্তবিদ্যা, এবং কোন কোন স্থলে শাম্ভবী বিদ্যা বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুই প্রকার অনুবাদেই কাহারও কাহারও কিছু কিছু আপত্তি আছে। গুপ্তবিদ্যা শব্দটী ইংরাজী Occult Science শব্দেরই ঠিক অনুবাদ। কিন্তু শ্রীমতী ব্লাভ্যাট্স্কি প্রাচীন গ্রীকদার্শনিকগণের ভাষা অবলম্বন করিয়া যে বিদ্যাটি থিওসফি নাম দিয়াছেন, তাহা কেবল গুপ্তবিদ্যা নহে। আত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই উক্ত বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য; গুপ্তবিদ্যা বা Occult Science উহার অঙ্গ মাত্র। পূর্ব্বে পন্থা পত্রিকায় একবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, Theos শব্দটি আমাদের শিবঃ শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। এই শিবঃ শব্দই বর্ম্মাদেশে ...বঃ শব্দে এবং গ্রীসদেশে থিয়স্ (Theos) এবং রোমদেশে জিয়স্ (Zeus) ...ব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। বেদান্তমতে তুরীয় ব্রহ্মপদার্থ যাহা শান্ত ও অদ্বৈত, ... হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে সেই অব্যক্ত পদার্থই শিব-শব্দ-বাচ্য। গ্রীক-... Theos শব্দের অর্থ জগতের আদিদেব অর্থাৎ এই ব্রহ্মপদার্থ। ...শব্দের অর্থ বিদ্যা; সুতরাং থিওসফি কথার ঠিক অর্থ শিবসম্বন্ধিনী-... ওসফি কথাটির অত লম্বা অনুবাদ করিলে ভাল শুনায় না ...য় এই অনুবাদ আমরা পন্থা পত্রিকায় একবার অবলম্বন

করিয়াছিলাম। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে শাম্ভবীমুদ্রা বলিয়া একপ্রক' আছে এবং উহাকেই কথন কথন শাম্ভবী বিদ্যা বলা হইয় শাম্ভবীবিদ্যা শব্দটি থিওসফি কথার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অ ঠিক সঙ্গত নহে।

যে উপনিষদ শাস্ত্র হইতে আমরা শিব কথা পাইয়াছি শাস্ত্রেই শিবসম্বন্ধিনী বিদ্যার নাম কি তাহাও কথিত আছে। উ বিদ্যা দুই প্রকার পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ । পাদক বিদ্যার নামই পরাবিদ্যা এবং ব্রহ্মজ্ঞান যে বিদ্যার লক্ষ অপরাবিদ্যা। উপনিষদের ভাষাতে শিবসম্বন্ধিনী বিদ্যার নাম পর... এই পরাবিদ্যা শব্দটিই থিওসফি শব্দের ঠিক অনুবাদ বলিয়া বোধ হওয়ায় ভবিষ্যতে আমরা ঐ অনুবাদই ব্যবহার করিব। থিওসফিষ্ট শব্দের অনুবাদ পরাবিদ্যার্থী এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটি শব্দের অনুবাদে পরাবিদ্যার্থী সমিতি বলিব।

পরাবিদ্যা লাভ করিয়া যাঁহাদের আত্মদর্শন হইয়াছে, তাঁহারা আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন, ইহাই গীতা ও সকল দর্শন-শাস্ত্রের সার-কথা।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

গীতা—।

এই সর্ব্বত্র সমদর্শিতা ভাবই পরাবিদ্যার স্বরূপ। ইহাই শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কির স্থাপিত সমিতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, ইহাই Universal Brotherhood.

এই প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদির আলোচনা এবং মানুষের অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরণের চেষ্ট এই দুইটিই পূর্ব্বকথিত সমদর্শিতা ভাব সাধনার উপায়। এবং এই দুই শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কি স্থাপিত সমিতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষ্য সুতরাং শ্রীম ব্লাভাট্স্কি স্থাপিত সমিতির যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই যে পরাবিদ্যা সে বি আর সন্দেহ নাই। শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কি স্থাপিত সমিতিকে উক্ত কারণে বিদ্যার্থী সমিতি বা পরাবিদ্যার্থী সংঘ বলিতে ইহাতে বোধ হয় আপত্তি হইবে না। উক্ত সমিতি-প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য যাহা লিখিত আছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এই এইখানেই শেষ করিব।

এই সভার উদ্দেশ্য তিনটি ;—

First—To form a nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity, without distinction of race. creed, sex. caste, or Colour.

১। জাতি, ধর্ম্ম, লিঙ্গ, ও বর্ণভেদ না করিয়া সমগ্র মানবজাতি মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপনের সূত্রপাত করা।

Second—To encourage the study of comparitive religion, philosophy and science.

২। আর্য্য ও অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতিসাধন করা।

Third—To investigate unexplained laws of Nature and the powers latent in man.

৩। দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক বিধি ও মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(৫ম সংখ্যার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এইবারে আমরা রুষদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রুষিয়ার আকাশে যে সকল কর্ম্মের চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদয়ও অন্যান্য দেশের ন্যায় নানাবর্ণে বিচিত্র ; তবে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রুষ আকাশে শুক্লকর্ম্মের আধিক্য আছে। রাজবংশধ্বংশাভিলাষী নিহিলিষ্টগণের কৃতকর্ম্ম ও তাহাদের চিন্তা প্রসূত কর্ম্মের বিকট চিত্র সমূহ রুষিয়ার শুক্ল কর্ম্ম সকলকে মধ্যে মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে ; নতুবা রুষিয়ার শুক্লকর্ম্মের সুফল সত্বরেই ফলিবার সম্ভাবনা ছিল। কর্ম্মের চিত্র দেখিয়া অনুমান হয় যে ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে, রুষিয়া ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিবে।

জারমানির কর্ম্মের চিত্র প্রায়ই ইংলণ্ডের ন্যায় তবে ইংলণ্ডের কর্ম্ম সকল অন্যান্যের কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর লোহিত বর্ণে চিত্রিত ; জার্ম্মানির কর্ম্মে

পীতবর্ণের আধিক্য। কামপ্রেরিত কর্ম্মসকল অনেকাংশ লোহিতবর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিপ্রেরিত কর্ম্ম সকল স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ইংলণ্ড ও জারমানির কর্ম্মের পার্থক্য বুঝা যাইবে।

জারমানি হইতে স্কাণ্ডিনেভিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলাম। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কর্ম্ম ও জারমানির কর্ম্ম প্রায় সমানবর্ণে চিত্রিত। তবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার শুক্ল-কর্ম্মের কিছু আধিক্য আছে।

এইখানেই আমাদের ইয়ুরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত হইল; ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ কর্ম্মের চিত্র গুরুদেব যে কেন দেখাইলেন, তাহার কারণ এইবারে বলিব। সেই কারণ কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে কর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় গুটিকত কথা বলা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে আকাশে কর্ম্মের চিত্র বিদ্যমান থাকে, উহার নাম চিদাকাশ। তৃতীয় নেত্র স্ফুরিত হইলে এই চিদা-কাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি নাড়ী আছে, উহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ঐ নাড়ীর মধ্যে একটি ছিদ্র পথ আছে, সেই ছিদ্র বরাবর মস্তিষ্কের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই ছিদ্র পথের দ্বারদেশে মস্তিষ্ক মধ্যে একটি যন্ত্র আছে * উহার নাম তারাপীঠ। এই তারাপীঠের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎভাগে কিছু উর্দ্ধে আর একটি যন্ত্র আছে; উহাই শিবলিঙ্গ †। এই শিবলিঙ্গের মধ্যে আবার একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ইহাই চিদাকাশের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে যখন আকাশ নিরীক্ষণ করা যায় তখন দ্রষ্টার দর্শনশক্তি ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া আকাশে মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধক যখন তাঁহার দর্শনশক্তি আপন মেরুমধ্যস্থ রন্ধ্র পথে চালাইতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার তেজ উক্ত রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিয়া তারাপীঠে সঞ্চারিত হয়। এই সময় একটা দোলনের ভাব আসে। ঠিক রাধাকৃষ্ণের দোল। এই দোলনের বেগ ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে তারাপীঠে কি এক ক্রিয়া হয়; যন্নিবন্ধন উক্ত পীঠ হইতে একটি রশ্মি নির্গত হইয়া শিবলিঙ্গে সঞ্চারিত হয়। শিবলিঙ্গটি শুক্রতারার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে। তখন সাধক দেখিতে পান, যেন আকাশটি তাঁহার মাথায় ঠেকিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল শুক্রতারাটি ক্রমে পদ্মফুলের

---

* Pitutary body. সম্পাদক। † Pineal gland, সং।

আকার ধারণ করে এবং এই ফুলটি যত ফুটিতে থাকে, ততই আকাশটি যেন হ্রস হ'য়ে উপরে উঠিয়া যায়। এই যে আকাশ এ আকাশের নাম চিদাকাশ। শিবলিঙ্গের যে জ্যোতিঃ এই আকাশের প্রকাশক উহার নাম প্রাতিভ-জ্যোতি। * এই জ্যোতিই ব্যক্তিগত বা জাতিগত কর্ম্মের প্রকাশক। সাধক যখন যাহার কর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন, তখন তিনি এই আকাশে সেই কর্ম্মের চিত্র চিত্রিত দেখিতে পান। যিনি আপন ইচ্ছানুসারে এই আকাশ দর্শন করিতে সক্ষম হন; তিনিই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। মহাপুরুষগণ জগতের মঙ্গলকামনায় জ্ঞানের বিস্তার জন্য এই আকাশের চিত্র কাহাকে কাহাকে কখন কখনও দেখাইয়া দেন। গুরুদেব যাহা দেখাইয়াছেন তাহাই অবলম্বনে আমরা এই সব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কর্ম্ম কিরূপ ভাবে এই আকাশে চিত্রিত থাকে তাহা বহিরাকাশের সহিত উপমা অবলম্বনে অনেকটা বুঝা যায়। সান্ধ্যগগনে যেমন নানাবর্ণের মেঘ দেখা যায়, এবং কোন মেঘের আকার যেন মানুষের মত, কোন মেঘের আকার কোন পশুর মত, সেইরূপ চিদাকাশে কর্ম্মের চিত্র, সেই আকাশে ভাসমান নানাবর্ণে চিত্রিত নানা আকারের মেঘের ন্যায়। তবে বাহিরের আকাশের মেঘের আকার ও বর্ণ যেমন দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তন হয়, চিদাকাশের মেঘ সকল সেরূপ ক্ষণস্থায়ী নহে। বাহিরের আকাশে যে মেঘ হয় উহা ধূম (বাষ্প) হইতে জন্মে, চিদাকাশের মেঘও সেইরূপ ধূম হইতে জন্মে বলিতে পারা যায়। চিদাকাশের মেঘ যে ধূম হইতে জন্মে সেই ধূম কি পদার্থ তাহা এইবারে বলিব।

মানব দেহ এক একটি যজ্ঞ ক্ষেত্র। এই দেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, আবার সকল দেবতার একত্র সংহতির কারণ স্বরূপ যজ্ঞেশ্বর পুরুষ এই দেহের মধ্যে হৃদয়ের গুহাতে অবস্থিত আছেন। ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন অধিষ্ঠাতা দেবতার পূজা জন্য রূপরসাদি গুণ যুক্ত

---

* প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বং। যোগী প্রতিভায় প্রতি চিত্ত সংযম করিলে সমস্তই বিদিত হইতে পারেন।

পাতঞ্জল সূত্র বিভূতিপাদ ৩৪ সূত্র।

ভৌতিক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং এই দেহে ক্ষুধা, তৃষ্ণা কাম জ্ঞান পিপাসা ইত্যাদি বহ্নি যখন প্রজ্জ্বলিত হয় তখন উহাতে আহুতি দিয়া থাকে। জীবের জীবন স্বরূপা দেবীই এই সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা কারক, হুতদ্রব্য সকল কর্ম্ম কারক, ইন্দ্রিয়গণ (বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ) করণ কারক ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রীগণ সম্প্রদান কারক বহির্জগৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যেখান হইতে রূপ-রসাদি ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করে উহা অপাদান কারক, যজ্ঞেশ্বর পুরুষ সম্বন্ধপদ এবং যজ্ঞ ভূমি রূপ দেহটি অধিকরণ কারক। এই দেহরূপ যজ্ঞভূমিতে কোন না কোন রকমের অগ্নি সদা সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে এবং এই অগ্নি সমুত্থিত ধূম অহরহঃ দেহ হইতে উঠিতেছে। আমরা যখন চিন্তা করি তখন মস্তিষ্ক হইতে তেজ উষ্মার ন্যায় আকারে মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত হয়, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির ক্রিয়া নিবন্ধন হৃদয় হইতে যে তেজ বহির্গত হয় উহাও তড়িন্ময় সূক্ষ্ম ধূম। এইরূপ প্রত্যেক কর্ম্ম নিবন্ধনই দেহ হইতে, সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থের ধূম * নিঃসৃত হইয়া থাকে। ক্রিয়া ভেদে এই ধূমের উপাদান ও বর্ণভেদ হইয়া থাকে। শীতকালের সকাল বেলা গৃহস্থগণের বাটীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে যেমন দেখা যায় যে প্রত্যেক বাড়ীর উপরে ও চারি ধারে সেই বাটী হইতে নিঃসৃত ধূম আকাশে ভাসিতেছে, সেইরূপ প্রত্যেক দেহ নিঃসৃত সূক্ষ্ম ভৌতিক ধূমরাশি দেহের চতুষ্পার্শ্বস্থিত আকাশে ভাসিতেছে এবং দেহকে একটি ডিম্বাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমরা যাহাকে ধূম বলিয়া বলিতেছি ঐ ধূমকে সাধারণ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন। ঐ সমস্ত ধূমকণা উজ্জ্বল ও নানাবর্ণের। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ক্রিয়া ভেদে এই যজ্ঞধূমের উপাদানের প্রভেদ হইয়া থাকে সেই উপাদান কি তাহা এইবারে বলিব। বাহিরের আকাশে যেমন ধূলিকণা জলীয় বাষ্পকণা, বায়ুর অণু ইত্যাদি পদার্থ ভাসমান থাকে সেইরূপ চিদাকাশেও সূক্ষ্ম মহাভূতগণের কণা সকল ভাসিতেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ ইহারাই পঞ্চ মহাভূত। বাহিরে যে মাটি জল ইত্যাদি আমরা দেখি উহারা স্থূলভূত শব্দ বাচ্য। চিদাকাশে যে ক্ষিতির কণা

---

* Odic emanations.

দেখা যায় উহারই গুণ গন্ধ, চিদাকাশে ভাসমান জলের কণার গুণ রস, চিদাকাশে ভাসমান তেজের কণার গুণ রূপ, চিদাকাশে ভাসমান বায়ুর কণার গুণ স্পর্শ, চিদাকাশে ভাসমান আকাশের কণার গুণ শব্দ, মহাকাশের কণার গুণ মানসিক বৃত্তি, স্বয়ং চিদাকাশের গুণ আনন্দ। ইন্দ্রিয়গণ দেহরূপ যজ্ঞক্ষেত্রে যে সমস্ত আহুতি প্রদান করে, তাহা সূক্ষ্মভূতে পরিণত হইয়া সূক্ষ্মশরীরী জীবগণের পোষণ করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরী জীবগণই দেব শব্দ বাচ্য। যাহাদিগকে অপদেবতা বলা হয় তাহারাও দেব শব্দ বাচ্য। যেমন সকল মানুষেই মনুষ্য শব্দ বাচ্য, তবে কেহ বা ভাল কেহ বা মন্দ, আর যে মন্দ তাহাকে অমানুষ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীরী সকলেই দেব শব্দ বাচ্য কিন্তু যাহারা সৃষ্টির নিয়মের প্রতিকূলাচারী তাহাদিগকে অপদেবতা বলা হইয়া থাকে।

এই সূক্ষ্ম শরীরী দেবতারা প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত। ক্ষিতির দেবতা, জলের দেবতা, অগ্নির দেবতা, বায়ুর দেবতা আকাশের দেবতা। মহাকাশ ও চিদাকাশের দেবতাদিগকে সাধারণতঃ দেবতা বলা হয় না। যে দেবতার যাহা যোনি * অর্থাৎ উদ্ভব স্থান তাহাকেই সেই ক্ষেত্রের দেবতা বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের কর্ম্ম নিবন্ধন এই দেবতাগণের সূক্ষ্ম শরীরের পোষণ যেরূপে হয় তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

জরায়ু মধ্যে অণ্ড সকল যেমন উদক মধ্যে ভাসিতে থাকে, এবং পুরুষের বীজ সহ মিলিত হইয়া যেরূপ চেতনা লাভ করে ও চেতনা লাভ করিয়া আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মনুষ্যের কর্ম্ম নিবন্ধন সূক্ষ্ম শরীরী জীবগণের পোষণও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীরী জীবগণ ক্ষিতি আদি মহাভূত সমুদ্রে অণ্ড সমূহের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্ম নিবন্ধন মনুষ্য শরীর হইতে যে সূক্ষ্ম পদার্থ নিঃসৃত হয় উহা প্রাণ পদার্থে অনুপ্রাণিত; এই প্রাণ পূর্ব্ব কথিত অণ্ড সমূহে সঞ্চারিত করিয়া উহাদিগের চেতনা উৎপাদন করে তখন উহারা আপন আপন মাতৃগর্ভ

* গীতাশাস্ত্রে ভূত সকলের যোনি নবপ্রকার বলা আছে। ভূমি জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট অপরাযোনি এবং জীবন স্বরূপা প্রকৃতিকে পরাযোনি কথিত হইয়াছে। গীতা ৭ম অধ্যায়। এই যোনিশব্দের অর্থ ও পাশ্চাত্য বাইওলজিষ্টদের Environment কথার অর্থ যেন একরূপ। সং

হইতে আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ করিবার শক্তি লাভ করে এবং সেই শক্তি লাভ করিয়া সেই সেই উপাদান আকর্ষণ করিয়া বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। কর্ম্মবীজ জনিত এইরূপ এক একটি সূক্ষ্ম শরীরী জীবই সেই কর্ম্মের আকার। মনুষ্য, বাসনা প্রেরিত হইয়া যাহা সংকল্প করে ও সেই সংকল্প সাধন জন্য যখন যাহা কিছু করিয়া থাকে, সেই ক্রিয়া নিষ্পত্তির ফল, সূক্ষ্ম জগতে একটি রূপ সৃষ্টি করা। আমরা অহরহঃ এইরূপ কত জীবের সৃষ্টি করিতেছি কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত না থাকায় তাহা জানিতে পারি না। মহাপুরুষগণের কর্ম্ম নিবন্ধন যে সমস্ত রূপ সৃজন হয় উহা তাঁহাদের জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্মবীজ প্রসূত সূক্ষ্মরূপ সমূহ তাহাদের অজ্ঞাতসারে সৃজিত হইতেছে। কর্ম্মের মূলে যে সংকল্প থাকে উহার সংযোগ যত বেশী, কর্ম্ম প্রসূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূর্ত্তি সকলের শক্তি ও আয়ু সেই পরিমাণে বেশী হইয়া থাকে। মনুষ্যকৃত এই সমস্ত মূর্ত্তিমান্ কর্ম্ম আবার মনুষ্যের মনে সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উদিত করিয়া মনুষ্যকে সুখী বা দুঃখী করিয়া থাকে। এই সুখ দুঃখই মনুষ্যের কর্ম্ম ফল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জীবের জীবন স্বরূপা দেবী প্রকৃতিই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা কিন্তু মনুষ্য অভিমান বশে নিজেকেই কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিয়া থাকে। আমার এই যে দেহ আছে এই দেহাধিকরণে যে যে ক্রিয়া সাধিত হয় উহা আমার কর্ম্ম এই অভিমান বশতঃ সেই সেই কর্ম্ম সমূহকে আমি অভিমান রূপ একটি বৃত্তের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছি। এই অভিমান বশতঃ আমি অনন্ত চিদাকাশের অতি সংক্ষিপ্ত স্থান আমার বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছি এবং আমার কৃত মূর্ত্তিমান কর্ম্ম সকলকে সেই সীমার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছি। এই অভিমানের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কার হইতেই রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যুভয় জন্মিয়া থাকে ; এবং ইহারাই যাবতীয় দুঃখের মূল।

চিদাকাশের চিত্রিত কর্ম্মের কথা বুঝাইতে গিয়া বাহিরের আকাশের তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মেঘের ন্যায় বলিয়াছি এবং ঐ মেঘ সকলের উৎপত্তি বুঝাইতে গিয়া উহাদিগকে জীবন্ত মূর্ত্তিমান জীব বলিয়াছি ; এই দুই কথা মিলাইয়া কর্ম্মকে আমরা চিদাকাশের সজীব মেঘ বলিতে পারি। অভিমান বশতঃ প্রত্যেক মনুষ্য কতকগুলি সজীব মেঘকে এক এক জায়গায় ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে সকল বিষয়েরই শৃঙ্খলা আছে।

নানাবর্ণের কর্ম্মকে একটি একটি চক্রের মধ্যে ধরিয়া রাখিবারও নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। যাঁহারা এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা অবলম্বনে কর্ম্ম করেন না তাঁহাদের কর্ম্ম প্রসূত বিচিত্র বর্ণের মেঘ সকল তাঁহাদের আপন আপন গণ্ডি মধ্যে বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া থাকে। জননী দেবী প্রকৃতি বিশৃঙ্খলতা ভাল বাসেন না; সেইজন্য কর্ম্মের শৃঙ্খলা শিখাইবার জন্য, মা স্বয়ং বাণীরূপে ঋষিগণের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কর্ম্মের শৃঙ্খলা বুঝানই ধর্ম্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সাধারণ মনুষ্য তবু ধর্ম্ম কথা শোনে না; কর্ম্মের শৃঙ্খলা মানে না। ছেলেরা যা ইচ্ছা করে করুক এই বলিয়া মা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকেন কিন্তু এক একটা সময় আসে যে সময় আর তাঁর চুপ করিয়া থাকা চলে না। তখন তিনি ঘোরা-মূর্ত্তি ধরিয়া কর্ম্ম সংহারে প্রবৃত্ত হন। চিদাকাশে তখন কাল মেঘ উদয় হয়, ঘোর হুংকার ধ্বনি হইতে থাকে। কর্ম্ম মেঘ সকল আপন আপন গণ্ডি ভাঙ্গিয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। মা অট্টহাসি হাসিতে থাকেন; আকাশে তড়িৎস্রোত খেলিতে থাকে। বিশৃঙ্খল কর্ম্ম সমূহ পৃথক্ পৃথক্ অভিমানের গণ্ডি মধ্যে সন্নি-বিষ্ট থাকায় ভিন্ন ভিন্ন মেঘে তাড়িত বৈষম্য জন্মিয়া থাকে, সেই বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য স্থাপন জন্যই আকাশের এই তড়িৎ স্রোতের খেলা আরম্ভ হয়। যেখানে যে বর্ণের আধিক্য সেই খান হইতে সেই বর্ণের তড়িৎ নিঃসৃত হইয়া, যেখানে কম সেইখানে গিয়া মিলিতে থাকে, এই সময় অহংকারের আবরণ জোরে ভেদ হইতে থাকে; আকাশে হুং গড় গড় ধ্বনি হইতে থাকে। যিনি নিজের অহঙ্কারের গণ্ডিটি আলগা করিয়া মার পাদপদ্মে যোজনা করিতে পারিয়াছেন তিনি মার এই খেলাতে কোন ভয় পান না কিন্তু যাঁহারা তাহা পারেন নাই তাঁহাদের কাছে মার এই খেলা বড় ভয়ানক।

ব্যক্তিগত অভিমান বশতঃ কৃত কর্ম্ম সমূহ যেমন এক একটি পৃথক্ গণ্ডির মধ্যে থাকে, সেইরূপ জাত্যভিমান বশতঃ কৃত কর্ম্মসমূহও জাতিভেদ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বড় বড় গণ্ডির মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন চক্রের মধ্যে নিহিত এই সমস্ত জাতীয় কর্ম্ম সমূহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা যখন বড় বেশী হয়, ভিন্ন ভিন্ন চক্রের মধ্যে তাড়িতবৈষম্য যখন বেশী হইয়া উঠে তখন দেবী প্রকৃতি সাম্য সংস্থাপন জন্য চিদাকাশে পূর্ব্ব কথিত রূপে সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র সমরের সময় জননী, লোল রসনা বিকট দশনা রক্তমুখী ডাকিনীগণ

সহ মিলিত হইয়া এইরূপ সংহার ক্রিয়া একবার করিয়াছেন, আবার প্রায় সেই-রূপ সংহার ক্রিয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় মার এই সংহার ক্রিয়াটি যত শান্ত ভাবে সাধিত হয় সেই চেষ্টা মহাপুরুষগণ করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা চারিদিকে মার এই কর্ম্মসংহারের বার্ত্তা প্রচার করিয়া সকলকে মার এই কর্ম্মে সাহায্য করিতে বলিতেছেন। সকলকে আপন আপন জাত্যা-ভিমান আলগা করিয়া দাও; তাহা হইলেই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম মেঘের তাড়িত সাম্য সহজেই সংঘটিত হইবে; তাহা হইলে মাকে আর ঘোর হুংকার নিনাদে চিদাকাশ কাঁপাইতে হইবে না; মধুর ওঁকার ধ্বনি করিয়াই কালীমূর্ত্তির পরি-বর্ত্তে মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধরিয়াই—তাঁহার কার্য্য তিনি সাধিত করিতে পারিবেন।

চিদাকাশের জাতীয় কর্ম্মসংহার কার্য্য প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আর এক-বার সাধিত হইয়া গিয়াছে সেই কথাটি পূর্ব্বে বলা হয় নাই। মা তখন মোহন মুরলীধর মূর্ত্তি ধরিয়াই সেই কার্য্য সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন। গোপেশ্বর ভগবান বুদ্ধদেব যে নির্ব্বাণ সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছেন তাহাই এই মুরলীর স্বর। আমরা ভগবানকে নমস্কার করি।

চিদাকাশের কর্ম্মের চিত্র সমূহ গুরুদেব কেন দেখাইয়াছেন তাহা পাঠকগণ এইবারে বুঝিতে পারিবেন। কর্ম্মচিত্র সকলের বিশৃঙ্খলতা ও বর্ণ বৈষম্য দেখা-ইয়া গুরুদেব ইহা বুঝাইয়াছেন যে প্রকৃতি দেবী শীঘ্রই সাম্য সংস্থাপন জন্য বিপ্লব ঘটাইবেন; এই সময় সকলে যদি জাত্যাভিমান ছাড়িয়া দিতে শিখেন তবে এই সাম্য সংস্থাপন সহজেই সংস্থাপিত হইবে, নচেৎ আকাশের অভিমানের গণ্ডি সকল সবলে ছিন্ন ভিন্ন হইবে এবং উহার ফলে পৃথিবীতে রক্তারক্তি হইবে। ভাই সব এস আমরা আপন আপন অভিমানের গণ্ডি শিথিল করিতে সচেষ্ট হই। আমাদের মধ্যে একজনও যদি তাঁহার সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিতে সক্ষম হন তবে তিনি শ্রেষ্ঠ হইবেন। তখন তাঁহার অনুকরণে অনেকেই অভিমানত্যাগী হইতে সক্ষম হইবেন। অহঙ্কার বলি দিতে সক্ষম কে আছ অগ্রসর হও। আপ-নাকে বলি দিয়া ভ্রাতৃগণকে মারামারি কাটাকাটির হাত হইতে উদ্ধার কর। জগন্মাতা জীবের মঙ্গল করুন। নমঃ শিবায়। [ক্রমশঃ।

মানবের সপ্তরূপ।*

দ্বিতীয় রূপ পিণ্ড দেহ।

(পূর্ব্বলিখিত মানবীয় সপ্ততত্ত্বের ১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

আমরা সাধারণতঃ প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কঠিন বা দৃঢ় পদার্থ (Solid), জল দুগ্ধ ইত্যাদি তরল পদার্থকে (Liquid), এবং ধূম্র, বাষ্প প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থ (Gas), এই তিন প্রকার পদার্থ নয়নগোচর করিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আমাদের চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর উক্ত পদার্থত্রয় হইতে বিশিষ্ট পরিমাণে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম আরও চারিপ্রকার পদার্থ আছে; স্থূল আকাশ যে যে উপাদানে গঠিত সেই পদার্থ চতুষ্টয়ও সেই সেই উপাদানেই গঠিত এই জন্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহাদের সাধারণ নাম আকাশ। ইংরাজি ভাষায় তাহাদিগকে ঈথার (Ether) কহে। পরাবিদ্যা তাহাদের স্থূল সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে এই ঈথার বা আকাশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথাঃ—১নং ঈথার, ২নং ঈথার, ৩নং ঈথার, ও ৪ নং ঈথার। ইহাদের মধ্যে ৪ নং ঈথার বাষ্প অপেক্ষা সূক্ষ্ম; ৩নং ঈথার ৪নং ঈথার অপেক্ষা সূক্ষ্ম; এবং ২নং ঈথার ৩নং অপেক্ষা সূক্ষ্ম; ১নং ঈথার তাহাদের মধ্যে, এমন কি, পার্থিব স্থূল জগতের যাবতীয় পদার্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম।

এই স্থূল জগৎ কথিত (১) কঠিন পদার্থ, (২) তরল পদার্থ, (৩) বাষ্পীয় পদার্থ, (৪) ৪নং ঈথার, (৫) ৩নং ঈথার, (৬) ২নং ঈথার, (৭) ১নং ঈথর, এই সাত স্থূল উপাদানে গঠিত। পরাবিদ্যার দ্বিতীয় তত্ত্ব পিণ্ডদেহকে ইংরেজিতে ঈথারিক ডবল (Etheric double) কহে। ঈথার অর্থে প্রাগুক্ত

---

* আমাদের এই প্রবন্ধের নাম "মানবীয় সপ্ত তত্ত্ব" বলিয়া লিখিতেছিলাম কিন্তু তত্ত্ব শব্দটি সাধারণতঃ সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি শব্দ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই জন্য আমরা যে সপ্ততত্ত্বের কথা বলিতেছি তাহার পৃথক নাম দেওয়াই ভাল। সেইজন্য আমরা মানবীয় সপ্ততত্ত্ব স্থলে "মানবের সপ্তরূপ" এই নাম দিলাম। 'রূপ' শব্দের যোগে আমাদের কথিত সপ্ততত্ত্বের নাম হইল ভাণ্ডরূপ, পিণ্ডরূপ, প্রাণরূপ, কামরূপ, মানসরূপ, বুদ্ধিরূপ, ও অধ্যাত্মরূপ। সং।

স্থূল আকাশিক দ্রব্য, ডবল অর্থে প্রতিকৃতি। এই পিণ্ডদেহ উক্ত ঈথারে নির্ম্মিত এবং তাহা ভাণ্ডদেহের অবিকল অনুরূপ। ভাণ্ডদেহ (Dense body) ও পিণ্ডদেহ (Etheric body), এই উভয়কে একত্রে স্থূলশরীর বা অন্নময় কোষ (Physical body) কহে। এই পিণ্ডদেহকে পূর্ব্বে লিঙ্গ শরীর বলা হইত, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। শাস্ত্রে যাহাকে লিঙ্গ শরীর বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই পিণ্ডদেহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক, পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য না থাকাতে বুঝাবার পক্ষে গণ্ডগোল ও অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে।

এই পিণ্ডদেহ নক্ষত্রের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মজগতস্থ স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত এবং আকৃতিতে ভাণ্ডদেহের অবিকল অনুরূপ। সচরাচর অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শনশক্তি (Clairvoyance) এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়ের শ্রবণশক্তি (Clairaudiance) সম্বন্ধে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাদির বিবরণ মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়, তাহার সহিত সূক্ষ্ম জগতের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ হইতে খানিক ব্যবধানমাত্র যাইতে পারে, অধিক দূর যাইতে পারেনা, ইহা যখন দেহ হইতে পৃথক হয়, তখন যাহাদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দৃষ্টি শক্তি খুলিয়াছে, তাহারা ইহাকে একটী সরু সূত্র দ্বারা ভাণ্ডদেহের সঙ্গে সংযুক্ত বেগুণে বর্ণ বিশিষ্ট ভাণ্ডদেহের অবিকল প্রতিরূপ ছায়ার ন্যায় দেখিতে পান। উভয় শরীরে এতদূর ঘনিষ্ট সম্বন্ধে যে যদি পিণ্ডদেহের কোনস্থানে কোনরূপ আঘাত লাগে, তবে ভাণ্ডদেহের ঠিক্ সেইস্থানে অবিকল তদনুরূপ প্রতিঘাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরেজিতে ইহাকে Repercussion (রিপারকাসন্) কহে। এমন অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন যাহারা পিণ্ডদেহকে ভাণ্ডদেহ হইতে কৌশলে পৃথক করিয়া লইতে পারেন। পিণ্ডদেহ তাহার স্থূল প্রতিরূপ হইতে যতই পৃথক হইতে থাকে, ভাণ্ডদেহ ততই প্রাণ শূন্য হইয়া যায়, এবং পিণ্ডদেহে সেই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে ; তখন ভাণ্ডদেহ জড়বৎ প্রতীয়মান হয়, চক্ষুর্দ্বয় মুমূর্ষু ব্যক্তির চক্ষের ন্যায় জ্যোতিঃ ও আভাশূন্য হয়, হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্ ফুসের ক্রিয়া অতি সামান্যরূপে চলিতে থাকে, এবং শরীরের উত্তাপ অতিশয় হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। এমন সময় যদি আগন্তুক কেহ হঠাৎ গৃহে প্রবেশ লাভ করে কিম্বা উচ্চধ্বনি করে, তবে প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, কারণ তখন উক্ত

পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং য়া এত বেগে এবং তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয় যে, তাহাতে তাহার সম্ভাবনা অধিক।

দহ প্রাণের বাহন স্বরূপ, ইহার সাহায্যেই ভাণ্ডদেহে প্রাণের ইয়া থাকে, এই জন্য সময় সময় পিণ্ডদেহকে প্রাণ-যান বা হইয়া থাকে।

ততত্ত্ব (Spiritualism) সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর অধিকাংশই প বা পিণ্ডদেহের কার্য্য। উক্ত প্রেততত্ত্ববাদীদিগের চক্রে ষ্ট ব্যক্তিব (Medium) ভাণ্ডদেহের বামদিগ্ হইতে উক্ত ইয়া উপস্থিত দর্শক মণ্ডলির চিন্তা-শক্তি প্রসূত প্রবাহ দ্বারা র বিশিষ্ট হওতঃ তাহাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে; তাহা-ত্ত্ববাদীরা স্বর্গীয় আত্মা (Departed Souls) বলিয়া থাকেন।

ট্মিঙ্গাব সুইডেন রাজ্যের রাজদূত স্বরূপ ইংলণ্ডে বাস করিতেন। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কাউণ্টেস্ ওয়াট্মিষ্টার অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম দৃশ্য দর্শন করার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনাম্নী থিওসফিষ্ট্। তিনি প্রেততত্ত্ববাদীদিগের চক্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহা যাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বলেন যে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলি স্ব স্ব আকাঙ্ক্ষা ও বাসনানুসারে যেরূপ ভাবনা করিয়াছিলেন, সেই একই স্পিরিট বা প্রেতাত্মাকে তাহাদের মৃত বন্ধু-বান্ধবের অনুরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত শ্রীমতী তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহাকে (প্রেতাত্মাকে) আবিষ্ট ব্যক্তির পিণ্ডদেহ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। আমেরিকায় এক সময়ে প্রেততত্ত্ববাদীদিগের চক্র বসিবার বিশেষ ধূমধাম ছিল। পরলোকগতা মাননীয়া শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কী সময় সময় উক্ত মণ্ডলিতে উপস্থিত হইতেন এবং স্বকীয় ইচ্ছাশক্তির বলে আবিষ্ট ব্যক্তির পিণ্ডদেহকে এরূপ নানা আকৃতিবিশিষ্ট করিতেন যে তাহা-দিগকে তিনি ব্যতীত দর্শকমণ্ডলির অপর কেহই চিনিতে না পারিয়া ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের চক্রে বা অন্যান্য ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে যাহা অলৌকিক বলিয়া জনসাধারণে দৃঢ় প্রত্যয় করে,

তাহা এই সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম পদার্থেরই স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যত
নহে। আমরা তাহা পরিজ্ঞাত নহি বলিয়াই অনৈসর্গিক বা অস্ব
ভ্রান্ত-ধারণা করিয়া থাকি। অনেকে অজ্ঞাতসারে, দৈবাৎ এ
পাদন করিয়া তাহা কোনরূপ ভূতের কাণ্ড ভাবিয়া শিহরিয়া উ

অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা ভাণ্ডদেহ হইতে পিণ্ডদেহকে ইচ্ছ
বাহির করা যায়, এইরূপ পৃথক্ করার ক্রম জানিতে পারিলে
বা অনৈসর্গিক বলিয়া আর প্রতীতি না হইয়া তাহা
বোধগম্য হইবে।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রকৃত কেন্দ্রস্থান এ
স্থিত। এই পিণ্ডদেহ আভ্যন্তরিক মানসিক শক্তিপুঞ্জ এবং
য়াদির মধ্যে সেতু স্বরূপ। এই বাহ্য-জগতের কোন বস্তু সাদ
কোনটি লাল, কোনটি হরিদ্রাবর্ণ, কোন বস্তু উষ্ণ, কোন ... কোনটি
সুন্দর, আবার কোনটি কুৎসিৎ ইত্যাকার বোধ আমাদের কি নিয়মে ও কি
প্রণালীতে হইয়া থাকে? বাহ্য-জগতের পদার্থ সমূহের প্রতিবিম্ব আমাদের
বাহ্যেন্দ্রিয়াদিতে পতিত হওতঃ তাহাতে উক্ত পতনের আঘাতে কথিত স্থান-
স্থিত অণু সমূহে পতিত হইয়া তত্তৎস্থানের কোষ (সেল—Cell) সকলকে
আন্দোলিত করে, উক্ত আন্দোলন-প্রবাহ কথিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের (পিণ্ডদেহের)
কেন্দ্রস্থানে পতিত হইয়া সূক্ষ্ম অণুগুলিকে আবার প্রকম্পিত করতঃ ক্রিয়াশীল
ও গতিশীল করে। সেই আন্দোলন-প্রবাহ আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্ম মানসিক
জগতের অণুগুলিকে আন্দোলিত করাতে তথা হইতে তাহারা পুনরায় মস্তিষ্কে
প্রতিফলিত হইয়া আমাদের মানসিক শক্তি বোধ জন্মায়। স্বপ্নে বা তন্দ্রাবস্থায়
পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কার্য্য না হওয়া বশতঃই আমরা যখন জাগ্রত হই, তখন
স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাদের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না; কিন্তু বর্ণিত প্রণালীর প্রকৃত অবস্থা
জ্ঞাতসার ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনরূপ নিদ্রাভিভূত বা বিলুপ্তসংজ্ঞ না
হইয়া জাগ্রতাবস্থায়ই স্থূল জগৎ হইতে স্বেচ্ছামত সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে
পারেন সেই জগতের ঘটনাবলী স্বীয় মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করিয়া পরে তাহা
ইচ্ছানুসারে স্মরণপথে আনয়ন করিতে সমর্থ হন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পিণ্ডদেহকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণ ভাণ্ডদেহে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এই পিণ্ডদেহ প্রাণকে বহন করিয়া নিয়া ভাণ্ডদেহে জীবনীশক্তির ক্রিয়া উৎপাদন করে। সুতরাং মৃত্যুসময়ে প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হয়, তখন বাহন স্বরূপ এই পিণ্ডদেহ ও তৎসহ ভাণ্ডদেহ হইতে উৎক্রমণ করে। ইন্দ্রিয়াতীত জ্যোতির্ম্ময় যে সরু ও সূক্ষ্ম সূত্রটি দ্বারা ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহ সংযুক্ত থাকে, জীবনের শেষ নিশ্বাসের সহিত ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া চিরদিনের মতন ভাণ্ডদেহ হইতে পিণ্ডদেহকে বিযুক্ত ও পৃথক করিয়া ফেলে ইহাকেই সাধারণতঃ মৃত্যু কহে।

জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত উভয়ে সর্ব্বদা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকাতে মৃত্যুর কিছুদিন পরেও এই পিণ্ডদেহ শবদেহের অনতিদূরে অবস্থান করে, এবং সময় সময় ইহা কাহারো কাহারো দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শবদেহের অণুগুলি যেমন ক্রমশঃ পচিয়া পচিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে, ইহারও সূক্ষ্ম অণুগুলি এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সময় সময় সমাধি স্থানে বা গোরস্থানে কবরাদির উপর উজ্জ্বল বেগুণে রঙ্গের আলোর ন্যায় ইহা দৃষ্টি পথারূঢ় হইয়া লোকের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। যাহাতে এইরূপ বিসদৃশ বিভীষিকা দৃষ্টিগোচর না হয়, এই জন্যেই হিন্দুজাতির মধ্যে মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার রূপ সংকার প্রচলিত আছে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রথা, কারণ শবদেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়া মাত্রই পিণ্ডদেহের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে লোপ হইয়া যায়। ভাণ্ডদেহের অণুগুলি যেমন পঞ্চ স্থূলভূতে মিশিয়া যায়, পিণ্ডদেহের অণুগুলিও সেইরূপ তজ্জাতীয় সূক্ষ্মভূতে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু শব মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া গোর দিলে পিণ্ডদেহ বিলুপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হয়, গতিকে সময় সময় কবর সন্নিধানে লোকে তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় বেগুণে বর্ণ বিশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া ভূত প্রেত ভাবিয়া ভয় পায়। বাস্তবিক তাহা ভূত প্রেত কিছুই নহে, ইহা সংজ্ঞা শূন্য, প্রাণশূন্য এই সূক্ষ্ম পিণ্ডদেহ মাত্র, ভাণ্ডদেহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শবদেহের আশে পাশে এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়।

[ক্রমশঃ।

যুগল সেবক।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

(৭ম সংখ্যার ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে নামোপদেশ দিয়া বেণাপোল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিয়দ্দিন যাবৎ নানা তীর্থাদি পর্য্যটন পূর্ব্বক চাঁদপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। চাঁদপুর নিবাসী বলরামাচার্য্য পরম ভক্ত ছিলেন, শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর তাঁহারই আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

একদা বলরামাচার্য্য হরিদাসকে মিনতি করিয়া সপ্তগ্রামের অধীশ্বর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের সভায় লইয়া গেলেন। হরিদাস সংসার-বিযুক্ত বাল-বৈরাগী একান্ত মনে নামাশ্রয় করিয়াছেন, সুতরাং বিষয়ীর সহিত আলাপ করিতে তিনি ভাল বাসিতেন না, কিন্তু বলরামাচার্য্যের আগ্রহে তিনি উক্ত মজুমদার সভায় যাইতে বাধ্য হইলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস হরিদাসকে সম্মান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন যথা,—

ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

নাম যজ্ঞ শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের একমাত্র জীবনের অবলম্বন তৎকালে তাহা অনেকেই অবগত ছিলেন। অতএব হরিদাস সভাসদ কর্তৃক পূজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে সভাস্থ পণ্ডিতগণ নাম প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। যাঁহার যত দূর শক্তি তিনি ততদূর পর্য্যন্ত নিজ প্রভুত্ব পরিচালন করিয়া নামের ফল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমগ্র পণ্ডিতের মধ্যে কাহারও ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হইল না। পাণ্ডিত্যে নাম তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায় না, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে তবে হৃদয়ে নাম তত্ত্ব স্ফুরিত হয়। সুতরাং সকলেই নিকৃষ্টতর ফলকে নামের মুখ্য ফল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নামরসে নিমগ্ন হরিদাস বলিলেন "মোক্ষ বা পাপনাশ নামের মুখ্য ফল নহে। প্রভাতের প্রারম্ভেই যেমন রজনীর অন্ধকার রাশি বিদূরিত হয়, তদ্রূপ নাম লইবামাত্র অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয়, সুতরাং ইহাকে মুখ্য ফল বলা যাইতে পারে না। নাম সাধনার মুখ্য ফল কৃষ্ণ প্রেম।" যথা,—

হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥ চৈঃ চঃ

নানা শাস্ত্র গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণাদি দেখাইয়া হরিদাস সভাসদ্গণকে নামের যাহা মুখ্য ফল তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়
উদয় না হইতে আরম্ভ তমঃ হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হইলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাষ হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥ চৈঃ চঃ

ইহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই হরিদাসের ভক্তি প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। কেবল সেই সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারের এই নাম তত্ত্ব ব্যাখ্যা অসহনীয় হইল। তিনি ঠাকুরকে উপেক্ষা পূর্ব্বক ও ক্রোধান্ধ হইয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন "তোমরা পণ্ডিত হইয়া অজ্ঞান ভাবুকের কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিতেছ? কোটি জন্মের ব্রহ্মজ্ঞানেও যে মুক্তিলাভ সুদুর্ল্লভ, নামাভাষে সেই দুর্ল্লভরত্ন লাভ হয় ইহাও কি সম্ভব।"

নামাভাষে যে মুক্তি হইতে পারে হরিদাস তাঁহাকে তাহা বিশুদ্ধভাবে বুঝাইয়া দিলেন কিন্তু তাহার হৃদয় ভক্তি লেশ হীন, নামতত্ত্বের মধুর মাধুরী ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার কোথায়। সুতরাং ব্রাহ্মণের হৃদয় গলিল না তিনি হরিদাসকে যথেচ্ছ কটূক্তি করিতে লাগিলেন। হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতেন ইহাও গোপালের অসহনীয় হইল সুতরাং তিনি আরও বলিলেন "মনে মনে নাম করিলে পুণ্য হইতে পারে তুমি উচ্চৈঃস্বরে নাম লও কেন? এ কার শিক্ষা?" তদুত্তরে হরিদাস বলিলেন "মানস নামাপেক্ষা উচ্চ নাম

অধিক ফল দায়ক মানস নাম নিজের জন্য উচ্চনাম নিজের এবং অন্যের উপকারের জন্য। অর্থাৎ মানসে নাম গ্রহণ করিলে নামকারী মাত্রেই তরিয়া যান এবং উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনকারীত তরিবেনই অধিকন্তু যিনি শ্রবণ করিবেন এমন কি পশুপক্ষী তরুলতা প্রভৃতি (যাহাদের নাম করিবার সামর্থ্য নাই) তাহারাও তরিয়া যায় অতএব উচ্চৈঃস্বরে নাম লইলে যে দ্বিগুণ ফল দায়ক হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।"

ইহা শ্রবণে গোপাল চক্রবর্ত্তী আরও রুষ্ট হইলেন এবং উপেক্ষা পূর্ব্বক হরিদাসকে বলিলেন তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে ইহা যদি সত্য না হয় তবে তোমার নাক কান কাটিব।" যথা,—

যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কান কাটি পুনঃ আগে ॥ চৈঃ চঃ

হরিদাস ঠাকুরকে এবম্বিধ অকারণ তিরস্কার করায় সভাস্থ সকলে গোপালের প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং মহাজনের অপমানে আপনাদিগকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া ভীত হইয়া ঠাকুরকে প্রসন্ন করিবার জন্য সকলে ক্ষমা চাহিলেন।

যাঁহারা "তৃণাদপি সুনীচেন" ভক্ত তাঁহারা অজ্ঞ জনের অপরাধ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী অর্থাৎ ভক্তিশূন্য হৃদয় লইয়া বাহিরে যাঁহারা নিজেকে ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন, বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই তাঁহারা ক্রোধান্ধ হইয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন। হরিদাস ঠাকুর সে শ্রেণীর ভক্ত নহেন, তাঁহার হৃদয় দৈন্যপূর্ণ ভগবচ্চরণে তাঁহার চিত্ত তন্ময়ত্ত্ব লাভ করিয়াছে, সুতরাং সে হৃদয়ে অন্যের দোষ স্থান পাইতে পারে না, তিনি গোপালের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু তাঁহাকে অজ্ঞ বালক জ্ঞানে ক্ষমা করিয়া সভাস্থ সকলকে বিনীতভাবে কহিলেন, আমার জন্য কেহ ক্লেশ পাইবেন না, আমার চিত্তে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। হরিদাস গোপালকে ক্ষমা করিলেন সত্য, কিন্তু ভগবান ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করেন না, ভক্ত ভগবানের প্রাণ, তিনি কিরূপে ভক্তের অবমাননা সহিবেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধন গোপালকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং কয়েক দিন পরে গোপাল কুষ্টব্যাধিতে আক্রান্ত হইল, তাহার বংশীবিনিন্দিত নাসা ও হস্ত পদের অঙ্গুলি

সকল গলিয়া খসিয়া গেল, পাপীর দণ্ড হইল, শ্রীভগবান মহাজনের অপমানের ফল দেখাইলেন।

তৎপর হরিদাস ঠাকুর অনতিবিলম্বে চাঁদপুরের কুটীর ত্যাগ করিয়া শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। তৎকালে অদ্বৈতাচার্য্য পরম ভক্ত হইয়া সমগ্র ভক্তগণের পূজিত হইতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে অদ্বৈত প্রভু নিজ অন্তরঙ্গরূপে পাইয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

আচার্য্য গোসাঞী ঠাকুরকে শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়াগ্রাম মধ্যে একখানি নির্জ্জনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মায়াবাদিতায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্ত তৎকালে বড়ই দুর্লভ ছিল, এমতাবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাস ঠাকুর উভয়ে উভয়কে লাভ করিয়া পরম প্রীতি লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃষ্ণকথানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে প্রত্যহ ভিক্ষা দিতেন, ইহাতে ঠাকুর নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন, তুমি আমাকে প্রত্যহ সম্মানের সহিত ভিক্ষা দিতেছ, ইহাতে কুলিন সমাজ তোমাকে নিন্দা করিবেন, আমি নীচ জাতি এত সম্মানের যোগ্য নহি, তদুত্তরে—

আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন॥ চৈঃ চঃ

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যখন ফুলিয়ার কুটিরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় একদা সুন্দরী যুবতী-বেশে হরিদাসের চিত্ত পরীক্ষার জন্যে মায়া আসিয়াছিলেন। হরিদাস বেনাপোলে রামচন্দ্র খান প্রেরিত বেশ্যার হস্তে যেরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, এবারেও সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। অনন্তর ঠাকুরের দৃঢ় চিত্ত ও ভগবন্নিষ্ঠায় মায়াদেবী প্রীত হইয়া বলিতেছেন, —

আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার।
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥ চৈঃ চঃ

ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যে মায়ার হস্ত এড়াইতে পারেন নাই, ভক্তিবলে মানবদেহধারী হরিদাস ঠাকুর সেই দুর্ব্বার মায়াদেবীর সমরে অনায়াসে জয়লাভ করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

স্বদেশের প্রতি।

(কোনও প্রবাসীর উক্তি)

সুদূর এ পরবাসে, মনেতে কেবলি আসে,
তোমার মধুর মুখ স্বদেশ আমার।
যখন যেখানে থাকি, তোমারে মা বলে ডাকি,
উচ্ছ্বসিত হয় বুক আনন্দে অপার ॥
"সুদূর"! সুদূর এ, কি? তোমারে যে সদা দেখি,
অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছ জাগিয়া!
ব্যবধান থাকে যদি, বন, সিন্ধু, গিরি, নদী,
—প্রেম সেতু সে দূরত্ব দেয় ঘুচাইয়া ॥

তোর মত মা আমার, এত রূপ কার আর?
এত গুণ এক সঙ্গে কে পেয়েছে কবে?
তোমারে কে করে তুচ্ছ? তুমি জগতের পূজ্য।
অকৃতি, তবু যে মোরা পূর্ণিত গৌরবে,
সে শুধু মা তোমি তোরে। শত দোষ ক্ষমা করে,
তুমি যে দিয়েছ ঠাঁই অঙ্কে আপনার।
আমাদের ভাবি হেয়, ফিরাবে যে মুখ কেহ,
জগতে এমন স্পর্দ্ধা আছে বল কার?

ধরণী তোমারি পোষ্য! তোরি বুকভরা শস্য,
আহার যোগায় নিত্য সর্ব্বত্র তাহার।
স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি, পরিপূর্ণ তোরি খনি,
—তারি দীপ্তি গর্ব্বে অন্ধ বিদেশ ভাণ্ডার!
তোরি দত্ত জ্ঞান সুধা, মিটায়ে প্রাণের ক্ষুধা,
পান করে মুমুক্ষু মানব পরিবার।

তুমি সদা দিতে থাক,　　　　থাকি যেন হয়নাক,
তোর হস্ত অন্নপূর্ণা জননী আমার।

এমন দেবীর গর্ভে,　　　　জনমি' আমরা সর্ব্বে,
র'ব কি র'ব কি চির পৌরুষ বিহীন?
শুধু কি তোমারি নামে,　　　　যশ কিনি ধরাধামে,
দুর্ল্লভ এ জনমের ফুরাইবে দিন?
তোর যে এমন মান,　　　　যদি বিধাতার দান,
—তোরি গর্ভে জন্মেছিল সে সব বিধাতা।
সে কাহিনী অতীতের,　　　　কেবা জানে জগতের?
তুমি ধন্য ছিলে, হয়ে তাহাদের মাতা।

তাদের হাতের গড়া,　　　　সুখ ভরা, শান্তি ভরা,
এ গৃহ মোদের, তাই ধন্য মোরা সবে।
"মোদের জননা" বলি,　　　　নব গর্ব্বে সমুজ্জ্বলি,
নিজেরে আবার তুমি ধন্য করে ক'বে?

শ্রীমতী মৃণালিনী।

সান্ত্বনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"প্রণবঃ তস্যবাচকঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

(পাতঞ্জল)

"অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
এতা এব ত্রয়োমাত্রাঃ সাত্ত্বরাজসতামসাঃ॥
নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে॥

যথা প্রযুক্তওঙ্কারঃ প্রতিনির্যাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরে ভবেৎ॥
প্রাণো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥
ও মিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদা স্ত্রয়ো লোকা স্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণু র্ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্ সামানি যজুংষি চ॥
মাত্রা সার্দ্ধাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তশ্চ যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ॥
অকারস্ত্বথ ভূর্লোকঃ উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে॥
ব্যক্তাতু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥
অনেনৈব ক্রমেণ তা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ।
ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসদ্ভবেৎ॥
হ্রস্বাতু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।
তৃতীয়াচ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা॥
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্তত্রিবিধবন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাত্মনি॥"

(দত্তাত্রেয়—মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

"ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বা স্তেতা বিদ্যা চতুর্দ্দশঃ। *
মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ॥"

(জ্ঞানসংকলিনীতন্ত্র)

---

* ষড়ঙ্গং বেদচত্বারি মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণানি এতাবিদ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥

(কৈবল্যোপনিষৎ)

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ় বৎ॥"

(ধ্যানবিন্দূপনিষৎ)

"ওঙ্কারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ॥"

(অমৃত বিন্দূপনিষৎ)

"কাংস্য ঘণ্টা নিনাদস্তু যথা লীয়তে শান্তয়ে।
ওঙ্কারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্বমিচ্ছতা॥

(ব্রহ্মোপনিষৎ)

"হৃদিস্থানে স্থিতং পদ্মং তচ্চ পদ্মমধোমুখম্।
ঊর্দ্ধনালমধোবিন্দুং তস্য মধ্যে স্থিতং মনঃ॥
অকারে শোচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে।
মকারে লভতে নাদ মর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা॥"

(যোগতত্ত্বোপনিষৎ)

"ব্রহ্মাবিষ্ণুঃ হরশ্চৈব ঈশ্বরঃ শিব এবচ।
পঞ্চধা পঞ্চদেবতাঃ প্রণবং পরিপঠ্যতে॥"

(শিখোপনিষৎ)

"বুদ্ধতত্ত্বেনধী দোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥"

(পঞ্চদশী)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাধনা ত্রিবিধ ; যথা,—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

"জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তিঃ জ্ঞানস্য কারণম্।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তিঃ ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ॥"

(ভগবতী গীতা)

"জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥"

(ভগবৎ গীতা)

ব্রহ্ম, মহেশ্বর, ঈশ্বর, জীব ও জগতের যথার্থ স্বরূপাবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানেই আনন্দ এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই মুক্তিশব্দ বাচ্য। ব্রহ্মানন্দেই ভয়াদি অষ্ট পাশ ছিন্ন হয় ; "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥" (উপনিষৎ।)

পাঞ্চভৌতিক প্রত্যেক জড় পদার্থের উৎক্ষেপণ, * প্রসারণাদি পঞ্চাবস্থা কারণ ব্যতীত অসম্ভব, ইহা অনায়াস বোধ্য। সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের মূলীভূত-কারণস্বরূপ স্বয়ংক্রিয়াশীল "শক্তি"র অস্তিত্ব আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য! জ্ঞানী হউন আর অজ্ঞানী হউন, উচ্চতম লোক হইতে অধস্তন লোক পর্য্যন্ত সর্ব্ব লোকের জীবগণই স্ব স্ব অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দৈহিক পরিবর্ত্তনই অধিকাংশস্থলে অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তনের কারণ, ইহা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভূত হইতেছে। দেহ সাবয়ব ও জড়, স্বয়ং পরিবর্ত্তিত হইতে পারেনা ; স্বয়ংক্রিয়াশীল সাবয়ব কোন পদার্থের সংবেগ যে জড়দেহের পরিবর্ত্তনের কারণ, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? নিরবয়ব পদার্থে সাবয়ব

* "উৎক্ষেপণমতোঽবক্ষেপণাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণং চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥"

(সাহিত্যদর্পণ)

পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের পরিবর্ত্তন-কার্য্যের কারণত্ব কোন প্রকারেই যুক্তি-যুক্ত হইতে পারেনা। এজন্য জগদ্ব্যাপী অনির্ব্বচনীয় শক্ত্যুপাধি স্বয়ংক্রিয়াশীল বা অন্তরসংবেগবিশিষ্ট সাবয়ব কোন অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরবয়ব চিৎপদার্থ বলিয়া নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মশক্তির একত্ববিধায় উক্ত শক্তির ক্রিয়াবাধকাভাবে উহা অসীম, সুতরাং সৃষ্টি প্রারম্ভেই উক্ত শক্তির অসীম ও অনন্তভাবে বিকাশ স্বীকার্য্য। অব্যক্ত শক্তি যখনই ব্যক্ত, তখনই উহার পূর্ণ বিকাশ ও অনন্তভাবে ক্রিয়া। বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের প্রকৃত কারণ নিরাকার মায়াশক্তিই সাবয়ব জড়জগতের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূলীভূত স্বয়ংক্রিয়াশীল সর্ব্বব্যাপী সাকার শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশিতা হয়েন, এবং এই সাকার শক্তিই বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়ান। এই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির অনন্তভাবে ক্রিয়া হয় বলিয়াই, ইহার অনন্তভাবে বিকাশ হয়, বলিতে হয়। এক জীব হইতে অন্যজীবে উক্ত শক্তির বিকাশ অধিকতর বা অল্পতর দেখা যায়। কোনও দুইটী জীবে শক্তির সমান বিকাশ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু শক্তির বিকাশ অনন্ত-ভাবেই হইয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। জীবে শক্তির বিকাশ যতই হউক না কেন, শক্তির পূর্ণ বিকাশ জীবে দৃষ্ট হয় না এবং সম্ভব্যও নহে, যেহেতু কোন জীবে যদি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে আর উহার জীবত্ব থাকিতে পারেনা এব তাহার দেহের পাঞ্চভৌতিক উপাদানত্বেরও বিনাশ হয়। পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মাভিমানই জীবত্ব। ব্রহ্মলোকবাসী জীবগণের দেহ স্থূল পঞ্চভূতের না হইলেও, উহাকে পঞ্চভূতের অতীত দেহ বলিতে পারি না, যেহেতু উক্ত দেহেরও পরিবর্ত্তন আছে, কারণ সমুদায় জড় দেহই শক্তির ক্রিয়া-ধীন। জীবগণের অতীত অবশ্য এমন কেহ আছেন, যাঁহাতে সৃষ্টিপ্রারম্ভেই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে; ইঁনিই জগতের উৎপত্তি হইতে লয় পর্য্যন্ত সর্ব্বকালে অসীমশক্তি অর্থাৎ ইঁহার সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসক্ষ-মতা আছে। ইঁনিই "ঈশ্বর" শব্দের অভিধেয়, যেহেতু ইঁনি শক্তির অসীমতা প্রযুক্ত কাহারও অধীন নহেন। ইঁহাতে শক্তির অসীম বিকাশ হেতুই ইঁনি শক্তিরও অধীন নহেন স্বীকার্য্য, কিন্তু ইঁহার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের অসীমতার কারণ শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এই জন্যই এই শক্তিকে ঈশ্বরের দেহ বলিয়া

স্বীকার করিতেছি। "চিচ্ছায়া বেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতি সা। তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈ বেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥" ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির অনন্তভাবে বিকাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসক্ষমতাবিশিষ্ট কেহ যে আছেন ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সর্ব্বেচ্ছা ও সর্ব্বজ্ঞতা অহঙ্কার ও দ্বৈতজ্ঞানবোধক অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি আছে তিনি পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও তদন্তর্গত জীবদিগকে দেখিতেছেন এবং জীবগণ হইতে স্বীয় স্বতন্ত্রতা বোধ তাঁহার আছে। আত্মা নিরবয়ব ও নিরাকার বলিয়াই, তাঁহার অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্বীয়স্বতন্ত্রতাবোধার্থে তাঁহার দৃশ্য দেহের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য এবং ঈশ্বরে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হেতু উক্ত শক্তিকেই তাঁহার দেহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বিশেষতঃ অহঙ্কার ও অন্তঃকরণের অস্তিত্ব দেহ ব্যতীত থাকা অসম্ভব। যাঁহার দেহ নাই, তাঁহার অন্তঃকরণও নাই, এজন্যই জীব, নির্ব্বাণ মুক্তিকে স্বীয় দেহবোধের ও সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের অস্তিত্ব বোধের অভাব হেতু অন্তঃকরণের অভাব বশতঃ, পরংব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। যাঁহার অন্তঃকরণ আছে, তাঁহার দেহও আছে। এজন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদির মূলীভূত শ্রেষ্ঠতম অন্তঃকরণের * অস্তিত্ব হেতু তাঁহার দৃশ্য দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। জীবে শক্তিবিকাশের অল্পতা এবং ঈশ্বরে অসীমতা নিবন্ধনই সর্ব্বজীবগণের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বাভিমান স্বীকার্য্য, যেহেতু যেমন জৈব দেহের সর্ব্ব কার্য্যের উপর জীবের কর্তৃত্বাভিমান আছে, সেইরূপ ঈশ্বর দেহের অর্থাৎ শক্তির প্রত্যেক কার্য্যেই ঈশ্বরের কর্তৃত্বাভিমান আছে। আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, কেবল স্বীয় মায়াবশতঃই ঈশ্বর ও জীব ভাবে অভিমানী হইয়া থাকেন।

জীবগণ যে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন, ইহা শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতায়ও উক্ত আছে,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥" †

* অন্তঃকরণ শব্দে জ্ঞানক্রিয়া বা দর্শনক্রিয়া বুঝিতে হইবে; অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত নির্ম্মিত জড় পদার্থ বিশেষকেও অন্তঃকরণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই রূঢ় অর্থে এখানে উক্ত শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

† এখানে "মায়া" শব্দে অঘটনঘটনপটিয়সী ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি, এবং "যন্ত্রারূঢানি সর্ব্বভূতানি" শব্দে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবগণ, বুঝিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় হইতে জীবগণের নিস্তারকারিণী আনন্দময়ী মা তারাই এই ঈশ্বর, যেহেতু তিনি শক্তিরূপিণী ও স্বয়ং শক্তিস্বরূপা। স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর নিখিল জগৎ বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার লীলাক্ষেত্র বা ক্রিয়াভূমি; এবং এই জন্যই তিনিই আনন্দময়ী। আনন্দময়ী মা তারার কর্তৃত্বাধীনতা বোধেই আনন্দ, এবং আনন্দই সাধনার লক্ষ্য বা সাধ্যবস্তু। এই অধীনতা বোধ হইতেই মাতৃদর্শন ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন! এই অধীনতা বোধ হইতেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কবিত্ব ও তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসিত হৃদয় সরোবর হইতে "আনন্দ লহরী"র উত্থান! এই অধীনতা বোধ হইতেই সর্ব্বকামনার বিনাশে জীবন্মুক্তি ও অমরত্ব! "যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামাঃ যস্য হৃদিস্থিতাঃ। তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

* অধীনতা বোধে যিনি মাতৃচরণে শরণ লইয়াছেন, তাঁহার জীবনই ধন্য! তাঁহার আবার ভয়ভাবনা, শোক মোহ ও অজ্ঞানাদি কোথায়? ধন্য সেই মানবশিশু যিনি অধীনতা বোধে মাতৃচরণে শরণ লইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! যিনি ভয়েরও ভয়, ভীষণ হইতেও ভীষণ তর, মহৎ হইতেও মহত্তর, রক্ষকেরও রক্ষক, তাঁহার চরণে শরণ লইলে কাহার ভয়? যিনি একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য, যিনিই একমাত্র জগতের আদিকারণ ও উপাস্য, তাঁহার চরণে শরণ লইলে মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি? "ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী মহাশয়ো স উচ্যতে।" যাঁহার কটাক্ষমাত্রেই শত শত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়, তাঁহার চরণে শরণ লইলে সংসারমোহই বা কোথায়? যিনি ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্রী, বিষ্ণুরও পালনকর্ত্রী, এবং মহাকালেরও সংহারকর্ত্রী, তাঁহার চরণে শরণ লইলে চিন্তা ভাবনাই বা কোথায়?

মা তারা! আনন্দময়ী মা! তোমার মধুর মা নাম হিমাদ্রিকন্দর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আবার কি প্রতিধ্বনিত হইবেনা? আবার কি অদ্বৈতহুঙ্কারে চরাচর নিখিল জগৎ সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রকম্পিত হইবেনা? আবার কি বেদস্মৃতি, দর্শন সংহিতা ও পুরাণাদি রত্নরাজি সমূহে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে না? সেই হিমাদ্রি এখনও রহিয়াছে! সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও বর্ত্তমান! আবার কি তাহাদের সুশীতল পাদদেশ হইতে গগনভেদী বেদধ্বনি উত্থিত হইবে না? আবার কি তোমার ভক্তশিশুগণ, তাহাদের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া,

জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেনা? আবার কি বানপ্রস্থাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবেনা? যিনি একমাত্র বেদের বেদ্য, দর্শনের লক্ষ্য, স্মৃতির উপাস্য ও পুরাণাদির প্রতিপাদ্য, সেই তুমিত এখনও আছ! তুমিত এখনও ভক্ত চক্ষে স্পষ্টতঃ দৃশ্য! তবে কেননা মনুত্রি বিষ্ণুহারিতাদি মহর্ষিগণ পুনরায় মস্তক উত্তোলন কবিবেন? তোমার অলোকসামান্যদেহজ্যোতি যখন এখনও দৃশ্য, তখন কেননা পুনবায় ঋষি-আশ্রম সমূহে ভারত ভূমি সমাকীর্ণ হইবে? এবং কেনই না আবার কবিত্বের বন্যায় কর্ম্মভূমি প্লাবিত হইবে? যাঁহার প্রসাদাৎই বাল্মীকাদি শ্রেষ্ঠতম মহর্ষিগণ স্ব স্ব পদের অধিকারী, সেই তুমি এখনও বর্ত্তমান, তবে কেননা পুনরায় তত্ত্ব সমুদ্র মন্থিত হইবে? এবং কেনই না আবাব অমৃত পানে দেবগণেব তৃপ্তি সাধিত হইবে এবং যথার্থ অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে? যাঁহাব চবণাশ্রয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি সপ্তকল্পদর্শী, লোমশ ঋষির লোমশত্ব এবং দ্বৈপায়ন ঋষিব ব্যাসত্ব ও অমরত্ব; সেই তুমি জগজ্জননী এখনও বর্ত্তমান ও দৃশ্য! তবে কেন পুনর্ব্বার অমবত্বেব ধ্বনি ভারত ভূমিতে উত্থিত হইবেনা? সেই আর্য্যজাতি, সেই আর্য্যভূমি, এবং সেই তুমি এখনও বর্ত্তমান! সেই হিমাদ্রি, সেই বিন্ধ্যাগিবি, সেই যমুনা, সেই অযোধ্যা, সেই প্রয়াগ এখনও রহিয়াছে! সেই বেদ, সেই স্মৃতি, সেই সংহিতা, সেই পুরাণ এখনও বিদ্যমান! তবে কেননা বানপ্রস্থাদিব প্রভাব পুনরায় ভারত ভূমিতে প্রকটিত হইবে? সেই গুরু, সেই শিষ্য, সেই গুরুভক্তি, সেই মাতৃভক্তি এখনও জাজ্জ্বল্যমান! তবে কেননা গুরুমাহাত্ম্য পুনবায় আর্য্যভূমিতে কীর্ত্তিত হইবে? সেই ওঙ্কার, সেই হুঙ্কার এখনও বর্ত্তমান! তবে কেননা ওঙ্কাব ধ্বনির হুঙ্কারে লুপ্ত রত্নরাজি পুনরুদ্ধৃত হইবে? সেই ক্ষীবোদ সমুদ্র সেই মন্দাব গিরি, সেই বাসুকি এখনও বর্ত্তমান! তবে কেনই বা লক্ষ্মীদেবীর পুনরুত্থান অসম্ভব হইবে?

"ওঙ্কারা দক্ষবাৎ সর্ব্বা স্তেতা বিদ্যা চতুর্দ্দশঃ।
মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম যথাতথা॥
কাংস্য ঘণ্টা নিনাদস্তু যথা লীয়তে শান্তয়ে।
ওঙ্কারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্বমিচ্ছতা॥"

[ক্রমশঃ।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্‌বিজয়ে দেবা অমহীয়ধ্বমিতি। ততো হ বৈ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। তস্মাদ্‌বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুঃ। তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। তস্মাদ্‌বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্।

ইন্দ্রেণ পৃষ্টা সা তদ্‌যক্ষং ব্রহ্মেতি হোবাচ। হেতি—নিশ্চয়মাহ। এতৎ—এতস্য দেবেষন্তুপ্রবিষ্টস্য, ব্রহ্মণো বিজয়ে—তদ্বিজয়নিমিত্তম্, অমহীয়ধ্বং—মহিমবন্তো ভবত; ন ত্বাত্মনো বিজয়নিমিত্তং গর্ব্বিণো ভবত। বৈ—নিশ্চয়মেতৎ। ইতি চোবাচ হ বৈ ইত্যন্বয়ঃ। এবম্ উময়োপদিষ্ট ইন্দ্রঃ কিং চকার? ইত্যত আহ ব্রহ্মা শিবং প্রতি, তত ইতি। ততো হ বৈ—দেব্যাপদেশাদেব, তদ্‌যক্ষম্ ইন্দ্রঃ, ব্রহ্মেতি—দৈত্যবিজযোঽস্মদন্তপ্রবিষ্টব্রহ্মকৃত ইত্যাদি, বিদাঞ্চকার—জ্ঞাতবান্। তস্মাদ্‌বৈ—তস্মাদেব, গর্ব্বশূন্যত্বাদেব, এতে দেবাঃ—ব্রহ্ম-বায়ু-শেষ-বীন্দ্র-শিবাঃ সভার্য্যাঃ, অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্—অন্যদেবেভ্যঃ অধিকাঃ, ইত্যেকোঽর্থঃ। ইবশব্দস্তু—গর্ব্বাভাবাৎ আধিক্যম্ অবিদ্যমানং দেবানাং নেদানীমেব প্রাপ্তং, কিন্ত্বনাদিসিদ্ধমেব তৎ ইদানীং ব্যক্তমভূদিত্যভিপ্রায়ঃ। অন্যোঽর্থস্তু।—তস্মাদ্‌বৈ—'যক্ষতয়া প্রাদুর্ভূতস্য স্বরূপং বিচার্য্যম্' ইতি প্রথমমুক্তত্বাদেব, এতে দেবাঃ—কামদক্ষবৃহস্পতিস্বায়ম্ভুবমন্বনিরুদ্ধসূর্য্যচন্দ্রধর্ম্মবরুণাঃ, অন্যান্ দেবান্ অতিতরামিবেতি—প্রাগিবাস্যার্থঃ। তত্রাপি দক্ষাদিভ্যঃ প্রাক্ 'বিচার্য্যং যক্ষম্' ইত্যুক্তত্বাৎ কামস্তেভ্যোঽধিক ইতি জ্ঞেয়ম্। তৃতীয়োঽর্থস্তু।—তস্মাদ্‌বৈ—যক্ষাখ্যব্রহ্মণঃ পূর্ব্বদৃষ্টত্বাদেব, এতে দেবা অন্যান্ দেবান্ অতিতরামিবেতি। এতে দেবাঃ কে? ইত্যতস্তান্ আহ, যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্র ইতি—যোঽগ্নির্যো বায়ুর্য ইন্দ্র ইত্যেতে দেবাঃ। বায়ুঃ—অত্র নাসিক্যো গ্রাহ্যঃ ॥ ১ ॥

কুত এতে অধিকাঃ? ইত্যতঃ 'তস্মাৎ' ইত্যুক্তহেতুং ব্যনক্তি, তে হীতি। তে, হি—যস্মাৎ, এনৎ—যক্ষরূপং ব্রহ্ম, নেদিষ্ঠং—সমীপস্থং, কালতঃ সামীপ্যমত্রাখ্যম্, ইতরেভ্যঃ পূর্ব্বকাল এব, পস্পৃশুঃ—স্পৃশ্ আমর্শনে, পরামর্শং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। পরামর্শশ্চাগ্নিবায়্বোর্যক্ষদর্শনমাত্রম্, ইন্দ্রস্য তু যক্ষস্য ব্রহ্মত্বাদিনা

স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ। স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা৩ ইতি ন্যমীমিষদা৩ ইত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেনৈব তদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ। তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানং ধ্যেয়ম্। তদন্যানক্তি, তে হীতি। অগ্নিবায়িন্দ্রাঃ, প্রথমঃ—প্রথমং, বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুঃ। বেদনং চেন্দ্রস্য দেব্যুপদেশাৎ, অন্যয়োস্তু ইন্দ্রোপদেশাদিতি ভাবেন ইন্দ্রজ্ঞানোদয়প্রকারমাহ, তস্মাদবা ইতি। তস্মাদিত্যুক্তং হেতুং ব্যনক্তি, স হ্যেনদিতি। এনৎ—দেবম্। তদ্বাক্যার্থমেব ব্যক্তমাহ, স হ্যেনৎ প্রথম ইতি। প্রথমমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চোপাস্যরূপমপদিশতি তস্যৈষ ইত্যাদিনা। তস্য—ব্রহ্মণঃ, এষঃ, আদেশঃ—উপদেশঃ। যদেতৎ—কাপিলাখ্যং পরং (কপিলাখ্যং রূপং), বিদ্যুতঃ—বহুবচনম আদরার্থে, উপলক্ষণং বা, বিদ্যুদাদীন্ তেজোরূপান্ অর্থান্, আ—সমন্তাৎ, ব্যদ্যুতৎ ব্যদ্যোতয়ৎ, আদীপয়দিতি। আ ন্যমীমিষৎ—সম্যক্ ন্যমীলয়ৎ; আঃ—পূর্ণং ব্রহ্ম, অক্ষিণী নিমীল্য ক্ষীরসাগরে শেতে ইতি যাবৎ। "আ প্রগৃহ্যং স্মৃতৌ বাক্যেঽপ্যাস্তু স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ" ইত্যব্যয়বর্গে অমরোক্ত্যা প্রগৃহ্যসংজ্ঞিকস্য 'আ' ইতি নিপাতস্য চ সত্ত্বেন, ভাষ্যে 'ন্যমীমিষৎ আ' ইত্যত্র প্রগৃহ্যাকারস্য সন্ধ্যভাবেন 'আ সমন্তাৎ' ইত্যেকমর্থমুক্ত্বা, 'আ ইতি' পদবিভাগমাশ্রিত্য 'আঃ—পূর্ণম' ইত্যর্থ উক্তঃ। হন্তৈষ আদেশঃ অধিদৈবে স্থিতস্য তস্যেতি। ইতি শব্দদ্বয়স্য পূর্বেণান্বয়ঃ। অথেতি—অর্থান্তরে, অধ্যাত্মং—দেহে, তস্যোপদেশ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। যদেতৎ মনঃ অনেনৈব প্রেরিতং সৎ, গচ্ছতীব চ—সম্যঙ্ন গচ্ছতি, সাকল্যেন বস্তু ন বিষয়ীকরোতি। অনেনৈব—অনিরুদ্ধাখ্যেন হরিণা, তৎ বিষয়জাতম্ উপস্মরতি। কীদৃশং মনঃ? ইত্যতঃ উক্তম্, অভীক্ষ্ণং সঙ্কল্প ইতি। ভৃশমনেকার্থান্ সঙ্কল্পয়তীতি সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পকমিত্যর্থঃ, লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ, শব্দস্বভাবাদ্বা। অভীক্ষ্ণং—নিত্যং ভৃশং, সঙ্কল্পশ্চ ভবতি। তস্মাদনিরুদ্ধস্য

স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি। উপনিষদং ভো ব্রূহীতি। উক্তা ত উপনিষৎ। ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি। তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা। বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্। যো হ বা এতামুপনিষদমেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

ইতি তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

হরেরেব উপদেশ ইত্যর্থঃ। তস্যোপাস্যগম্ অন্বর্থং নামাহ, তদ্ধেতি। তৎ—ব্রহ্ম, তদ্বনং নাম—ততত্বাৎ ব্যাপ্তত্বাৎ, বননীয়ত্বাৎ ভজনীয়ত্বাৎ, তদ্বনমিতি নামবৎ। তনোতেস্ত্যজি-যজি-তনিভ্যো ডর্ত্তির্বাতি ডর্তিপ্রত্যয়ঃ। বনতেরকারঃ। তচ্চ তৎ বনঞ্চেতি তদ্বনমিতি। হেতি—প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

তদ্বনমিত্যুপাসকস্য ফলমাহ, স য ইতি। সঃ—প্রসিদ্ধোঽধিকারী, এতৎ—ব্রহ্ম, এবং—তদ্বনমিত্যেবংরূপেণ, বেদ; এনং—তদ্বনত্বজ্ঞানিনং, সর্ব্বাণি ভূতানি অভিবাঞ্ছন্তি; সর্ব্বাপেক্ষিতো ভবতীত্যর্থঃ। এবং শ্রুত্বা পুনর্ব্রহ্মাণং পৃচ্ছত্যুমাপতিঃ, উপনিষদং ভো ব্রূহীতি। ভোঃ—ব্রহ্মন্!, উপনিষদং সপ্রতিষ্ঠাং সায়তনাং ব্রূহীত্যপৃচ্ছদিতি শেষঃ। কিমুপনিষৎপ্রতিপাদ্যং পৃচ্ছসি, উত উপনিষদুৎপন্নবিদ্যায়া অবস্থানকারণং, কিংবা বিদ্যায়াঃ কারণম্? ইতি হৃদি বিকল্প্য ক্রমেণোত্তরমাহ, উক্তা ত ইতি। তে—তুভ্যম্। ব্রাহ্মীং—ব্রহ্মবিষয়াম্। বাবেতি—অবধারণে। তে, উপনিষদম্—উপনিষৎস্বরূপম্, অব্রূম—অবোচাম, ইতি ব্রহ্মোবাচেতি বোধ্যম্; 'ব্রহ্মেতি হোবাচ' ইত্যাদিনা ব্রহ্মস্বরূপোক্তেঃ, তত্র বক্তব্যং কিমপি নেতি ভাবঃ। তস্যৈ—তস্যাঃ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, তপো দমঃ কর্ম্ম চ প্রতিষ্ঠা তপঃ—ব্রহ্মচর্য্যাদি শাস্ত্রপর্য্যালোচনং বা। দমঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। কর্ম্ম

স্তু—বর্ণাশ্রমোচিতং ক্রিয়ানুষ্ঠানম্' প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠাহেতুঃ। তপ-আদিম্বৎসু বিদ্যা প্রতিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। বেদাঃ—ঋগ্‌দ্যাঃ, তদনুকূলগ্রন্থাশ্চ। 'শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্' ইতি ষড়ঙ্গরূপসর্ব্বাঙ্গানি। সত্যং—মীমাংসা। আয়তনম্—উৎপত্তিস্থানম্। তস্যা ইত্যনুষঙ্গঃ, বিদ্যায়া ইত্যর্থঃ। এতদুপনিষজ্জ্ঞানিনঃ ফলমাহ, য ইতি। যঃ—অধিকারী, এতামুপনিষদং বেদ, স পাপ্মানমপহত্য, অনন্তে—দেশকালগুণাপবিচ্ছিন্নে, স্বর্গে—স্বরূপভূতসুখজ্ঞানাত্মকে, লোকে প্রকাশরূপে, জ্যেয়ে—শ্রেষ্ঠে, ব্রহ্মণীতি যোজ্যং, প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি—দ্বিরুক্তিঃ সর্ব্বাবধারণার্থা ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তগুণপূর্ণায় দোষদূরায় বিষ্ণবে।
নমঃ শ্রীপ্রাণনাথায় ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনে ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিকৃত-তলবকারোপনিষৎখণ্ডার্থঃ সম্পূর্ণঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

ওঁ তৎ সৎ পরমাত্মনে নমঃ।

তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ।

অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।

প্রথম খণ্ড।

অন্বয়।

[বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহিত।]

মনঃ [মন] কেন [কাঁহা কর্ত্তৃক] প্রেষিতং (সৎ) [প্রেরিত হইয়া] ইষিতং (=ইষ্টং, প্রতি) [ইষ্টের প্রতি] পততি [পতিত হয়] ? প্রথমঃ প্রাণঃ [প্রথম বা মুখ্য প্রাণ] কেন [কাঁহা-কর্ত্তৃক] যুক্তঃ (সন্) [নিযুক্ত হইয়া] প্রৈতি [প্রকৃষ্টরূপে গমন করে] ? (জনাঃ) [জনগণ] কেন ইষিতাম [কাঁহা-কর্ত্তৃক পরিচালিত] ইমাং বাচং [এই বাক্যকে] বদন্তি [বলে] ? উ (=ভোঃ ব্রহ্মন্ !) [হে ব্রহ্মন্ !] কঃ দেবঃ [কোন্ দেবতা] চক্ষুঃশ্রোত্রং [চক্ষু ও কর্ণকে] যুনক্তি [নিযুক্ত করেন] ? ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

ব্রহ্মন্ ! মন [সাধু অসাধু,—ভাল মন্দ, কত কি ইচ্ছা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু] কাঁহার পরিচালনায় [সে সেই] ঈপ্সিত বিষয়ের দিকে পতিত হয় ? মুখ্যপ্রাণ-[ও] কাঁহার নিয়োগে [স্বকার্য্যের অভিমুখে] অগ্রসর [হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করেন] ? বাক্যকে কে পরিচালিত

করিলে, [জনগণ] এই [লৌকিক বা বৈদিক] বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হয় ? [আর] কোন্ দেবতা-[ই বা] চক্ষু ও কর্ণকে [নিজ নিজ কার্য্যে] নিযুক্ত করেন ? ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।

তলবকারোপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ—সামবেদীয় তলবকারশাখার অন্তর্গত বলিয়া, আমাদিগের আলোচ্য এই উপনিষদের একটি নাম 'তলবকারোপনিষৎ,' আর 'কেন' এই পদে আরম্ভ বলিয়া, আর একটি নাম 'কেনোপনিষৎ'।

উপনিষৎ—উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্=উপনিষৎ। 'উপ+নি+সদ্' ধাতুর অর্থ অবসাদন। যাহা সংসারের অবসাদন করে, যাহার সেবায় বা যাহার আলোচনায় জীবের সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার নাম উপনিষৎ। ভগবৎ-পূজ্যপাদ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তদীয় বৃহদারণ্যকভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ, উপ-নি পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ, তাদর্থ্যাদ্‌গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদুচ্যতে।"

বস্তুত কায়মনোবাক্যে যিনি উপনিষদের সেবা করিতে শিখিয়াছেন উক্ত বাক্যের সত্যতা তাঁহারই প্রতীতিগোচর হইয়াছে। উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু, শ্রদ্ধাসংযতচিত্তে উপনিষদের আলোচনা বা সেবা করিতে করিতে সেবকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট সংসারের প্রভাব বা আধিপত্য থাকিতে পারে না।

অভ্রভেদী হিমালয়, সুদূরবিস্তারী প্রান্তর, অনন্ত আকাশ, বিশাল সমুদ্র, প্রকৃতির এই সকল প্রকাণ্ড দৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কবি বা ভাবুকের হৃদয়দর্পণে যে মহাভাবের ছায়া পতিত হয়,—যে সংসারের অতীত—জগতের অতীত অলৌকিক বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়, আর তখনই যেমন সেই কবি বা ভাবুকের হৃদয় হইতে সংসারের জ্বলন্ত মূর্ত্তি অনেক দূরে চলিয়া যায়, উপনিষদের অক্ষরপংক্তির মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য যত্নবান্ হইলেও, সেইরূপ কি-এক মহাভাবের আভাস সাধকের উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে, আর সেই সঙ্গে তাঁহার সংসারের সাধ শিথিল হইয়া যায়। এ আভাস আর

কিছুর নহে, এ আভাস সেই ব্রহ্মবস্তুর—যাঁহাকে পাইলে আর কাহাকেও পাইবার ইচ্ছা হয় না, যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না, আর যাঁহার সুখ আস্বাদন করিলে আর কাহাকেও সুখের বলিয়া মনে হয় না ;—

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥"

ভূখণ্ডের অপরাপর বিভাগে এ পর্য্যন্ত যে সকল মৌলিক দর্শনগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের অতিপ্রাচীন এই উপনিষদের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া দেখিলে, সেই সকল দর্শন, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের জলন্ত জ্যোতির নিকট খদ্যোতিকার ক্ষীণদীপ্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। সে সকল দর্শন তোমার জীবনে মরণে শান্তিদানে সমর্থ নহে, কিন্তু উপনিষৎ তোমার জীবনে মরণে শান্তিদান করিবে।

কেনোপনিষদের দেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ।

কোন মন্ত্রের বিনিয়োগকালে সেই মন্ত্রের দেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ প্রভৃতির উল্লেখ আবশ্যক। যে উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রের বিনিয়োগ, দেবতাদির উদ্দেশ বা নামোল্লেখ ব্যতিরেকে, সেই মন্ত্র সেই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। * এই কারণে টীকাকার শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি যখন যে উপনিষন্মন্ত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্বীয় গুরু ও অভীষ্টদেবতার স্মরণনতিরূপ মঙ্গলাচরণের পরেই, সর্ব্বপ্রথমে সেই উপনিষদের দেবতা, ঋষি ও ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

যিনি যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা, অথবা যিনি যে মন্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য, তিনি সেই মন্ত্রের দেবতা। সর্ব্বেশ্বরের প্রেরণাবশে যাঁহাদিগের হৃদয় হইতে যে মন্ত্রের আবির্ভাব, যাঁহারা যে মন্ত্রের দ্রষ্টা বা আদিপ্রবর্ত্তক, তাঁহারা সেই মন্ত্রের ঋষি। আর ভাববিশেষ বা উচ্ছ্বাসবিশেষ অভিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অক্ষরাবলী বা মাত্রাসমূহের যে এক একটি যোজনাবিশেষ, সেই এক একটি যোজনাবিশেষই এক একটি ছন্দঃ।

* সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধির "ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ" ইত্যাদি স্থলের টীকায়, উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণবচনাদি উদ্ধৃত আছে।

একদা ভগবান্ ভবানীপতি, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার সেই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, সেই প্রশ্ন ও সেই উত্তর—সেই শিববিরিঞ্চিসংবাদই, এই কেনোপনিষৎ। সুতরাং সেই শিব ও বিরিঞ্চি, উভয়ে এই উপনিষন্মন্ত্রের ঋষি। কেন না, তাঁহাদিগেরই হৃদয় হইতে ইহার আবির্ভাব,—তাঁহারাই ইহার দ্রষ্টা ও আদিপ্রবর্ত্তক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহার দেবতা কে?—ইহার দেবতা বিষ্ণু। কারণ, এই কেনোপনিষদে ব্রহ্মশব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ বা আবৃত্তি সহকারে যাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি বিষ্ণু,—বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। যেহেতু সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতেই ব্রহ্মশব্দের রূঢ়ি।

শব্দের বৃত্তি তিনপ্রকার;—মুখ্যবৃত্তি, লক্ষণা বৃত্তি ও গৌণী বৃত্তি। মুখ্য-বৃত্তি আবার দুইপ্রকার;—রূঢ়িবৃত্তি ও যোগবৃত্তি। * তন্মধ্যে রূঢ়িবৃত্তিরই সর্ব্বাধিক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। † যে বৃত্তি, প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে শব্দের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহার কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া, উহার অনাদি-পরম্পরাগত অর্থকে উপস্থাপিত করে, তাহার নাম রূঢ়িবৃত্তি। ‡

এক্ষণে যদি বল, ব্রহ্মশব্দের রূঢ়িবৃত্তি বিষ্ণু ভিন্ন হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি প্রভৃতি অন্যান্য অর্থও ত উপস্থাপিত করিয়া থাকে, অতএব হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি প্রভৃতিও ত উহার রূঢ়িসিদ্ধ অর্থ? ইহার উত্তর এই যে, ওই সকল অর্থ

---

* তত্র তাবন্মুখ্য-লক্ষণা গুণ-ভেদেন ত্রিধা শব্দবৃত্তিঃ। মুখ্যাপি রূঢ়িযোগ-ভেদেন দ্বিধা।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০। ৮৭।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা।

† তত্র রূঢ়েরেব মুখ্যত্বাৎ।

ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১ সূত্রের মধ্বভাষ্যের জয়তীর্থকৃত-টীকা।

‡ তত্র রূঢ়িত্বং নাম প্রকৃতিপ্রত্যয়রহিতার্থত্বে সতি অনাদিপরম্পরাগতত্বম্। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০। ৮৭।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার দীপিকা-দীপন।

৩য় ভাগ।] পৌষ, ১৩০৬। [৯ম সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১০।২ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা - মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY
at 'Hari-Press', 15 Musjidbari Street, Calcutta

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থায়" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।৹ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১২ইয়ের মধ্যে কাগজ না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।৹ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥৹ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥৹ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ॥৵৹ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন।

পন্থা কার্য্যালয় ৩৯।১ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, হইতে ১২০।২ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটে পরিবর্ত্তন করা হইল।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

দিন দিন পন্থার কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ার ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবের শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাসকে সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করা হইল।

সবিনয় নিবেদন।

পন্থার প্রায় অধিকাংশই গ্রাহক মহোদয়গণ বার্ষিক মূল্য দানে বাধিত করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি যাঁহারা পন্থার বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎপর মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাহার বার্ষিক মূল্য অতি যৎসামান্য ইহা আদায়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে লজ্জা বোধ করি। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদিগকে এরূপ বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না।

উপনিষদ্।

যে সমস্ত গ্রাহকগণ উপনিষদ সহ পন্থা লইয়া থাকেন তাঁহারা বৎসর মধ্যে অর্থাৎ অ[illegible]ী চৈত্র মধ্যে বার ফর্ম্মা উপনিষদ্ পাইবেন। যদি কোনও মাসে উপনিষদ্ সহ পন্থা না পান, তাহা হইলে আমাদিগকে পত্র লিখিবার আবশ্যক নাই।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্।

পণ্ডিতবর শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভুপাদ

ও বাগ্মিবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত।

শ্রীরূপগোস্বামি রচিত মূল, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত টীকা, শান্তিপুরনিবাসী *শ্রীমদনগোপাল গোস্বামি প্রভুপাদ কৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা* এবং সুবিস্তৃত সূচীপত্রাদি সম্বলিত। শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব ও ভগবানের বহুবিধ অবতার প্রভৃতির গূঢ়রহস্য এই গ্রন্থেই জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই গ্রন্থই পড়িতে হয়। এই গ্রন্থ পাঠ না করিলে, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কোন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থেরই যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সোণার জলে সুন্দর বিলাতী বাঁধাই। মূল্য ২৲।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

বাগ্মিবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত।

মহানুভব-বৃন্দাবনদাস বিরচিত উক্ত গ্রন্থখানি আড়াইশত বৎসরেরও অধিক দিনের পুরাতন পুঁথি মিলাইয়া বিবিধ পাঠান্তর, সংস্কৃত শ্লোকসমূহের টীকা, বঙ্গানুবাদ এবং সুবিস্তৃত সূচীপত্রের সহিত উত্তম কাগজে ও নূতন বড় অক্ষরে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পয়ারাংশের ভাবব্যাখ্যা, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত অভিধান এবং গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতি পরিশিষ্ট-গ্রন্থে মুদ্রিত হইতেছে। এখন যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা পরিশিষ্ট গ্রন্থ বিনা-মূল্যেই পাইবেন। বাজারে এখন যে সকল "শ্রীচৈতন্যভাগবত" অল্পমূল্যে পাওয়া যায়—সম্পাদকগণের দায়িত্ববোধ না থাকায় এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন, তাহাতে যে কত স্বকপোল কল্পিত ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের যে কতদূর অপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই মহাগ্রন্থের এরূপ সংস্করণ আর হয় নাই। এখন মূল্য—রাজসংস্করণ ২৷৹; গার্হস্থ্য সংস্করণ ১৷৹। পরে মূল্য বৃদ্ধি হইবে, ডাকে লইলে মাশুল।৵৹।

শ্রীমাণিকচাঁদ গোস্বামী।

৩৯।১ নং সিম্‌লা ষ্ট্রীট, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির; কলিকাতা।

▪ মহৎ অনুষ্ঠান! বিরাট আয়োজন!!

মহাকবিকালিদাসেরগ্রন্থাবলী

কেনা জানেন যে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর কেবল অনুবাদ পাঠে কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন হয় না, অনুবাদ পাঠ করা আর উহা না করা, একই কথা। তজ্জন্য অগ্রে বঙ্গাক্ষরে মূল, তন্নিম্নে প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় ও মল্লিনাথ কৃত টীকা, তৎপরে বিশুদ্ধ মার্জ্জিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থাবলীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টার ক্রটী করা হয় নাই। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট

১৩ খানি গ্রন্থের নাম যথা—

রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, শ্রুতবোধ, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক;

সমগ্র গ্রন্থাবলীর আকার বৃহৎ ডিমাই ৮ পেজি, সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৭২ পৃষ্ঠা।

মুদ্রণকালীন সমগ্র গ্রন্থাবলীর মূল্য ১৬৲ টাকা ছিল, তাহাই যথেষ্ট সুলভ। এখন আবার তিনমাসের জন্য সমগ্র গ্রন্থাবলীর মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইল। ডাকমাশুল ১৲ এক টাকা। নবরত্ন কার্য্যালয়াধ্যক্ষ

শ্রীহরিদাস নন্দন, ১০৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শত অনুরোধ একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!

একশিরা প্রভৃতির অব্যর্থ মাদুলি।

আমার এই ঔষধ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে অনেক পরিশ্রমে আনিত। ইহা একশিরা, শিরোপিড়া, শ্লীপদ এবং গলাফুলা প্রভৃতিতে ব্যবহার করিলে দৈবশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। যাহারা একশিরা ব্যামতে বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছেন, এবং অল্পদিন হইল হইয়াছে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হয়, এই মাদুলী ধারণ করিলে অতি শীঘ্রই সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এমন কি অনেক সময় প্রসূতিরা সুতিকা নহে শরীরে জল সঞ্চার হইয়া কষ্ট পান; এই মাদুলী ধারণে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। উপকার না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। বিশেষ নিয়ম মাদুলীর সঙ্গে নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য। মূল্য।/১০ ভিঃ পিঃ।০ আনা মোট ॥/১০ আনা মাত্র।

সেখ শ্রীজনাবআলি।—সাং দপ্তরীপাড়া, মির্জ্জাপুর; কলিকাতা।

সুধাসিন্ধু প্রেসডিপজিটারি।

৯৮।৩ অপার চিৎপুররোড।

এখানে প্রায় সর্ব্বপ্রকার হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ পাওয়া যায়। মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন সহকারে সরবরাহ করিয়া থাকি। মূল্য সম্ভবপর সুলভ।

শ্রীগোবিন্দলাল দাস।

নন্দন-কুসুম তৈল।



যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তৈল ব্যবহারে অবশ্য উপকার পাইতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে একান্ত উপকারক ও বিবিধ সুগন্ধি পদার্থসমষ্টি দ্বারা এই "নন্দন-কুসুম" তৈল প্রস্তুত করিয়া, বহুদিন হইতে ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিতেছিলাম। বহুস্থলে নিঃসন্দেহরূপে পরীক্ষায় জানিতে পারিয়াছি যে এই তৈল কেশের অকাল পক্কতা, কেশক্ষয় (চুল উঠিয়া যাওয়া), টাক পড়া, কেশভূমির স্ফুটন অর্থাৎ চুলের গোড়ার চামড়া ফাটা ফাটা হইয়া খুস্কী উঠা, কেশদদ্রু, কেশের পিঙ্গলবর্ণতা অর্থাৎ কেশ কটা হওয়া এবং মস্তকঘূর্ণন, মাথা দপ্ দপ্, ঝন্ ঝন্ করা, কাণ ভোঁ ভোঁ করা, মন হু হু করা মনের অস্থিরতা, সর্ব্বদা উৎকট চিন্তা, অনিদ্রা, মনের ভ্রান্তি, মূর্চ্ছা মত্ততা ও হস্তপদতলের জ্বালা প্রভৃতি বাতপিত্ত জনিত সকল প্রকার রোগের আশু উপকারক। বিশেষতঃ ইহা ব্যবহারে অল্পদিন মধ্যেই কেশ ঘন, চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ হইয়া থাকে।

একশিশি তৈলের মূল্য ১৲ একটাকা মাশুলাদি ।৵০ ছয়আনা। এক ডজন ১০৲ দশটাকা; অর্দ্ধ ডজন ৫৷০ সাড়ে পাঁচ টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

রতি-রঞ্জন।

বহুকালব্যাপী বহুপরীক্ষায় পরীক্ষিত, বঙ্গদেশের বহু বহু নর নারীর নিকট সুপরিচিত এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ এই "রতি-রঞ্জন" নামক ঔষধ রসায়ন ও বাজীকরণ কার্য্যে যেমন অদ্বিতীয়, তেমনি ধাতুক্ষীণ, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রক্ষয়, রজঃক্ষয়, শুক্রদুষ্টি বা রজোদোষ প্রভৃতি পীড়ার আশু প্রতিকারক। ধাতুর তারল্য, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শীঘ্র শীঘ্র রেতঃস্খলন, প্রভৃতিতে একসপ্তাহমাত্র "রতি-রঞ্জন" ব্যবহার করিলে প্রচুর ফল দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্রতারল্য জন্য যাঁহারা সন্তানের মুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন, এই পুষ্টিবর্দ্ধক রসায়ন সেবনে তাঁহারা সেই শুক্রতারল্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুত্রমুখদর্শনে সমর্থ হইতে পারিবেন।

মূল্য ২৲ দুইটাকা, ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা।

এচ্, ডি, নন্দন এণ্ড কোং।

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া; কলিকাতা।

ওঁ
পন্থা
মহা জনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। { পৌষ, ১৩০৬ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

জীবন্মুক্তির পরে।

(৭ম সংখ্যার ১৯৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(২)

সাধক যখন সাধন মন্দিরের চূড়ায় জীবন্মুক্তির স্নিগ্ধ আলোকে স্নাত হইতে থাকেন, তখন তাঁহার নয়নের সন্মুখে দুইমুখে দুইটী পথ প্রবাহিত দেখিতে পান। একটী নির্ব্বাণের পথ, আর একটি সেবার পথ। Voice of the Silence গ্রন্থে এ দুই পথের যে সুন্দর নির্দ্দেশ আছে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার ভাবার্থ এইরূপ;—

"সংজ্ঞা (বোধি) অনন্ত জ্যোতিঃ আহরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে যে নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহা বিনাশের নামান্তর। তাহাতে গতাগতি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা করুণা নিঃশেষিত হইয়া যায়। যে সিদ্ধ

য়ের মহিমায় আপনাকে মণ্ডিত করেন, তিনি জীবের উদ্ধার সাধনে হায় হইতে পারেন না। হায়! ব্যষ্টির জন্য কি সমষ্টি উৎসন্ন হইবে? একের কল্যাণের জন্য কি সমগ্র মানবের কল্যাণ নিরুদ্ধ থাকিবে? এই নির্ব্বাণের পথ আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার পথ; ইহা অনাবৃত (সাধারণ) পন্থা। রহস্য পথের পথিক বোধি-সত্ত্বগণ, পরম কারুণিক বুদ্ধগণ, এই পথ পরিহার করেন। জীবের হিতার্থে দেহ বহন করা প্রথম সোপান। ছয় পারমিতা আয়ত্ত করা দ্বিতীয় সোপান। যিনি নির্ম্মাণকায়ের দীনবেশে বিভূষিত হন, তাঁহাকে জীবের পরিত্রাণের জন্য আপনার অনন্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। নির্ব্বাণের ভূমানন্দের অধিকারী হইয়া সে আনন্দ পরিবর্জ্জন করা—ইহাই এই পথের সর্ব্বোচ্চ শেষ সোপান। সেবার পথে ইহার উপর আর নাই। ইহাই জীবের হিতার্থে আত্মোৎসর্গকারী সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণের মনোনীত রহস্যপথ।”

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নির্ব্বাণের পথ অনন্ত সুখময়। সে পথের পথিককে জরা জন্ম মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর সংসারে আর পদার্পণ করিতে হয় না। তিনি জগতের দুঃখ দহনের অতীত হইয়া কর্ম্মচক্রে নিপীড়িত জীবমণ্ডলীর সংস্পর্শ হারাইয়া, একান্তে নিশ্চিন্তে ভূমানন্দ অনুভব করেন। কিন্তু যিনি সেবার পথের পথিক, যিনি জীবের হিতব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত, যিনি সংসারের দুর্ভর দুঃখভার নিজ স্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত, যিনি হৃদয়ব্যাপী করুণার বশে অসংখ্য জীবের দুঃখের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রসুখ তুচ্ছ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিবার জন্য দেহবন্ধ স্বীকার করিতে হয়। আর জীবকে নানা দুঃখের অঙ্কুশ তাড়নায় নিপীড়িত দেখিয়া করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যত দিন একটী জীবও সংসারজালে নিবদ্ধ থাকিবে, তত দিন আমি নির্ব্বাণের সুখ তুচ্ছ করিব। যত দিন জগতে একটী প্রাণীরও উষ্ণশ্বাস প্রবাহিত হইবে, একটী জীবেরও শুষ্কনেত্রে অশ্রুবারি বিগলিত হইবে, তত দিন আমি মহিমামণ্ডিত মুক্তিপথের পথিক হইব না।

এই দুই পথের কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর তাহার বিচার করিবার শক্তি সাধারণ জীবের নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবগণ যে সংসার পথে অন্ধের ন্যায় পথভ্রান্ত হইতেছে না, তাহারা যে ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত সাধন

পথে বিপন্ন হইতেছেনা, ইহা সেবার পথের পথিক, জীবের হিতব্রতধারী, পরম-কারুণিক জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের কৃপারই ফল। অতএব, অন্ততঃ, স্বার্থানুরোধে আমাদের পক্ষে যে এই সেবার পথই শ্রেষ্ঠতর বোধ হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে এই সেবার পথ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। সাধক যাহাতে সিদ্ধির প্রাক্কালে নির্ব্বাণের পথ পরিহার করিয়া এই সেবার পথ গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন দেখা যায়। বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণী বুদ্ধদিগকে 'প্রত্যেক বুদ্ধ' বলা হয়। 'প্রত্যেক বুদ্ধ' নিন্দাবাচক শব্দ। যাঁহারা জীবের দুঃখে উদাসীন হইয়া আপন নির্ব্বাণসুখে নিমগ্ন থাকেন তাঁহাদিগকে 'প্রত্যেক বুদ্ধ' বলে। 'ধর্ম্মপদ' প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এ কথার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম্মে এ ভাব যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। তবে ততটা পরিস্ফুট নহে, যেন চাপা পড়িয়া আছে। কোন কোন হিন্দু দার্শনিকের মতে একজন জীবও বদ্ধ থাকিতে কাহারই মুক্তি হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে জগতের আদি হইতে এপর্য্যন্ত একজনও মুক্ত হন নাই; জনক, শুকদেবও নহেন। তাঁহাদিগকেও বদ্ধ জীবগণের অনুরোধে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। কারণ আত্মা যখন এক অখণ্ড বস্তু, তখন তাহার কোন অংশে একটু মায়ার দাগ থাকিতে কেহই মুক্তনামের যোগ্য হইতে পারে না। যখন মায়ার দাগ একেবারে মুছিয়া যাইবে, অবিদ্যার আবরণ একেবারে অপসারিত হইবে, তখনই জীবন্মুক্ত জীব মুক্তনামের অধিকারী হইবে। এক ব্যক্তিও বদ্ধ থাকিতে এরূপ মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেহের একাংশ রোগ-গ্রস্ত থাকিলে তাহাকে কি সুস্থ বলা যায়?

কিন্তু একথা আমি বলিতে বাধ্য যে, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে মুক্তির উপরই সবিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এইরূপ মুক্তির ইচ্ছা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার নামান্তর। স্বধর্ম্মনিরত স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মত সূক্ষ্মদর্শীর নজীর পাইয়া আমি এ কথা বলিতে সাহস করিতেছি। ভূদেব বাবু এইরূপ লিখিয়াছেন—"তখন (পূর্ব্বকালে) এক জীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি, সুতরাং সকলের মুক্তির পথ না হইলে কোন [illegible]নেরও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাসও দৃঢ়তর

ছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ মতবাদ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং জ্ঞানযোগী পুরুষেরাও ইদানীং যে যাহার আপন আপন আত্মার নিঃশ্রেয়স সাধনে যত্নবান হইয়া পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দুষিত হইতেছেন।"

এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্য, যিনি একরূপ আধুনিক কালে হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই তত্ত্বদৃষ্টি সম্পন্ন বেদান্তাচার্য্যও এই দুই পথের (নির্ব্বাণের পথ ও সেবার পথের) উল্লেখ না করিয়া সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভেদ করিয়াছেন (ব্রহ্ম সূত্র, ৪র্থ পাদ, ৪র্থ অধ্যায়।) তিনি মুক্তিকে "ব্রহ্মৈক্য সিদ্ধি" (বন্ধ-নিবৃত্তি) বলিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হয়;) "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভি নিষ্পদ্যতে" (সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়) এই সকল উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে সাধক স্বারাজ্য সিদ্ধি লাভ করেন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি সংকল্পা এবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিং আবহন্তি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। আপ্নোতি মনসস্পতিম্ বাক্‌পতি শ্চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতি-র্বিজ্ঞান পতিশ্চ ভবতি" (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম উপাসক যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে সঙ্কল্প মাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হয়েন; সকল দেবগণ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন, সকল লোকে তাঁহার ইচ্ছাগতি হয়। তিনি বাক্য, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি হয়েন; কারণ তাঁহার সম্বিৎ সকল জীবে সম্প্রসারিত হইয়া তাহাদিগের বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা রূপে অবস্থিত হয়।) এরূপ সাধকের আর আবৃত্তি হয় না। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া নির্ব্বাণের অধিকারী হন।

"ব্রহ্মনা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ প্রলয় উপস্থিত হইলে কৃতকৃত্য হইয়া ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। এ পথের পথিকেরা শেষ নির্ব্বাণের সীমায় উপনীত হয়েন। অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার শেষ ফল অভিন্ন। কেবল সেই ফললাভে

পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভেদ মাত্র। তাঁহার কথিত নির্ব্বাণ বৌদ্ধ ধর্ম্মোক্ত 'প্রত্যেক বুদ্ধের" অবস্থা প্রাপ্তি মাত্র। তাই বলিতেছিলাম যে যতদূর দেখা যায় হিন্দু ধর্ম্মে নির্ব্বাণের উপরই প্রবল ঝোঁক। সেবার পথের প্রসঙ্গ কদাচিৎ কোথাও পাওয়া যায়।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে এই সেবার পথের ভুয়ঃ উল্লেখ না থাকিলেও স্থানে স্থানে এ প্রসঙ্গের সুস্পষ্ট সূচনা লক্ষিত হয়। তাহার কয়েকটী মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৩২ সূত্রটী এইরূপ :—"যাবদ-ধিকারম্ অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ (অধিকারী পুরুষগণ অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।) এ সূত্রের শঙ্করাচার্য্য এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—

"ব্রহ্মবিদামপি যেষাংচিৎ ইতিহাস পুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথাহি অপান্তরতমা নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষিঃ বিষ্ণুনিয়োগাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সংবভূব। ভৃগ্বাদীনাং অপি ব্রহ্মণ এব মানস পুত্রানাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। এবমেব দক্ষ নারদ প্রভৃতীনাং ভুয়সী দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। × × এবমপান্তরতমঃ প্রভৃতয়োপি ঈশ্বরা পরমেশ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু নিযুক্তা সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্ দর্শনে কৈবল্য হেতৌ অক্ষীত কর্ম্মাণে যাবদধিকার-মবতিষ্ঠতে। তদবসানে চ অপবৃষ্যন্তে।"

\+ \+ \+ \+

অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায় যে কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ (জীবন্মুক্ত) দেহান্তর স্বীকার করেন। যেমন অপান্তরতমা নামে পুরাতন বেদাচার্য্য ঋষি, বিষ্ণুনিয়োগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বরুণের যজ্ঞে আবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপ দক্ষ, নারদ প্রভৃতির ভুয়োভুয়ঃ দেহান্তর গ্রহণ শুনা যায়। এমতে অপান্তরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণ পরমেশ্বরের নিয়োগে বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ-সাধক ব্রহ্মজ্ঞান সত্ত্বেও অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন ; অধিকার শেষ হইলে পরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এইরূপ অধিকারী পুরুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেবর্ষি-নারদ। বহু যুগযুগা-ন্তর পূর্ব্বে নারদ অপূর্ব্ব সাধনা বলে নির্ব্বাণ লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অতল নির্ব্বাণ সাগরে নিমগ্ন

হইতে সম্মত হন নাই। সেইজন্য আমরা দেখি যে যদিও তিনি দেব-ঋষি এবং স্বভাবতঃ মানবের সহিত সম্পর্কহীন, তথাপি কেবল জীবের প্রতি অপার করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জগন্ময় নিয়ত হরিনামামৃতের উৎস খুলিয়া দিতেছেন; আর যেখানে যে সাধক আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও সাধন পথে বিঘ্ন বিপত্তি অনুভব করিতেছেন, নারদ বিধিমতে তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পঞ্চম বর্ষীয় অনাথ শিশুকে কে পদ্মপলাশলোচন হরির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল? জননী-জঠর-স্থিত ভক্তাবতার প্রহ্লাদকে কে ইন্দ্রের বজ্রাঘাত হইতে বাঁচাইয়াছিল? অধিকারী পুরুষ নির্ব্বাণ-পরাঙ্মুখ দেবর্ষি-নারদ। আধুনিক কালে আমাদের দেশে নারদের একটা প্রকাণ্ড অপবাদ রটিয়াছে। এ জগতে যত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে, তিনিই সকলের মূল। কলহে তাঁহার প্রধান আমোদ। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে এ অপবাদ ভিত্তিহীন বুঝা যাইবে। যে কলহে জগতের হিতসাধন হয়, যাহার ফলে ধরণীর ভার লাঘব হয়, যে কলহ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রাণপণ যুদ্ধ অথবা ফলোন্মুখ দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল, নারদ সেই কলহের সূচনা করিয়া দিয়া জগতের অজস্র কল্যাণ সাধন করেন।

অধিকারী পুরুষের অপর দৃষ্টান্ত মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশে কোন্ কোন্ মন্বন্তরে কে কে মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি হইবেন বা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এ বিবরণ অলীক উপাখ্যান নহে। প্রত্যেক মনু ও সপ্তর্ষিগণ পুরাকল্পের জীবন্মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষ। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নির্ব্বাণ তুচ্ছ করিয়া ভগবানের নিয়োগে জগৎ কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান আছেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একটী মহাপুরুষের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি পরে সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন। ইনিই অষ্টম মনু। স্বারোচিষ মন্বন্তরে (কোন্ পুরাকল্পে, যাহার বিবরণ আমরা কিছুই জানি না) ইনি সুরথ নামে রাজা ছিলেন। কিরূপে কোন্ সাধনা বলে এবং কি উপায়ে মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে তাহারই বর্ণনা আছে। তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে সুরথের এক বৈশ্যবন্ধু তাঁহারই অনুসৃত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়া নির্ব্বাণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধকপ্রবর

সুরথ নির্ব্বাণের ভূমানন্দ আয়ত্ত করিয়াও ভবিষ্য মন্বন্তরে মনুর অধিকাররূপ গুরুভার বহন করিবার জন্য কাল প্রতীক্ষা করেন।

আরও উচ্চ শ্রেণীর অধিকারী পুরুষ ইন্দ্রাদি দেবরাজগণ। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সৃষ্টি সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরিদর্শনরূপ অধিকার গ্রহণ করিয়া, পরমেশ্বরের নিদেশ অনুসারে অবস্থান করিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কল্পে কল্পে অধিকারী দেবতার পরিবর্ত্তন হয়; অর্থাৎ এ কল্পে যিনি ইন্দ্রের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, কল্পান্তে তাঁহার অধিকার পরিসমাপ্তি হইলে, অপর একজন ইন্দ্রত্বের ভার বহন করিতে নিযুক্ত হন। এইরূপ অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সম্বন্ধেও ঘটে।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, বৈদিক দেবতারা গুণময় ভগবানের এক একটী গুণের কল্পিত মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পরিচালন করিতেছেন; এ কথা অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু সত্য সত্যই দেবতারা অধিকারী মুক্তপুরুষ। অর্থাৎ মানব সাধকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াও, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতির অধিকারে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ দেবসাধকের মধ্যেও কোন কোন দেবতা নির্ব্বাণকে তুচ্ছ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের ভার স্বীকার দ্বারা জগদীশ্বরের সহায়তায় নিযুক্ত থাকেন। সাংখ্যসূত্রে "উপাসা বা মুক্তস্য" এইরূপ একটী সূত্র আছে। সাংখ্যকারের মতে বৈদিক সূক্ত দ্বারা যাঁহাদের উপাসনা করা হইয়াছে তাঁহারা ঈশ্বর নহেন, মুক্তপুরুষ; অর্থাৎ সাধনার ফলে দেবতার পদবীতে উন্নত নির্ব্বাণতুচ্ছকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ইঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত পরম কারুণিক সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণ, যাঁহারা জগতের হিতার্থে কল্প কল্পান্তর নির্ব্বাণ-সুখ পরিহার করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপাদান-তত্ত্ব।

জীবের দেহ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানগুলির হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত নাম নিম্নে লিখিত হইল যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর যে দুই প্রকার উপাদান আছে, উহাদিগের কথা হিন্দুশাস্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধে যে অণুক, দ্ব্যণুক ও ত্র্যসরেণুর কথার উল্লেখ আছে, উহারাই যথাক্রমে চিদাকাশ, মহাকাশ ও আকাশের সূক্ষ্মতম কণা।

পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ রাসায়নিক শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বলেন যে, অক্সিজন, হাইড্রোজন, অঙ্গার ইত্যাদি প্রায় ৭০টি পদার্থের অণুই মৌলিক পরমাণু। এই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সকল রাসায়নিক আকর্ষণে পরস্পর সম্বদ্ধ হওয়ায় যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমরা পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্র হইতে শিখিয়াছি। কিন্তু পরাবিদ্যা পারদর্শী ঋষিগণ বলেন যে, ক্ষিত্যপ্তেজঃ আদি সপ্ত প্রকার মৌলিক পরমাণুই জগতের যাবতীয় দ্রব্যের উপাদান কারণ।

এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের কথা ঠিক, কিম্বা, পরাবিদ্যাবিৎ ঋষিগণের কথা ঠিক। আমরা বুঝি যে, উভয়েরই কথা সত্য।

ঘরে একখানি গালিচা পাতা রহিয়াছে, আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি, কত রকম সূতায় এই গালিচাখানি নির্ম্মিত; সে দেখিল পশমের সূতা, পাটের সূতা ও তূলার সূতা, এই ত্রিবিধ সূতায় গালিচা নির্ম্মিত; সুতরাং সে উত্তর দিল যে. তিন রকম সূতায় এই গালিচা নির্ম্মিত। কিন্তু আমি ঐ গালিচা খানিতে সাদা, কাল ও হরিদ্রা ইত্যাদি সাত রকম রঙের সূতা দেখিয়া বলিলাম যে উহা সাত রকম সূতায় নির্ম্মিত। আমাদের উভয়ের কথাই সত্য; কিন্তু আমার কথার সহিত অন্যের কথার কত প্রভেদ। উভয়ের কথার প্রভেদ হইবার কারণ এই যে আমি যেটিকে বিভাগের মূলসূত্র (Fundamentum

Divisionis) ধরিয়াছি ; অন্যজন কিন্তু সেটিকে ধরেন নাই। বর্ণের পার্থক্যকে বিভাগের মূলসূত্র ধরিয়া আমি গালিচার সূতা সাত রকম বলিয়াছি, কিন্তু অন্য-জন তাহা না ধরিয়া সূতাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছেন। জগতের মৌলিক পরমাণু সম্বন্ধে রসায়নবিদ্যাবিৎ ও পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের কথায় যে পার্থক্য তাহারও হেতু এই যে একজন যেটিকে বিভাগের মূলসূত্র ধরিয়াছেন, অন্যজন সেই সূত্র ধরিয়া ভাগ করেন নাই। বহির্জ্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরস্পরের যে রাসায়নিক সম্বন্ধ তাহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণধৃত উপাদান বিভাগের মূলসূত্র কিন্তু পরাবিদ্যাবিৎ ঋষিগণ যাহা বিভাগের সূত্র ধরিয়া উপাদান কারণকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা পৃথক সূত্র। বহির্জগতের পদার্থ সমূহের সহিত চেতন পুরুষের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটি ঋষিগণধৃত উপাদান বিভাগের মূলসূত্র।

বহির্জগতের সহিত চেতন পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সাধিত হয়। ইন্দ্রিয় দুইভাগে বিভক্ত বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়। এই বাহ্যেন্দ্রিয় আবার পাঁচ-প্রকার ; শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই কয় বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি। পরা-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে দ্রব্যের শব্দ স্পর্শাদি যে পাঁচটি গুণ আছে এই পাঁচ গুণের পৃথক্ পৃথক্ আধারস্বরূপ পাঁচ প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ অণু আছে। ইহারাই শাস্ত্র কথিত পঞ্চভূত। তাঁহারা আরও বলেন যে এই পাঁচ প্রকার অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম আরও দুইপ্রকার অণু আছে যাহা বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। এই সাত প্রকার অণুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম তাহাই সকল দ্রব্যেরই চরম পরমাণু। এই চরম পরমাণুর সমুদ্রের নাম চিদাকাশ। এই চিদাকাশ ধ্যানগম্য পদার্থ। ইহাই সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। চিদাকাশের পরমাণুরাশি সমস্ত একক অর্থাৎ পরস্পর মিলিত নহে। ইহারই দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া মহাকাশের অণু সৃষ্টি হয়। এইজন্য মহাকাশের অণুর নাম দ্ব্যণুক। এই দ্ব্যণুক রাশির সমুদ্রই সাংখ্য দর্শনের অহঙ্কার তত্ত্ব।

সপ্তবিধ উপাদান কারণকে সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম বিকার ; মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ

হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতিভূত উদ্ভূত হয়। এবং এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শনের মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্বই যে যথাক্রমে চিদাকাশ ও মহাকাশ ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পাশ্চাত্য রসায়ন বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ ন্যূনাধিক ৭০টি এলিমেণ্টের উল্লেখ করিয়া বলেন যে জগতের যাবতীয় দ্রব্য এই কয় এলিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমষ্টি। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকলের পরমাণুগুলি জগতের আরম্ভ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া আছে অথবা উহারা কোন একই দ্রব্যের বিকার মাত্র এই চিন্তা অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎগণের মনে উদয় হইয়াছে। আজ-কাল অনেকে অনুমান করেন যে ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকল কোন এক অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকার মাত্র। ইহাঁদের মধ্যে গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সার উইলিয়ম টমসন বলেন যে এলিমেণ্ট সকলের এক একটি পরমাণু কোন একমাত্র সূক্ষ্ম পদার্থের ব্যাপ্ত সমুদ্রে উত্থিত এক একটি আবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি ইহাও বলেন যে এই রূপ আবর্ত্তে যে আবর্ত্তন-বেগ টুকু (Vortex motion) থাকে উহাই সেই পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি।

সার উইলিয়ম টমসনের এই পূর্ব্ব কথিত অনুমানটি পরাবিদ্যা পারদর্শী ঋষিগণের কথার অনুরূপ। পরাবিদ্যা চর্চ্চায় আমরা ইহা শিখি যে জগতের যাবতীয় দ্রব্যের অণুই এক চিদাকাশের বিকার মাত্র এবং এই চিদাকাশের পরমাণু সকল আবার এক অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার। অব্যক্ত প্রকৃতির ক্ষেত্রে উত্থিত এক একটি আবর্ত্তই চিদাকাশের এক একটি পরমাণু; আবার চিদা-কাশে উত্থিত আবর্ত্ত জন্য দুইটি পরমাণু একত্রে সংহত হইলে মহাকাশের পর-মাণু উদ্ভূত হয়। তার পর ঐরূপ আবর্ত্তশক্তির ক্রিয়ায় মহাকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির পরমাণু উদ্ভূত হয়।

এইখানে একটি বিশেষ কথা বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরমাণুর অন্তর্নিহিত আবর্ত্ত গতিকে যে ভাবে দেখেন পরাবিদ্যাবিদ্গণ উহাকে সে ভাবে দেখেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ শক্তিকে জড়শক্তি রূপে ভাবেন কিন্তু পরাবিদ্যা উহাকে পরমাণুর জীবন স্বরূপ বলিয়া থাকেন। চিদাকাশে উত্থিত প্রথম তরঙ্গ, কাল পুরুষের সৃজন-ইচ্ছা সম্ভূত; পরমাণুর অন্তর্নিহিত আবর্ত্ত-

শক্তি এই ইচ্ছাশক্তির রূপান্তর ও এই শক্তি নিবন্ধন প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জীব; এই শিক্ষাই পরাবিদ্যার প্রথম শিক্ষা।

আদি পুরুষের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে চিদাকাশে যে আলোড়ন জন্মে—দুগ্ধ মন্থনের আলোড়নের সহিত উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ আলোড়ন করিতে করিতে নবনীত কণা সকল যেমন দুগ্ধে ভাসিতে থাকে সেইরূপ চিদাকাশের আলোড়নে মহাকাশের অণু সকল উহাতে ভাসিতে থাকে। আবার মহাকাশের আলোড়নে আকাশের অণু সকল উদ্ভূত হয়। এই ত্রিবিধ আকাশের রহস্য বুঝিয়া পরা প্রকৃতিকে বুঝিলেই জীব পরমপুরুষার্থ লাভ করে; ইহাই সাংখ্য দর্শনের কথা; ইহাই পরা বিদ্যা।

চিদাকাশের পরমাণুতত্ত্ব অতি সুগভীর। ·।
মহাকাশের দ্ব্যণুক তত্ত্ব অতি সুগভীর। ⌣।
আকাশের ত্রাসরেণু তত্ত্ব অতি সুগভীর। ও।

সাংখ্যকার বলেন যে আকাশ তত্ত্ব হইতে বায়ু তত্ত্ব, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি তত্ত্ব প্রসূত হইয়া থাকে। তাহার পর এই সমস্ত তত্ত্ব পঞ্চীকরণ রূপ ক্রিয়া দ্বারা মিলিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। যে অণুর গুণ শব্দ তাহা আকাশের অণু, যাহার গুণ স্পর্শ তাহা বায়ুর অণু, যাহার গুণ আলোক তাহা তেজের অণু, যাহার গুণ রস তাহা জলের অণু ও যাহার গুণ গন্ধ উহাই ক্ষিতির অণু। স্থাবর জঙ্গমের পঞ্চীকৃত তনু যে শক্তি দ্বারা সংহত * হইয়া থাকে উহার নাম সংঘাত চেতনা।

খানিকটা জলের ভিতর, যদি ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী দ্বারা তড়িৎশক্তি সঞ্চালিত করা যায় তবে উক্ত জল হইতে দুই প্রকারের বাষ্প উঠে; একটির নাম অক্সিজন ও একটির নাম হাইড্রোজন। যে রাসায়নিক আকর্ষণে অক্সিজন ও হাইড্রোজন মিলিত হইয়াছিল তড়িৎশক্তির ক্রিয়ার সেই শক্তি কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়ায় উক্ত দুই পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে। সেইরূপ সজীব স্থাবর অথবা জঙ্গমের দেহ যে সংঘাত-চেতনা শক্তি দ্বারা সংহত হইয়াছে, সেই শক্তি কথঞ্চিৎ

* সংহত শব্দের অর্থ একত্র মিলিত হওয়া; অনেকগুলি একত্রে মিলিত হইয়া যে দেহ নির্ম্মিত হয় উহার নাম সংঘাত।

শিথিল করিলে এই দেহ হইতে সাত রকম পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূতের কণা সকল এবং দ্ব্যণুক ও অণুক পৃথক্ হইয়া পড়ে ইহা যোগীজন দেখিয়াছেন, তাই তাঁহারা এই সাত প্রকারের অণুকেই মূল উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তড়িৎশক্তি যেমন জলের রাসায়নিক আকর্ষণকে শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ যোগজ তড়িৎ অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া, যোগীর ধ্যানাবস্থায় দেহের সংঘাত চেতনা শক্তি শিথিল করিয়া দেয়। সেই সময় তিনি দেহ হইতে পঞ্চভূত কণার সমুত্থান, উহাদের বিশেষ বিশেষ গুণসহ উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এবং সেই সঙ্গে দ্ব্যণুক ও অণুকেরও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যোগীর এই ভূতজ্ঞান উপলব্ধি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যাহা লিখিত আছে তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্ষিত্যপ্ তেজো নিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগ গুণে প্রবৃত্তে
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নি ময়ং শরীরং।

পাশ্চাত্য একজন ডাক্তারের গবেষণা অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষিতি ভূতের অণু যে কি পদার্থ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই ডাক্তারের নাম য়েগার; ইহাঁর বাড়ী ষ্টুটগার্ডে। ইনি ভিন্ন ভিন্ন পশু ও মনুষ্যের রক্তে দ্রাবক ঢালিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দ্রাবক মিলিত হওয়ায় রক্ত হইতে যে গন্ধ পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন ভিন্ন জীবের রক্ত অনুসারে বিভিন্ন রূপ তার পর তিনি দেখেন যে কোন এক জাতীয় জীবের রক্ত হইতে যে গন্ধ পাওয়া যায়, সেই জীব শরীরের অন্যান্য অংশে দ্রাবক দিয়া ঠিক সেই রকম গন্ধই পাওয়া যায়। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবশরীরের প্রটোপ্লাজম্ যদিও একইরূপ রাসায়নিক এলিমেণ্টে গঠিত বটে তথাপি উহাদের মধ্যে এই বিশেষ পার্থক্য আছে যে একজাতীয় প্রটোপ্লাজমের গন্ধ পদার্থ অন্য জাতীয় প্রটোপ্লাজমের গন্ধ পদার্থ হইতে পৃথক্। তিনি প্রটোপ্লাজমে যে গন্ধ পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন ইহার নাম দিয়াছেন ওডরিজেন (Odorigen)। আমরাও বলি জীবদেহের গন্ধের আধার যে অণু তাহাই ক্ষিতিভূতের অণু। এই ক্ষিতির অণুই উক্ত ওডরিজেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

এই রকম Savorigen, Phosphogen ইত্যাদি আর চারিটা পদার্থ বাহির করিতে পারিলেই আমাদের পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।

এক্ষণে এক প্রশ্ন এই যে গন্ধের আধার স্বরূপ যে অণু তাহাকে ক্ষিতি নাম দেওয়া হইয়াছে কেন? রসের আধার যে অণু তাহাকে জল নাম দেওয়া হইয়াছে কেন? ইত্যাদি। ইহার উত্তর এই যে পরাবিদ্যাবিৎ যোগীগণ ইহা বুঝেন যে ভূমিজ দ্রব্যেই গন্ধঅণুর আধিক্য। জলজ দ্রব্যে রসাধার অণুর আধিক্য, অগ্নিজ দ্রব্যে তেজ-অণুর আধিক্য ইত্যাদি। সেই জন্য গন্ধাদি গুণের আধার স্বরূপ পাঁচ প্রকার পদার্থকে যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ নাম দেওয়া হইয়াছে।

সাংখ্য দর্শন মতে যখন কোন স্থাবর জঙ্গমের দেহের লয় হয় তখন ক্ষিতি জলে লয় হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় পায়। এই পর পর লয় হওয়াটা কিরূপ তাহা একটি দহন ক্রিয়া দেখিয়া বুঝা যায়। একটি বাতি যখন জ্বলে তখন উহার কঠিন অংশ প্রথমে তরল হয়, সেই তরল পদার্থ অগ্নি কণাতে পরিণত হয় এবং অগ্নিকণা বায়ুতে পরিণত হয়। বায়ুর পর উহার যে কি পরিণাম হয় তাহা আমরা সাধারণ বাহ্যেন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিতে পারি না। বায়ুর ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিতে লয় হওয়া রূপ যে ক্রম পরিণাম উহা যোগীগণ স্ফুরিত অন্তর্দৃষ্টি সাহায্যে বুঝিতে পারেন।

ক্ষিতি আদি পঞ্চ মহাভূত এবং অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বকে সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হইয়াছে; ইহার কারণ এই যে ইহারা মূল প্রকৃতির বিকার অথচ প্রসবধর্ম্মী বলিয়া প্রকৃতি শব্দ বাচ্য। মহাভূতগণ, অহঙ্কার তত্ত্ব ও মহতত্ত্ব প্রসবধর্ম্মী এই কথাটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই পরাবিদ্যার্থী, সাধনার পথ ঠিক বুঝিতে পারিবেন। ইহাঁরা জীবের জননী। মূল প্রকৃতি অব্যক্ত রূপা; ইনি জগৎ জননী। মূল প্রকৃতি আদি পুরুষের সহিত স্ব-স্বামি-সম্বন্ধে যুক্তা হইয়া প্রথমে সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্বের পরমাণু সকল প্রসব করেন। এই পরমাণু সকল একত্র সংহত হইয়া চিদাকাশের মহা সমুদ্র জন্মে। সাংখ্য শাস্ত্র মতে যেখানে সংঘাত দেখিবে সেইখানেই চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। পুরুষ বিষয়ক সাংখ্যের প্রধান সূত্র এই—

'সংঘাত পরার্থত্বাৎ চেতনস্ত'।

চিদাকাশ সমুদ্র রূপ যে পরমাণু সংঘাত তাহা উক্ত সূত্র অনুসারে একজন চেতন পুরুষের দেহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই চিদাকাশের অধিষ্ঠাতাই শাস্ত্রোক্ত হিরণ্য গর্ভ পুরুষ। ইনি মধ্যম পুরুষ।

চিদাকাশ রূপ গর্ভ হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের অণু সকল প্রসূত হয়। এই অণু সকল সংহত হইয়া মহাকাশের বিস্তৃত সমুদ্র জন্মে। "সংঘাত পরার্থত্বাৎ চেতনস্ত" এই সূত্র অনুসারে এই মহাকাশ রূপ সংঘাতের এক অধিষ্ঠাতা চেতন পুরুষ আছেন। তিনিই তৃতীয় পুরুষ বা উত্তম পুরুষ।

মহাকাশ গর্ভে আকাশের অণু সকল জন্মে; উহারা আবার সংহত হইয়া বিস্তৃত আকাশে পরিণত হয়। ইন্দ্র এই আকাশের অধিষ্ঠাতা দেবতা। আকাশ রূপ গর্ভ হইতে বায়ুর অণু সমূহ প্রসূত হয়; এই সমস্ত অণু সংহত হইয়া বিস্তৃত বায়ু সমুদ্র জন্মে। এই সংঘাত দেহের অধিষ্ঠাতা মরুৎ দেবতা।

বিস্তৃত বায়ু সমুদ্র রূপ গর্ভে অগ্নির অণু সকল জন্মে। ইহারা প্রসূত হইয়া বিস্তৃত তেজের এক সমুদ্রে সংহত হয়। অগ্নি এই সংঘাত দেহের অধিষ্ঠাতা। অগ্নির গর্ভে জলের অণু সকল জন্মে—জলের অণু সমস্ত সংহত হইয়া জলের সমুদ্র উৎপন্ন হয়; বরুণ এই সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা। জলের গর্ভে ক্ষিতির অণু সকল জন্মিয়া প্রসূত হয়; পৃথিবী এই সমস্ত ক্ষিতির অণুর সংঘাত দেহ। পৃথ্বীদেবী ইঁহার অধিষ্ঠাতা। দেবী পৃথিবী আবার নানারূপ জীব জন্তু প্রসব করিতেছেন।

আমরা যে সাত প্রকার অণুর কথা কহিলাম উহারা সকলেই সজীব পদার্থ এবং সকলেই চেতন দেবতার গর্ভ সম্ভূত, এইটি বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

'সজীব' কথাটির অর্থ এই যে যাহার ভিতরে জীবনী শক্তি আছে উহাই সজীব। এইবারে আমরা জীবনী শক্তি কথার কি অর্থ বুঝায় তাহা বলিব। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ যে শক্তি বশে গর্ভ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং সম্যক্ পুষ্ট হইয়া প্রসূত হইয়া থাকে উহাই উক্ত অণ্ডের জীবনী শক্তি। পরা-বিদ্যাবিদ্ ঋষিগণ সকল জীবের জীবনী শক্তিকেই এই ভ্রূণের জীবনী শক্তির ন্যায় দেখিয়াছেন। তাঁহারা বুঝেন যে জীবমাত্রই কোন না কোন মাতৃগর্ভস্থ মধ্যে থাকিয়া পুষ্ট হইতেছে এবং যখন সম্যক পুষ্ট হইবে তখন এক গর্ভ হইতে

অন্য গর্ভে প্রবেশ করিবে। আমার জন্মের পূর্ব্বে আমি আমার মার গর্ভে উত্তপ্ত গর্ভোদক মধ্যে ডুবিয়া সেই উত্তপ্ত গর্ভোদক হইতে ক্ষিতি অপ্‌ ও তেজের কণা লইয়া পুষ্ট হইয়াছি; তাহার পর যখন প্রসূত হইয়াছি তখন হইতে আবার আর এক মার গর্ভ মধ্যস্থ বায়ু রাশির মধ্যে ভাসিতেছি। আবার যখন মরিব তখন আবার আর এক মার গর্ভ মধ্যস্থ আকাশে জন্ম গ্রহণ করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবাটস্পেন্সার বলেন যে Life is the adaptation of internal relation of an organic body to external surroundings; এই external surroundingsকে Environment বলা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যাহাকে Environment বলিয়া বুঝেন পরাবিদ্যা মতে তাহাই চেতন কোন জননীর গর্ভ।

যে দিকে চাই, মা ছাড়া কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

যোগ সম্বন্ধে গুটি-কত কথা।

মিরট নগরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কর্ণেল অলকটের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন যোগ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কথোপকথন হয় তাহা ১৮৯৫ সালের থিওসফিষ্ট পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কথোপকথনের সারাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

স্বামীজি বলেন "যোগশাস্ত্র সত্যমূলক। যোগাভ্যাসে সিদ্ধ যোগী অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইয়া অলৌকিক কার্য্য সকল করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যোগীর এই শক্তি স্বভাবের নিয়মের বিপরীত কোন শক্তি নহে উহাও স্বভাবের নিয়মানুযায়ী সত্য জ্ঞান মূলক; স্বভাবের নিয়ম সমূহের জ্ঞান হইতেই ঐ শক্তি লাভ হইয়া থাকে।" ঐ সকল ক্ষমতা কি এখনও মানবের চেষ্টা সাধ্য এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেন—

"স্বভাবের নিয়ম অসীম ও অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা একবার মানব সাধ্য হইয়াছে অন্যও তাহাই হইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রাচীন কালে ঋষিদিগের দ্বারা

যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল আজিকার মানবের সাধ্য তাহা নহে, যদ্যপি কেহ প্রকৃতই অকপট হৃদয়ে এই যোগ বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং এই শিক্ষা জন্য যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যক, সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আজিও শিখিতে পারেন আমি ইহা নিশ্চয় বলিতেছি। কিন্তু এই যোগবিদ্যা শিক্ষা অতীব সুকঠিন। ইহা শিক্ষা করিবার জন্য অনেককে প্রথমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে দেখিয়াছি, এবং তাঁহারা যে ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাও তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনজন যোগসাধন আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা তিনজনেই অকৃতকার্য্য হয়েন দেখা গিয়াছে। তাঁহারা প্রারম্ভে বেশ কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠেন; যে প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদিগের জ্ঞানে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হওয়াতে তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় ও শেষে সাধনা ছাড়িয়া পলায়ন করেন। যত প্রকার বিদ্যা আছে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ-বিদ্যা অতীব সুকঠিন; সুতরাং, ইহা শিক্ষা করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি আজকাল অতি বিরল।”

“যোগ বলে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদিত হইবার কথা আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঐরূপ ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ প্রকৃত যোগীগণ এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে সকল স্থান মানবের গম্য নহে, সেই সকল নিভৃত স্থানে তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন কখন জন সমাজে দেখা দেন। তাঁহারা যে শরীরে আছেন সে শরীরে দেখা না দিয়া ইচ্ছামত অন্যরূপ দেহ ধারণ করিয়া কখন কখন কাহারও কাছে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যতক্ষণ না কোন মানব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষরূপ উপযুক্ত বিবেচিত না হয়েন, তাবৎ তাঁহারা কাহাকেও “গুপ্তবিদ্যা” শিক্ষা দেন না।”

“তাঁহাদের যে কত ক্ষমতা আছে তাহার একটা তালিকা দেওয়া নিষ্ফল; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের শক্তি অসীম, তবে তাঁহাদের ইচ্ছা ও ইচ্ছা শক্তির ব্যবহারের তারতম্যে তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম ও সসীম হইয়া থাকে। তাঁহারা যোগী ভাইদিগের সহিত বহু দূরে থাকিয়াও কথোপকথন

(চিন্তার পরিবর্ত্তনের দ্বারায়—বাক্যে নহে, অথবা টেলিগ্রাফ বা কোন স্থূল বস্তুর সহায়তায় নহে) করিয়া থাকেন। দূরত্ব সম্বন্ধে হয়ত একজন উত্তর মেরুতে এবং অন্যজন দক্ষিণ মেরুতে থাকিয়াও দুই জন যোগী পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে পারেন। অন্যে কি চিন্তা করিতেছে তাহা তাঁহারা সহজেই জানিতে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কোন যানের সাহায্য না লইয়া যথায় ইচ্ছা তথায় (স্থূল নহে—সূক্ষ্ম দেহে) যাইতে পারেন। যত দূরই হউক না কেন, তাঁহাদের এইরূপ গমন চক্ষের নিমেষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা জলের উপর হাটিয়া যাইতে, বায়ুতে বিচরণ করিতে ও অগ্নিতে প্রবেশ ইত্যাদি করিতে সক্ষম। তাঁহারা ইচ্ছামত নিজের দেহ হইতে বাহির হইয়া অন্যদেহে প্রবেশ করিতে পারেন (ইহাকে পরকায় প্রবেশ শাস্ত্রে বলিয়া থাকে) এবং সেই দেহে ইচ্ছামত অল্পদিন অথবা বহু বৎসর থাকিতে পারেন।

"যোগী তাঁহার আপন দেহের পরমায়ু অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘ করিতে সক্ষম হন। স্বভাবের নিয়মের বশে সেই দেহ যখন জীর্ণ হইয়া পড়াতে দেহত্যাগের প্রয়োজন হয় তখন যোগী পরকায়া প্রবেশ রূপ কৌশল অবলম্বনে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে বহুকাল থাকিতে পারেন। যোগী আপন দেহ ছাড়িয়া অন্য যে দেহ আশ্রয় করিবেন স্থির করিয়া রাখেন সেই দেহের জীবাত্মা যেমন সেই দেহটি ছাড়িবে ঠিক সেই সন্ধিকালে, যোগী আপন আত্মা সেই দেহে সঞ্চার করিয়া সেই দেহকে পুনর্জীবিত করেন এবং সেই দেহে বাস করিয়া আবার সাধনার কার্য্য করিতে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণটি উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যোগী আর সেই দেহে প্রবেশ করিতে পারেন না। জীবন সূত্র একেবারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে যোগী আর সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিতে পারেন না। পরকায়া প্রবেশ রূপ কৌশল অবলম্বনে পুরুষ যোগী কখন কখন স্ত্রী দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং স্ত্রীলোক যোগীও পুরুষ দেহ আশ্রয় করিতে পারেন। স্ত্রী দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন এইরূপ একজন যোগীকে আমি জানি; ইনি কাশীতে আছেন।*"

---

* কাশীর করুণা মা জি; ইনি এখন দেহত্যাগ করিয়াছেন।

"যোগ বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান আবশ্যকীয় কি কি সেই সম্বন্ধে স্বামীজি বলেন যে "যোগ শিক্ষা করিবার জন্য তীব্র সংযোগ প্রধান আবশ্যক। ক্ষুধার্থ ব্যক্তির ভোজনের ইচ্ছা, পিপাসার্ত্ত জনের জলপানের ইচ্ছা, যেরূপ তীব্র সেই-রূপ তীব্র ব্যাকুলতা প্রথম দরকার। দ্বিতীয়তঃ রিপু ও বাসনা সকল বশীভূত করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও সৎসঙ্গ, নির্জ্জন পবিত্র স্থানে বাস এই সমস্ত যোগ সাধনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। অজ্ঞান, অহঙ্কার, কাম, দ্বেষ ও মৃত্যুভয় এই পাঁচটি ত্যাগ করিলে তবে যোগারূঢ় হওয়া যায়।"

যোগীরা স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করেন না ইহাই কি আপনার বিশ্বাস এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেন "হাঁ ইহা নিশ্চয়; স্বভাবের নিয়মের বিপরীত কিছুই ঘটিতে পারে না; স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই হট যোগ দ্বারা কতকগুলি নিচুদরের সিদ্ধি আয়ত্ব করা যাইতে পারে এবং স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই রাজযোগ অবলম্বনে মানব প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। মানবের চরম উদ্দেশ্য যে অধ্যাত্মজ্ঞান তাহা রাজযোগ সাধনা দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পঞ্চ অগ্নি তাপ, উর্দ্ধবাহু হইয়া থাকা ইত্যাদি সমস্ত হট যোগের প্রক্রিয়া কিন্তু রাজযোগ মনের সংযম প্রক্রিয়া।"

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

টীকা।

যোগীর পরকায়া প্রবেশ সম্বন্ধে উপরে লিখিত হইয়াছে যে জীবন সূত্র দেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে যোগী আর সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিতে পারেন না, এই তত্ত্বটি একটি উপমা অবলম্বনে বেশ বুঝা যায়। উপমাটি এই—একটি জ্বলন্ত বর্ত্তিকাকে নিবাইয়া ফেল তখন উহা হইতে একটি ধূম উঠিতে থাকিবে; আর একটি জ্বলন্ত বাতির নীচে একটু দূরে নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকাটি ধর; উহা হইতে উত্থিত ধূমের রেখাটি যখন জ্বলন্ত শিখা স্পর্শ করিবে তখন অগ্নি শিখা ঐ ধূম অবলম্বনে টপ্ করিয়া নিচের বাতিতে পড়িয়া উহাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এই ধূম টুকু যখন থাকিবে না তখন আর ঐরূপে নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকাকে জ্বালা যাইবে না।

সম্পাদক।

পৌরাণিক কথা।

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ।

স্বায়ম্ভুব মনু বলিলেই বুঝিতে হইবে কল্পের প্রথম অবস্থা। প্রলয়ে ভূগোলকও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মনুর উপরোধে ভূগোলকের উদ্ধার হইল। কিন্তু ভূগোলক বলিলে, দেশবিদেশ শূন্য একরূপ Nebulousmass বুঝিতে হইবে। সেই বাষ্পমণ্ডলের ঘূর্ণন শক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই ঘূর্ণন শক্তি বলে, মণ্ডল মধ্যে নানারূপ বিভাগ হইয়া দ্বীপ, উপদ্বীপ ও সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এবং কালবশে ভূসংস্থানের দৃঢ়তা সংঘটিত হইয়াছিল।

যেমন ভূ-বিভাগ লইয়া এক বিভ্রাট, সেইরূপ জীববিভাগ লইয়াও বিভ্রাট। জীবের শরীর সংগঠন করাই এক বিষম ব্যাপার ছিল। যে উপাদানে জীব শরীর গঠিত হইবে. সেই উপাদান ইন্দ্রিয় শক্তির উপযোগী হওয়া চাই। আবার জীবের আয়ু উপযোগী জীব শরীরের স্থিতি হওয়া চাই।

ভূ সংস্থানের ভার প্রিয়ব্রতের উপর পড়িল এবং জীব সংস্থানের ভার উত্তানপাদের উপর।

কিন্তু প্রিয়ব্রতের একটি ভাল গুরু জুটিল। স্বয়ং নারদ ঋষি। নারদের মত একটি ছেলে হলেই চক্ষুঃস্থির। নিজেত বাপের কথা শুনিবেন না এবং অন্যে যাহাতে না শুনে, তাহাতেও বিশেষ সচেষ্ট। ঋষিবর সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রবৃত্তিমার্গের রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। কাযে কাযে জানিতেন যে যতই তিনি চেষ্টা করুন অকালে প্রবৃত্তির রোধ হইবে না। তবে যথাকালে সেই রোধ ফলদায়ী হইবে।

নারদ বলিলেন, প্রিয়ব্রত কর কি? প্রবৃত্তির পথে একবার চলিলে আর নিস্তার নাই। প্রিয়ব্রত অমনি হাল্ ছেড়ে দিলেন। মনু দেখিলেন বিষম বেগতিক। তখন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মা বলিলেন—

নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্ত প্রামরম্।
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষি
র্বহাম সর্ব্বে বিবসা যস্য দিষ্টম্॥

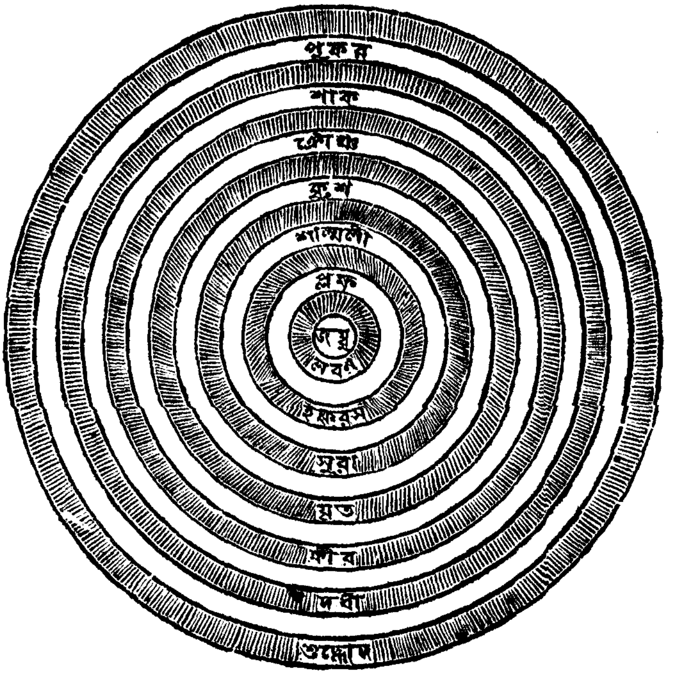
হে বৎস, যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। প্রবৃত্তির জন্য তোমাকে যাহা বলিব, সে আমাদের কথা নহে। এ সকলই ঈশ্বরের নিয়োগ। অতএব বিরোধাচরণ করিয়া সেই সত্য অপ্রমেয় আদি পুরুষের প্রতিই দোষারোপণ করিবে। আমি ও মহাদেব তোমার পিতা স্বায়ম্ভুব মনু, এবং এই যে তোমার গুরু মহর্ষি নারদ আমরা সকলেই বিবশ হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছি।

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্য্যেণ সমাধয়া বা
নৈবার্থধর্ম্মৈ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ॥

তপোবল দ্বারা, কিম্বা বিদ্যা দ্বারা, কিম্বা যোগবল ও সামাদি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া, অর্থ ধর্ম্ম দ্বারা, স্বয়ং কিম্বা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেহই ঈশ্বরের কৃত নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

নারদ চুপ। প্রিয়ব্রত বলিলেন, তথাস্তু। মনুর কায সহজে হইয়া গেল।

প্রিয়ব্রত প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কারণ তাঁহাকে বিশ্বের ভাগ রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ব্রতের নবীন উদ্যম। ভূলোকের গতি শক্তি অধিক। এখন ধরুন যেন সূর্য্য মেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন বলিয়া দিন রাত্রি হয়। প্রিয়ব্রত বলেন রাত্রিই বা কেন হইবে। আমিও সূর্য্যকে অনুসরণ করিব। যে ভূভাগে রাত্রি হয়, আমি নিজ তেজে সেই ভাগ উজ্জ্বলিত করিব। কারণ প্রিয়ব্রত তখন তেজস্বী। তখনও পৃথিবীর স্থূলতা ও দৃঢ়তা হয় নাই। চক্ষু নিজের চক্ষুঃ যেমন নিজকে প্রকাশিত করিতে পারেনা, সেইরূপ নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া অর্থাৎ Rotation দ্বারা পৃথিবীর কোন ভাগকে প্রিয়ব্রত প্রকাশিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাতে একটি কাজ হইল। দৃঢ়তা শূন্য মণ্ডলের ঘূর্ণন দ্বারা সাত সমুদ্র ও সাত দ্বীপ হইল।



এই সকল দ্বীপের মধ্যে মধ্যতম জম্বুদ্বীপ অন্য দ্বীপ অপেক্ষা ঘন ও দৃঢ় এবং লবণ সমুদ্রও অন্য সমুদ্র অপেক্ষা গাঢ়। দৃঢ়তর দ্বীপ ও সমুদ্র সকল ক্রমিক কম ঘন, কম দৃঢ় ও কম গাঢ়। এই তারতম্য অনুসারে দ্বীপ বাসীদিগেরও তারতম্য আছে। জীব সকলকে প্রতি দ্বীপেই ভোগ করিতে হয়। প্রতি দ্বীপেই অবতার আদি হয়। প্রতি দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলা না কোন লীলা সংঘটিত হয়। থিয়সফির ভাষায় এই দ্বীপ সকলকে Globe বলা চলে।

প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র এই সাত দ্বীপের রাজা। সেই সাত পুত্রের নাম আগ্নিধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যচেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ ও সবন। ইহাঁরা যথাক্রমে জম্বু আদি দ্বীপ সমূহের রাজা। এই সাতটি রাজার নামই অগ্নির নাম। অগ্নি হইতেই রূপ হয়। বিশ্বকর্ম্মার হাপরে বিশ্বের রূপ হয়। তাঁহার দৌহিত্র সকলের হাপরে সাতদ্বীপের রূপ।

আমরা যাহাকে পৃথিবী বলিয়া জানি তাহা এই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপেরও সকল অংশ আমরা জানিনা। সমুদ্রের মধ্যেও কেবল আমরা লবণ সমুদ্র জানি অন্য সমুদ্র জানিনা।

প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে আমরা কেবল আগ্নিধ্রকেই লইব। তিনিই জম্বুদ্বীপের রাজা।

আগ্নিধ্রের নয় পুত্র জম্বুদ্বীপের নয় বর্ষ অর্থাৎ ভাগ। তাহাদের নাম নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

এই সকলের মধ্যে নাভিবর্ষই আমরা বিশেষরূপে জানি। পৃথিবীর Atmosphere বলিয়া আমরা যাহা জানি, তাহাই নাভিবর্ষের Atmosphere তাহার উপরের বায়ু এত পাতলা, যে আমাদের জানা জীব সকল সেই বায়ুতে জীবন ধারণ করিতে পারেনা। সেই পাতলা অত্যন্ত পাতলা—এমন কি আমরা তাহাকে বায়ু না বলিতেও পারি - বায়ু যুক্ত প্রদেশ কিংপুরুষবর্ষ। সেখানে কিংপুরুষ অর্থাৎ কিন্নরেরা বাস করে। কিন্নর এক রকম দেবতার জাতি। তাহারা অর্দ্ধ দেবতা বলিয়া তাহাদিগকে দেবযোনি বলে। এইরূপ অন্যান্য বর্ষ আছে। কেহ উপরে, কেহ পার্শ্বে। দ্বীপ সকল যেমন একের মধ্যে এক অবস্থিত, বর্ষ সকল সেরূপ নহে।

আমরা অন্য বর্ষ ছাড়িয়া দিয়া কেবল নাভিবর্ষের বংশ দেখিব।

নাভির পুত্র ঋষভ। ঋষভ বিষ্ণুর অবতার। ঋষভ হইতেই পৃথিবীর স্থিতি। তিনি যে শক্তি সঞ্চারণ করিয়াছেন সেই শক্তি বলে, পৃথিবীর বর্ত্তমান শক্তি।

ঋষভ পারমহংস ব্রত অবলম্বন করিলেন। "জড়ান্ধমূক বধিরপিশাচোন্মাদকবৎ অবধূতবেশোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীত মৌনব্রতস্তূষ্ণীং বভূব।" পৃথিবীরও জড়তা হইয়া আসিতে লাগিল।

ঋষভদেবের শত পুত্র। তাহার মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। ভরত হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। বাকি নিরানব্বই পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট, এই নয় প্রধান।

ভরতের কথা পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

পরিণাম।

কালের প্রবল স্রোত বাঁধিয়া রাখিতে চাহ
তুমি ক্ষুদ্র নর!
বিশ্বের বিধাতা যিনি তাঁ'র বিধি অতিক্রমে
নাহি কর ডর।
কালচক্র অবিরত ঘুরিছে আজ্ঞায় যাঁ'র
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
রোধিতে তাহার গতি ভুবন মাঝারে বল
কেবা শক্তি ধরে।
তাঁ'রি করুণায় বহে মাতৃ বক্ষে পয়োধারা
জনমের আগে
তাঁহারি আদেশ ক্রমে তনয়ে জননী স্নেহ
নিরবধি জাগে।
সফল মানস হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার
কর বিচরণ
তোমার কল্যাণে তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া পথ
করা'ন দর্শন।
মাতার অঞ্চল ধ'রি যথা নিরুপায় শিশু
চলে বিশ্বসিয়া
তেমনি সংসার-পথে সর'তাঁ'র প্রেমময়
অঞ্চল ধরিয়া।
শৃগাল কুক্কুর হ'তে কিসে তোমা' শ্রেষ্ঠ গণি
যদ্যপি ঈশ্বরে
নাহি কর আরাধনা জীবের মঙ্গল-হেতু
সদা যুক্ত-করে!।

(তাই বলি)

কাঙ্গাল বাসনা ত্যজ' সকলি অসার ভবে
অলীক স্বপন
অসার জীবনে তব একমাত্র কর সার
তাঁহার চরণ।
শোক তাপ দূরে যাবে লভিবে অধিক তুমি
স্বপ্ন—সুখ হ'তে
স্বপ্ন ভঙ্গে নিরাশায় প্রবুদ্ধ হইয়া তোমা'
হবেনা কাঁদিতে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

(৮ম সংখ্যার ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস ফুলিয়ার নির্জ্জন কুটীরে নিশ্চিন্ত মনে ভজনানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অদ্বিতীয় ভক্তিমত্তার কাহিনী শ্রীবৃন্দাবন দাস স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তি রসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি॥
কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্ত সিংহ প্রায় ধ্বনি॥

কথন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কথন॥
কথন গর্জ্জন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কথন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥ ইত্যাদি।

তাঁহার এবম্বিধ অমানুষিক প্রেমভক্তি দর্শনে সদ্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন অল্প দিনের মধ্যেই এ প্রদেশেও হরিদাস সকলের ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন।

হরিদাস যথন প্রেম ভক্তি স্রোতে উন্মত্ত হইয়া ফুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন তথন ফুলিয়া গোড়াইকাজীর অধীনে ছিল। গোড়াই যবন কিন্তু হরিদাস যবন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মহম্মদীয় ধর্ম্ম উপেক্ষা পূর্ব্বক হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে গোড়াই আপনাদিগকে (যবনদিগকে) অপমানিত জ্ঞান করিতেছিলেন সুতরাং হরিদাসের নাম শ্রবণাবধি হরিদাসের উপর বিতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে হরিদাসকে আপন অধিকারে পাইয়া তাঁহাকে কিছু দণ্ড প্রদানের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। এই মানসে পরিচালিত হইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে যবনদ্রোহী প্রভৃতি দোষে অভিযুক্ত করিলেন। হরিদাস যবন হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম পালন করিতেছেন হিন্দুর আচার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মের অবমাননা করা হইতেছে কাজী গৌড়েশ্বরকে একথা বুঝাইয়া দিতেও ভুলিলেন না। হরিদাসকে দণ্ড বিধান করিবার জন্য গৌড়েশ্বরকে নিবেদন করিতেও কাজী পশ্চাৎপদ হন নাই। যথা,—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

দুর্ম্মতি কাজির বাক্য শ্রবণে গৌড়েশ্বরের চিত্ত বিচলিত হইল হরিদাসকে দণ্ড দিবার জন্য তিনিও দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। হরিদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ আদেশ হইল। যথা সময়ে আদেশ প্রতিপালিতও হইল।

হরিদাস কৃষ্ণগত প্রাণ। কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইবার নহে। হরিদাসকে ধরিবার জন্য যখন গৌড়েশ্বরের পাইক আসিয়া উপস্থিত হইল তথন তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র উদ্বেলিত হইল না তিনি ভগবন্নাম করিতে করিতে পাইক-

সহ গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যদিও গৌড়েশ্বরের নিকট হরিদাস আজ সামান্য বন্দীমাত্র তথাপি তাঁহার অনৈসর্গীক একপ্রকার জ্যোতি-দর্শনে তিনি যে বন্দী গৌড়েশ্বর ক্ষণকালের জন্য তাহা ভুলিলেন। হরিদাসের উপবেশনের জন্য সগৌরবে আসন প্রদান করিলেন। হরিদাসের ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে গৌড়েশ্বরের চিত্ত শান্তভাব ধারণ করিল তিনি মধুর বচনে হরিদাসকে বলিলেন "ভাই তোমার একি প্রকৃতি কত ভাগ্যে তুমি যবন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ কিন্তু আপনার ধর্ম্ম পালন না করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পবিত্র মহম্মদীয় ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছ কেন? আহার কালে যে হিন্দুকে দেখিলে আমরা আহার ত্যাগ করি সেই ঘৃণ্য হিন্দুধর্ম্ম তুমি মহাবংশজাত হইয়া কিরূপে পরিত্যাগ করিলে পরলোকেই বা কিরূপে নিস্তার পাইবে তাহা ভাবিয়াছ কি? যাহা হউক না বুঝিয়া যাহা করিবার করিয়াছ এখনও হৃদয়ের বেগ ফিরাও কল্মা উচ্চারণ করিয়া সেই পাপরাশি ধৌত করিয়া ফেল।"

মায়া মোহিত গৌড়েশ্বরের বাক্য শ্রবণে হরিদাস ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং বলিলেন,—

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে॥
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন। ইত্যাদি। চৈঃ, ভাঃ।

হরিদাসের বাক্য শ্রবণে সকলেরই চিত্ত বিগলিত হইল। গৌড়েশ্বরও হরিদাসের বাক্য গুলিকে অযৌক্তিক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না সভাস্থ সকলেই হরিদাসের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং গৌড়েশ্বরও তাঁহার প্রতি অসন্তোষ নহেন দেখিয়া সভাস্থ এক কাজির (সম্ভবতঃ ইনি পূর্ব্বোক্ত গোড়াই কাজি হইবেন।) চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল তিনি বলিয়া উঠিলেন "এ দুষ্টকে পরিত্রাণ দিবেন না এই দুষ্ট মুক্তিলাভ করিলে অনেককে দুষ্ট করিবে যবন কুলে কালি ঢালিয়া দিবে অতএব ইহাকে যথা বিহিত দণ্ড প্রদান করুন নচেৎ নিজধর্ম্ম

(মহম্মদীয় ধর্ম্ম) গ্রহণ করুক।" কাজির যুক্তিও গৌড়েশ্বর উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারিলেন না তাই আবার হরিদাসকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদুত্তরে হরিদাস বলিতেছেন,—

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম। চৈঃ ভাঃ

ধর্ম্মের জন্য কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ!

হরিদাসের বাক্য শ্রবণে গৌড়েশ্বর কাজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এখন ইহার প্রতি কি করিতে চাও?" কাজি বাইশ বাজারের দণ্ড প্রার্থনা করিয়া লইল। তৎকালে বাইশ বাজার নামে একটি নৃশংস দণ্ড প্রচলিত ছিল। পাইক-গণ বন্দীকে নির্দ্দয়রূপে বেত্রাঘাত করিতে করিতে বাইশটি বাজার পরিভ্রমণ করিতেন। ইহারই নাম বাইশ বাজার দণ্ড। অনেকেই দুই তিনটি বাজার পরিভ্রমণ শেষ হইতে না হইতেই কালকবলে পতিত হইত। হরিদাসকে পাইকগণ বন্ধন করিয়া তাহাদের নিয়মানুরোধে নির্দ্দয়রূপ বেত্রাঘাত করিতে করিতে চলিয়াছে ইহাতে সাধু সহৃদয় ব্যক্তিগণ বড়ই ব্যথিত হইলেন কেহবা রাজাকে শাপ দিতে লাগিলেন কেহবা পাইকগণকে কিছু অর্থপ্রদানের স্বীকার করিয়া হরিদাসকে সজোর বেত্রাঘাত না করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে দৃশ্য বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ব্বরাজ্য।
সে নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

রোগ সঞ্চালন।

দার্জ্জিলিং প্রবাসকালে লেখক যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ও আভিচারিক ষট্‌কর্ম্মের প্রতিপোষক। ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। পার্ব্বতীয় শীত অতি দুর্জ্জয়। লেখক চিকিৎসা ব্যবসায়শীল বলিয়া প্রত্যহ সেই দুর্জ্জয় শীত উপেক্ষা করিয়াও দরিদ্রের কুটীরে ও ধনির প্রাসাদে আর্ত্তের আর্ত্তিমোচনে নিযুক্ত ছিলেন। একদিবস "চাঁদমারি"—বস্তি অতিক্রম করিয়া উচ্চতর আরোহে আসিতে একজন দরিদ্র পাহাড়ী স্বর্ণকার লেখককে সম্বোধন করিয়া বলিল "ডাক্তার সাহেব! জেরা মেহেরবাণী করকে মেরা ঘরপর আইয়েগা একভারি'—মরিজ্ (রোগী) হ্যায় ?" এই অনুরোধ শ্রবণ করিয়া লেখক সেই পাহাড়ীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন একজন যুবা-পাহাড়ী ভয়ঙ্কর জ্বরে অভিভূত হইয়া কুটীরের দাওয়ায় কম্বলাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে ও বক্ষঃ মধ্য হইতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে রোগীটির ডবল নিউমোনিয়া (সন্নিপাত বিশেষ) হইয়া তাহাকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে লেখক তখন তাহাদিগকে রোগীর বিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাহার রীতি-মত চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝাইয়া বলায় পাহাড়ী স্বর্ণকার বলিল যে তাহারা ডাক্তরী ঔষধ ব্যবহার করেনা। সুতরাং চিকিৎসক ক্ষুব্ধ হইয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ক্ষুব্ধ হইবার কারণ অর্থহানি নহে রোগীর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা যাহা হউক পাহাড়ীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে ধিক্কার দিয়া চিকিৎসক অপর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেই দিন রাত্রি ৯টার সময় কার্য্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন কালে চিকিৎসককে সেই পাহাড়ী স্বর্ণকারের বাটীর পার্শ্বদিয়া যাইতে হয়। তাহার বাটীর সন্নিকটে আসিতে না আসিতে স্বর্ণকারের বাটী হইতে মাদল বাদ্যের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া চিকিৎ-সক স্তম্ভিত ভাবে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন ব্যাপার কি! রুগ্ন গৃহে এ আনন্দ ধ্বনি কেন? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রাঙ্গনে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছে তাহার পার্শ্বে একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকেশ পুরুষ একটি বৃক্ষ শাখা হস্তে করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতেছে ও

বৃক্ষ শাখা দ্বারা রোগীর মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ঝাড়িতেছে ও পদতলে একটি জলপূর্ণ থালি রাখিয়া সেই জলের উপর বৃক্ষ শাখাটি সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। আর এক ব্যক্তি মাদল বাদ্য করিতেছে। তাহার নিকট একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুট বাঁধা রহিয়াছে। চিকিৎসককে নিকটে দেখিয়া স্বর্ণকার আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে একটি মোড়ার উপর উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল ও বলিল যে তাহাদের "ঝাক্‌রী" (ওঝা) আসিয়াছে। চিকিৎসক কৌতূহলী হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে ওঝা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল রোগীকে ঝাড়াইতে লাগিল ও প্রত্যেক ঝাড়নে বৃক্ষ শাখা থালীস্থ জলের উপর সজোরে ঝাড়িতে লাগিল। মাদল বাদ্য ওঝার বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্রপাঠ ও রাত্রির অন্ধকারে বড়ই ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা পর কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুটটি ওঝা আপনার কাছে টানিয়া লইল ও নিকটস্থ খুঁটিতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সেই বৃক্ষশাখা দ্বারা রোগীর মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ঝাড়িতে লাগিল ও বৃক্ষ শাখাটি কুক্কুটের গাত্রের নিকট সজোরে আছড়াইতে লাগিল। মাদলের বাদ্যও অনবরত চলিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা পর কুক্কুটটী ধড় ফড় ঝট্ পট্ করিতে করিতে পঞ্চত্ব পাইল। কুক্কুটের গাত্রে কোন আঘাত আদৌ লাগিল না কেবল তাহার গাত্রের নিকট বৃক্ষশাখা আছড়ান হইয়াছিল মাত্র। এ দিকে রোগীর সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া জ্বর ত্যাগ হইল ও সে অতি ক্ষীণ স্বরে খাদ্য প্রার্থনা করিল। তাহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দেওয়া হইল সে তৃপ্তির সহিত তাহা পান করিয়া নিদ্রিত হইল। শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার অধিক হওয়ায় চিকিৎসক আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে সেই পাহাড়ীর বাটীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তিনি সেই রোগীকে যষ্টির উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইতে দেখিলেন ও কুক্কুটটী মৃত অবস্থায় প্রাঙ্গনে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া চিকিৎসক ভাবিলেন যে এখনও ভারতে এমন বিদ্যা আছে যদ্বারা অজ্ঞ পাহাড়ী বর্ব্বরেও এমন কার্য্য করিতে পারে যাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বপ্নেও ভাবিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরাখণ্ডে।

(৭ম সংখ্যায় ২২৪ পৃষ্ঠার পর)

"এই কর্ম্ম অতি নিগূঢ় প্রহেলিকাময়; তাহার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অধিকার বহির্ভূত। কর্ম্মফল, জন্মান্তর গ্রহণাদি প্রকৃত সত্য হইলেও তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। অনেক বৌদ্ধের ধারণা এই যে, মানব দ্বিসহস্রবর্ষ বা ততোধিককাল অতীন্দ্রিয় জগতে (স্বর্গাদিলোকে) অতি-বাহিত করিয়া পুনরায় রক্তমাংসবিশিষ্ট নূতন শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মের ন্যায় পার্থিব জীবন যাপন করেন। এটি, পূর্ব্ব জীবনে প্রস্ফুরিত ওজঃশক্তির দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ক অতি স্থূল ও ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞান। আমি এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করিতে উপদিষ্ট, কিন্তু আপনি সত্বরেই এতদ্বিষয়ক ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করিবেন। তৃতীয় পর্য্যায়ের উপদেশ কালে প্রবীণ মহাত্মার নিকট এ সকল কথা শুনিতে পাইবেন। চলুন, এক্ষণে স্থূল বিজ্ঞানের কার্য্যগৃহে যাওয়া যাউক।"

চিন্তা। "আমি সেই গৃহের মধ্য দিয়াই আসিয়াছি এবং এত যন্ত্র সংগ্রহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। পাশ্চাত্য মতে স্থূল বিজ্ঞানালোচনায় আমার ত্রুটি হয় নাই, অথচ ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই আমার অজ্ঞাত।"

"ঐ সমস্ত যন্ত্র বহুকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদিগকে ঐ সকলের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা যে পরিমাণ থাকে ঐ সকল শিক্ষার ক্ষমতা সেই পরিমাণে সহজ হইয়া আইসে। আমরা যে সমুদয় শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে একটির পরীক্ষা দেখাই। এইটা একটা স্পন্দনোৎপাদক যন্ত্র।"

চিন্তা—"ঠিক গির্জ্জার অর্গ্যান্ নামক বাদ্য যন্ত্রের ন্যায়।"

"তাহাই বটে। ইহাতে কতকগুলি নল আছে এবং সে সকল অনেক বস্তুর সহিত সংযুক্ত। যে সকল বস্তু বাদ্যধ্বনির স্পন্দনের ঠিক অনুগমন করে, সেরূপ বস্তুও ইহাতে অনেক আছে। সেই স্পন্দন পরিমাণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক বস্তুর স্পন্দনের সহিত ঐক্য হইয়া স্পন্দিত হয়। তাহা বলিয়া যে সকল, বস্তুই প্রত্যেক জাতী-

য়ের স্পন্দনের সাহায্য করিবে এমন নহে। বস্তু বিশেষে কোন জাতীয় বস্তুর স্পন্দনের যেমন সহায়তা করে তেমনই অন্য জাতীয় বস্তুর স্পন্দনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে—তাহাকে পরাজিত করে—তাহাকে নিরস্ত করে।"

"এই যন্ত্রের প্রত্যেক নলের সূক্ষ্মাগ্রে অতিশয় পাতলা ধাতুপতর সংযুক্ত আছে, সেই পতরে উহাদের স্পন্দন অবিকল সঞ্চারিত হয়; অর্থাৎ উহাতে যতগুলি স্পন্দন উৎপন্ন হইবে, পতরেও তৎসংখ্যক স্পন্দন উৎপাদন করিবে।"

"এক্ষণে আপনি নগ্ন পদে একখানি পতরের উপর দণ্ডায়মান হউন, এখনই দেখিবেন যে, উহার ধ্বনির সহিত আপনার শরীর একতান হইয়াছে। যেমন মন্দির মধ্যে বাদিত ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, সেইরূপ যে স্পন্দনে নলের উপাদান—পরমাণু-নিচয় কম্পিত হয়, উহাতে শরীর সংলগ্ন হইলে তাহাও প্রতি-হত হইয়া থাকে।"

"চিন্তামণি প্রথম পতরখানির উপর নগ্নপদ হইয়া দাঁড়াইলে, মহাত্মা একটি চাড়া (Lever) টিপিয়া ধরিলেন;—একটি নল হইতে গুরু গম্ভীর শব্দ নির্গত হইল; চিন্তামণি তাহার স্পন্দন সুন্দররূপ অনুভব করিলেন। চিন্তামণির মুখদর্শনে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে না পাইয়া, মহাত্মা তাঁহাকে পরবর্ত্তী পতরখানির উপর পদস্থাপন করিতে কহিলেন। এইরূপে বিংশত্যধিক পতর পরীক্ষিত হইল, প্রত্যেক বারেই শব্দ গম্ভীরতর হইতে লাগিল, কিন্তু চিন্তামণির মুখরাগের কোন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন অনুভব না করিয়া, তিনি অবশেষে আর একখানি পতর পরীক্ষা করিলেন। তাহাতে এরূপ ধ্বনি নির্গত হইল যে, কোন পার্থিব পদার্থে সেরূপ শব্দ উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল না।

চিন্তামণির মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তিনি ঘনশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পদ অপসৃত করিয়া কহিলেন;—"বাবা! আমার জীবনে এরূপ তীব্র স্পন্দন অনুভব করি নাই, আমার শরীরের প্রত্যেক পরমাণু যেন আলোড়িত হইয়াছে।"

মহাত্মা একটু টিপিয়া হাসিয়া তাঁহার কর্ণে একটি শঙ্খের ন্যায় যন্ত্র অর্পণ করিয়া কহিলেন "কিছু কি শুনিতে পাইতেছেন?"

চিন্তা—"মৃদু কন নাদ।"

"ইহা মানব কর্ণের ন্যায় সামান্য শব্দ ঘনীভূত কারক যন্ত্র মাত্র। কোন

প্রাচীন মহাত্মা, কতকগুলি কৌশল সংযোগ পূর্ব্বক, মানব কর্ণ ও শঙ্খের সমুদয় গুণ বিশিষ্ট করিয়া শঙ্খ ও মানব কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক প্রকার পিত্তল যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহার অভ্যন্তরভাগে অনেক ঘুরান ঘুরান প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এটি সেই যন্ত্র। ঐ নলে বা অন্য কোন শব্দকারক যন্ত্রে এই যন্ত্র সংযোগ করিলে, স্পন্দন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, অপরন্তু তাহার উগ্রতা সম্পাদন করে—স্পন্দনের শক্তি সহস্র গুণ বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রটা এই পতর থানিতে লাগাইয়া দিলাম, আপনি আর একবার এক নিমেষের জন্য ইহাতে পা দিউন।”

চিন্তামণি তথানুষ্ঠান করিলে, মহাত্মা, পুনরায় সেই চাড়াটিতে চাড় দিলেন, এবং সেই নল হইতে একটী সুগম্ভীর অতি উচ্চ শব্দ নির্গত হইয়া চিন্তামণিকে পলকমধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার ক্রোড়শায়ী করিল। তিনি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মূর্চ্ছিতের ললাটদেশ নিপীড়ন করতঃ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিলেন, অব্যবহিত পরে তাঁহার মূর্চ্ছাও অপনীত হইল।

চিন্তামণির মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছিল; তিনি জীবিত কি মৃত তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্তই যেন চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু “সুদক্ষ হস্তের কার্য্যে কোন বিপদাশঙ্কা নাই” মহাত্মার এই প্রবোধ বাক্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার তাৎকালিক শরীরের অবস্থা বর্ণনা করিতে কহিলেন।

চিন্তামণি স্মিতমুখে বলিলেন—“বর্ণনা কিছু কঠিন নহে। নল হইতে শব্দ নির্গত হইবা মাত্র আমার শরীর স্পন্দিত ও আলোড়িত হইল; বোধ হইল যেন আমার শরীর শতধা বিভক্ত হইয়া গেল, যেন রেণু রেণু বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল এই পর্য্যন্ত আমার স্মরণ হয়, কারণ পরক্ষণেই আমার চৈতন্য অপহৃত হইয়াছিল।”

“ঠিক ঐরূপ হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং বিপদের আশঙ্কা নাই তাহাও জানা কথা। ইহার স্পন্দন শক্তির প্রখরতা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই প্রস্তরখানি লইয়া পরীক্ষা করা যাউক। অগ্রে আপনি এই লৌহমুদ্গরাঘাতে ইহা নিরেট কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন।”

তদনুসারে চিন্তামণি মুদ্গর দ্বারা পাথর খানিতে বিষম আঘাত করিয়া কহিলেন “নিরেট বটে।” [ক্রমশঃ।

182. Re. 897. 15

৩য় ভাগ।] মাঘ, ১৩০৬। [১০ম সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।

নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
"Hari-Press", 133, Musjidbari Street : Calcutta.

4456

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] কিংবা মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ [illegible] অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।৹ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।৹ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৹ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৹ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।
১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেন্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৵৹ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন।

পন্থা কার্য্যালয় ৩৯।১ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে ১২০।২ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটে পরিবর্ত্তন করা হইল।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

দিন দিন পন্থার কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ায় ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবের শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাসকে সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করা হইল।

সবিনয় নিবেদন।

পন্থার প্রায় অধিকাংশই গ্রাহক মহোদয়গণ বার্ষিক মূল্য দিয়া বাধিত করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি যাঁহারা পন্থার বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎপর মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাহার বার্ষিক মূল্য অতি যৎসামান্য ইহা আদায়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে লজ্জা বোধ করি। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদিগকে এরূপ বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না।

উপনিষদ্।

যে সমস্ত গ্রাহকগণ উপনিষদ্ সহ পন্থা লইয়া থাকেন তাঁহারা বৎসর মধ্যে অর্থাৎ আগামী চৈত্র মধ্যে বার ফর্ম্মা উপনিষদ্ পাইবেন। যদি কোনও মাসে উপনিষদ্ সহ পন্থা না পান, তাহা হইলে আমাদিগকে পত্র লিখিবার আবশ্যক নাই।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্।

পণ্ডিতবর শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভুপাদ
ও বাগ্মিবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত।

শ্রীরূপগোস্বামি-রচিত মূল, শ্রীমদ্-বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিত টীকা, শান্তিপুরনিবাসী শ্রীমদনগোপাল-গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা এবং সুবিস্তৃত সূচীপত্রাদি-সম্বলিত। শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব ও ভগবানের বহুবিধ অবতার প্রভৃতির গূঢ়রহস্য এই গ্রন্থেই জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই গ্রন্থই পড়িতে হয়। এই গ্রন্থ পাঠ না করিলে, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কোন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থেরই যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সোনার জলে সুন্দর বিলাতী বাঁধাই। মূল্য ২।০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

বাগ্মিবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত।

মহানুভব বৃন্দাবনদাস-বিরচিত উক্ত গ্রন্থখানি আড়াইশত বৎসরেরও অধিক দিনের পুরাতন পুঁথি মিলাইয়া বিবিধ পাঠান্তর, সংস্কৃত শ্লোকসমূহের টীকা, বঙ্গানুবাদ এবং সুবিস্তৃত সূচীপত্রের সহিত উত্তম কাগজে ও নূতন বড় অক্ষরে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পয়ারাংশের ভাবব্যাখ্যা, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত অভিধান এবং গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতি পরিশিষ্ট-গ্রন্থে মুদ্রিত হইতেছে। এখন যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা পরিশিষ্ট গ্রন্থ বিনামূল্যেই পাইবেন। বাজারে এখন যে সকল "শ্রীচৈতন্যভাগবত" অল্পমূল্যে পাওয়া যায়,—সম্পাদকগণের দায়িত্ববোধ না থাকায় এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন, তাহাতে যে কত স্বকপোল কল্পিত ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের যে কতদূর অপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই মহাগ্রন্থের এরূপ সংস্করণ আর হয় নাই। এখন মূল্য—রাজসংস্করণ ২।।০; গার্হস্থ্য-সংস্করণ ১।।০। পরে মূল্য বৃদ্ধি হইবে, ডাকে লইলে মাশুল।৶০।

শ্রীমাণিকচাঁদ গোস্বামী।

৩৯।১ নং সিমলা ষ্ট্রীট, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির; কলিকাতা।

মহৎ অনুষ্ঠান ! বিরাট আয়োজন !!

মহাকবিকালিদাসেরগ্রন্থাবলী

কেনা জানেন যে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর কেবল অনুবাদ পাঠে কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন হয় না, অনুবাদ পাঠ করা আর উহা না করা, একই কথা। তজ্জন্য অগ্রে বঙ্গাক্ষরে মূল, তন্নিম্নে প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় ও মল্লিনাথ কৃত টীকা, তৎপরে বিশুদ্ধ মার্জ্জিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থাবলীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টার ক্রটী করা হয় নাই। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট

১৩ খানি গ্রন্থের নাম যথা—

রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, শ্রুতবোধ, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক ;

সমগ্র গ্রন্থাবলীর আকার বৃহৎ ডিমাই ৮ পেজি, সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৭২ পৃষ্ঠা।

মুদ্রণকালীন সমগ্র গ্রন্থাবলীর মূল্য ১৬৲ টাকা ছিল, তাহাই যথেষ্ট সুলভ। এখন আবার তিনমাসের জন্য সমগ্র গ্রন্থাবলীর মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইল। ডাকমাশুল ১৲ এক টাকা। নববঙ্গ কার্য্যালয়াধ্যক্ষ

শ্রীহরিদাস নন্দন, ১৩৩ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শত অনুরোধ একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন !

একশিরা প্রভৃতির অব্যর্থ মাদুলি।

আমার এই ঔষধ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে অনেক পরিশ্রমে আনিত। ইহা একশিরা, শিরোপিড়া, শ্লীপদ এবং গলাফুলা প্রভৃতিতে ব্যবহার করিলে দৈবশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। যাহারা একশিরা ব্যামতে বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছেন, এবং অল্পদিন হইল হইয়াছে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হয়, এই মাদুলী ধারন করিলে অতি শীঘ্রই সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এমন কি অনেক সময় প্রস্থতিরা স্থতিকা নহে শরীরে জল সঞ্চার হইয়া কষ্ট পান ; এই মাদুলী ধারণে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। উপকার না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। বিশেষ নিয়ম মাদুলীর সঙ্গে নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য। মূল্য ।৵১০ ভিঃ পিঃ ।০ আনা মোট ॥৵১০ আনা মাত্র।

সেখ শ্রীজনাবআলি।—সাং দপ্তরীপাড়া, মির্জ্জাপুর ; কলিকাতা।

সুধাসিন্ধু প্রেসডিপজিটারি।

৯৮।৩ অপার চিৎপুররোড।

এখানে প্রায় সর্ব্বপ্রকার হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ পাওয়া যায়। মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন সহকারে সরবরাহ করিয়া থাকি। মূল্য সম্ভবপর সুলভ।

শ্রীগোবিন্দলাল দাস।

নন্দন-কুসুম তৈল।



যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তৈ ব্যবহারে অবশ্য উপকার পাই পারেন, সেই অভিপ্রায়ে, এক উপকারক ও বিবিধ সুগন্ধি পদা সমষ্টি দ্বারা এই "নন্দন-কুসুম" তৈ প্রস্তুত করিয়া বহুদিন হইতে ইহ উপকারিতা পরীক্ষা করিতেছিলাম বহু স্থলে নিঃসন্দেহরূপে পরীক্ষ জানিতে পারিয়াছি যে এই তৈ কেশের অকাল পক্বতা, কেশক্ষয়, (উঠিয়া যাওয়া), টাকপড়া, কেশভূ স্ফুটন অর্থাৎ চুলের গোড়ার চাম ফাটা ফাটা হইয়া খুস্কী উঠা, কেশদ কেশের পিঙ্গলবর্ণতা অর্থাৎ কেশ কট হওয়া এবং মস্তক ঘূর্ণন, মাথা দপ্‌ দ ঝন্‌ ঝন্‌ করা, কাণ ভোঁ ভোঁ ক মন হু হু করা, মনের অস্থিরতা, সর্ব্বদা উৎকট চিন্তা, অনিদ্রা, মনের ভ্রা মূর্চ্ছা মত্ততা ও হস্তপদদ্বয়ের জ্বালা প্রভৃতি বাতপিত্ত জনিত সকল প্রক রোগের আশু উপকারক। বিশেষতঃ ইহা ব্যবহারে অল্পদিন মধ্যেই কেশ ঘ চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ হইয়া থাকে।

একশিশি তৈলের মূল্য ১৲ একটাকা, মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। একডজ ১০৲ দশ টাকা; অর্দ্ধ ডজন ৫৷০ সাড়ে পাঁচ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

রতি-রঞ্জন।

বহুকালব্যাপী বহু পরীক্ষায় পরীক্ষিত, বঙ্গদেশের বহু বহু নরনারীর নিক সুপরিচিত এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ এই "রতি-রঞ্জন" নামক ঔষধ রসায়ন ও বা করণ কার্য্যে যেমন অদ্বিতীয়, তেমনি ধাতুক্ষীণ ধ্বজভঙ্গ, শুক্রক্ষয়, রজঃক্ষ শুক্রদুষ্টি বা রজোদোষ প্রভৃতি পীড়ার আশু প্রতিকারক। ধাতুর তারল্য, জনে ন্দ্রিয়ের শৈথিল্য শীঘ্র শীঘ্র রেতঃস্খলন, প্রভৃতিতে একসপ্তাহ মাত্র "রতি-রঞ্জ ব্যবহার করিলে প্রচুর ফল দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্রতারল্য জন্য যাঁহা সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন, এই পুষ্টিবর্দ্ধক রসায়ন সেবনে তাঁহারা শুক্রতারল্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুত্রমুখদর্শনে সমর্থ হইতে পারিবেন।

মূল্য ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা।

এচ্, ডি, নন্দন এণ্ড কোং।

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া; কলিকাতা।

পন্থা

ওঁ

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। { মাঘ, ১৩০৬ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

দৈন্যাষ্টক-স্তোত্রম্।

(রামানুজ-সাম্প্রদায়িক-হরিদাস-বিরচিতম্)

(১)

শ্রীকৃষ্ণ গোকুলাধীশ নন্দগোপতনূদ্ভব।
যশোদাগর্ভসম্ভূত ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

হে কৃষ্ণ করুণাময়! করি নিবেদন
গোকুলের রাজা হ'য়ে আছ সর্ব্বক্ষণ।
গোপরাজ নন্দ যিনি, তিনি তব পিতা
যশোদা গোপের রাণী, তিনি তব মাতা।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(২)

ব্রজানন্দ ব্রজাবাস ব্রজস্ত্রীহৃদয়স্থিত।
ব্রজলীলাকৃতে নিত্যং ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

ব্রজের আনন্দ তুমি করহ বর্দ্ধন,
ব্রজধাম তব এক প্রিয় নিকেতন,
ব্রজনারী রেখে দেয় হৃদয়ে তোমায়,
রচিত তোমার মূর্ত্তি ব্রজেরি লীলায়।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৩)

শ্রীভাগবতভাবার্থরসাত্মন্ রসিকাত্মক।
নামলীলাবিলাসার্থং ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

অতি মিষ্ট ভাগবত-রসের সাগরে
নিমগ্ন হইয়া আছ চিরদিন ধ'রে।
রসময় আত্মা তব, তব মিষ্ট নাম
কীর্ত্তন করিতে মোর ইচ্ছা অবিরাম।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়।

(৪)

যশোদাহৃদয়ানন্দ বিহিতাঙ্গণরিঙ্গণ।
অলকাবৃতবক্ত্রাব্জ ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

যশোদা-মাতার তুমি প্রাণপ্রিয় ধন,
ব্রজের অঙ্গণে তুমি কর বিচরণ।
সুন্দর অলকা গুলি ঝুলিয়া পড়িয়া
বদন-কমল তব রেখেছে ঢাকিয়া।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৫)

বিরহার্ত্তিব্রতস্থায়ন্ গুণগানশ্রুতিপ্রিয়।
মহাদৈন্যদয়োদ্ভূত ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

ভক্তের বিরহব্যথা দূর করিবারে
কতই যতন কর, তুমি এ সংসারে!
কেহ তব গুণগান করিলে ভুবনে
ভালবাস তুমি তাহা শুনিতে শ্রবণে!
যেই জন এ সংসারে অতি দীন হীন,
কত দয়া কর তারে, তুমি প্রতিদিন!
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৬)

অত্যাসক্তজনাসক্ত পরোক্ষভজনপ্রিয়।
পরমানন্দসন্দোহ ময়ি দীনে দয়াং কুরু॥

যে জন তোমার ভক্ত সর্ব্বদাই রয়,
বড় ভালবাস তারে, ওহে দয়াময়!
তোমারে পৃথক্ ভাবি করিলে ভজন,
সেই ভজনাই তব অতি প্রিয় ধন!
যে আনন্দ সুনির্ম্মল, তুল্য নাই যার,
সেই আনন্দেরি তুমি পূর্ণ অবতার!
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৭)

নিরোধশুদ্ধহৃদয় দয়িতাগীতমোহিত।
আত্যন্তিকবিয়োগাত্মন্ ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

নিরোধ আশ্রয় করি যোগের সময়
বিশুদ্ধ হৃদয় তব, ওহে যোগময়!

এ সংসারে যেই জন বিয়োগ-বিধুর,
তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ ক'রে দাও দূর!
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৮)

স্বাচার্য্যহৃদয়স্থায়িলীলাশতযুত প্রভো।
সর্ব্বথা শরণং যাতে ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥
গুরু বলিয়াই যাঁরে করেছ স্বীকার,
তাঁর হৃদি জাগে তব লীলা অনিবার।
লইলাম একমাত্র তোমারি আশ্রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ।

মার্গ-দীপিকা।

সাধন পথ অতি দীর্ঘ, বন্ধুর ও দুর্গম। ঋষিরা ক্ষুরধারের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

"কবিগণ সেই দুর্গম পথকে ক্ষুরধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও দুষ্কর বলিয়া থাকেন।" কারণ, এপথে অনেক বাধা বিঘ্ন, অনেক প্রলোভন পদস্খলন আছে; অথচ কল্যাণার্থীকে এপথে চলিতেই হইবে। যে হেতু শ্রেয়োলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। (নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়)।

আর এক পথ আছে, সে পথ অতি সহজ, সরল ও সুগম। কিন্তু তাহার গতি ভিন্ন মুখে। সে পথ শ্রেয়ের পথ নহে, প্রেয়ের পথ। সে পথের পথিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়না, কিন্তু অনর্থের মুখে ধাবিত হয়। সে পথ কুসুমাকীর্ণ বটে, কিন্তু কন্টকময়। বস্তুতঃ ভোগে ও যোগে অনেক প্রভেদ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ স্বতন্ত্র বস্তু। "অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়ঃ * * * দর মেতে

বপরীতে বিষূচী"। উভয়ের ফল ও ভিন্নরূপ দেখা যায়। যিনি শ্রেয়ের পথে বিচরণ করেন তাঁহার কল্যাণ অর্জ্জন হয়, আর যিনি প্রেয়ের পথে পাদার্পণ করেন তাঁহার অনর্থপাত ঘটে।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে।

আর এই দুই পথের গম্য স্থান ও এক নহে। প্রেয়ের পথ লইয়া যায় সংসারে—দুঃখের আলয় ক্ষণভঙ্গুর সংসারে (গতাগতং কামকামা লভন্তে); আর শ্রেয়ের পথ লইয়া যায় বৈকুণ্ঠে—চিরন্তন আনন্দ ধাম বৈকুণ্ঠে (যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম)। ভগবানের চির আনন্দময় পরমধামে পৌছিলে আবার নিবর্ত্তন করিতে হইবে কেন? এই বৈকুণ্ঠ ধামই বেদোক্ত "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" (চিরাকাঙ্খিত বিষ্ণুপদ)। একজন কবি এ পথকে সমুদ্র যাত্রার সহিত তুলিত করিয়াছেন—

সংসার সমুদ্র পার্থ আমরা সকলে,
অনন্ত সমুদ্র যাত্রী জ্ঞান ধ্রুবতারা।
গম্য স্থান সুখ ধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম।
যে পায় দেখিতে সথে সেই পুণ্যবান।
সে পায় অন্তিমে বিষ্ণুপদে নিরবাণ।

সমুদ্রের যেমন কূল কিনারা নাই, সমুদ্র যেমন জনশূন্য, বিপদ সঙ্কুল, বহু বিঘ্নের আকর, এপথও সেইরূপ। ইহা দুর্গম, বন্ধুর, সুদীর্ঘ, বিজন। কিন্তু তরণী যখন সমুদ্রের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া কূলে পঁহুছায় তখন কি আনন্দ! সাধক যখন সুখ ধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হন, তখন তাঁহার কি শান্তি!

এই সাধন পথ "বিজন অতি ঘোর", কিন্তু সাধককে এ পথে চলিতেই হইবে। সেই জন্য যাঁহারা কষ্টে২ এই সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া আনন্দ ধামে পঁহুছিয়াছেন সেই পরম কারুণিক মহাপুরুষগণ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পথের মধ্যে মধ্যে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে শ্রেয়োর্থী সাধক যেন এই ঘনান্ধকার পথে উদ্‌ভ্রান্ত না হন, যেন তিনি এই সকল প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে পথ দেখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে

গম্যস্থানে পঁহুছিতে পারেন। এই সকল প্রদীপ জগতের মোক্ষ শাস্ত্র সমূহ। এই সকল অমূল্য গ্রন্থের সাহায্যে সাধক মোক্ষপথের বিবরণ অবগত হইয়া পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারেন, অন্যথা বিনা সম্বলে এই দীর্ঘ, বিজন, তমসাচ্ছন্ন পথের পথিক হইলে তাঁহার বিপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এই সকল মোক্ষ গ্রন্থের মধ্যে গীতা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কারণ এ পথের সহায়ক এরূপ গ্রন্থ জগতে দুর্লভ। এ সম্বল সংগ্রহ না করিয়া মোক্ষ পথের পথিক হওয়া কম দুঃসাহসের কার্য্য নহে। যোগবাসিষ্ঠ এইরূপ আর একখানি মোক্ষ গ্রন্থ। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপদ এই শ্রেণীর গ্রন্থ। পরাবিদ্যার্থী সমিতি (Theosophical Society) হইতে এই জাতীয় দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে ; একখানির নাম Voice of the Silence, (নাদ অনাহত)। ইহা তিব্বতীয় মোক্ষগ্রন্থ বিশেষ হইতে সংগৃহীত। এ গন্থ গীতার সহিত একসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম Light on the Path (মার্গ-দীপিকা)। এ গ্রন্থে সাধন পথ সম্বন্ধে কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রধানতঃ সূত্রাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সংগ্রহকার যিনিই হউন, তিনি যে সাধন তত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্যক্ ধারণা হয়। এই মার্গ দীপিকা গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মোক্ষশাস্ত্র সকলের উপদেশ পরস্পর মেলন করিলে দেখা যায় যে তাহারা প্রায়ই একরূপ। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ যাঁহারা জীবের হিতার্থে এই সকল উপদেশ বিবৃত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তত্ত্বদর্শী। কেহ পরের মুখে শুনিয়া অথবা অনুমান আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। সেই জন্য যদিও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থে বিভিন্নরূপ দেখা যায়, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। সাধকের চিত্ত মার্জ্জন, বুদ্ধির শোধন, হৃদয়ের বিকাশ, মনের উন্নতি প্রভৃতির জন্য যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ দেখা যায় তাহা সর্ব্বত্রই একরূপ। মার্গ দীপিকা হইতে আমরা যে কয়টী উপদেশ উদ্ধৃত করিব, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

মার্গ-দীপিকার প্রথম উপদেশটী এইরূপ।—"Kill out ambition" অর্থাৎ আশার উচ্ছেদ কর। অবশ্য এ উপদেশ সাধক ভিন্ন অপরের জন্য নহে। কারণ

সংসারী ব্যক্তির সমস্ত জীবনের ভিত্তিই আশা; সে আশার উচ্ছেদ করিলে তাহার প্রাণ শূন্যময় হইবে। কিন্তু যিনি সাধনমার্গের পথিক হইয়াছেন তাঁহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ। তাঁহার অবলম্বিত মোক্ষপথের প্রথম সাধনই বিবেক বৈরাগ্য। বস্তুতঃ, যে সাধন চতুষ্টয় আয়ত্ত করিতে না পারিলে সাধক এ পথে পদার্পণ করিবার অধিকারীই হন না, বৈরাগ্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

এখন দেখা যাউক, আমাদের মোক্ষশাস্ত্রে আশার উচ্ছেদ সম্বন্ধে কি উপদেশ পাওয়া যায়। ঋষিরা আশাকে বৈতরণী নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন ('আশা বৈতরণী নদী')। যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী প্রবাহিত আছে শুনা যায়। সংসারী জীব এই অগ্নিময়ী নদী উত্তীর্ণ না হইলে যমপুরে পঁহুছিত পারে না। ইহা উল্লঙ্ঘন করা বড় সঙ্কট ব্যাপার। অনেক দুঃখ কষ্ট, বাধাবিপত্তি, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তবে জীব এই নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে। আশা নদীও এইরূপ। ইহার পরপারে যাওয়া অতি কঠোর সাধন সাপেক্ষ। ইহার তপ্ত সলিল পান করিয়া অনেকেরই চিত্তদাহ উপস্থিত হয়। দেহ ধারণ করিয়া অতি অল্প লোকই এ নদী পার হইতে পারেন। মরণান্তেও আশার হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। ইহারই কুহকে পড়িয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে হয় এবং সংসারী হইয়া অনেক বিড়ম্বনা সহিতে হয়। সেই যাতনা তাড়নায় নিপীড়িত হইয়া জীব শাস্ত্রবাক্যের মহিমা বুঝে—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং" আশাই পরম দুঃখ, আশার উচ্ছেদই পরম সুখ। কারণ আশার শেষ নাই। আশার যতই পোষণ হয়, আশা ততই স্ফীত হইতে থাকে। দরিদ্র যদি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হয় তথাপি তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না। তাহার আশা বাড়িয়া বাড়িয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে চায়। এই তত্ত্ব সুগম করিবার জন্য আর্য্য ঋষিরা পুনর্মূষিকের গল্প রচনা করিয়াছেন। সে গল্প সকলেই বোধ হয় জানেন। এক নগণ্য মুষিক শক্তিশালী যোগীর প্রসাদে মার্জ্জার, বৃক, ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতির পদে ক্রমে২ উন্নতি লাভ করে; কিন্তু তাহাতেও তাহার আশার বেগ প্রশমিত না হইয়া তাহাকে আরও উচ্চতর পদ লাভের জন্য উৎসাহী করিয়া তুলে। অবশেষে সে উন্নতির একমাত্র নিদান যোগীবরকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি তাহার আশার অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে আবার স্বভাবসিদ্ধ মুষিকে

পরিণত করেন। তখন সেই "পুনর্মুষিক" আশার অসারতা উপলব্ধি করে। তাহার যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে বোধ হয় সেও ঋষি বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিত "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"।

আশা ত্যাগে কত শান্তি তাহা বুঝাইবার জন্য প্রাচীনেরা একটী উপাখ্যান বলিয়া থাকেন। সাংখ্যসূত্রে এই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"। উপাখ্যানটী এই,—পিঙ্গলা নামে এক অভিসারিকা প্রাচীন ভারতের কোন নির্জ্জন প্রদেশে প্রিয় সমাগমের আশায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া প্রতীক্ষা করিতে ছিল। অভাগী কতই প্রতীক্ষা করিল; দণ্ডের পর দণ্ড, যামের পর যাম অতিবাহিত হইয়া রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল; কিন্তু তাঁহার দয়িত সে নিভৃত নিকুঞ্জে আসিলেন না। এইরূপ দীর্ঘকাল আশা প্রতীক্ষা করিয়া পিঙ্গলা শেষে নিরাশ হইয়া পড়িল এবং "প্রিয় নিশ্চিত আসিবেন না" মনে এই ধারণা দৃঢ় করিয়া সকল আশার উচ্ছেদ করিল। তখন তাহার উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হইল। সে সুখে ঘুমাইয়া পড়িল (সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা)।

কেহ হয়ত মনে করিবেন যে আশা ছাড়িলে জীবন অসার হইয়া পড়ে। সকল প্রকার উদ্যম, কর্ম্মশীলতা একেবারে তিরোহিত হয়। এ আশঙ্কা অমূলক। আশা ছাড়িলেই নিশ্চল জড়পিণ্ডে পরিণত হইতে হয় না। তাহার প্রমাণ গীতা বাক্য "নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ।" ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন "আশার উচ্ছেদ করিয়া, মমত্ব বর্জ্জিত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ কর।" অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়; তাঁহার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যুদ্ধ। সেইজন্য ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন। সে যুদ্ধ আশাযুক্ত হইয়া যুদ্ধ নহে, আশামুক্ত হইয়া যুদ্ধ। যদি আশাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ব্যাপার হইত তবে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কখনও তাহার উপদেশ দিতেন না। আর এক কথা। ঈশ্বরের জগৎ ব্যাপার কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই যে আশামুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি ভগবানের পক্ষে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। ত্রিজগতে তাহার কিছুই অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য নাই; অথচ, তিনি প্রতিক্ষণই জীবের হিতার্থে জগতের পালনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য এইরূপ।

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
অন বাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব তু কর্ম্মণি ॥

অতএব আশার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সর্ব্বভূতের হিতব্রত সাধন করা অশ্রুতপূর্ব্ব বা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ।

সাবিত্রী চরিত ।

সতীত্বের চরম আদর্শ সাবিত্রী সতীর উপাখ্যান প্রায় সকল হিন্দুই মোটামুটী রকমে জানেন কিন্তু মূল মহাভারত গ্রন্থের বনপর্ব্বে এই সাবিত্রী উপাখ্যান মধ্যে যে সকল অমূল্য নীতিকথা সন্নিবেশিত আছে; তাহা সকলে জানেন না ; মূল উপাখ্যানটি সবিস্তারে সকল হিন্দু মহিলারই জানা কর্ত্তব্য ; সেই উদ্দেশে শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম এ, মহাভারতীয় উক্ত উপাখ্যানটি সরল পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এই গ্রন্থের সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; তাঁহার অনুবাদ অবলম্বনে সতীতেজ যে কি পদার্থ সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমরা বলিতে চাই।

মদ্রদেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি বেদমাতা সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া দেবী সাবিত্রীর বরে এক কন্যা লাভ করেন ; তিনি সেই কন্যার নাম রাখেন সাবিত্রী। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেন। মহর্ষি নারদ মুখে সাবিত্রী জানিয়াছিলেন যে একবৎসর পরেই সত্যবানের পরমায়ু শেষ হইবে ; ইহা জানিয়াও তিনি সত্যবানকে বিবাহ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। বিবাহের পর সাবিত্রী শ্বশুর শ্বশ্রূ ও পতি সেবা করিয়া দিন কাটাইতে লাগাইলেন।

সাবিত্রীর মনে কিন্তু নারদ বচন
উঠিতে বসিতে শুতে জাগে সর্ব্বক্ষণ ।
সত্যবান যেই দিন হারাবে জীবন
সেই কাল অতঃপর আসিল এখন ॥

সাবিত্রী কিন্তু তাঁহার মনের এই চিন্তা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না।

পতির মৃত্যুর অবধারিত কালের চারিদিন পূর্ব্বে তিন রাত্রি অনশন ব্রত ধারণ করিয়া কাটাইলেন; চতুর্থ দিবসে শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া স্বামী সঙ্গে বনে কাষ্ঠ আহরণে গমন করিলেন। পতির মৃত্যুর অবধারিত কাল উপস্থিত হইল; সত্যবান শিরঃপীড়া বোধ করিয়া সতী অঙ্গে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন; তখন সাবিত্রী দেখিলেন এক বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ সত্যবান প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

"দাঁড়ায়ে রয়েছে কাছে হস্তে পাশ ধরি,
হেরিয়া সাবিত্রী তারে উঠিলা শিহরি।
প্রকাণ্ড তাহার দেহ, মুকুট মাথায়,
সূর্য্য সম তেজ তার—দেখে ভয় পায়;
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তার—লোহিত লোচন,
রক্ত বস্ত্র পরিধান—দেখিতে ভীষণ।
সাবিত্রী তাহাকে দেখি কাঁপিতে কাঁপিতে,
ক্রোড় হতে পতি শির রাখিলা ভূমিতে,
সহসা উঠিয়া সতী কহে যোড় করে,
দুরু দুরু করে হিয়া, বাক্য নাহি সরে।
আকার দেখিয়া তব শুন মহাশয়!
মানুষ বলিয়া মম বোধ নাহি হয়;
দেবতা হইবে তুমি, দেহ পরিচয়,
কেন আসিয়াছ কহ, যদি দয়া হয়।
যম কহিলেন,—দিব আত্ম পরিচয়,
পতিব্রতা, তপোরতা জানিয়া তোমায়।
উত্তর দিতেছি আমি প্রশ্নের তোমার,
কল্যাণি! জানিও নাম শমন আমার।
এই যে তোমার পতি, রাজার কুমার,
মৃত হয়েছেন ইনি, আয়ু নাহি আর।
ইহাঁকে বাঁধিয়া পাশে লইব এখন,
আসিয়াছি আমি সতি! জেনো সে কারণ।

সাবিত্রী কহিলা আমি করেছি শ্রবণ,
মানবে লইতে আসে তব দূতগণ।
তবে ভগবন্! বল তুমি কি কারণ,
করেছ আপনি আজি নিজে আগমন?
যমরাজ এই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
যথাযথ সব কথা করিলা বর্ণন।
সত্যবান্ রূপবান্ গুণের সাগর,
অধিকন্তু এই নর ধার্ম্মিক প্রবর;
ইহাঁরে লইবে দূতে, এ নয় উচিত,
রাজপুত্রি! আমি তাই নিজে উপস্থিত।
সত্যবান্-দেহ-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ
যে প্রাণ পুরুষ ছিল, তারে দিয়া টান।
বহিষ্কৃত করিলেন শমন তখন,
বশে আনিলেন পাশে করিয়া বন্ধন।
প্রাণ বাহিরিলে, শ্বাস হইল বিগত,
নিস্পন্দ হইল অঙ্গ, কান্তি হৈল হত।
পূর্ব্বে ছিল যেই দেহ নয়ন রঞ্জন,
এখন হইল তাহা বিকৃত দর্শন।
অতঃপর পাশে তারে করিয়া বন্ধন,
দক্ষিণ দিকেতে যম করিলা গমন।
মহাভাগা, পতিব্রতা, সাবিত্রী তখন,
যমের পশ্চাৎ দুঃখে করিলা গমন।
যম কহিলেন,—সতি! আসিও না আর,
গৃহে ফিরে যাও, কর পতির সৎকার।
পতির সকল ঋণ করেছ মোচন,
কত দূর আর তুমি করিবে গমন?
সাবিত্রী কহিলা,—যথা লয়ে যাবে পতি,
অথবা যাবেন যথা সেই মহামতি,

তথায় করিব আমি অবশ্য গমন,
ইহাই আমার দেব ! ধর্ম্ম সনাতন।
গুরু ভক্তি, পতি প্রেম আর তপস্থায়,
অধিকন্তু ধর্ম্মরাজ ! তোমার কৃপায়,
পেয়েছি যে বল আমি, সেবল এখন,
প্রতিহত মম গতি হবে না কখন।
পণ্ডিতের মতে পাঁচ সাতটী কথায়,
অল্পক্ষণে সাধুদের মিত্রতা জন্মায়।
তব সহ করিয়াছি কিছু সম্ভাষণ,
মনে করি তুমি মম মিত্র সে কারণ।
মিত্রতা-সূত্রেতে তাই বলিব কিঞ্চিৎ,
দয়া করি যদি শুন হয়ে অবহিত।
যতদিন নাহি হয় ইন্দ্রিয় দমন,
ততদিন বৃথা করে অরণ্যে গমন ;
গার্হস্থ্য আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, ভিক্ষাশ্রম—
বনে না পালিত হয় কাহারো নিয়ম।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মই জ্ঞান-লাভের সাধন,
সুপণ্ডিত জনে সদা কহে এ বচন ;
গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে তাই যত সাধুজন,
সকলের শ্রেষ্ঠ বলি করেন বর্ণন।
একমাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণে,
জ্ঞান মার্গ করে লাভ সকল সুজনে
ব্রহ্মচর্য্য, ভীক্ষাশ্রম বাঞ্ছনীয় নয়,
গার্হস্থ্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
যম কহিলেন—ঘরে ফিরে যাও সতি !
তব সুবচনে তুষ্ট হইয়াছি অতি ;
এই সত্যবানের জীবন দান বিনা,
মাগ সতি ! অন্য বর যা হয় কামনা।

সাবিত্রী কহিলা দেব ! করি নিবেদন,
রাজ্যভ্রষ্ট, অন্ধ, মম শ্বশুর এখন ;
বনবাসী হ'য়ে কাল করেন যাপন,
তোমার কৃপায় তাঁর হউক নয়ন।
বলশালী হউন তিনি পূর্ব্বের মতন,
তেজস্বী হউন অগ্নি তপন যেমন।
যম কহিলেন বর দিলাম এখন,
সকলি ফলিবে তব কথার মতন।
পথশ্রান্ত বোধ হয় তোমারে দেখিলে,
আসিওনা আর—শ্রম হইবে আসিলে।
সাবিত্রী কহিলা—শ্রম হইবে কেমনে ?
যেহেতু আমিত আছি পতির সদনে।
পতির যে হবে গতি সেই মম গতি,
যেখানে যাইবে তুমি লয়ে মম পতি।
সেখানে করিব আমি নিশ্চয় গমন,
পুনরায় শুন দেব আমার বচন,—
বারেক সাধুর সঙ্গে হইলে মিলন,
হয় তাহে পরস্পর মিত্রতা বন্ধন,
সাধু সনে মিত্রতায় অশেষ মঙ্গল,
সজ্জনের সঙ্গ কভু না হয় বিফল।
সে কারণ সাধু সনে সদা অবস্থান,
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রের বিধান।
যম কহিলেন—তুমি যে কথা বলিলে,
পরম মঙ্গল হয় সে কথা শুনিলে,
পরম আনন্দহয় হৃদয় যেমন,
পণ্ডিতেরো হয় বুদ্ধি বিবেকবর্দ্ধন ,
বিনা সত্তি ! এই সত্যবানের জীবন,
প্রার্থনা দ্বিতীয় বর করহ এখন।

সাবিত্রী কহিলা—দেব ! পূর্ব্বে শত্রুগণ
মম শ্বশুরের রাজ্য করেছে হরণ ;
দ্বিতীয় এবর দাও,—ধর্ম্মে রাখিমন
পুন তিনি রাজ্য করুন পালন।
যম কহিলেন সতি ! অচিরে তোমার
শ্বশুর আপন রাজ্য পাবেন আবার,
ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট নাহি হবেন কখন,
এইতব মনোরথ করিনু পূরণ ;
আপন ভবনে তুমি করহ গমন,
অধিক আসিলে শ্রম হবে বিলক্ষণ।
সাবিত্রী কহিলা—দেব ! এইযে ভুবন,
ইহার সকল প্রজা করিছ শাসন ;
তোমার নিয়ম—পাশে বাঁধিয়া সকলে,
স্বেচ্ছাক্রমে ল'য়ে তুমি যাইতেছ চলে ;
"যম" নামে হইয়াছ খ্যাত সে কারণ,
কিঞ্চিৎ বলিব আর শুনহ বচন।
কায় মনোবাক্যে হিংসা হইতে বিরতি,
সাধ্যমত দান, দয়া সকলের প্রতি,
সাধুদের এই হয় ধর্ম্ম সনাতন—
এসব কর্ত্তব্য সাধু করেন পালন।
শত্রু ও বিপদে পড়ি' লইলে শরণ,
সাধু তার প্রতি দয়া করেন তখন।
যম কহিলেন—শুভে ! এ তব বচন,
অতি প্রীতিকর—জলতৃষ্ণায় যেমন ;
বিনা সতি ! এই সত্যবানের জীবন,
পুনরায় মাগ বর, যাহা চাহেমন।
সাবিত্রী কহিলা,—নাহি পিতার সন্তান,
ঔরস সন্তান শত কর তাঁরে দান,

সেই সব পুত্র যেন হয় বংশধর,
তোমার নিকট মাগি তৃতীয় এবর।
যম কহিলেন—সতি! শত পুত্র হবে,
সেই সব পুত্র হ'তে পিতৃকুল রবে;
মনোরথ পূর্ণ হৈল তোমার এখন,
ফিরে যাও আর দূরে করোনা গমন,
সাবিত্রী বলিলা,—স্বামী সমীপে যখন,
তখন এপথ দূর নহে কদাচন;
স্বামী লয়ে যথা যাবে, যাব আমি তথা,
যেতে যেতে ধর্ম্মরাজ! শুন মোরকথা।
বলশালী তুমি বিবস্বানের তনয়,
পণ্ডিতে তোমাকে তাই বৈবস্বত কয়;
ন্যায়ে ধর্ম্মে সর্ব্ব লোক করিছ শাসন,
ধর্ম্মরাজ নামে তুমি খ্যাত সে কারণ।
যাদৃশ বিশ্বাস হয় সাধুজন প্রতি,
নিজের প্রতিও কভু না হয় তেমতি;
সাধুর সহিত লোক দেখ! সে কারণ,
প্রণয় করিতে করে সদা আকিঞ্চন।
প্রানি মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস যে হয়,
একমাত্র মূল তার কেবল প্রণয়;
সাধুর উপর লোক করে সে কারণ,
সবিশেষ চেষ্টা করি প্রণয় স্থাপন;
যম বলিলেন—সতি! এমন বচন,
অন্য মুখে করি নাহি কখন শ্রবণ,
তুষ্ট হইয়াছি আমি তোমার উপর,
পতির জীবন বিনা চাহ অন্যবর।
সাবিত্রী কহিলা—দেব! শতেক কুমার,
সত্যবান্ হৈতে হৌক গর্ভেতে আমার।

বল বীর্য্য শালী আর হোক বংশধর,
প্রার্থনা তোমারে করি, চতুর্থ এ বর।
যম বলিলেন—আমি দিলাম এবর—
বলবীর্য্য শালী শত পুত্র গুণাকর
হবে রাজ পুত্রি! তব; আসিওনা আর,
ফিরে যাও, হবে শ্রম নতুবা তোমার।
সাবিত্রী কহিলা—দেব! যত সাধু জন,
সনাতন ধর্ম্মে সবে রত অনুক্ষণ;
কিছুতেই কাতর না হয় সাধুগণ,
বিফল না হয় কভু সাধু-সম্মিলন;
সাধুর সহিত—সাধু করিলে মিলন,
উভয়ের মধ্যে ভয় না হয় কখন।
সাধুদের সত্য-বলে দিবাকর চলে,
সৃষ্টি রক্ষা হয় সাধুদের তপোবলে,
ভূত ভাবী উভয়ের সাধুই আশ্রয়,
সাধুর নিকটে সাধু বিষণ্ণ না হয়।
কর্ত্তব্য—বোধেতে সাধু করে উপকার,
প্রত্যুপকারের আশা না হয় তাহার।
ধার্ম্মিকের প্রতি দয়া বিফল না হয়,
সে দয়ায় ধন মান নাহি হয় ক্ষয়;
সাধুর নিয়ম সদা ধার্ম্মিক পালন,
ধার্ম্মিকের রক্ষা কর্ত্তা তাই সাধুজন।
যম কহিলেন—সতি! তোমার বচন,
অর্থ যুক্ত, ধর্ম্ম যুক্ত, হৃদয় রঞ্জন;
যতশুনি তত ভক্তি হতেছে তোমায়,
অনুপম বর মাগ, যাহা মন চায়।
সাবিত্রী বলিলা—দেব! রাখ মম মান,
অন্য তিন বরে সিদ্ধি করিয়াছ দান;

কিন্তু পতি-সহবাস বিনা পুত্র শত
কেমনে হইবে বল মম অভিমত ?
সত্যবান্ তাই হোক জীবিত আবার,
নহিলে অবশ্য মৃত্যু হইবে আমার।
পতিহীনা হ'য়ে সুখ না করি কামনা,
পতিহীনা হ'য়ে স্বর্গে না হয় বাসনা,
পতিহীনা হ'য়ে ধন কামনা না করি,
পতিহীনা হ'য়ে প্রাণ ধরিতে না পারি।
শতপুত্র হবে বর করিয়া অর্পণ,
তুমিই আবার পতি করিছ হরণ ;
দাও বর—সত্যবান্ লভুক জীবন,
তা' হলেই হবে সত্য তোমার বচন।
হইলেন যম তুষ্ট শুনি এ বচন,
তথাস্তু বলিয়া পাশ করিলা মোচন।
অতঃপর সাবিত্রীকে করি সম্ভাষণ,
সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ কহিলা তখন।
এই দেখ সতি ! সত্যবানের বন্ধন,
তোমার কথায় আমি করিনু মোচন ;
মনোরথ পূর্ণ হবে—দেহ রোগহীন,
থাকিবেন পতি তব বশে চিরদিন ;
বাঁচিবেন তব সহ বর্ষ চারিশত,
বহু যজ্ঞ করি ভবে হইবেন খ্যাত।
তোমার গর্ভেতে সতি ! শতেক সন্তান
উৎপাদন করিবেন এই সত্যবান্ ;
সে সব ক্ষত্রিয়-পুত্র ক্রমে রাজা হবে,
তাহাদের পুত্র পৌত্র রাজত্ব করিবে॥

সতীর কাছে যমরাজ পরাস্ত হইলেন।

বিত্রীর এই উপাখ্যান হইতে আমরা ইহা শিখিয়াছি যে, বেদ

সাবিত্রী উপাসকের ঔরসজাত সন্তান সাবিত্রী তেজ আশ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

(আমরা সেই জগৎপ্রসবিতার বরণীয় তেজ চিন্তা করি; সেই তেজই আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা করেন)।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই ত্রিপাদ গায়ত্রী মন্ত্রে যে জগজ্জননীর উপাসনা করেন, তিনিই দেবী সাবিত্রী। এই সাবিত্রী দেবীর বরণীয় তেজই ব্রহ্মতেজ বা সতী-তেজ। এই তেজ পুরুষহৃদয়ে যখন আবির্ভূত হন, তখন ইহাই ব্রহ্মতেজ এবং স্ত্রীহৃদয়ে আবির্ভূত হইলে ইহারই নাম সতীতেজ। এই ব্রহ্মতেজ হৃদয়ে অধি-ষ্ঠিত হইয়া পুরুষকে যে কর্ম্মে প্রেরণা করেন, তাহাই পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং স্ত্রীহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যে কর্ম্মে প্রেরণা করেন তাহাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম। যে পুরুষের হৃদয়ে এই তেজ সম্যক্ প্রকাশিত, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং যে স্ত্রী এই বরণীয় তেজে তেজস্বিনী, তিনিই সতী। এই বরণীয় তেজের প্রেরণায় যে যে কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ও সতীর প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই বেদ-বিহিত কর্ম্ম। এই বেদবিহিত কর্ম্মের নামই ধর্ম্ম। জগজ্জননীর এই বরণীয় তেজ হইতেই বেদোক্ত ধর্ম্ম সকল প্রসূত হইয়াছে, এই জন্যই দেবী সাবিত্রীকে বেদমাতা বলা হইয়া থাকে।

অশ্বপতি দুহিতা সাবিত্রী এই তেজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই তেজই তাঁহার হৃদয়কে সত্যবানের প্রতি আকৃষ্ট করে; সত্যবানকে স্বল্পায়ু জানিয়া রাজা অশ্বপতি যখন তাঁহাকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে বুঝেন, তখন সাবিত্রী বলেন —

"একবার সত্যবানে করেছি বরণ,
সেই মম পতি, নাহি চাহি অন্য জন।"

এই বাক্য সাবিত্রী হৃদয়নিহিত সেই সতীতেজসম্ভূত মহাবাক্য। এই মহাবাক্য সাধনই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সাধনা।

[illegible] যাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, সাবিত্রীর সত্যবান কে [illegible] পরিচ্ছেদ যখন

অচেতন হইয়া পড়িল যমরাজ যখন সেই দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে টান দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া চলিতেছেন, তখন সাবিত্রী সতী তাঁহার অনুসরণ করিলেন ; তখন তিনি যমরাজকে বলিয়াছিলেন—

"স্বামী লয়ে যথা যাবে, যাব আমি তথা„

সাবিত্রীর এই কথাগুলি পাঠকগণ বিশেষ স্মরণ রাখিবেন। সাবিত্রী সত্যবানের হৃদয়পুরীস্থায়ী পুরুষকে জানিয়াছিলেন এবং এই অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষকেই তিনি স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলেন ; এই অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষের অনুসারিণী হইয়াই তিনি যমরাজকে বলিয়াছিলেন—

"স্বামী সমীপে যখন
তখন এপথ দূর নহে কদাচন ;
স্বামী লয়ে যথা যাবে, যাব আমি তথা ॥"

যিনি পতি-হৃদয়-গুহাশায়ী জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষকে চিনিয়া তাঁহারই অনুসরণে বদ্ধসঙ্কল্প, তিনিই সতীর চরম আদর্শ। সাবিত্রী চরিত্র পাঠ করিয়া আমরা এই কথাটি শিখিয়াছি। সূর্য্য যেমন জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রকাশক, সতীতেজও সেইরূপ স্বামীহৃদয়নিহিত পুরুষের প্রকাশক। যে স্ত্রীর হৃদয়ের তেজ স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া, হৃদয়-গুহা-শায়ী পুরুষে মিলিত হইয়া সেই পুরুষকে প্রকাশ করে, সেই স্ত্রীই সতীশব্দ বাচ্য ; তাঁহার হৃদয়ের তেজের নামই সতী-তেজ।

এই সতীতেজে তেজস্বিনী সুন্দরী যম সন্দর্শনে ভীতা হন না ; তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ জানিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। এই সতীতেজ সতীর মুখ দিয়া ধর্ম্ম উপদেশ নিঃসারিত করেন এবং সেই সতীকে আদর্শরমণী স্থাপন করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রোথিত করেন।

এস আমরা এই বরণীয় ভর্গকে নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

ভরত।

এই ভারতবর্ষের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল। রাজা ভরত হইতে ইহার নাম ভারতবর্ষ। তিনি বহুসহস্রবর্ষ প্রজাপালন করিয়া পুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং বনমধ্যে গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন।

একদা রাজর্ষি স্নান করিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক হরিণী পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই নদীতটে আগমন করিল। হরিণী জলপান করিতেছিল, এমন সময়ে, উচ্চসিংহনিনাদে সেই স্থান পরিপূরিত হইল।

চকিতনয়না হরিণবধূ ব্যাকুল হৃদয়ে উর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিল এবং উরুভয় জন্য তাহার গর্ভ নদীমধ্যে নিপতিত হইল। কাতর হরিণী গিরিগুহায় প্রাণ ত্যাগ করিল।

করুণ-হৃদয় রাজর্ষি প্রবহমান হরিণ শিশুকে অঙ্ক মধ্যে স্থাপিত করিয় আশ্রমমধ্যে আনয়ন করিলেন এবং প্রীতি সহকারে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। যম্ নিয়ম্ ঈশ্বরপরিচর্য্যা তাঁহার একে একে সকলই গেল হরিণবালকে তাঁহার প্রবল মমতা বৃদ্ধি হইল। হায়, আসঙ্গে কিনা হয় "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ"। তাহার পর একে একে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশই আমাদের সর্ব্বনাশ।

ভরতের কাল নিকটবর্ত্তী হইল এবং একাগ্র মনে হরিণ শিশু স্মরণ করিতে করিতে তিনি নয়ন মুদিত করিলেন।

মন তুমি যাহা চাও, তাহাই পাও। অবশ হইয়া ছাই পাঁস চাহ কেন?

মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া ভরত মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইল না। নির্ব্বিন্নহৃদয় ভরত কালবশে মৃগশরীর ত্যাগ করিলেন।

আর্য্য ভারতবর্ষ, তুমি ছিলে কি, হলে কি! তোমার পবিত্রতা, তোমার সহৃদয়তা কিনা পশুশরীরে আচ্ছাদিত হইল! কিন্তু সেজন্য তোমার সন্তানগণ কিছুমাত্র খেদ করেনা। পরের ভাবনায় করুণহৃদয় যদি মমতার পাশে

আবদ্ধ হয় সে বন্ধনও ধর্ম্মনিবন্ধন। অন্যের প্রকৃতি অবলম্বনে তুমি নিজের জড় প্রকৃতি সংগঠিত করিলে, তাই তোমার মৃগত্ব। কিন্তু তোমার হৃদয় জ্ঞান পূর্ণ। বাহ্যিক ঝঞ্ঝাবাতে, অধীনতার কারাগারে, বহির্জগতের অত্যাচারে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব নষ্ট হইবে না।

আঙ্গিরস-গোত্র-জাত কোন ব্রাহ্মণ কুমারের দুই পত্নী। এক পত্নীর নয় পুত্র। এবং দ্বিতীয় পত্নীর যমজ সন্তান, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। সেই পুত্রই রাজা ভরত। তিনি মৃগ শরীর ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকুমাররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার পূর্ব্বজন্মাবলির স্মৃতি সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইল। আর তিনি আসক্তির দিকে একেবারে যাইলেন না। লোকে জানিল, যে ব্রাহ্মণ কুমার উন্মত্ত, জড়, ও বধির।

ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন না। কালক্রমে তিনি কালকবলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার সহমৃতা হইলেন। ব্রাহ্মণ কুমারের ভার তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের উপরে পড়িল।

প্রাকৃত লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইত। কেহ বা বেতনরূপে কদর্য্য অন্ন দিত। কখনও ভিক্ষাদ্বারা তিনি জীবনযাত্রা করিতেন। কি শীত, কি বর্ষা, কি ঝঞ্ঝাবাত, সকল কালেই স্থূলদেহ ব্রাহ্মণ কুমার অনাবৃতাঙ্গে। যেন একটি বৃষের ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। ভ্রাতৃগণের দ্বারা কিম্বা অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তিনি কাজ করিতেন বটে। কিন্তু কাজের ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতেন না।

হায়রে, যে ভারতের হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ, যে ভারত জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, আজ প্রাকৃত সমাজের মধ্যে পড়িয়া সেই ভারত জড় ও উন্মত্ত। যাহার যা ইচ্ছা, সেই তা বলুক, ভারতের কিছুতেই যায় আসেনা। ভারত বাসীগণ, প্রতি পদে আপন পূর্ব্বপুরুষ ভরতের স্মৃতিস্মরণ করিয়া চলিও। পরের উপহাসে বিচলিত হইওনা। আধ্যাত্মিক ভাবই ভারতের সার ভাব। অন্যের প্রাকৃতিক ভাব দেখিয়া যেন নিজের সর্ব্বস্ব হারাইওনা কালের চক্রে সংসারের দুরতিক্রম নিয়োগ বলে, যে প্রাকৃতিক কার্য্য করিতে হয়, ভাল হয় মন্দ হয় করিয়া যাও, এবং বিধিলব্ধ ধনে সন্তুষ্ট হইয়া দিনপাত কর। নিশ্চই জানিও যে এদিন চিরকাল থাকিবেনা।

কদাচিৎ কোন শূদ্রসামন্ত গৌররাজ অপত্যকামনা করিয়া ভদ্রকালীকে মনুষ্যবলি দিবার অভিপ্রায় করিল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বলি দৈবাৎ বিমুক্ত হইয়া রাত্রিকালে পলায়ন করিল। বৃষলপতির অনুচরগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া সেই বলির অনুসন্ধান পাইল না। কিন্তু বীরাসনে উপবিষ্ট ক্ষেত্ররক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের নয়ন গোচর হইল। তাহারা সুলক্ষণসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া চণ্ডিকা গৃহে আনয়ন করিল। পরে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে উপস্থিত করিল বৃষলরাজের পুরোহিত অন্যতম চৌর শানিত করালঅসি হস্তে গ্রহণ করিল।

মা ভদ্রকালী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিমা ত্যাগ করিয়া বহির্নির্গতা হইলেন এবং ক্রোধভরে ভ্রুকুটি-কুটিল-মুখে অট্টহাস করিতে করিতে পাপাত্মা দিগের সেই অসি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন।

মা জগদম্বে, তুমি ভারতের জননী। ভারত সন্তান তোমার নিত্য উপাসক। মা, তুমি থাকিতে ভারতের ভয় কি! চোরের হস্ত হইতে তুমি ভারতকে ত্রাণ না করিলে অন্যে কে ত্রাণ করিতে পারে। যে সকল যবন ভারতের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভারতবাসী আর্য্যদিগের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহিয়াছিল আজ তাহারা কোথায়।

রাজা রহূগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া কপিলের অশ্রমে গমন করিতে ছিলেন। ইক্ষুমতীর তটে শিবিকাবাহক জাতি একজন শিবিকা বাহকের অন্বেষণ করিতে ছিল! এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে স্থূলকায় ও কুশলাঙ্গে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবিকাবহনে নিয়োজিত করিল।

ব্রাহ্মণকুমার দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গতি দ্বারা কোনরূপ জীবহিংসা না হয়। কাজেই অন্য বাহকদিগের সহিত বিষম গতি হইতে লাগিল। রাজা বাহকদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। তাহারা নূতন বাহককে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশিত করিল। তখন ব্রাহ্মণকুমারকে উপহাস করিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! নিশ্চয় তোমার অত্যন্ত শ্রম হইয়াছে। অনেক পথ শিবিকা-বহন করিতে হইয়াছে। শরীরও সেরূপ স্থূল নয়, অঙ্গও সেরূপ সবল নয়। বয়সেও খুব বৃদ্ধ।"

আবার শিবিকা বিষমভাবে চলিতে লাগিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কিরে, তুই কি জীবন্মৃত, যে, স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিতেছিস্। যমের ন্যায় তোর শাস্তি দিব। তবে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।"

রাজা রহূগণ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জানেন। তাঁহার রাজত্বের অভিমান। তিনি জানেন না, সর্ব্বভূত-সুহৃদাত্মা-যোগেশ্বর ব্রাহ্মণকুমার কি পদার্থ।

ব্রাহ্মণ কুমার বলিলেন—

ত্বয়োদিতং ব্যক্ত মবিপ্রলব্ধং
ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্ যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্য মধ্বা
পীবেতি রাশৌ নবিদাং প্রবাদঃ॥
স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড়্ ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রা রতি র্মন্যু রহং মদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি॥

ইত্যাদি।

রাজা রহূগণের চক্ষু স্থির। তিনি শিবিকা হইতে সত্বর অবতরণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকুমারের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কস্ত্বং নিগূঢ় শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ॥
নাহং বিশঙ্কে সুররাজ বজ্রা
ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিল বিত্তপাস্ত্রা
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ॥
তদ্ব্রূহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়
বিজ্ঞানবীর্য্যো বিচরস্যপারঃ।

বচাংসি যোগ গ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥

*   *   *   *

*   *   *

*   *   *   *

তন্মে ভবান নরদেবাভিমান
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্থ।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্ত্তবন্ধো
যয়া তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥

অমনি দুজনের গুরু শিষ্য ভাব হইল। ব্রাহ্মণ কুমার প্রীতচিত্তে রহুগণকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া গুরুর চরণ অভিবন্দন করিলেন এবং কাতরচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ কুমারও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

আজ ভারত সেই শিবিকা বহন করিতেছে। পবিত্র ভারত, সকলের শীর্ষস্থানীয় ভারত, জগতের পরমগুরু ভারত, আজি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় পরের ধূলা মস্তকে বহন করিতেছে। কিন্তু ভারত-সন্তানগণ, যাহার শিবিকা বহন করিতেছ, সে তত্ত্বজিজ্ঞাসু। যদিও তাহার রাজত্বের অভিমান ও বিদ্যার অভিমান আছে, তবু তাহ'র হৃদয় ভাল। বিনয়ে বলি, তাহার সহিত বলের প্রয়োজন নাই, বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, পার্থিব বস্তু লইয়া সমকক্ষতার প্রয়োজন নাই। কেবল দাও তাহাকে জ্ঞানের শিক্ষা। তোমাদের ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের যে জ্বলন্ত অগ্নি রহিয়াছে, তাহার আলোকে জগৎ আলোকিত কর। নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার কর। একবার প্রাণভরে ভগবানের শরণ লও। মা জগদম্বাকে স্মরণ কর। যাহা ভুলিয়া, যাহা হারাইয়া আজ পথের ভিখারী হইয়াছ, সেই নষ্টধন, সেই অন্তর্নিহিত ধনের উদ্ধার কর। আজ সেই ধন বিতরণ কর। তাহা হইলে আর তোমাকে শিবিকার ভার বহন করিতে হইবে না। আজ যাহার শিবিকা বহন করিতেছ, সে তোমাকে মাথায় বহন করিবে। সে কেন সমস্ত জগৎ তোমাকে মাথার মণি করিয়া বহন করিবে।

পার্থিব শক্তির কিসের গৌরব? সে গৌরব কি রাজা রহুগণের নাই।

সে গৌরব কি অন্য জাতির নাই। তুমি এখন চেষ্টা করিলে কি সে গৌরব অতিক্রম করিতে পারিবে।

মনে কর রাজা রহূগণ কি বলিয়াছিলেন—"আমি দেবরাজের বজ্রকে ভয় করিনা। মহাদেবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, কুবেরের অস্ত্র, ইহার মধ্যে কিছুই আমার ভয়ের কারণ নহে। কেবল ব্রাহ্মণকুলের অপমানকে আমি বড় ভয় করি।"

ঋষিদিগের চরণে কোটী কোটী নমস্কার। এই ভারতের গভীর অমাবস্থায় ঋষিবাক্যই একমাত্র আলোক। যেন সেই আলোককে অবহেলা করিয়া আমরা বিপথে গমন না করি।

ভরত উপাখ্যানের পর, প্রিয়ব্রত বংশের কথা বলিবার বড় কিছু নাই। এইবার আমরা উত্তানপাদের বংশ বর্ণন করিব।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

জ্ঞান ও ভক্তি।

সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মালোচনাদিতে জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী ধর্ম্মবীরগণ অভিমানভরে ভাবিয়া থাকেন, ভক্তি জিনিষটা আর কিছুই নহে. তাহার ষোল আনা কেবল ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ; তাহার অনুশীলনে মন দুর্ব্বল হইয়া গিয়া সাধককে নিতান্ত কাপুরুষ ও হীনবীর্য্য করিয়া ফেলে; তাহাতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অপর পক্ষে, ভক্তি পথের পথিকগণ জ্ঞানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতকরতঃ ভ্রুযুগল উর্দ্ধে উঠাইয়া বলিয়া থাকেন, জ্ঞান ভক্তিপথের বিরোধী, নিতান্ত নীরশ ও দুর্ব্বোধ্য পদার্থ; জ্ঞানের প্রচণ্ড ও খরতর উত্তাপে ভক্তিরস বিশুষ্ক হইয়া যায়, পরিণামে মায়াবাদ ও নাস্তিকতায় বিজড়িত হইয়া সাধক নিস্তারের পন্থা হারাইয়া ফেলে; এই আশঙ্কা তাহাদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল ও অহঃরহঃ জাগরূক থাকাতে তাহারা জ্ঞানের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন; তাহার নিকটে যাইতেই আশঙ্কায় আকুল হন।

এই বিরুদ্ধভাবাপন্ন সংস্কার দুইটী কি প্রকৃত? প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তিতে কি বাস্তবিক কোন প্রভেদ আছে? একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান কহে। সমস্ত জ্ঞানাপেক্ষা এই ব্রহ্ম জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বং কর্ম্মরখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ গীতা।

হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় (দৈবাদ) যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম্মই কালের সহিত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

তাহা লাভ করিতে হয় কি উপায়ে?

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ গীতা।

অর্থাৎ, আচার্য্য (উপযুক্ত গুরু) সন্নিধানে গিয়া, প্রণিপাত ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া উপযুক্তরূপে প্রশ্ন করতঃ তাহা অবগত হইতে যত্ন কর, তবেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন।

প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে?

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

পরমেশ্বরে যে একান্ত অনুরাগ তাহাই ভক্তি!

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

আর্ত্ত (রোগাদি অভিভূত), জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানেচ্ছু), অর্থার্থী (ঐহিক পারত্রিক ভোগসাধনভূত অর্থাভিলাষী) ও আত্মজ্ঞানী, এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যোগযুক্ত আত্ম-জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীভক্ত আমারই স্বরূপ, তিনি আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

এই খানে "জ্ঞান ভক্ত" এই বাক্যটি দ্বারা উল্লিখিত প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তরটী হইয়া গেল, অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ না হইলে প্রকৃত সাধন পথের অনুসন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া বড় দুষ্কর।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে অধিকারী তিন প্রকার, তন্মধ্যে—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমোমতঃ॥

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ব বিচার, সাধন বিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা পরমাত্মারূপী ভগবান বাসুদেবের প্রতি যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার পাদপদ্মে যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উপজাত হইয়াছে, তিনিই উত্তম ভক্ত।

য শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যমাধিকারী।

যো ভবেৎ কোমল শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠোনিগদ্যতে॥

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্, অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা যাহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাহাকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী জানিতে হইবে।

তবেই দেখা গেল, জ্ঞান ও ভক্তি একে অন্যে, উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ। যাহারা একদেশদর্শী, যাহারা শাস্ত্রের সার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল বাহিরের খোসা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা ও বৃথাস্ফালন করিয়া থাকেন, তাহারাই এতদুভয়ের মধ্যে ঘোর পার্থক্য অবলোকন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, জ্ঞানরূপ কষ্টি পাথরে ভক্তি সোনাকে ঘসিলেই তাহার ময়লা ও আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত হইয়া গিয়া, তাহা শুদ্ধ ও স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ প্রতিভাত হয়, নতুবা তাহা ভাবুকতার আবিল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে, প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না; ভক্তি কেবল ভাবুকতায়ই পর্য্যবসিত হয়। আবার জ্ঞানকে ভক্তি-রসামৃতে সিক্ত না করিলে তাহা বিশুষ্ক মর্কট বৈরাগ্যে উপনীত হইয়া পরিণামে মায়াবাদ ও জড়বাদে পরিণত হইয়া যায়; তাহাতে তদনুগামীগণ জ্ঞান দধির সার ভাগ সুস্বাদু ও সুমিষ্ট নবনীত পরিত্যাগ করিয়া কেবল কূট কুতর্করূপ

অসার তক্রই (ঘোল) পান করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তিতে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। তাহা উপলব্ধি করিবার জন্যে শাস্ত্রে যে বিধি ব্যবস্থা আছে, যদবলম্বনে সাধুমহাজনগণ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পন্থা। তত্ত্ববিচার না করিলে এই পন্থার উদ্দেশ মিলে না। এই পন্থার উদ্দেশ ও অনুসন্ধান করিয়া সময়ে স্বীয় স্বরূপ অবগত হওয়া ও জীবের সঙ্গে পরমাত্মারূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিয়া তদবস্থ হওয়াই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পরিণাম।

শ্রীসুদর্শন দাস

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা।

(৪)

একদা শুভদিনের সুপ্রভাতে দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে তৎসমীপে উপনীত হইলেন। দেবর্ষি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ভগবান কয়েকটি মূর্ত্তি পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছেন—সে মূর্ত্তিগুলি কিন্তু বহুমূল্য রেশমী আবরণ দ্বারায় আবৃতছিল। অতীব উৎকৃষ্ট পুষ্পরাজি সন্নিকটে বহুমূল্য পুষ্পাধারে সংরক্ষিত ছিল—সেই পুষ্প নিচয় লইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতে করিতে আনন্দে আপ্লুত হইতেছিলেন। এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন কে আছেন যাঁহাকে স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিতে পারেন? মাথা ঘুরিয়া গেল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যিনি সকলের মূল এবং সকল কারণের কারণ; তাঁহা অপেক্ষা কে আবার বড় এবং কে তাঁহার ভক্তি ও পূজার পাত্র হইতে পারেন? এই প্রশ্নে মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিঘূর্ণিত ও বিলোড়িত হইলেও সে সময়ে পরম প্রেমময় ভগবৎ সন্নিধানে দেবর্ষি নারদের আনন্দের পরিসীমা ছিলনা। অধিকন্তু ঐ আবরণের পশ্চাৎভাগে এরূপ জ্যোতিপুঞ্জ অনুভব করিয়াছিলেন যাহার সদৃশ তিনি ইতি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই শুনেও নাই। ঐ পূজার পুষ্প নিচয় হইতে অপূর্ব্ব সুগন্ধ

বিনির্গত হইতেছিল, এবং ঐ স্থানের ওজঃ (aura) পুঞ্জের প্রভাবে তাঁহার চিত্ত অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পুলকিত ও ভক্তি রসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। তখন ঐ স্থানটী তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আনন্দধাম বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। নারদ ইহার রহস্য ভেদে অসমর্থ হইয়া বাসুদেবের পূজার পাত্র যে কে তাহা স্বয়ং ভগবানেরই নিকট যে প্রকারে হউক জানিতেই হইবে এইরূপ তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। অনন্তর অতীব প্রেম ও ভক্তি সহকারে গললগ্ন কৃতবাসে ও করজোড়ে ভক্তপ্রবর নারদ ভগবৎ সমীপে নিবেদন করিলেন "প্রভো! জিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম সনাতন, সকল কারণের কারণ তিনি আবার কিরূপে অন্যকে পূজা করিতে পারেন, তাহা আমি বুঝিতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ। প্রভো, তবে কি তাহা অপেক্ষা আর কেহ বড় আছেন? কৃপা করিয়া এদাসের এই সংশয় ছেদন করিয়া কৃতার্থ করুন।" চতুর চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছলে ও কৌশলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দান হইতে এড়াইবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে ঐ রহস্য জানিবার জন্য নারদের ঔৎসুক্য দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র ও নহেন,—বারম্বার কাতরে ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রিয়ভক্তের কাতরতা সন্দর্শনে পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন আর উহা গোপন রাখিতে পারিলেন না। আবরণ অপসৃত হইল, ভগবানের পূজার পাত্র নিচয় নারদের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। দেবর্ষি উহা দেখিয়া চমকিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

নারদ আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। সমগ্র শরীরে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় প্রেমানন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময়টী নারদের পক্ষে পরম প্রীতি ও সুখপ্রদ হইয়াছিল। তাঁহার এতাধিক আনন্দিত হইবার কারণ কি? কারণ এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতে ছিলেন, তাহা আর অন্য কাহার নহে তাঁহারই ভক্ত বৃন্দের এবং ঐ ভক্তমণ্ডলীর মূর্ত্তি সমূহের মধ্যে নারদ নিজ মূর্ত্তি ও সংস্থাপিত দেখিলেন। গীতায় ভগবান যাহা বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তান্ তথৈব ভজাম্যহম্"

তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা অনন্ত ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পূজা করেন তিনিও তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতেছিলেন তাহার মধ্যে প্রধানতঃ ব্যাস, অথ-রিষ, পরাশর নারদ ও প্রহ্লাদের মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। যাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা স্বয়ং ভগবান কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

যদ্যপি পরম প্রেমময় ভগবান স্বয়ংই এইরূপ করেন, তাহা হইলে বুঝা উচিত ঐ মহাত্মাগণ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের কত দূর পূজনীয় এবং তাঁহা-দের পরম পবিত্র জীবনের উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে কত অধিক হওয়া আবশ্যক।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত

"এক লঙ্গোটিকা ওয়াস্তে।"

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে ন্যাস বা ত্যাগ। পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিলে ক্রমে ক্রমে মায়া ত্যাগ হইয়া যায়, কিন্তু ইহাও জানা উচিত যে সম্পূর্ণ রূপে মায়া ত্যাগ না হইলে পরব্রহ্ম লাভ হয় না। মায়ার এমনি মোহিনীশক্তি যে তাহাকে সম্যক্‌রূপে জয় করিতে না পারিলে জীব নিরাপদ নহে। বটের আঠার মত পুনরায় জড়াইয়া ধরে। এই বিষয়ের একটি সুন্দর গল্প আছে। এক বনে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। দিবারাত্রি ঈশ্বর চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। পরিধেয় সামান্য কৌপীন মাত্র ছিল এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ভিক্ষা দ্বারা যাহা আহরণ করিতেন তাহাতেই যথেষ্ট উদর পূর্ত্তি হইত। যাহার অভাব নাই তাহার কোন বিষয়ের চেষ্টা নাই, সুতরাং উদ্বেগও নাই। উদ্বেগ শূন্য হইলেই মন সহজে শান্তি লাভ করে। এত নিরুদ্বেগ সত্ত্বেও বাবাজীর একটি দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। বাবাজীর পার্থিব জগতের একমাত্র সম্বল তাঁহার লঙ্গোটি অর্থাৎ কৌপীনটি স্নানের পর বৃক্ষ-শাখায় শুখাইতে দিতেন, দুর্দান্ত মূষিক আসিয়া উহা দংষ্ট্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিত। এইরূপে এক শাখা হইতে অপর শাখায় রাখিতেন মূষিকও

অনুসন্ধান করিয়া উহা পুনরায় কাটিয়া রাখিত। মূষিকের সহিত পূর্ব্বজন্মের কি শত্রুতা ছিল জানি না, কিন্তু সে বাবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবাজী কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া একদিন ভিক্ষান্ন অন্বেষণে বাহির হইয়া কোন গৃহস্থের নিকট এই কথা ব্যক্ত করেন। গৃহস্থ বলিল, "বাবাজী ভয় কি? এ'কটা বিড়াল পোশো।" বাবাজী ভাবিলেন কথাটা মন্দ নয়। বিড়াল ভিন্ন আর মূষিক শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার অন্য উপায় নাই। ক্রমে এক বিড়াল সংগ্রহ হইল। এইবার তাঁহার লঙ্গোটি নিরাপদ হইল। মূষিক প্রবরের সমস্ত অত্যাচার এইবার নিবারিত হইবে এবং বনস্থলী মূষিক শূন্য হইবে। বিড়ালের শুভাগমনে মূষিকের উপদ্রব কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আর এক উৎপাত উপস্থিত হইল। মূষিকের অন্তর্ধান হইলে মার্জ্জার প্রবর আর আহার পান না ক্রমে উপবাসী থাকিতে লাগিলেন। জঠর যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। বিড়াল জাতিও সেই নিয়মের অন্তর্গত। আহার অভাবে মঁ্যাও মঁ্যাও শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাবাজী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মন স্থির করিয়া যখন যোগাসনে বসিতেন, বিড়ালও সেই সময়ে মঁ্যাও মঁ্যাও শব্দ আরম্ভ করিত। বাবাজীর যোগ ভঙ্গ হইত। পরব্রহ্ম লাভের এক বিষম কণ্টক উপস্থিত হইল। কি উপায়ে এই নূতন উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পাইলে বিড়াল স্থির হইবে। সুতরাং যখন ভিক্ষান্ন অন্বেষণে বাহির হইতেন সেই সময়ে বিড়ালের জন্য কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। বিড়াল দুগ্ধ পাইয়া স্থির হইত বটে, কিন্তু প্রতিদিন দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া আনাও এক কঠিন ব্যাপার। গৃহস্থেরা একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা দিতে কাতর হয় না, কিন্তু বিড়ালের জন্য প্রতিদিন দুগ্ধ কে যোগাইবে। যে দিন পাইতেন না বিড়াল সেই দিন মঁ্যাও মঁ্যাও শব্দ করিত। ক্রমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই গৃহস্থের নিকট মর্ম্মবেদনা জানাইতেন।

গৃহস্থ বলিল,—"বাবাজী ভয় কি? একটা গরু পোশো। আর বল ত আমি একটা জোগাড় করিয়া দিতেছি।" বাবাজী ভাবিলেন ভাল কথা। একটা গরু পুশিলে বিড়ালের শব্দ হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। ক্রমে গরু সংগ্রহ হইল, কিন্তু গরুর সেবা করে কে। সেবার অভাবে গরু গাঁ গাঁ শব্দে বনস্থলী কাঁপা:

ইতে লাগিল। বিপদ বাড়িয়া উঠিল। রীতিমত সেবা না হইলে গাভীতে দুগ্ধ দেয় না, সুতরাং বিড়ালের চীৎকার থামিল না। একদিকে ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ অপরদিকে গাঁ গাঁ শব্দ। বাবাজী অস্থির হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সেই সুচতুর গৃহস্থ মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। গৃহস্থ বলিলেন,—"বাবাজী গরুর জাব দাও।" বাবাজী বলিলেন,—"খড় কোথায় পাওয়া যাইবে? বড় বিপদ।" গৃহস্থ বলিলেন,—"চাষ কর। চাষে যথেষ্ট খড় উৎপন্ন হইবে।" ক্রমে চাষ আরম্ভ হইল, কিন্তু এ কার্য্য একাকী হয় না লোক নিযুক্ত করিতে হইল। চাষ করিতে করিতে বাবাজীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। প্রভূত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঘর, বাড়ী, খামারবাড়ী, ধানের মরাই, গাই, বলদ, লাঙ্গল প্রভৃতি যথেষ্ট হইতে লাগিল। অতিরিক্ত ধান্য রাখিয়া কি হইবে, ক্রমে তাহা বিক্রয় হইতে লাগিল এবং যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল। বাবাজীর সুখের সীমা নাই। এত সুখ ভোগ আর একাকী ভাল লাগে না। বাবাজী ক্রমে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। গৃহিণী ভিন্ন গৃহ অন্ধকার, যে গৃহে লক্ষ্মী নাই, সে গৃহ গৃহই নহে। ক্রমে শুভ দিনে শুভ লগ্নে বাবাজীর বিবাহ হইল। বোধ হয় তাঁহার সেই গৃহস্থ মন্ত্রীবর ঘটকালী করিয়া থাকিবেন। গৃহ লক্ষ্মীর শুভাগমনে বাবাজী সন্তানের মুখ দেখিলেন, পরিবারবর্গও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমস্ত দিন গৃহ কার্য্যে ও কৃষিকার্য্যে সময় কাটিয়া যাইত। আর সে শুষ্ক দেহ নাই। প্রচুর দুগ্ধ পান করিয়া এবং গৃহিণীর সেবার গুণে শুষ্ক কাষ্ঠে নবজীবনের সঞ্চার হইল। ক্রমে স্থূলকায় হইয়া উঠিলেন, আর সে যোগ ধ্যান নাই, সে তপস্যা নাই, সে সন্ন্যাস নাই, সে ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন তাঁহার দীক্ষাগুরু উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন প্রিয় শিষ্যকে দেখেন নাই, তাই একবার দেখিবার বড় সাধ হইয়াছিল। গুরুদেব বন মধ্যে আসিয়া দেখিলেন আর সে অরণ্য নাই, সে শান্তিভাব নাই, বনস্থলী, এক গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, এ সব কি?" শিষ্য উত্তর করিলেন,—"বাবা, এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে।"

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

৫ম ভাগ।] ফাল্গুন, ১৩০৬। [

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "*Hari-Press*", *133, Musjidbari Street*; *Calcutta.*

নিয়মাবলী।

১। "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ১৸০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ৩ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক দিবেন।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যগুপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।
১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেন্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

LIBRARY
RS 3 19 457
3
127
27/1900

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ।	ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল।	১১শ সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

(বসুদেব-কৃতম্)

(১)

ত্বামতীন্দ্রিয়মব্যক্তমক্ষরং নির্গুণং বিভুম্।
ধ্যানসাধ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং পরমাত্মানমীশ্বরম্॥

অব্যক্ত পদার্থ তুমি, তুমি নিত্য ধন,
ইন্দ্রিয় গোচর তুমি নও হে কখন!
তুমি হে নির্গুণ প্রভু, কে বুঝে তোমায়,
যে করে তোমার ধ্যান, সে তোমায় পায়!

(২)

স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং স্বেচ্ছারূপধরং পরম্।
নির্লিপ্তং পরমং ব্রহ্ম বীজরূপং সনাতনম্॥

তুমি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরূপী, তুমি স্বেচ্ছাময়,
স্বেচ্ছারূপধারী তুমি সকল সময়।
তুমি হে নির্লিপ্ত, তুমি পূর্ণব্রহ্ম ধন,
তুমি বীজরূপ, তুমি দেব সনাতন।

(৩)

স্থূলাৎ স্থূলতরং প্রাপ্তমতি সূক্ষ্মমদর্শনম্।
স্থিতং সর্ব্বশরীরেষু সাক্ষিরূপমদৃশ্যকম্॥
তব সম স্থূল বস্তু দেখা নাহি যায়,
তব সম সূক্ষ্ম বস্তু কি রয় কোথায়!
এই ত্রিসংসারে রয় হেন কোন্ জন,
যেজন তোমার কভু পায় দরশন!
সবারি শরীরে তুমি থাক লুকাইয়া,
সাক্ষিরূপে দেখিতেছ অদৃশ্য হইয়া!

(৪)

শরীরবন্তং সগুণমশরীরং গুণাকরম্।
প্রকৃতিং প্রকৃতীশঞ্চ প্রকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্॥
শরীর ধারণ তুমি করহ কখন,
কখনো শরীর তুমি না কর ধারণ।
তুমি গুণাকর, তুমি গুণবান্ অতি,
কখনো পুরুষ তুমি, কখনো প্রকৃতি।
কখনো প্রকৃত বস্তু, তুমি হে জগতে,
কখনো বিভিন্ন তুমি প্রকৃতি হইতে!

(৫)

সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বান্তকরমব্যয়ম্।
সর্ব্বাধারং নিরাধারং নির্ব্যূহং স্তৌমি কিং বিভুম্॥
তুমি দেব সর্ব্বরূপী, তুমি সর্ব্বেশ্বর,
সকলেরি অন্তকর্ত্তা, তুমি হে ঈশ্বর।

সবারি আধার তুমি, দেখি হে সদাই,
তোমার আধার কিন্তু দেখিতে না পাই।
অদেহী অব্যয় তুমি এই ত্রিভুবনে,
করিব তোমার স্তুতি আমি হে কেমনে!

(৬)

অনন্তঃ স্তবনেঽশক্তোঽশক্তা দেবী সরস্বতী।
যং বা স্তোতুমশক্তশ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ ষড়াননঃ॥

স্বয়ং অনন্ত নাগ সহস্র জিহ্বায়,
করিতে তোমার স্তুতি হা'র মেনে যায়।
পরম মুখরা সেই দেবী সরস্বতী,
করিতে তোমার স্তুতি না ধরে শকতি।
কিবা দেব পঞ্চানন, কিবা ষড়ানন,
না পারে তোমার স্তুতি করিতে কখন!

(৭)

চতুর্ম্মুখো বেদকর্ত্তা যং স্তোতুমক্ষমঃ সদা।
গণেশো ন সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ॥

বেদকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ দেব প্রজাপতি,
করিতে তোমার স্তুতি না ধরে শকতি।
যোগীন্দ্রের শিরোমণি দেব গণপতি,
কখনো করিতে নাহি পারে তব স্তুতি।

(৮)

ঋষয়ো দেবতাশ্চৈব মুনীন্দ্রমনুমানবাঃ।
স্বপ্নে তেষামদৃশ্যঞ্চ ত্বামেব কিং স্তুবন্তি তে॥

মুনি ঋষি মনু নর কিম্বা দেবগণ,
স্বপনেও নাহি পায় তব দরশন!
তখন তোমার স্তুতি তাহারা কেমনে,
করিতে সমর্থ হবে, নাহি বুঝি মনে!

(৯)

শ্রুতয়ঃ স্তবনেঽশক্তাঃ কিং স্তবন্তি বিপশ্চিতঃ।
বিহায়ৈবং শরীরঞ্চ বালো ভবিতুমর্হসি॥

শ্রুতিও তোমার স্তুতি করিতে যখন,
কিছুমাত্র নাহি হয় সমর্থ কখন,
তখন পণ্ডিতগণ কিরূপ করিয়া,
করিবে তোমার স্তুতি না পাই ভাবিয়া।
এই তব দেহখানি করি পরিহার,
বালকের দেহ ধরা উচিত তোমার!

(১০)

বসুদেবকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যো পঠেন্নরঃ।
ভক্তিং দাস্যমবাপ্নোতি শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে॥

বসুদেব-কৃত এই শ্রীকৃষ্ণের স্তব,
ত্রিসন্ধ্যা করিবে পাঠ নিত্য যে মানব,
শ্রীকৃষ্ণের পদে তার মহাভক্তি রয়,
কৃষ্ণদাস বলি তার হয় পরিচয়!

(১১)

বিশিষ্টং পুত্রং লভতে হরিদাসং গুণান্বিতম্।
সঙ্কটং নিস্তরেৎ তূর্ণং শত্রুভীতেঃ প্রমুচ্যতে॥

সর্ব্বগুণযুত পুত্র ভাগ্যে তার রয়,
সেই পুত্র কৃষ্ণদাস হইবে নিশ্চয়।
সঙ্কট বিপদ্ হ'তে সে পায় নিস্তার,
শত্রু ভয় কোন স্থানে নাহি থাকে তার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ।

'আমি' অমর!

মৃত্যুই কি মানুষের শেষ? শ্মশানেই কি জীবের সমগ্র সত্তার চরম-সীমা? অগ্নিদাহের সঙ্গে সঙ্গেই কি 'আমি' ব্রহ্মাণ্ড মহামণ্ডপ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইব? কখনই না। এরূপ কল্পনা করিলে আমি অধীর হই; নৈরাশ্যে আকুল হইয়া যাই! আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, অপরিসীম—অপরিতৃপ্ত। আজ আমি পথের ফকির—কাঙ্গাল,—দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিতেছি; ইহার পরে আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও শুভাদৃষ্ট প্রসাদাৎ যদি কখন পঞ্চসহস্র মুদ্রা বেতনে ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ বিচারমঞ্চে আরূঢ় হইতে পারি, আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে কি? ইহাত সামান্য কথা, সমগ্র ভারতাধিপতি কিম্বা পৃথিবীপতি হইলেও আমার আশার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইবে না।

আমি চাই কি? যাহা চাই, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া? বুঝাইবার ভাষা ত জানি না। কত কথা, কত অভিধান কণ্ঠস্থ করিলাম, ভাষার তরঙ্গে কত ভাব, কত কল্পনা জগতের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া দিতেছি;—কিন্তু আমি যাহা চাই, আত্মা যে মহা আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত, জগজ্জীবের মনঃপ্রাণ যে দুষ্পুর পিপাসায় চির-অপরিতৃপ্ত, সে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব বুঝাইবার আভিধানিক শব্দত পাইলাম না? ভাষায় তাহা ফোটে না।

বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র-নগণ্য পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব আমার যথেষ্ট নহে; সুনীল নীরদমালাবেষ্টিত সুন্দর সৌরমণ্ডল যদি আমার স্বাধীন বিহারভূমি হয়, তাহাতেও আমি সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিব না। তখনও অকূল আশা-স্রোতঃ অবিশ্রান্ত বহিতে থাকিবে। ঐরূপ স্বর্গাধিপত্য-ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, রুদ্রত্ব কোনপদেই আমার আশা পরিতৃপ্ত হইবে না। কেন না, এ সমস্তই পরিমিত বা সসীম। সসীম কোন সম্পদেই জীবের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে না। অগস্ত্যমুনির ন্যায় যাহার সমুদ্রপান-পিপাসা, তাহার পক্ষে পরিমিত জলাশয়ের স্বল্প সলিল বিড়ম্বনামাত্র। যে সুখের শেষ নাই, যে সৌন্দর্য্যের পরিধি নাই, যে পদের তুলনা নাই, কল্পনায়ও ইয়ত্তা হয় না; অনন্ত রত্নপ্রসবিনী বিচিত্র বসুধার বিপুল বৈভব যাহার নিকট রজোমুষ্টি,—নগণ্য সুধাকর করশোভিত

সুরম্যমঞ্চে শ্বেত-কুসুম-ভূষণা নীলবসনা নীরদাঙ্গনাগণের বিচিত্র নৃত্য ; এরূপ কবিকল্পিত অশেষ সুখ সমৃদ্ধিও যাহার তুলনীয় নহে, এমন কোন মহাসম্পদ আমার আকাঙ্ক্ষা স্থল। বেদ যাঁহাকে "অবাঙ্মনস গোচরং" বলিয়া দূর হইতে প্রণিপাত করিয়াছে,—যোগী যে মহৈশ্বর্য্য লাভের জন্য জগতের অনন্ত সুখ তৃণবৎ পরিহার করিয়া একান্তে ধ্যান করিতেছেন,—বৈকুণ্ঠধাম যাঁহার পদ-ধূলি ; পুরাণ যাঁহাকে "সৌম্যা সৌম্যতরা শেষ সৌমেভ্যস্তুতি সুন্দরী" 'তুমি সুন্দর,—তুমি বড় সুন্দর,—তুমি অশেষ সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর' বলিয়া স্তব করিয়াছে,—রূপে বিভোর হইয়া গুণগান করিয়াছে, সেই সুন্দরকে,— শান্তির অতুল প্রস্রবণ—অনন্ত সুখপারাবারকে 'সোহং' বলিয়া আলিঙ্গন করিব,—এই আমার আকাঙ্ক্ষা! এই মহা আশায় আমি মাতোয়ারা!!

তুমি চাও কি? তোমার আত্মার অন্তস্তলে কিসের গভীরতম পিপাসা বহিতেছে? একটু নীরবে ধ্যান করিয়া দেখ, আকাঙ্ক্ষার তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। বুঝিবে,—সান্ত কোন সম্পদেই তুমি প্রকৃত সুখী নহ ; সুখ, সম্পদ, সৌন্দর্য্য—সমস্তেরই অনন্ত সত্তা দেখিবার জন্য জীব ব্যাকুল।

সুতরাং এত বড় বিরাট আকাঙ্ক্ষা আমার, এত সুউচ্চ উন্নতিকামনা—অনন্ত ইচ্ছা বেগ আমার,—সুধু এক জীবনেই চরিতার্থ হইতে পারে কি? মৃত্যুই যদি 'আমার' শেষ হয়, শ্মশানদাহের পরে যদি 'আমি' না থাকি, তবে আমার এত বড় সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা কোথায়? শিশুর চাঁদ ধরিবার বৃথা প্রয়াশের ন্যায় সুধুই কি অলীক আকাঙ্ক্ষা 'আমি' পোষণ করিতেছি? কখনই না।

যাহা অসম্ভব, সেরূপ কল্পনা কখনও মানুষের প্রাণে জাগ্রত হয় না। এবিশ্বে 'অসম্ভব' কথাটী মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এক উন্নত মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন,—"অসম্ভব কথাটী কেবল মূর্খ বা নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের অভি-ধানেই লেখা থাকে।" একদিন যে কল্পনা সর্ব্বথা হাস্যাস্পদ ও একেবারে অবি-শ্বাস্য ছিল, মানুষের চেষ্টায় আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। দেড়শত বৎ-সর পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি মহা শক্তিশালী ভূতগ্রাম মানুষের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুদ্গামী অশ্বের ন্যায় জলযান, স্থলযান, ব্যোমযান, বহন করিবে? কে সম্ভব মনে করিত

যে, আকাশের অচিন্ত্য বেগবতী বিদ্যুৎশিখা মানুষের চাকর হইয়া দূর-দূরত্তরে বার্ত্তা পৌঁছাইবে? কে ভাবিয়াছিল যে, অগাধ গগনগর্ভের গ্রহ নক্ষত্রগণের আকার ও গতিবিধি মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করিবে? এবিশ্বে কিছুই অসম্ভব নাই। আজি হউক, কালি হউক, মানুষের নিকটে একদিন সকলই সম্ভব হইবে। আজ প্রকৃতি মানুষের শারীরিক চেষ্টার বলে মানুষের আজ্ঞাবহ;—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন স্বধু মনঃশক্তির প্রভাবে,—ইচ্ছার ঈঙ্গিত মাত্রেই মানুষের নিকট প্রকৃতি করযোড়ে দণ্ডায়মান হইবে। যোগশাস্ত্র-পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছে যে, "অনন্তকাল সমুদ্রের অতুল তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এই পৃথিবীর সামান্য ক্রীড়া কন্দুকপ্রিয় ক্ষুদ্রজীব একদিন এমন মহেন্দ্র লগ্ন পাইবে, যে দিন চন্দ্রলোক, সৌরলোক, এবং তদূর্দ্ধোর্দ্ধে আরও অগণিত অপূর্ব্বলোকনিচয় তাহার ভোগ সাম্রাজ্য হইবে।" ইহা সম্ভব ও সত্য।

গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলসমূহে যে পৃথিবীর ন্যায় অসংখ্য নদ, নদী ও ভূধরাদি আছে, এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (দূরবীক্ষণ) দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, ত্রাটক যোগাবলম্বী চক্ষুষ্মন্ত মহাপুরুষগণ,—অব্যাহত-দৃক্‌শক্তির প্রভাবে জ্যোতিষ্মধামে প্রাণিগণের গতিবিধিও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কেননা এ ক্ষুদ্র পৃথিবী অসংখ্য প্রাণীর বাসস্থান; জল, বায়ু, সকলই অগণ্য অসংখ্য প্রাণীর বিহার ক্ষেত্র; আর পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ-বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল কি বৃথাই আকাশের বিরাট বক্ষঃ জুড়িয়া আছে? চির সুশীতল, সুরম্য সুধাকরধাম কি স্বধুই শূন্য-গর্ভে ঝুলিতেছে? উহা কি কোনপ্রকার প্রাণীরই উপভোগ্য নয়? এরূপ কল্পনা কখনই সাধু নয়। জলে জলচর প্রাণীর ও ভূখণ্ডে ভূচর প্রাণীর বাস যেমন সত্য, সেরূপ তেজোমণ্ডলে তৈজসদেহধারী তেজশ্চর প্রাণিগণের বসবাসও অভ্রান্ত সত্য।

লুতাকীট আপন গর্ভহইতে বহুতন্তু প্রসব করিয়া বিচিত্র জাল নির্ম্মাণ করে, শেষে সেই জললগ্ন খাদ্যকীট আহরণের জন্য উর্দ্ধাধঃ সন্তরণ করে। সেরূপ অনাদি জন্মকর্ম্মরূপ সুদীর্ঘ কার্য্যকারণ ভাব নিবদ্ধজীবগণ, আপন আপন কর্ম্ম ফলে উর্দ্ধাধঃ বহুভুবন পরিভ্রমণ করিতেছে। অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট উন্নতিশীল জীবগণের পক্ষে এই ক্ষুদ্র ধরণী কখনই যথেষ্ট ভোগনিবাস হইতে পারেনা। প্রভূত বলশালী প্রমত্ত গজরাজ নগণ্য শুক শাবকের ক্রীড়াকৌতুকে

কখনও চরিতার্থ হয় কি ? কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রপানে অতৃপ্ত, অমিতভোজী ভূষণ্ডীর পক্ষে ক্ষুদ্র মূষিকের শোণিত বিন্দু কখনই যথেষ্ট নহে। সেরূপ ভোগে অতৃপ্ত, আকাঙ্ক্ষায় আকুল, কল্পনায় আক্লিষ্ট জীবগণ শুধু ধূলাখেলায় ধূলায় পৃথিবীর অধিপত্যেই সন্তুষ্ট হইবে, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব ? ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য বস্তুর নির্ম্মাণ হয় না। বিলাতের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের কুশাসন কেহ প্রস্তুত করে কি ? ধূলিকর্দ্দম-প্রিয় নিকৃষ্ট জন্তুর জন্য কে ত্রিতল প্রাসাদে বায়ু সেবনালয় নির্ম্মাণ করে ? সেরূপ কেবল পৃথিবীই যদি জীবের সর্ব্বস্ব হয়,—চিরকাল ধূলি কর্দ্দমে লুণ্ঠন ভিন্ন আর কোনও প্রকার উচ্চমঞ্চে আরোহণ বা উন্নতাবস্থা লাভই যদি জীবের ভাগ্যে না থাকে অথবা একেবারে অসম্ভব হয় তবে এ বিশাল বিশ্ব সাম্রাজ্যের কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে এত সুন্দর খণ্ডরাজ্য,—আলোকময়ী বিচিত্রপুরীনিচয় নির্ম্মিত হইয়া কি জন্য ?

গভীর রজনীতে পূর্ণচন্দ্রলোক ও অগণ্য নক্ষত্রালোকে নির্ম্মল আকাশ যখন ঝলসিতে থাকে, তখন মনোহর, যেন কোনও মহৈশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজের বিরাট রঙ্গালয়ে মহা সভা জমিয়াছে। তথায় যেন কোন বিশ্বমোহিনী সুরসুন্দরী লম্বিত-চিকুরদাম অনন্ত আকাশে এলাইয়া বিশ্বকে মাতাইবার জন্য মহারঙ্গে নাচিতেছে; সুধাকর স্বয়ং সুধাপাত্র করে করিয়া অবিশ্রান্ত সুধা ঢালিতেছেন, বিশ্বব্যাপী মহাসমীর স্বহস্তে বিজন করিতেছে; আর সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া উপ-সংহারস্বরূপ অসংখ্য মণি মুক্তামালা ছড়াইয়া দিতেছেন, অথবা নর্ত্তকীর অতুলনীয় অঙ্গাভরণগুলি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাঠক! তুমি একবার ঐ মহাসভা দেখিবে কি ? ঐ মহানৃত্য নিরীক্ষণ করিবে কি ? কেমন করিয়া দেখিবে ? তোমার সামান্য চক্ষু অতদূরে উঠিবে কি প্রকারে ? প্রকৃত রঙ্গালয় আকাশের অত্যুচ্চ শিখরে অনন্তধামে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তোমার যাইবার সাধ্য নাই। মূল প্রকৃতির সে ত্রিলোকমোহননৃত্যে স্বয়ং বিশ্বপতি যাহা উপহারে দিতেছেন।

("বিচিত্রাণিজ্ঞায়ন্তাম্"—বিচিত্র হউক—বিশ্ব হউক,—বিশ্বে প্রকাশ হউক, অনন্তবিশ্বের অনন্ত কেন্দ্রে অনন্ত অসংখ্য আলোক মণ্ডল হউক"—এরূপ সঙ্কল্পে প্রকৃতির দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইতেছে) তাহার যে দুই, চারিটী মুক্তা (জ্যোতিষ্ক পিণ্ড) মহামঞ্চ হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া নীচের দিকে পড়িতে

পড়িতে পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া জমিতেছে, পৃথিবীর জীব তাহাই অনন্ত ঊর্দ্ধস্থিত নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্ক মণ্ডল বলিয়া মনে করে। কিন্তু ঊর্দ্ধের সীমা কৈ? যাহা অত্যন্ত ঊর্দ্ধ মনে করি তাহার পরেও কত ঊর্দ্ধ আছে ঐ সুদূরস্থিত ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে, তখনও কত ঊর্দ্ধ দেখিব, ঊর্দ্ধোর্দ্ধে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত বিচিত্র গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাইব। এইরূপ যত উঠিব, ততই দেখিব। এ সৌর জগতের পর আর এক সৌর জগৎ, তাহার পরে আর এক সৌর জগৎ। তাহার পরে—কত পরে আরও কত কোটি কোটি সৌর জগৎ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইব। অতল স্পর্শ ব্যোম সমুদ্রের শেষ নাই—বিরাম নাই! অনন্ত ধাম ও অনন্তরত্ন অঙ্কে করিয়া এই অচিন্তনীয় মহান্, বিরাট মূর্ত্তি বিধাতার অতুল কীর্ত্তি মহাকাশ দণ্ডায়মান!

মহাকাশের বিশাল নিকেতনে যত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, সমস্তই জীবের ভোগের জন্য। জীব যাঁহার প্রেমে বিভোর যাঁহার ভাবে মাতোয়ারা;—যাঁহাকে দেখিবার জন্য যাঁহার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার আশায় অনন্ত যোনি পরিভ্রমণে আক্রান্ত, সেই ত্রিজগতের পরম বন্ধু, কৃপাসিন্ধু, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্, জীবকে স্বস্ব কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য স্বহস্তে এসকল বিচিত্র ধাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জীব কর্ম্ম কর্ত্তা, ভগবান্ বিচার কর্ত্তা,—আমি প্রার্থী,—তিনি দাতা,—যেরূপ প্রার্থনা করিব, সেরূপ দান পাইব। সুতরাং জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

পৃথিবীর জীব—পার্থিব ভোগের আকাঙ্ক্ষায়, চেষ্টা ও ক্রিয়াবলে পৃথিবীতে যেমন উন্নত বা অবনত হয়, (পতঙ্গ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, নিকৃষ্ট পশু হইতে বুদ্ধিজীবী বানর, বানর হইতে মানুষ এবং রাক্ষসাদির ন্যায় অমার্জ্জিত প্রকৃতি, অসভ্য মানুষ হইতে ক্রমে মার্জ্জিত চরিত্র, নীতিবিশারদ আদর্শ, মানুষ হয়) সেরূপ আকাঙ্ক্ষা সুমার্জ্জিত হইতে হইতে পৃথিবীর ধুলা মাটী ভোগে জীব যেন সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা,—বিশ্বরাজ্যের মহা সমৃদ্ধি ধ্যান করিতে করিতে পার্থিব ভোগ যখন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সেই শুভলগ্নে জীবের উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে অতৃপ্ত-পিপাসা-বীজ যিনি বপন করিয়াছেন,—বিশ্বরাজ্যে অনন্ত ভোগ ধাম ও বিচিত্র ভোগ্যজাত যিনি স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন, সেই বিধাতা স্বয়ং জীবের আকাঙ্ক্ষা সূত্র ধরিয়া তাহাকে তাহার উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত আসনে

উঠাইয়াছেন। এইরূপে বহুরাজ্য, বহুভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে, বহুজন্মে সুবহু ভোগাস্বাদ করিতে করিতে জীবের উর্দ্ধগামা—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই যখন চরিতার্থ হয় না;—মায়াময় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিতভোগ ও যখন ক্ষণস্থায়ী-তড়িৎ-প্রভার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর অথবা মরু-মৃগতৃষ্ণিকার-ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়; "আমি আকুল,—আমি আরও চাই" আরও চাই বলিয়া আকাঙ্ক্ষা যখন পাগলের মত অবিশ্রান্ত ছুটিতে থাকে;—তখন ভোগের অনন্ত পারাবার যিনি, আশার অপার উৎস যিনি, শান্তির শীতল ছায়া যিনি, সেই দয়াময়—আনন্দময়—চিন্ময়—পূর্ণ পরাৎপর প্রভু কৃপা করিয়া প্রাণের জীবকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লন। জীবের সকল আশা মিটিয়া যায়,—জন্মের মত সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে॥

হরিঃ ওঁ।

শ্রীতারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর।

জড় ভরত।

সমাজ যখন অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হয় তখন সদুপদেশও তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। অনবরত নরকের মধ্যে থাকিয়া নারকীয় কার্য্যাদি করিয়া নরক ও ঐ কার্য্যাদি মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। মৈত্রহর (মেথর) সর্ব্বদা পুরীষবহনে বিষ্ঠা গন্ধকে অসহ্য দুর্গন্ধ বলিয়া মনে করে না। অধুনা আমাদিগের সেই দশা উপস্থিত। পাপকে পাপ বলিয়া মনে হয় না। এমন কি কেহ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও বুদ্ধির বিকারদোষে বুঝিতে পারি না। উপরন্তু পাপেই পুণ্য বুদ্ধি, অসতেই সৎজ্ঞান। পূর্ণ তমোগুণের অবতার হইয়া উঠিয়াছি। একবারও মনে উদয় হয় না যে, "যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার কার্য্য কি," "মূল্য কত।"

ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী। সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী পদার্থ। পদার্থের প্রকারভেদও অনন্ত কোটী। তন্মধ্যে অচেতন হইতে, চেতন (জীব) ই

শ্রেষ্ঠ। আবার সচেতন জীব হইতে যাহারা প্রাণবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। প্রাণবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে জ্ঞানশালী জীব প্রধান। আবার জ্ঞানবান হইতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ। সকলের সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিপুষ্ট নহে। বৃক্ষের স্পর্শেন্দ্রিয়-বৃত্তিই অধিক। স্পর্শবেদী বৃক্ষাদি হইতে রসবেদী (মৎস্য প্রভৃতি) জীব শ্রেষ্ঠ। রসবেদী হইতে গন্ধবেদী (ভ্রমর প্রভৃতি) জীব প্রধান। উহা হইতে শব্দবেদী সর্পাদি, সর্পাদি হইতে রূপভেদবিদ্ কাক প্রভৃতি। কাকাদি হইতে যাহাদিগের উভয় পার্শ্বে দন্ত আছে উহারাই শ্রেষ্ঠ। উহা হইতে বহুপদ জীব। বহুপদ হইতে চতুষ্পদ। চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ জীব (মনুষ্য) শ্রেষ্ঠ। একেবারে মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ না বলিয়া এরূপে বলার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য।

সেই দেবদুর্ল্লভ-মুক্তির-সাধক-দেহ প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহার কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে কতদূর কর্ত্তব্যের প্রধান ত্রুটি হয় তাহা বলা যায় না। সামান্য নাম যশের স্পৃহায় প্রলোভিত হইয়া এ দেহের অবসান করা, আর কাচ মূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করা এক কথা। আবার নাম যশের স্পৃহাতেই বা কয়টা লোক তৎসাধক কার্য্যাদি করে? কেবল স্পৃহাই করে মাত্র।

আমরা একবারও ভাবিনা যে, 'আমাদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি' জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? অনেক অলসরাজ বাক্যের বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইয়া আড়াইগজী কথায় বলিবেন—'অঘটন ঘটন-পটিয়সী মায়া আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এখানে চেষ্টা করা বৃথা' ইত্যাদি। স্বীকার্য্য, মায়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বড় কঠিন; কিন্তু তাহা বলিয়া হাল না ধরিয়া কেবল খোদার নামে না নৌকা দরিয়ায় দিতে পারি না।

বলিতে পার না যে, তোমার কোন ক্ষমতা নাই। 'তুমি ক্ষুদ্র জীব'। ঐ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতিক্ষুদ্র বীজটী দেখিতেছ উহা দেখিয়া কি বলিতে পার যে উহারই মধ্যে বিশাল বট লুক্কায়িত আছে। কালে অঙ্কুরিত, দ্বিপল্লবিত ক্রমশঃ শাখা প্রশাখান্বিত হইয়া একটী বিশাল বট বিটপীতে পরিণত হইবে।

ভক্তচূড়ামণির ভাবাবেশের ভক্তি 'ভগবানে আত্মনির্ভর করিলে না হয় কি?' সত্য। তাহাও চেষ্টাসাপেক্ষ। ভগবানের কৃপাই মূল। সে কৃপালাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। গ্রহণ করিবার উপায়—ইচ্ছা তোমায় করিতে হইবে।

ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার দয়ায় কেহ বঞ্চিত নহে। দয়াময়ত্বের হানি ও পক্ষপাতিত্ব দোষ কিছুতেই আসিতে পারে না। তবে যদি আধার (বাটী) উবুড় করিয়া রাখ তাহা হইলে যতই বৃষ্টি হউক কেবল গড়াইয়া পড়িবে। চিৎ কর বাটী পূর্ণ হইবে। কৃপাবারি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ষিত হইতেছে। গ্রহণ না করিলে দোষী কে ? আর আত্মনির্ভর যাহা কথায় কথায় মনকে চোক্ ঠারার ন্যায় বল তাহা মুখের কথা নহে। মনে মুখে এক চাই। মনে মুখে এক করিয়াই প্রহ্লাদ বিষ খাইয়া হস্তি-পদ-দলিত হইয়া পর্ব্বত-পতিত হইয়াও বাঁচিল। এই স্থলে একটি গল্প বলিব—

"একদিন কোন একটী ভক্ত ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া কোন স্থলে যাইতে-ছিলেন। তাঁহার চিত্ত ভগবানে একান্ত আসক্ত হওয়ায় বাহ্য বস্তু তত লক্ষ্য হইতেছিল না। সম্মুখে কোন রজকের ধৌত বস্ত্র রৌদ্রে দেওয়াছিল। তাঁহার তৎপ্রতি লক্ষ্য না থাকায় উহার উপর দিয়াই চলিয়া যাইতে ছিলেন। রজক দূর হইতে ইহা দেখিয়া তাহার বহু কষ্টের কার্য্য ধূলিসম্পৃক্তচরণের চিহ্নে নষ্ট হইল ভাবিয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ছুটিয়া আসিল। এবং ঐ ভক্তকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। ভক্তের দুঃখে সুখে সমজ্ঞান। তিনি ভগবানে আকৃষ্ট থাকায় গ্রাহ্য করিলেন না, চলিয়া যাইলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ভোজনে বসিতেছেন। লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণপাত্রে অন্ন সজ্জিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভগবান আসনে উপবেশন করিয়াই বলিলেন একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভো আপনি ভোজনে বসিতে যাইয়া হঠাৎ কোথায় যাইতেছিলেন আবার ক্ষণমধ্যেই প্রত্যা-বৃত্ত হইলেন, ইহার কারণ কি ?—নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন আমার একটী ভক্তকে এক রজক প্রহার করিতেছিল। ভক্তদের বিক্রীত পশুতে পশুস্বামীর ন্যায় আপনার উপর কোনই অধিকার নাই। তাহারা সমুদয় ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সেইজন্য আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু দেখিলাম সে ভক্ত কিছুদূর যাইয়া ভাবিল যে, রজককে কিছু বলিলাম না, দু কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। আমায় বিনা কারণে কেন প্রহার করিল। লক্ষ্মী, সে আর আমার অপেক্ষা করে নাই। সেইজন্য আমি আর যাই-

লাম না।" আমাদিগেরও আত্মনিবেদন ঐরূপ। সুতরাং কিছু হয় না। সেরূপ আমমোক্তার নামা দিতে পারি কি ? আবার অন্য উপায় অবলম্বনেও উদ্ধার চেষ্টা করিব না ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় কি আছে ?

আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র অসংখ্য—অপার সাগর—সাগরের রত্নাদি তলদেশে—বহু অন্বেষণে পাওয়া যায়। শাস্ত্রজলধির বক্ষেই রত্নাদি শোভিত। তলদেশে আরও বহুমূল্য অমূল্য দ্রব্যাদি! থাকিলে কি হইবে তাহাতে একবার অক্ষিসংযোগও ঘটে না।

জীবের আদিতে কাম হইতেই সর্ব্বনাশ। বাসনা বা কামনাই সংসারের হেতু। আর বাসনা বা কামনা ত্যাগেই মুক্তি বা ভক্তি। দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও জটাজুট রক্ষা এবং চিমটা ধারণ করিলেই বা কৌপিন্যাং নব দেবতা, স্বীকার করিয়া ও অঙ্গে দ্বাদশ স্থান চিহ্নিত করিয়া গৃহত্যাগ করিলেই কামনা ত্যাগ হয় না। এমন কি সমুদয় ত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইলেই বাসনা ত্যাগ হয় এমন নহে। বাসনা মনে, আসক্তি মনে। সংসারে জনক স্রক্‌চন্দনাদি উপভোগ করিয়াও অনাসক্ত ত্যাগী ; আবার জড়ভরত সমুদয় ত্যাগ করিয়া, মহাতপস্যা করিয়া শেষে হরিণময়ী বুদ্ধিতে মধ্যজন্মে হরিণ হইয়া পশু যোনি লাভ করিলেন। অদ্য আমরা সেই জড় ভরতের (লোকে অলসের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে যাঁহার নামে বলে যেন জড় ভরত তাঁহার) উপদেশপূর্ণ, প্রীতিপদ, উপাদেয় উপাখ্যান লইয়া কিছু বলিব। উপাখ্যানটী বিষ্ণুপুরাণেই মধুরতর বোধ হয়। আমরা তাহাই অবম্বন করিব। 'পুরাণ' শুনিয়া দুঃখিত বা কুঞ্চিতভ্রূ হইবেন না। পৌরাণিক উপাখ্যান আরব্য উপন্যাস ভাবিবেন না। পুরাণের একটী অক্ষর ও (যাহা অতিশয়োক্তি বা বাহুল্য বলিয়া থাকেন) অসত্য নহে। আমি সাক্ষী নহি কিন্তু পাতঞ্জল-যোগসূত্র অবলম্বনে সমুদয় প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ভূমিকার বাহুল্য মার্জ্জনীয়।

অগ্রে যাঁহারা ভরতোপাখ্যান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাঁহাদিগের জন্য উপাখ্যানটী বলিবার দরকার বোধ করি।

শ্রোতা মৈত্রেয় মুনি। বক্তা পরাশর। মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঋষে! সেই ভগবানের প্রিয় ভক্ত ভরতের উপাখ্যান শুনিতে বড়ই অভিলাষ হইতেছে। তিনি বাসুদেবে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সুমহৎ তপস্যাচরণ করিয়াও

কেনই বা মুক্তিলাভ করিলেন না ইহা বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইহার নিশ্চয়ই কোন সুমহৎ কারণ থাকিবে। অতএব আমায় বলিয়া চরিতার্থ করুন।—

পরাশর বলিলেন—

শালগ্রামে পরম ভক্ত রাজা ভরত বাস করিতেন। তিনি অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি সমুদয় গুণে গুণিদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতেন। এই সমুদয় নামে এমনই নিষ্ঠা, আসক্তি ও অভ্যাস হইয়াছিল যে, স্বপ্নেও অন্য নাম মনে আসিত না। মনের সংযমে পরম উৎকর্ষলাভ করিয়া ছিলেন। সংসারের কোন বিষয়ই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। সর্ব্বদা ভগবদ্‌-চিন্তা ও নাম বিদ্যমান ছিল।

একদা রাজা ভরত নদীতে স্নান করিয়া স্নানের অনন্তর কৃত্য সম্পাদন করি-তেছেন, এমন সময় একটী আসন্ন-প্রসবা হরিণী তথায় জলপানার্থ আগত হইল। তাহার জলপান প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনিয়া হরিণী ভয়ে লাফাইয়া উঠিল। সেই উচ্চারোহণে ও উল্লম্ফনে গর্ভচ্যুত হইল। অমনি সদ্যঃপ্রসূত হরিণ শিশুটি স্রোতোবেগে ভাসিয়া চলিল। হরিণীও গর্ভ-চ্যুতিদোষে মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

রাজা ভাসমান সেই হরিণ শিশুটিকে গ্রহণ করিলেন। নিজ আশ্রমে আনয়ন করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণ করিতে লাগিলেন। হরিণটি যতই পুষ্ট হইতে লাগিল রাজার ততই আনন্দ হইতে লাগিল। মৃগশিশু নিকটের তৃণ পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া ভ্রমণ করে। কখন দূর বনে যায়; আবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা হরিণবালক দূরবনে যাইলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সর্ব্বদা ভাবেন—মনে করেন—হায় বোধ হয় শিশুটিকে আমার ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিল। অথবা সিংহে নিপাত করিল। আহা! এই সেই হরিণ শিশুর ক্ষুরের চিহ্ন। আমার কত প্রীতিউৎপাদক। আহা! সে আমার শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া দিত। আর কি আমার ভাগ্য ফিরিবে? আহা! এই সেই অচির-উদ্যাত দশনের দ্বারা ছিন্ন কুশ কাশ সকল সাম্যা ব্রাহ্মণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

এইরূপে তিনি বড়ই ব্যাকুল থাকিতেন। আবার মৃগশিশু ফিরিলে প্রাণ

াইতেন। কি আশ্চর্য্য! যে রাজা দুস্ত্যজ্য ঐশ্বর্য্য, স্নেহের তনয়, বন্ধু বান্ধবাদির ায়ারজ্জু কাটাইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন আবার তিনিই এখন একটী হরিণ ালকে মমত্ববান। আর তিনি সংযমী নিঃসঙ্গ নহেন! আর সে কৃষ্ণ বিষ্ণো ালেন না। তাহার স্থল হরিণশিশু অধিকার করিয়াছে।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে হরিণাসক্তচিত্ত রাজার মৃত্যু সময় উপস্থিত ইল, তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়িত। হরিণশিশুটি পুত্রের ন্যায় রাজার মুখে আকুল য়নে তাকাইয়া আছে, রাজাও শিশুটির প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। ার ভাবিতেছেন "হায়! এতদিবস মাতৃহীন শিশুটিকে রক্ষা ও পোষণ করিয়া হিংস্রজন্তু হইতে বাঁচাইলাম। এখন আর কে ইহাকে রক্ষা করিবে।" এই াবিতে ভাবিতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

কর্ম্মের পরিণতি কোথায় যাইবে। "যং যং ভাবং স্মরন্ ত্যজন্ত্যন্তে কলেবরং।" তিনিও হরিণভাব ভাবিত হইয়া কালঞ্জর গিরিতে হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কোথায় অপুনর্ভব অথবা যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে, আর এই পশুযোনি, তবে ভগবদনুগ্রহে জাতিস্মর হইলেন। নিজ জাতিস্মরত্ব হেতু বড়ই দুঃখে থাকি-লেন। নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া শালগ্রামে আসিলেন, শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক পত্র খাইয়া নিজের মৃগত্বেরহেতুভূত কর্ম্মের ক্ষয় করিলেন, এইরূপে মৃগদেহ ত্যাগ হইল। যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা নাশ হইল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাপের প্রকার ভেদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি :—

পাপ দুইপ্রকার, অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত থাকে, যাহার ভোগকাল উপস্থিত হয় নাই, অনাদি, অনন্ত, তাহাই অপ্রারব্ধ, আর যাহা ফলোন্মুখ ও যাহাতে নীচজাতি ও নীচ যোনিতে জন্ম করায় তাহা প্রারব্ধ। পদ্মপুরাণে এই দুই প্রকারকে চারি প্রকার বলিয়াছেন!

"অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং॥"

ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ, বীজের অর্থ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধত্বের উন্মুখ কারণ, কূট অর্থাৎ বীজের কারণ; অপ্রারব্ধ পাপ যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যা-বস্থা আরব্ধ হয় নাই? এক কথায় বলিতে হইলে অপ্রারব্ধ আদি বীজ, কূট তাহার অঙ্কুর, বীজ পল্লবাদি, প্রারব্ধ পাপফলের প্রসরোন্মুখ বৃক্ষ। প্রায়শ্চিত্ত্যা-দিতে পাপ নষ্ট হয় সত্য কিন্তু ঐ পাপ বীজ বর্ত্তমান থাকে। নতুবা পাপক্ষয়ের

পরক্ষণেই আবার পাপে প্রবৃত্তি হয় কেন? সেই বীজ নষ্ট করিতে পারিলেই আর পাপের ভয় থাকে না। ভগবানের নিবিষ্টচিত্তের সমুদয় পাপই অর্থাৎ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপবীজ নষ্ট হইয়া যায়! ভক্তির প্রারব্ধহরত্ব পাপবীজ হরত্ব অপ্রারব্ধহরত্ব প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আছে। কিন্তু যিনি সেই ভক্তি লাভ করিয়াছেন যিনি, প্রকৃত ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন তাঁহার আর ভয় নাই। উত্তরগীতায় আছে, মনুষ্যের পাপাদি অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম দেহ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, জড়দেহ ত্যাগ করিয়া যাইলেও ঐ জীবের ততদিন পর্য্যন্ত অনুগমন করে—"যাবৎ তত্ত্বং ন বিন্দতি॥" তত্ত্বং ঈশ্বরতত্ত্বং জ্ঞান, মুক্তি বা ভক্তি যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হয়।

ভরতের এই পাপ প্রারব্ধ। মৃগশিশু দর্শনে তাহাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা, উত্তোলন, পালন, সর্ব্বদা রক্ষণ, অন্তে তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি। যদি তিনি শিশুটীর অক্ষম অবস্থা পর্য্যন্ত পালন করিয়াই ত্যাগ করিতেন তাহা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত হইত, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সমুদয় রাজ্যসুখাদির মায়া ছাড়াইয়া হরিণের মায়ায় বদ্ধ হইলেন। হরিণ যোনির উৎপাদক প্রারব্ধ পাপের ক্ষয় ভোগান্তে। সেইজন্য মৃগ দেহে ভোগ করিয়া আবার যে তপস্বী সেই তপস্বী। এইবার "যোগাভ্রষ্টোঽভিজায়তে" যদি তিনি ঐ আসক্তি না করিতেন তাহা হইলে তপপূর্ণ না হইলেও পুনর্জ্জন্মে কোন যোগীর কুলে বা ঐরূপে জন্মিতেন।

"ন প্রারব্ধস্য নাশোঽস্তি ত্রিষু লোকেষু কঞ্চন॥"

তাহা না করিয়া একটী জন্ম বৃথা দিলেন, একদিন বা একমাস অথবা দুই এক বৎসর নহে, একটী জন্ম কম আক্ষেপের বিষয় নহে।

ভরতের পূর্ব্বজন্মের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান এইখানে শেষ করিয়া তত্ত্বপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ রহুগণের সহিত আত্মতত্ত্বকথন প্রভৃতি অমূল্য উপদেশ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরামগতি দেবশর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ।

প্রভুপাদ কমলাকর পিপ্লাই।

শ্রীমহাপ্রভুর অমিয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল মহাপুরুষ সংসার বন্ধন ছিন্ন ও সকল প্রকার ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কৃপাকণা পাইবার জন্য দারুণ দারিদ্রব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভুপাদ কমলাকর একজন উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি।

কমলাকর ব্রাহ্মণকুলে বাৎসগোত্রীয় শ্রোত্রিয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদেব খালি-যুড়ি প্রদেশের ভূস্বামী ছিলেন। খালিযুড়ি সুন্দরবন প্রদেশের অন্তর্গত। কমলাকরের পিতা জমীদারদিগের ভিতর একজন প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি কখন স্বাধীন ভাবে, কখন বা মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সে কালের বাঙ্গালীদের জীবন ছিল। এই যুগে বাঙ্গালীরা যেরূপ সজীবতা দেখাইয়াছেন, সেরূপ জীবিতভাব বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। খালিযুড়িপতি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ব্রতকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমলাকর ইঁহার প্রথম এবং নিধিপতি দ্বিতীয় পুত্র। পুত্রদ্বয়ই বাল্যকালে প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। কমলাকর বাড়িতে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে বেশ জ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার জ্ঞান-পীপাসা তৃপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম সে সময় বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে উচ্চারিত হইত; তাঁহার মতন অসাধারণ পণ্ডিত এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। কমলাকর বাসুদেবের নাম শুনা অবধি নবদ্বীপে একবার যাইবার তাঁহার বড় বাসনা হয়; পিতা কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্তরায়; তিনি বলেন, যাহা বিদ্যা হইয়াছে, রাজ্যশাসন করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট, দর্শনাদি পড়িয়া টুলো পণ্ডিত হইবার আবশ্যক নাই। কমলাকরের কিন্তু পিতার যুক্তি বড় ভাল লাগিল না। তিনি অবকাশ পাইলেই পিতার কাছে নবদ্বীপ যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেন। অবশেষে ছেলের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। পিতা, পুত্রের উপযুক্ত লোকের সহিত বিদ্যালাভের জন্য নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।

কমলাকর নৌকা করিয়া যথাসময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপের তখন অপূর্ব্ব শ্রী, কল্পনারাজ্যের সম্রাট চূড়ামনী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জগদ্বিখ্যাত নিমাই, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণ তখন অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের দূরতর প্রদেশ হইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রগণ দলে দলে নবদ্বীপে আগমন করিয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়া কৃতকার্য্য হইতেন।

কমলাকর, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকদিগের কাছে অধ্যয়ন করিয়া নিমাইএর কাছে পাঠ সমাপ্ত করেন। নিমাই, কমলাকর অপেক্ষা বয়সে বেশী বড় না হইলেও কিন্তু জ্ঞানে বৃদ্ধ ছিলেন। সম বয়স্ক অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের বড় মনের মিলন হয়। ছাত্র পাঠ সমাপ্তির পর গুরুদেবকে একবার বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় যাইবার অবকাশ নাই, সময়ান্তরে যাইবেন বলিয়া মহাপ্রভু প্রতিশ্রুত হন। কমলাকর নবদ্বীপে কএক বৎসর অবস্থান করিয়া ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

কমলাকরের স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনতিকাল পরে তাঁহার পিতা কালগ্রাসে পতিত হন। এখন কমলাকরের উপর রাজ্যশাসন পালন এবং শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ভার পতিত হইল, তিনি নিপুনতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের কাছে তিনি যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার কাছে তাঁহার পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রস বিরস বোধ হইতে লাগিল। বিষয় কার্য্য না করিলে নয় বলিয়া তিনি কিছু কিছু সময় সাংসারিক কার্য্য করিয়া অবশিষ্ট সময় পূজা অর্চ্চনা ও ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এইরূপে কমলাকরের জীবনের কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হয়।

নবদ্বীপ হইতে কমলাকর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ভক্তবৎসল শচিনন্দন পাতকী-জন পবিত্র করিবার জন্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর হরিনামে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিতে ছিলেন। ভগবান শচিনন্দন এরূপ প্রবলরূপে বঙ্গদেশকে আলোড়িত করিয়াছিলেন যে, সে আলোড়নে আমাদের দেশ হইতে কতকগুলি মহাপ্রাণ ধর্ম্মবীর আবির্ভূত হন। এই সকল পতিত-জনবন্ধু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকের মধ্যে কেহবা সুদূর কুমারিকা প্রদেশে, অত্যুচ্চ

হিমালয় শিখরে অথবা আরব সাগরের তটে অবস্থান করিয়া পাষণ্ড মত খণ্ডন করিয়া জীবে দয়া, নামে মুক্তি প্রচার করেন। এরূপ কিম্বদন্তি যে এক সময় নিদাঘ কালে অলৌকি তেজঃ সম্পন্ন কয়েক জন সন্ন্যাসী খালিযুড়ি নগরের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, অপর প্রভুবর নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে কমলাকরের কাছে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের আগমন কথা জ্ঞাপন করিলেন। নিত্যানন্দ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বারবানেরা তাঁহাকে কমলাকরের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়া পরিচারিকা দ্বারা কমলাকরের কাছে সম্বাদ প্রেরণ করেন। কমলাকর সে সময় পূজা করিতেছিলেন, পরিচারিকা একজন সন্ন্যাসীর আগমন কথা নিবেদন করিলে তিনি কোনরূপ ইঙ্গিত না করিয়া ধ্যাননিমগ্নই রহিলেন। নিত্যানন্দ, কমলাকর কর্তৃক অর্চ্চিত না হওয়ায় ক্ষুন্ন হইয়া মহাপ্রভুর কাছে প্রত্যাগমন করিলেন। কমলাকর তাঁহাদিগের আগমন কথা অবগত হয় নাই বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারে নাই ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শান্তনা করেন। ইত্যবসরে কমলাকর মহাপ্রভুর আগমন কথা অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের কাছে গমন করিয়া অতি সমাদরের সহিত রাজবাটীতে আনয়ন করেন। কমলাকরের ঐকান্তিক যত্ন ও ভক্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মনে মনে কমলাকরের উপর যে একটু ক্রোধ হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মহাপ্রভু প্রভৃতি খালিযুড়িতে কয়েক দিবস রহিলেন, সে সময় সে স্থানের লোকেরা পরম সুখে হরিনামামৃত পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু খালিযুড়িতে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভুর গমনের পর হইতে কমলাকরের হৃদয়রাজ্যে এক মহাবিপ্লব হইতে আরম্ভ হইল। একদিকে সংসারধর্ম্ম অপরদিকে বৈরাগ্যধর্ম্ম উভয়ে উভয়কে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কমলাকরের ধর্ম্মানুরাগ সংসারানুরাগকে অভিভূত করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যে আর তিনি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেন না, সর্ব্বদাই ভজন পূজন সংকীর্ত্তনেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

প্রভুপাদ কমলাকর যে সময় একমনে ধর্ম্মচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় তাঁহার জীবনে একই মহাপরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। এরূপ কিম্বদন্তি যে

কমলাকর যখন নিশিথ নিদ্রায় অভিভূত সেই সময় স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, "জাহ্নবীতটে একটি অরণ্যের মধ্যে একজন পরমভাগবত ব্রহ্মচারী ভগবান জগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্যবশতঃ দেবসেবার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনায় তাঁহাকে এই সেবা কার্য্য জগন্নাথ দেব আদেশ করিতেছেন।" কমলাকর এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর অত্যন্ত অধীর হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কমলাকর স্বপ্নকালে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দর্শন করেন তাঁহার নাম ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ইনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম ভক্ত। ইনি বাল্যকালেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইনি নীলাচলে বহুদিবস অবস্থান করিয়া অতি কঠোরতার সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মচারীর একান্ত ইচ্ছা যে, ভগবানকে জাহ্নবীতটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশিষ্ট জীবন তাঁহার সেবায় যাপন করেন। মহাপ্রভু-ভক্ত ধ্রুবানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া জাহ্নবীর পশ্চিমতটে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ধ্রুবানন্দ এই বিজন কাননে অবস্থান করিয়া পরম যত্নের সহিত দেবসেবা করিতে লাগিলেন তাঁহার বার্দ্ধক্যবশতঃ দেবসেবা ভালরূপে চলিবে না, এক মহতী চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল ভগবান ধ্রুবানন্দের উৎকণ্ঠা দেখিয়া প্রত্যাদেশ করেন যে, "খালিযুড়ির অধিশ্বর একজন পরম বৈষ্ণব তাহাকে আনয়ন করিয়া আমার সেবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত কর সে সুচারুরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।" ধ্রুবানন্দ এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া খালিযুড়িতে কমলাকরের কাছে সমস্ত কথা বর্ণনা করেন। কমলাকর স্বপ্নদর্শিত ব্যক্তিকে দর্শন ও তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কমলাকর যাহা খুঁজিতে ছিলেন এতদিন্ পরে তাহা পূর্ণ হইবার পথ উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের সহিত রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বর চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইতে পারিবেন বলিয়া ঘোরতর দারিদ্রব্রত অবলম্বন করিলেন। কমলাকর স্বজনবর্গের অজ্ঞাতসারে রাজ্যসুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া জাহ্নবীতটে নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থ কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্রুবানন্দ কমলাকরের হস্তে জগন্নাথ দেবের সেবাভার অর্পণ

করিয়া কিছু দিবসের মধ্যে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে গমন করিলেন।

ধ্রুবানন্দের মৃত্যুর পর কমলাকর জগন্নাথ দেবের পূজা অর্চনার পর অবশিষ্ট সময় বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুশীলনে নিমগ্ন থাকিতেন। কমলাকরের রমণীয় আশ্রম বৈষ্ণব দিগের পরম প্রীতিপদ আবাস স্থলে পরিণত হইয়া উঠিল।

কমলাকরের গৃহ পরিত্যাগ করাতে খালিযুড়ি রাজভবন নিরানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ নিধিপতি জ্যেষ্ঠের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক সকল প্রেরণ করিলেন। লোকসকল কমলাকরের কোথাও সংবাদ না পাইয়া অবশেষে বর্ত্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত মাহেশ গ্রামের জঙ্গলের ভিতর আগমন করেন। এ স্থানে তাহারা রাজকুমার কমলাকরকে প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, কিন্তু তাঁহার কাছে গৃহে গমন প্রস্তাব করিলে যখন কমলাকর দৃঢ়তার সহিত তাহাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিধিপতি লোক মুখে জ্যেষ্ঠের মনোবৃত্তি অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহার কাছে গমন করিলেন এবং গৃহে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মানুশীলন করিবার জন্য অনেক পেড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন কমলাকর কাহারও কথায় বিচলিত হইবার পাত্র নহেন, কমলাকর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া নিধিপতি খালিযুড়ি হইতে পরিবারবর্গকে মাহেশে লইয়া আসিলেন, এবং যাহাতে জ্যেষ্ঠের মত পরিবর্ত্তন হয় সে বিষয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিধিপতির বাসনা পূর্ণ হইল না বরং জ্যেষ্ঠের ন্যায় সংসার বিরাগী হইয়া মাহেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলাকরের মাহেশে অবস্থানের সহিত এই স্থানের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া মনুষ্যের আবাস গৃহ নির্ম্মিত হইল। কায়স্থ ও বৈদ্য এবং অন্যান্য সৎ শূদ্র দলে দলে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় কমলাকরের কুলপুরোহিত প্রাজ্ঞবর চণ্ডীবর সপুত্রে মাহেশে আসিয়া বাস করেন। চণ্ডীবরের পুত্রের নাম শ্রীকান্ত. ইনি "জগন্নাথ চরিত বর্ণন" নামক এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রনয়ন করেন, তাহাতে গ্রন্থকার কমলাকরের বিষয় অনেকটা বর্ণন করিয়াছেন। আমরা একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে কমলাকর গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। মাহেশে অবস্থান কালে

কমলাকরের চতুর্ভুজ নামে একই পুত্র ও রমা নাম্নী একই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপ নিধিপতির বাণেশ্বর এবং রাধা নামে পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হয়। কাল সহকারে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। একে কষ্ট শ্রোত্রিয় তাহাতে বিদেশ তার উপর আবার অর্থ বিহীন বৈষ্ণব পাত্রে কন্যাদ্বয় সমর্পণ করিবার একান্ত ইচ্ছা। এরূপ অবস্থায় কমলাকর অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগবানই যাঁহাদিগের চিন্তার একমাত্র বিষয়, ভক্তপ্রাণ ভগবান তাঁহাদিগের চিন্তা অচিরে বিদূরিত করিয়া থাকেন। এই সময় একটী অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হয়, আজকালকার লোকের হৃদয়ে ইহা স্থান না পাইতে পারে কিন্তু যিনি এই ঘটনা কালে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, সেই মহামহোপাধ্যায় শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রণীত "জগন্নাথ চরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ভগবান ব্রাহ্মণ বেশে কমলাকরের কাছে আসিয়া বলেন "যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব ইহারা দুই ভাই পরম বৈষ্ণব এবং প্রধান কুলীন ইহাদিগের সহিত তোমাদের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দাও" ইহার উত্তরে কমলাকর বলেন আমি কষ্ট শ্রোত্রিয় ইহাদিগের সহিত আমাদের কন্যার বিবাহ কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ব্রাহ্মণরূপী বলেন "আমার কথা অন্যথা করিওনা কল্যই তুমি তোমার পুরোহিত পাঠাইয়া তাহাদিগকে আনাইয়া বিবাহ দাও" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে কমলাকর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরদিবস এই উপদেশানুসারে কুলপুরোহিত শ্রীকান্তকে গঙ্গার অপর পার খড়দহে প্রেরণ করিয়া পরিণাম জানিবার জন্য ঔৎসুক্য সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞেস্বর ও কামদেব রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছেন "যে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছে দেখ তোমাদের গৃহে কল্য প্রাতে একজন ব্রাহ্মণ আসিবেন তিনি তোমাদিগকে বিবাহ দিবার জন্য মাহেশে লইয়া যাইবেন, এ বিষয় অন্য মত করিওনা তথায় আমার বিগ্রহ দেখিতে পাইবে।" দুই ভাই এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া উভয়ে স্বপ্নের কথা আলোচনা করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহ প্রস্তাব উথাপন করিয়া মাহেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ইহা ঐশ্বরিক ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া এ বিষয় কোন রূপ আপত্তি উথাপন না

করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ পুরুষের ন্যায় শ্রীকান্তের পদানুসরণ করিলেন। কমলাকর পাত্র দ্বয় সহ শ্রীকান্তকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সেই রাত্রেই যথাবিহিত বিধানানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করান। বিবাহের পরে যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব নববধূ সহ স্বগৃহে উপস্থিত হইলে সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন তরঙ্গ উত্থিত হয়। ঘটক-কুলনায়ক দেবীবরের সে সময়ে অসীম ক্ষমতা, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কুলীনগণ গৌরবান্বিত ও নিগৃহীত হইতেন। তিনি যজ্ঞেশ্বরের অজ্ঞাত কুলশীল কন্যার পানী পীড়নের কথা অবগত হইয়া যারপর নাই ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাদিগকে সামাজিক দণ্ড দিবার জন্য খড়দহে আগমন করেন। দেবীবর খড়দহে আসিয়াই যজ্ঞেশ্বর ও কামদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এ সময় ইঁহারা স্নান করিতে ছিলেন। দেবীবরের আগমন কথা অবগত হইয়া ইঁহারা বাড়িতে না গিয়া নিবিষ্ট মনে সমস্ত শরীরে "ঘটক" এই অক্ষর ত্রয় লিখিতে লাগিলেন। দেবীবরের আগমন কথা শুনিয়া ও যজ্ঞেশ্বর না আসাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গারতীরে তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হন এবং নিবিষ্ট মনে লিখিতে দেখিয়া কি লিখিতছ প্রশ্ন করেন। যজ্ঞেশ্বর, দেবীবর আসিয়াছেন দেখিয়া অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন "আপনারাই আমাদের কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন তাই সর্ব্বাঙ্গে আপনাদের নাম লিখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি" যজ্ঞেশ্বরের কথা শুনিয়া দেবীবরের সমস্ত রাগ দূর হইয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে অধিকতর সম্মানিত এবং কমলাকরকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রভুপাদ কমলাকর গৌরাঙ্গ লীলার পঞ্চম গোপাল মহাবল গোপাল নামে অভিহিত হইতেন। রথ যাত্রার সময় সেকালে মাহেশে মহা সমারোহ হইত বৈষ্ণব সম্মীলন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনে এই স্থানকে পরম পবিত্র করিয়া তুলিত। এসময় মহাপ্রভুর ভক্তবর্গ ও অন্যান্য একাদশ গোপাল সমবেত হইতেন বলিয়া সেই সময় হইতে লোকসাধারণের এখনও এই মেলাকে "দ্বাদশ গোপালের মেলা" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

কমলাকর একটি কিম্বদন্তী উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিব। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে সময় হরি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে

উন্মত্ত করিয়া তুলিতেন—যখন সকলের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত সে সময় কমলাকরের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইতনা বলিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন, পাছে সকলে তাঁহাকে অভক্ত বলে এই ভাবিয়া তিনি সূক্ষ্ম পিপ্পলী চূর্ণ চক্ষুতে ঘর্ষণ করিয়া জল বহির্গত করিতেন। কমলাকরের এই ব্যবহার অনেক ব্যক্তি মহাপ্রভুর কর্ণগোচর করেন। মহাপ্রভু একথা অবগত হইয়া বলিলেন "কমলাকর আমার পরমভক্ত যে চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহির্গত হয় না সে চক্ষুতে পিঁপুল গুঁড়াই দেওয়া উচিত তাই ভক্তবর কমলাকর এইরূপে চক্ষুর দণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যার ২১৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

প্র। জাগ্রত অবস্থার সবিশেষ বিবরণ কি ?

উ। জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্‌ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

প্রথম পাদে (অবস্থা) আত্মা জাগরিত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় আত্মার বাহ্য বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। যদি ইহার সাত অঙ্গ উনিশ মুখ। ইহা স্থূল ভুক ও বৈশ্বানর।

এই অবস্থায় সংবিৎ বাহ্য ব্যাপারে রত থাকে।

মস্তক, চক্ষুঃ, শ্বাস, দেহ, বস্তি, চরণ ও মুখ এই সাতটি অঙ্গ, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, ধারণেন্দ্রিয় (হস্ত) গমনেন্দ্রিয় (চরণ) বিসর্গেন্দ্রিয় (পায়ু) এবং জনেন্দ্রিয় এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পাঁচটি প্রাণ বায়ু এবং মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনিশটি মুখ।

প্র। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার নাম কি ?

উ। দেহবদ্ধ আত্মার অপর নাম বিশ্ব, আর এই সকল দেহবদ্ধ আত্মার প্রভুর নাম বৈশ্বানর।

প্র। পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলা হয় কেন।

উ। কারণ এই ভাবেই তিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন, পাপের ফল দুঃখ। পুণ্যের ফল সুখ। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিরাটপুরুষও বলে।

প্র। স্বপ্নাবস্থার বিবরণ কি?

উ। দ্বিতীয় পাদ আত্মার স্বপ্নাবস্থা।

ইহারও সাতঅঙ্গ এবং উনিশ মুখ। ইহা প্রবিবিক্তভুক এবং তৈজস।

প্র। এ অবস্থায় জীব ও পরমাত্মার নাম কি?

উ। সুপ্ত জীবাত্মার নাম তৈজস এবং পরমাত্মার নাম হিরণ্যগর্ভ।

জীবাত্মাকে তৈজস বলার কারণ এই যে এ অবস্থায় আত্মার আবরণ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় হয়।

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।

অস্যা বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু॥

যশ্চায় মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়ো

ঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায় মধ্যাত্মং
তৈজস তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ
পুরুষঃ অয়মেব স যোঽয়মাত্মা।
ইদমমৃতম্। ইদং ব্রহ্ম। ইদং সর্ব্বম্॥
বৃহদারণ্যাকোপনিষৎ ২। ৫। ৮

এই বিদ্যুৎ সর্ব্বভূতের মধু। সর্ব্বভূত এই বিদ্যুতের মধু। এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি এই বিদ্যুতে আছেন এবং এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি শরীরে আছেন (ইহারা উভয়েই মধু)। ইনিই আত্মা ইনিই অমৃত ইনিই ব্রহ্ম ইনিই সকল।

প্র। সুষুপ্তাবস্থা কিরূপ?

উ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যে অবস্থায় সুপ্তব্যক্তি কোন কামনা করেনা, কোন স্বপ্ন দেখেনা তাহাকেই সুষুপ্ত বলে। তৃতীয় পাদে আত্মা একীভূত প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় আনন্দভুক চেতোমুখ ও প্রাজ্ঞ হন।

(৪)

এই অবস্থায় জীবাত্মাকে প্রাজ্ঞ বলে ও পরমাত্মাকে ঈশ্বর বলে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের শাস্তা এবং সকলের উৎপত্তির স্থল। ইহা হইতে সকল উৎপন্ন হয় এবং ইঁহাতেই সকল লয় প্রাপ্ত হয়।

প্র। ঈশ্বর সর্ব্ববিধ সংবিদের সমষ্টি। সেনা সমবেত সৈন্য সমূহের নাম। সৈন্য সমষ্টি ব্যতীত সেনা কিছুই নহে। ঈশ্বরও কি তদ্রূপ সংবিৎ সমষ্টি মাত্র?

উ। না ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন। তাহা হইলে ঈশ্বর নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হন। কিন্তু ঈশ্বর তাহা নহেন তিনি পুরুষ কিন্তু তিনি সৎ তিনি পুরুষ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম। উদাহরণ দ্বারা ইহা সুন্দররূপে বুঝা যায়। মনুষ্যকে পিণ্ডাস্ত বলে কারণ ইহা অতি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ স্বরূপ। মানবশরীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। তাহারা অতি সূক্ষ্ম এমন কি তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি এক ইঞ্চির তিনশত ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ইহারা প্রত্যেকেই সজীব প্রত্যেকেরই জীবাত্মা আছে কারণ ইহাদের ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ও জ্ঞান আছে। কিন্তু এই অসংখ্য জীবাণু প্রধান জীব মানুষের অধীন। মানব শরীরেই ইহাদের অবস্থান। মানবের জন্যই ইহাদের অস্তিত্ব। ইহারাই মানবদেহের সম্পূর্ণতা সাধন করে। কিন্তু যদিও মানবশরীর এই সকল কোষের দ্বারা গঠিত তথাপি মনুষ্যের সংবিৎ ও আত্মা এই সকল কোষ হইতে পৃথক। ঈশ্বরও তদ্রূপ সকল প্রাণীর অস্তিত্বই তাঁহাতে পর্য্যবসিত তিনিই সকলের আদি। তিনি আমাদের সকলের অন্তর্যামী পুরুষ। যদিও তিনি আমাদের সকলের সমষ্টি তথাপি তিনি ক্ষমতা জ্ঞান ও দয়ায় আমাদের বহু উচ্চে অধিষ্ঠিত। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছায় অনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যেমন প্রত্যেক কোষ মানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া তাহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিবে তদ্রূপ মানুষও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবে না।

যখন কোন কোষ মানুষের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া কার্য্য করে তখন সেই কোষকে রুগ্ন বলা যায় এবং সে যদি ঐ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে না পারে তবে সে মানব শরীর হইতে দূরীকৃত হয়। সেইরূপ যে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে তাহাকে পাপী বলা হয় এবং তাহারও পরিণাম এই যে সে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

যখন কোন কোষ রুগ্ন হয় তখন মানব শরীর বেদনা অনুভব করে তদ্রূপ পাপীর জন্যও ঈশ্বর বেদনা অনুভব করেন।

প্র। তুরীয় অবস্থা কিরূপ ?

উ। *নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং* না প্রজ্ঞম্—অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপাদানং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।

যে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানের অভাব, আভ্যন্তর জ্ঞানের অভাব এবং বাহ্য আভ্যন্তর উভয়বিধ জ্ঞানের অভাব যে অবস্থায় জ্ঞানও থাকেনা, অজ্ঞানও থাকেনা, যাহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, যাহার লক্ষণ নাই, যাহা অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, যাহা আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়, যাহা দ্বারা জগৎ প্রভৃতি সকল প্রপঞ্চের উপশম হয়, যাহা শান্ত, শিব, অদ্বৈত তাহাই তুরীয়াবস্থা। ইহাই আত্মা। ইহাই বিজ্ঞেয়।

এই অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত একাত্ম-ভাব হয়।

প্র। এই চারি অবস্থার ভেদ কি ?

উ। বিশ্ব এবং তৈজস কার্য্য কারণ বদ্ধ। প্রাজ্ঞ কেবল কারণ বদ্ধ। তুরীয় এই উভয়ের অতীত।

গৌড়পাদাচার্য্য কহিয়াছেন—

কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ॥

প্র। প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ে ভেদ কি ?

উ। দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে॥

প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ে এই সমানতা যে উভয়েই অদ্বৈত জ্ঞান হয় কিন্তু প্রাজ্ঞে নিদ্রাবস্থার কিছু অংশ থাকে সুতরাং তাহার অধঃপতনের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তুরীয়ে সে সম্ভাবনা নাই।

প্র। দৈবী ও আসুরী সম্পৎ কাহাকে কহে ?

উ। অভয়ং সত্বসংশুদ্ধি র্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবং ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃশান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতি মানতা।
ভবতি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥

দেবী * * * * * * *

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো নসত্য তেষু বিদ্যতে ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে শুচিব্রতাঃ ॥
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগ পরমা এতাদিতি নিশ্চিতাঃ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥

গীতা ১৬ অঃ। ১—১৮

নির্ভীকতা, মনঃ শুদ্ধি জ্ঞান ও যোগে একাগ্রতা, দান, সংযম যজ্ঞ বেদাদি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি অপৈশুন, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, নম্রতা, বিনয়, তেজ, ক্ষমা, সন্তোষ, পবিত্রতা, নিরভিমানতা, যাঁহারা দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা এইসকল গুণ পাইয়া থাকেন।

যাঁহারা আসুরী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের দম্ভ দর্প অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান হয়। তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জানেনা। তাহাদের শৌচনাই, আচার নাই, সত্য নাই। তাহারা জগৎকে সত্যহীন, প্রতিষ্ঠা হীন, ঈশ্বর হীন বলে। তাহারা বলে কাম হেতু স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই সকলের উৎপত্তি, আর কিছুই নয়। এই মত অবলম্বন করিয়া এই সকল নির্ব্বোধ ভীষণ প্রকৃতি লোকেরা জগতের ক্ষয়ের জন্যই যেন আবির্ভূত হয়।

এই সমস্ত মদ্যমাংস প্রিয় লোকেরা দুষ্পূর কামনা আশ্রয় করিয়া এবং দম্ভ, মান ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মোহবশতঃ দুষ্কর্ম্মে রত হয়। মৃত্যুতেই যাহার অন্ত সেই অপরিমেয় চিন্তা ইহারা আশ্রয় করে। কামোপভোগেই ইহাদের পুরুষার্থ; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই এইরূপ ইহাদের বুদ্ধি। ইহারা শত শত আশা পাশ দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া এবং কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। অদ্য আমি ইহা লাভ করিয়াছি। এই অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইব। এই ধন আমার আছে। এই ধন আমার হইবে। আমি এই শত্রুকে হনন করিয়াছি, অপর শত্রুদিগকেও হনন করিব। আমি প্রভুত্বশালী, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, এবং আমিই সুখী। আমার সম্পত্তি আছে, আমি, মহা কুলীন এই সংসারে আমার সদৃশ আর কে আছে। আমি প্রতিষ্ঠালাভার্থ দান করিব, যজ্ঞ করিব এবং হর্ষপ্রাপ্ত হইব এইরূপ অজ্ঞানে ইহারা বিমোহিত। ইহাদের চিত্ত অনেকপ্রকার কামনায় বিভ্রান্ত; ইহারা মোহজালে আবৃত এবং

কামভোগে প্রসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। তাহারা আপনা-পনিই আপনাকে পূজ্য জ্ঞান করে। তাহারা অতিশয় অবিনয়ী এবং ধনগর্ব্বিত। তাহারা দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধপরায়ণ হইয়া এবং অসূয়া পরবশ হইয়া, নিজের ও অন্যের দেহস্থিত চিদংশরূপী আমাকে বিদ্বেষ করে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন।

উত্তরা খণ্ড।

(৯ম সংখ্যার ২৮৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

"এক্ষণে আপনি প্রস্তর খানির উপর হস্তার্পণ করুন, কোন্ স্বরে ইহার উপযুক্ত স্পন্দন উৎপাদন করিবে দেখিবার জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন নলে স্বর সংযোগ করিব। আপনি যখন ইহার স্পন্দন অনুভব করিবেন, তখন আমাকে বলিবেন।"

চিন্তামণি প্রস্তরোপরি হস্তার্পণ করিলে, চাড়ায় চাপ দিবামাত্র যেমন গম্ভীর স্বর নির্গত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে মহাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহাত্মা হাস্য মুখে কহিলেন—"আর ভয় নাই ভাই, এবার কেবল প্রস্তরের উপরই স্পন্দন প্রযুক্ত হইবে।"

যতক্ষণ চিন্তামণি প্রস্তরের কম্পন অনুভব করিতে না পারিলেন ততক্ষণ একখানির পর একখানি করিয়া পতর লাগাইয়া চাড়ার সাহার্য্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। তৎপরে মহাত্মা স্বহস্ত প্রদানে দুই তিনটি স্বর পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন প্রস্তর খণ্ড উপযুক্ত পরিমাণে কম্পিত হইতেছে, তখন কহিলেন—"প্রস্তরের উপযুক্ত স্পন্দন স্থির হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্য সম্পাদনার্থ ঘনীভূত কারক যন্ত্র যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করিতে হইবে—ঘনীভূত স্পন্দন সর্ব্বতোভাবে প্রস্তর খণ্ডে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।"

তদনন্তর তিনি, যে নলের শব্দে প্রস্তরখানি স্পন্দিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা দেখিয়া, নিকটস্থ তাক (shelf) হইতে তৎসংখ্যক একখানি পিত্তল বর্ণ পাতলা পাত আনিয়া ঘনীভূতকারক যন্ত্রের অতি নিকটে স্থাপন করিলেন ও

কহিলেন—"বল হইতে যত কম্পন উৎপন্ন হইবে, এই পাতখানি প্রস্তরের প্রত্যেক পরমাণুতে তাহা সঞ্চালিত করিবে এবং এক আঘাতেই উহা চূর্ণ হইয়া যাইবে এই অভিপ্রায়ে যন্ত্রটি ও পাতখানি ঠিক খাটান হইয়াছে। এক্ষণে এই কাষ্ঠ মুদ্গর লইয়া পতরের উপর যথাশক্তি আঘাত করুন।"

"এক আঘাতেই চূর্ণ হইবে?—দেখাই যাউক," এই বলিয়া চিন্তামণি দৃঢ় হস্তে পতরের উপর মুদ্গর আঘাত করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পতরখানিই ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া উহাতে একটি তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি নির্গত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ উৎপাদন করত প্রস্তরখানি ধূলিবৎ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। চিন্তামণি নিমেষশূন্যনেত্রে তাঁহার আঘাতের বিস্ময়কর ফল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন "ঘনীভূত সংহারক স্পন্দনের এই পরিণাম।"

চিন্তামণি নির্ব্বাক হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন, পরে শনৈঃ শনৈঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন বৈজ্ঞানিক শক্তিতে—কোন নিয়মে এই বিস্ময়োদ্দীপক ব্যাপার সম্পন্ন হইল?—এ ঘটনাটা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"স্বভাবতঃ এরূপ প্রশ্নই মনে উদিত হয়। আপনার ন্যায় বৈজ্ঞানিক ইহার বিজ্ঞান সম্মত উত্তর না পাইলে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহার উত্তর গুহ্যবিদ্যার উচ্চ অঙ্গের একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়। আপনি যেরূপ যদৃচ্ছাক্রমে বীজ হইতে বৃক্ষোৎপাদনাদি তথাকথিত বিবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্পন্দন ক্রিয়ার পূর্ণ জ্ঞানই তৎ সমুদয়ের কারণ। আপনি অবগত আছেন যে, অনন্তদেবের এই বিশ্বসংসারের প্রত্যেক বস্তুই গতি সম্পন্ন—নিরন্তর অব্যাহত অনন্ত গতি বিশিষ্ট কিছুই গতিবিহীন নহে, থাকিতেও পারে না। যে সকল পরমাণু দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই নিরন্তর পরিবর্ত্তিত এবং পরস্পর অনবরত আকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইতেছে। জগদ্ব্যাপী পরমাত্মা, সকলের মধ্যে ওতঃ প্রোত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, সকলকেই মূল প্রদেশে—ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ তাঁহার দিকে অবিশ্রান্ত গতিতে লইয়া যাইতেছেন। হিমালয়ের মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ এই পরমাত্মাকে পরব্রহ্মের ওজঃ বলিয়া বর্ণনা করেন।

"স্পন্দন দ্বারা এই বিশ্বব্যাপী ক্রিয়া নিরন্তর পরিচালিত। উহা বিবিধ সৃজন ও সংহারকারী এবং উহা গুহ্যবিদ্যা বিজ্ঞানেরই পরিজ্ঞাত।

"যাহাদ্বারা অনন্তকাল সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে যাহা এই বিশ্ব-নির্ম্মাণের হেতুভূত তাহারই নাম সৃজনকারী স্পন্দন। এই স্পন্দন আদৌ পর-ব্রহ্মের ওজঃ সম্ভূত। সূর্য্যালোকও ইহা হইতে উৎপন্ন;- ইহাই জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জ জগতের কারণ। ইহা দ্বারাই দিব্য বা পার্থিব যাবতীয় জীবদেহ ও অপরাপর বস্তুর উন্নতি কল্পে আনবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ যে ক্রিয়া শক্তিকে আমরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি ইহা তাহাই। সমদমাদি গুণবিশিষ্ট স্থির মস্তিষ্ক হইতে ধীর গভীর চিন্তা দ্বারা যে স্পন্দন উৎ-পন্ন হয়, তাহাই সৃজনকারী সুতরাং সদ্‌বৃত্তিউত্তেজক স্পন্দন। সাধারণ সচ্চরিত্র লোকের মস্তিষ্কেরই এরূপ শক্তি। সমধিক আধ্যাত্মিক উন্নতিশালী তৃতীয় পর্য্যায় দীক্ষিত মহাত্মার মস্তিষ্কের শক্তি জনসাধারণের চক্ষে অপরিমিত। সেরূপ মস্তিষ্কের স্বেচ্ছাপ্রেরিত স্পন্দন শক্তি সন্দর্শন করিলেও সহসা বিশ্বাস হওয়া কঠিন! সে উপদেশও আপনি সত্বর লাভ করিবেন।

"কলহ, ক্রোধ, অসদ্‌বৃত্ত্যাদি প্রতিকুল উপাদান বা উচ্চরবসঞ্জাত স্পন্দনের নাম ধ্বংসকারী বা সংহারক স্পন্দন। উহাদ্বারা রোগোৎপত্তি হয়, উহাতে ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ্গণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখন রোগ কি দেখা যাউক ;—বিপরীত মেধা বিশিষ্ট অস্বাভাবিক চুম্বন-স্রোত-প্রদ এবং অযোগ্য পথে জীবন-বল-প্রয়োগ-কারী পরমাণু সমূহের প্রতিকুল সম্মিলনের নামই রোগ। তাহারা দৈহিক অনৈক্য সম্পাদন করিয়া অযথা তাপ উৎপাদন করে, তাহাকে জ্বর বলে; তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

"আপনি যে সকল স্ফটিক দেখিলেন, বিশুদ্ধ পদার্থকে সেইরূপ স্ফটিকে পরিণত করা সৃজনকারী স্পন্দনের অন্যতম কার্য্য। যে শক্তি প্রভাবে পরমাণু-নিচয় সংশ্লিষ্ট হইয়া স্ফটিকরূপে পরিণত হয়, ধ্বংসকারী স্পন্দনে সেই শক্তির বিশ্লেষণ হইয়া যায়; এই চূর্ণীকৃত প্রস্তর তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

[ক্রমশঃ।

ওঁ
পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১১০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "Hari-Press", 133, Musjidbari Street; Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বিশেষ কারণবশতঃ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করা প্রযুক্ত দায়িত্বভার বহনের অবকাশ না থাকায় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় পন্থার সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এই তিন বৎসর (বিশেষতঃ প্রথম বৎসর) কাল তিনি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণে আবদ্ধ। কিন্তু অবসর গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া যে তিনি পন্থার সঙ্গে এককালীন সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেছেন তাহা নহে; অবকাশমত সময়ে সময়ে তাঁহার সুমধুর জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত হইবে। অতএব তাঁহার অবসর গ্রহণকালে আসুন আমরা সকলে মিলিয়া ভগবৎ সন্নিধানে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(১)

এই দুঃখ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পন্থার গ্রাহক ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষীদিগকে একটী সুসংবাদ দিতেছি। সংবাদটী এই যে সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বৈশাখ হইতে পন্থার অন্যতম সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতেছেন।

(২)

আগামী বৈশাখ হইতে পন্থার আকার এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি হইতেছে;—অর্থাৎ চারি ফর্ম্মার স্থলে পাঁচ ফর্ম্মা হইতেছে। ইহার জন্য সর্ব্বত্র।০ আনা মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে; অর্থাৎ কলিকাতায় বাৎসরিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সমেত ১।৶০ আনা হইতেছে।

(৩)

পন্থার অতিরিক্ত ফর্ম্মা উপনিষদ লিখিবার ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা নিয়ম মত লিখিতে না পারায় আমরা আগামী বৎসর হইতে শাস্ত্রগ্রন্থের (উপনিষদের) প্রকাশ করা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইলাম। তবে হয়ত সুবিধা মত বর্দ্ধিত এক ফর্ম্মার স্থলে কখন কখন ঐ ফর্ম্মা সন্নিবেশিত করিতে পারিব। যদ্যপি ঐ ফর্ম্মা কখন কখন প্রকাশিত হয় তাহা হইলে এরূপভাবে প্রকাশিত হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে গ্রাহকগণ উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইতে পারিবেন। যাঁহার বাকী উপনিষদের ফর্ম্মা পান নাই তাঁহারা কিছুদিন পরে এক সঙ্গে সমস্তগুলি পাইবেন। তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না।

(৪)

ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী বৈশাখে "পন্থা" চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবে। গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত তৃতীয় বৎসরের মূল্য দেন নাই, এমন কি, কয়েকবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া এবং অবশেষে পত্রও লেখা হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই সামান্য বিষয়ের জন্য বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। বাস্তবিকই এরূপ বারম্বার লিখিতে আমরা লজ্জা বোধ করি। আশা করি এই স্মরণ লিপি দর্শন করিবামাত্র নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। এবং যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রতি বৎসরের প্রারম্ভেই মূল্য দিয়া থাকেন, আশা করি তাঁহারাও পন্থার চতুর্থ বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

২৮শে চৈত্র ১৩০৬ সাল।
১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।
প্রকাশক।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

ধর্ম্ম ও পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ের জন্য

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

সন ১৩০৭ সাল।

ইং ১৩ই এপ্রেল ১৮৯৯ হইতে ১২ই এপ্রেল ১৯০০ পর্য্যন্ত

কলিকাতা।

১৩৩ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্‌, "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য—কলিকাতা ১৲ টাকা।
মফঃস্বলে ১৵০ আনা।

প্রত্যেক সংখ্যার
নগদ মূল্য ৵১০ আনা।

সূচীপত্র।

BENGAL LIBRARY
19 JUN 19
458
128
27/1900

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। চৈত্র, ১৩০৬ সাল। ১২শ সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

(১)

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
যিনি এ বিশ্বের স্থিতি-প্রলয়-কারণ,
বিশ্বই যাঁহার রূপ করিছে কীর্ত্তন,
যিনিই স্বয়ং বিশ্ব, যিনি বিশ্বেশ্বর,
সেই গোবিন্দের পদে নতি নিরন্তর!

(২)

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

জ্ঞান-মাত্র রূপ যিনি করেন ধারণ,
আনন্দই যাঁর রূপ করিছে কীর্ত্তন,
যিনি কৃষ্ণ, যিনি গোপী-মানস-রঞ্জন,
সেই গোবিন্দের পদে নতি সর্ব্বক্ষণ!

(৩)

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥
কমল-সদৃশ যাঁর নির্ম্মল নয়ন,
কমলের মালা যিনি করেন ধারণ,
কমল বিরাজ করে নাভিদেশে যাঁর,
কমলা-পতির সেই পদে নমস্কার!

(৪)

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
শিখিপুচ্ছে শোভা যাঁর মনোহর অতি,
মেধাশক্তি নিরন্তর যাঁর বলবতী,
স্বয়ং লক্ষ্মীর যিনি চিত্ত সরোবরে
হংস-রূপে কেলি সদা করেন আদরে,
রামচন্দ্র বলি যাঁরে ঘোষে ত্রিসংসার,
সেই গোবিন্দের পদে প্রণাম আমার!

(৫)

কংসবংশবিনাশায় কেশিচাণূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥
কংশের বংশের যিনি ধ্বংসের কারণ,
শিবের আরাধ্য ধন যিনি সর্ব্বক্ষণ,
কেশিরে চাণূরে যিনি করেন সংহার,
সেই পার্থ-সারথির পদে নমস্কার!

(৬)

বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে॥
বেণুবাদ্যে যিনি সদা দক্ষ বিলক্ষণ,
করিলেন যিনি দুষ্ট কালীয় দমন,
বিচরণ হেতু সেই কালিন্দীর কূলে
অস্থির যাঁহার চিত্ত এই ভূমণ্ডলে,
চঞ্চল কুণ্ডল যাঁর কর্ণে অনিবার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(৭)

বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥
গোপীর বদন-পদ্মে গাঁথিয়া'ই হার
কণ্ঠেতে ধারণ করা বিধান যাঁহার,
মনোহর নৃত্য যিনি করিয়া ধারণ
ভুলাইয়া দেন এই অনন্ত ভুবন,
ভক্তের পালনকারী যিনি অনিবার,
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম আমার!

(৮)

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥
পাপ-তাপ-বিনাশের যিনিই কারণ,
তুলিয়া ছিলেন যিনি গিরি গোবর্দ্ধন,
তৃণাবর্ত্ত-পূতনার যিনি বিনাশন,
ভক্তিভরে পূজি আমি তাঁহার চরণ!

(৯)

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমো॥

মমতা-বিহীন যিনি, যিনি মোহ-হীন,
নিষ্পাপ হইয়া যাঁর স্থিতি চিরদিন,
পাপীর পরম শত্রু যিনি সর্ব্বক্ষণ,
যাঁহার সমান আর না রয় কথন,
পরাৎপর বলি যাঁরে ঘোষে ত্রিসংসার,
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম আমার!

(১০)

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥
তুমি হে পরমানন্দ, পরম-ঈশ্বর,
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন হও নিরন্তর,
আধি-ব্যাধি-সর্প মোরে করেছে দংশন,
ওহে নাথ! রক্ষা মোরে করহ এখন!

(১১)

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো॥
হে কৃষ্ণ! রুক্মিণীকান্ত! ত্রিলোক-তারণ!
ব্রজনারীদের তুমি মানস-মোহন।
সংসার-সাগরে আছি মগ্ন অনিবার,
কৃপা করি তুমি মোরে করহ উদ্ধার!

(১২)

কেশবে ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব॥
তুমিই জীবের ক্লেশ কর নিবারণ,
তুমি দেব নারায়ণ, তুমি জনার্দ্দন!
তুমি হে পরমানন্দ, গোবিন্দ, কেশব,
বিপদে উদ্ধার কর আমারে মাধব!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

(৯ম সংখ্যার ২৮০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

প্রহরীগণ নির্দ্দয়রূপে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতেছেন, হরিদাসের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি স্বীয় মানস-মন্দিরে তাঁহার ধ্যেয় দেবতার মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তৎকালে তচ্চরণে সমাধিস্থ হইলেন সুতরাং এরূপ তীব্র প্রহারও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না ; ভগবান ভক্তকে রক্ষা করিলেন।

পাইকগণ নিষ্ঠুররূপে হরিদাসকে নির্য্যাতন করিতেছে, তাহাতে তিনি ব্যথিত নহেন। কিন্তু তাঁহাকে এইরূপ নির্য্যাতনের জন্য পাছে তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়, তাই ভক্তপ্রবর হরিদাস ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছেন,—

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে এ সবার নহু অপরাধ ॥ বৃন্দাবন দাস।

কি মহান্ হৃদয়! ভগবৎ-ভক্তি ব্যতীত মানুষকে এমন করিয়া দেবতা করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

কিছুতেই হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ না হওয়ায় পাইকগণ চিন্তিত হইল। কারণ পাইকগণ হরিদাসের দণ্ড শিথিল করিয়াছে, এই সন্দেহে গৌড়েশ্বর পাইকগণের জীবন দণ্ড করিবেন। মানুষ আপনার জীবন অপেক্ষা আর কিছুই মূল্যবান দেখিতে পায়না, যদিও এজীবন নশ্বর, তথাচ ইহাতে অদম্য টান, সুতরাং পাইকগণ আতঙ্কিত হৃদয়ে হরিদাসের চরণে নিবেদন করিলেন, যে তাঁহার মৃত্যু না হইলে তাহাদের আশু বিপদের সম্ভাবনা। তাহাদের আশঙ্কা দেখিয়া দয়ালচিত্ত হরিদাস তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন। "চিন্তা করিও না এই দেখ আমি মরি।" এই বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার জীবন ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়া যেন বাহ্য জগতের নিকট হইতে বিদায় লইল, জীবনের চিহ্ন মাত্র রহিল না, পাইকগণ নিসংশয়চিত্তে মৃত জ্ঞান করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কবর দিবার জন্য আদেশ করিলেন, কিন্তু নৃশংস-হৃদয় গৌড়াই কাজীর তাহাতে মন উঠিল না। মৃত হরিদাসের প্রতিও

তাঁহার বিদ্বেষ শতগুণে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন, "ইহার দেহ কবর দিবার যোগ্য নহে, হরিদাস মুসলমান হইয়াও হিন্দু হইয়াছিল। মহম্মদীয়ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিয়াছে—ধর্ম্মদ্রোহিতা ইহার প্রতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—কবর দিলে এই দুষ্টের সমুচিত দণ্ড হইবেনা, অতএব ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হউক।" তাহার আবেদন গৌড়েশ্বর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পাইকগণ অবিলম্বে তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া কাজির হৃদয়ে আনন্দ দান ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল।

কাজি বিদ্বেষভাবে বলিলেও হরিদাসের দেহ যে কবর যোগ্য নহে, তাহা অতি সত্য কথা। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাঁহার স্পর্শ কামনা করেন। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।"

হরিদাস যবন হইলে কি হয় ভক্তি বলে তিনি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগেরও পূজ্য হইয়াছিলেন। গঙ্গাই তাহার যোগ্য, পবিত্রে পবিত্রতার সম্মীলন ঘটিল। গোড়াই কাজী বিদ্বেষ বুদ্ধিতে এ কার্য্য করিলেও—হরিদাসের যোগ্য সম্মান হইল—ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

পাইগণ তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল তিনি তীরে উঠিলেন। যথা সময়ে এ সংবাদ গৌড়েশ্বরের নিকট পহুঁছিল; তিনি বিস্মৃত হইলেন, এবং অতীব নম্রভাবে হরিদাসের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রতি তিনি যে অবিচার করিয়াছিলেন তজ্জন্য ক্ষমা চাহিলেন। যথা—

সম্ভ্রমে মুলুক-পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর।
এ জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুই আইনু হেথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে॥
সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই।
জানিলাম হও তুমি ঠাকুর গোসাঞি॥

চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায় ॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা। চৈঃ ভাঃ।

তখন বহু যবন আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহাকে পীর জ্ঞান করিয়া সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিলেন ও নিজ নিজ হৃদয় হইতে হরিদাসের প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল তাহা বিদূরিত করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তির জয় দেখাইলেন।

এই ঘটনার পর হরিদাস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ ধামে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের ভক্ত মণ্ডলীর নিকট তিনি বিশেষরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সম্মীলনতালাভে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে তচ্চরণে আত্মহারা হইলেন। ভগবান ভক্তের প্রতি কখন উদাসীন নহেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিদাসকে যথেষ্ট স্নেহ ও সম্মান করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলে নবদ্বীপ অন্ধকার হইল। ভক্তগণের হৃদয় তদীয় বিরহ বজ্রাঘাতে শতধা হইয়া বিদীর্ণ হইল, হরিদাসের যন্ত্রণার সীমা রহিল না। হরিদাস "তৃণাদপি সুনীচেন" ভক্ত, তিনি যবন, সকলের অস্পৃশ্য ও তীর্থ স্থানে গমন, তাঁহার সঙ্গত নহে, ইহাই তাঁহার ধ্রুব ধারণা সুতরাং তিনি প্রভুর সহিত নীলাচলে যাইবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলেন না। "প্রভু তুমিত নীলাচলে চলিলে আমার সেখানে যাইতে অধিকার নাই আমি নীচ জাতি আমার গতি কি হইবে ?" এই বলিয়া প্রভুপদে প্রণত হইলেন।

কি দৈন্য ! এরূপ না হইলে ভক্তের পবিত্র হৃদয় স্বর্গ নামে অবিহিত হইবে কেন ?

হরিদাসের বেদনা তাঁহার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিলেন, তাই তিনি বলিলেন, "আমি তোমার জন্য জগন্নাথে একটি নির্জ্জন স্থান স্থির করিয়া রাখিব পরে সে খানে যাইও।" তাহাই হইল, কিয়দ্দিন পরে হরিদাস নীলাচলে গিয়া নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রমতে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ"—হইলেও

হরিদাস নিজেকে দীনাতিদীন জ্ঞান করিতেন। পাছে জগন্নাথ দেবের সেবকগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তিনি মন্দিরের নিকট যাইতেন না। সমুদ্র স্নানে গিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়াই তিনি তৃপ্তি পাইতেন। কথিত আছে—হরিদাসকে দর্শন দিবার জন্য একদা ভক্ত-বৎসল জগন্নাথ দেব মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হরিদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ হরিদাসকে দর্শন দিতে আসিতেন, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে, তিনি দূরে সরিয়া যাইতেন, আর বলিতেন "প্রভু আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিয়া আমাকে অপরাধী করিও না।" শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সমগ্র ভক্ত মণ্ডলীকে লইয়া প্রসাদ ভোজন করিতে বসিতেন, তখন হরিদাসকেও আহ্বান করিতেন, কিন্তু হরিদাস সে স্থলে আসিতেন না, তিনি বলিতেন "আমি নীচ জাতি আমি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যাইবার যোগ্য নহি, প্রভু ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া প্রসাদ ভক্ষণ করুন, আমাকে একমুষ্টি প্রসাদ বাহিরে দেওয়া হউক।" একমাত্র ভক্ত হৃদয়ই এরূপ দীনতার আবাস ভূমি। কঠোর সংসারে "তৃণাদপি সুনীচেন" এ নীতি অনেক সময় খাটে না সত্য, কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ-রাজ্যের যাত্রী, দীনতাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুরের দীনতা তাঁহাদিগের পক্ষে অবশ্য অনুকরণীয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী মুস্তোফী।
বোলপুর।

জড় ভরতের।

(১১শ সংখ্যার ৩০৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দ্বিতীয় অংশ।

মানব যতদিন আত্মকৃত ত্রুটি, অন্তর্নিহিত পাপ স্বয়ং দেখিতে না পায় ততদিন প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু যখনই নিজ পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন হইতেই তাহার সংস্কার আরম্ভ হয়। উত্তম ব্যক্তি, পাপীর দুর্গতি দৃষ্টে পাপ হইতে নিবৃত্ত হন। মধ্যম, পাপের বিষময় ফলের প্রারম্ভ

কালেই ক্ষান্ত হন, এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, যাহাতে ভবিষ্যতে আর পাপ-পথের অনুসরণ না করিতে হয়। আর অধম, পাপের সলিলে চিরনিমগ্ন হইয়া, লোক-নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত। অশান্তির-বৃশ্চিক-জ্বালায় দংশিত হইয়াও আশ্চর্য্য! পাপের মনোহর আকর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

ভরত উত্তম হইলেও এই মধ্যমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একবার পদস্খলন হইল। প্রকৃত পদস্খলন দ্বিতীয়বার হয় না। দ্বিতীয়বার যাহা হয় তাহা স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তি পরিতুষ্টি। তেজস্বী, অসীম-মনোবল-সম্পন্ন ভরতের আর তপশ্চ্যুতি হইবার পথ নাই। তিনি যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত স্বকীয় সাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন। আত্মগৌরব, সম্ভ্রম, যোগীদিগের সাধনের প্রধান অন্তরায়।

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী চেৎ হৃদি নটেৎ।
কথং সাধু প্রেমা স্ফুরতি শুচি রেতন্ননু মনঃ॥
...　　...　　...　　...　　..."

ধৃষ্টা চণ্ডালিনীস্বরূপ, প্রতিষ্ঠার আশা যদি হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ উত্তম প্রেম কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে? দুষ্টা চাণ্ডালিনীর নর্ত্তন দুষ্ট স্থানে পবিত্র প্রেম কখনই উদয় হয় না।

"সম্মাননা পরাং হানিং　যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো　যোগী　যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥
তস্মাচ্চরেত বৈ　যোগী　সতাং মার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্　গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্॥"

আত্মতত্ত্ববিদ্ পরম ভক্ত সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিশারদ ভরতও নিজ কার্য্য উদ্ধার জন্য প্রতিষ্ঠাশা সুদূরে পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে সাধারণে নগণ্য, অশ্রদ্ধেয়, অজ্ঞ, বিপ্র-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত বাতুল বলিয়া বিবেচিত হন, সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। মলিন বাস পরিধান করিতেন। কুৎসিৎ অন্ন ভোজন করিতেন। প্রায়ই নির্ব্বাক্ অবস্থায় অবস্থান করিতেন। কখনও কিছু বলিলে একটি বাক্যের মধ্যে দুই চারিটি ব্যাকরণদুষ্ট অসংলগ্ন পদের প্রয়োগ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ভরতের এই ব্যবহারের মধ্যে যে অতি সুন্দর উপদেশ লুকায়িত, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মায়ান্ধ, অজ্ঞ অথচ

পণ্ডিতম্মন্য, আমরা আপনাকে অন্যথা প্রকাশ করিয়া থাকি। অজ্ঞানী, লোক সমক্ষে পরম জ্ঞানবান্, অসাধু নিয়ত পাপপরায়ণ শঠ, সাধারণে পরম সাধু-শিরোমণি বলিয়া পরিচয় দিয়া, অপরকে বঞ্চনা করিয়া স্বকীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলাম ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্য যে সে বুঝেনা যে এ বঞ্চনা অপরকে নহে। সে নিজেই বঞ্চিত হইতেছে। কেননা সে যেমন অপরের নিকট মিথ্যা পরিচিত, নিজের নিকট সেইরূপ অপরিচিত ও অন্যথা পরিচিত। আমি যে নির্ব্বোধ তাহা আমি বিশ্বাস করিনা। আমি যে পাপের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, প্রতি কার্য্যই যে আমার পাপের পূর্ণানুষ্ঠান, তাহা আমার মনে কখনও উদয় হয় না—পরন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আমি ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন ভুলিয়াও পাপাচরণ করি না। এইরূপেই আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া অমূল্য দেহের ও অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতেছি। এই প্রকার আপনাকে অন্যথা কথনই চৌর্য্যবৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঈদৃশ কোন অপকার নাই—যাহা এই অপকার হইতে অধিক বলিতে পারা যায়। ইহা অভ্যন্তরস্থ হইয়া প্রধূমিত অগ্নির ন্যায় নিঃশব্দে সমুদায় সঞ্চিত ধন ভস্মসাৎ করে।

আমাদিগের মোহান্ধতা এইরূপ। আর পরমজ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিপ্রবর ভরত, আপনাকে অজ্ঞ, ব্যাকরণাভিজ্ঞ, অভদ্র, শূদ্রসদৃশ বাতুল বলিয়া প্রকাশ করিতেন। আমাদিগের এই তিল পরিমাণে তাল বিরচন আর ভরতের এই তাল হইতেও তাল পরিমাণে, তিল হইতেও তিলবিরচন, কত অন্তর, তাহা অব-ধারণ করাও কঠিন। হায়! কবে আমরা ঈদৃশ সদ্দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া ইহার শতাংশের একাংশও আচরণ করিতে পারগ হইব? কবে আমরা আমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও পাপানুষ্ঠান প্রভৃতির নিরপেক্ষ পক্ষপাত বিরহিত হইয়া সম্যক্ বিবেচনা করিতে পারিব, ও পরদোষ দর্শনের ন্যায় আত্মদোষও সেইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব। বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে না পাইয়া সর্ষপ পরিমিত পরদোষ দর্শন-স্বভাব ত্যাগ করিয়া সর্ষপপরিমিত আত্মদোষ দর্শন শিক্ষা করিব? আমাদিগেরও শুভদিন আসিবে। এই আক্ষেপ শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণিক না হইয়া কিছু অধিক সময় স্থায়ী হইলেই কার্য্যকারক হয়। আমাদিগের যেদিন এই আক্ষেপ কেবল মুখনির্গত বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরি না হইয়া অনুতপ্ত অন্তরের অভ্যন্তর হইতে, উৎস হইতে উত্থিত হইবে, সেই দিনই আমাদিগের

সংস্কারের শুভদিন, সেই দিনই আমাদিগের এই মোহময়ী রজনীর অবসানান্তে সুখময় উষার বিমল বিভাত।

ভরতকে সকলেই অকর্ম্মণ্য বাতুল স্থির করিল। তিনি শাক অন্নাদি ভোজনে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিলেন। ভরতকে সংস্কারবর্জ্জিত দেখিয়া সকলে সৌবির রাজের বিষ্টিযোগ্য (বিনা বেতনের ভৃত্য হইবার উপযুক্ত) বিবেচনা করিল।

"সায়ং প্রাত র্যদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রা ন উপাসতে।
তান্ স্বেষু ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥"

অতএব এই নিয়মের অধীনে ভরতও শূদ্রকৃত্যে নিযোজ্যরূপে বিবেচিত হইলেন। উক্ত বচন যদি আজিও প্রয়োজিত হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগের প্রায় চৌদ্দ আনা ব্রাহ্মণের স্কন্ধদেশ কিছু শক্ত ও ব্রণাঙ্ক (ঘাটা-) যুক্ত দেখিতাম।

রাজার গুপ্ত অন্বেষণ ও প্রজাদিগকে ধর্ম্মে বিনিযোজনাই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ। প্রজাদিগের পাপ সংক্রামক রোগের ন্যায় রাজাকে প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ প্রজাদিগের পুণ্য সঞ্চিত হইলে তাহারও অংশভাগী হইয়া থাকেন। এই সমুদায় পূর্ব্ব নৃপতিগণ বিশেষই জানিতেন। সৌবিররাজ, 'দুঃখ-বহুল জ্বালাময় দ্বেষ হিংসার উষ্ণতায় উষ্ণ, পাপভবন এই সংসারে জীবের কিসে মঙ্গল হয়' এই প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়া স্বয়ং মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলদেবের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। সৌবিররাজের এই আচরণও এই চিন্তা নৃপতিদিগের প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত উপদেশ। তাঁহার শিবিকা বাহকদলে ভরতকে অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইল। মহাত্মা ভরত এই পাপের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই ভাবিয়া নিঃশব্দে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজাকে কপিলের নিকট লইয়া চলিলেন। রাজা অল্পদূর যাইতে না যাইতেই গতি বৈষম্য উপস্থিত দেখিয়া বাহকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সকলে এক বাক্যে নূতন বাহকের অক্ষমতা উল্লেখ করিয়া দোষ দিতে লাগিল।

রাজা প্রচ্ছন্নরূপী ভরতকে স্থূলকায় বলিষ্ঠ তথাপি বাহন কার্য্যে অশক্ত দেখিয়া শ্লেষপূর্ণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

রাজা —

কিং শ্রান্তোঽস্বল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যসে॥

ওহে বাহক! তুমি কি শ্রান্ত হইয়াছ? (হইতে পার) অতি অল্প দূরই শিবিকা লইয়া আসিয়াছ। তুমি কি পরিশ্রমকষ্ট সহ্য করিতে পার না? (তোমার না পারাই সম্ভব) যেহেতু তোমায় বেশ স্থূল ও বলবান দেখিতেছি।

বাহকরূপী ভরত মধুর স্বরে তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে উত্তর করিলেন,—

নাহং পীবান্ ন চৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া।
ন শ্রান্তোঽস্মি ন চায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে॥

(রাজন্!) আমি স্থূল নহি, আপনার শিবিকার বাহকতাও করি নাই। আমি শ্রান্তও হই নাই। আর আমার কোন কষ্টই নাই।

রাজা—

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানদ্যাপি শিবিকাত্বয়ি।
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্॥

(বাহক! অসম্বদ্ধ প্রলাপবৎ কি বলিতেছ?) আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি তুমি স্থূল; আর এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে। (আর ইহাও) নিশ্চয়, যে শরীরধারীদিগের ভারবহন কার্য্যে কষ্টও অনুভব করিতে হয়। (তবে তুমি এরূপ বলিতেছ কেন?)

বাহক—প্রত্যক্ষং ভবতা ভূপ যদ্দৃষ্টং মম তদ্বদ।
বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাৎ বিশেষণম্॥

হে নৃপতে! তুমি প্রত্যক্ষ যাহা (দেহ বা জীব অথবা পরমাত্মা) দেখিতেছ; অগ্রে তাহাই বল, পশ্চাৎ তাহার যাহা বিশেষণ তাহা বলা উচিত। (তোমার কথায় আদৌ বিশেষ্য স্থির নাই অথচ বিশেষণের স্রোত চলিতেছে দেখিতেছি)

ত্বয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বয্যদ্যাপি চ সংস্থিতা।
মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্ শৃণোতু বচনং মম॥

আর তুমি যে বলিলে তুমি শিবিকা বহন করিতেছ, এখনও স্কন্ধে ইহা অবস্থিত; এ সমুদায় মিথ্যা ভুল, কেন তাহা শ্রবণ কর—

ভূমৌ পাদযুগস্যাস্থা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে।
ঊরূ জঙ্ঘাদ্বয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্॥

বক্ষঃস্থলং তথা বাহূ স্কন্ধৌ চোদর সংস্থিতৌ
স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মম ভারোঽত্র কিং কৃতঃ।
শিবিকায়াং স্থিতঞ্চেদং বপুস্ত্বদুপলক্ষিতম্।
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা।

*   *   *   *   *   *   *   *

আত্মা শুদ্ধো ঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণ প্রকৃতেঃ পরঃ
প্রবৃদ্ধ্য পচয়ৌ নাস্য একস্যাখিলজন্তুষু।
যদা নোপচয়স্তস্য নচৈবোপ্যচয়ো। নৃপ
স্তদা পীবান সীতীথং কয়া যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্।

ভূপাদ জঙ্ঘা কট্যুরু জঠরাদিষু সংস্থিতে।
শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত্বয়া॥

তদাঠন্যৈ র্জন্তুভির্ভূপ শিবিকোত্থো ন কেবলম্।
শৈলদ্রুম গৃহোত্থোঽপি পৃথিবী সম্ভবো ঽপিবা॥

*   *   *   *   *   *   *   *   *

যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং যদ্দ্রব্যো ভূত সংগ্রহঃ।
ভবতো মেঽখিলস্যাস্য মমত্বেনোপবৃংহিতঃ॥

রাজন্! আমি যে শিবিকা বহন করিতেছিনা, উপরন্তু তুমি যে শিবিকায় অধিষ্ঠিত, শিবিকা যে তোমার এ সমুদয়ায় মিথ্যা, তাহা তোমায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছি—

দেখ আমায় শিবিকা বাহক বলিতেছ; আমি কৈ? ভূমিতে পাদদ্বয় অবস্থিতি, সেই পাদদ্বয়ের উপরি জঙ্ঘাদ্বয় সংস্থিত, আবার জঙ্ঘাদ্বয়ের উপরি উরুদ্বয় সংস্থাপিত, তাহার উপরি উদর, উদরের উপরি বক্ষঃস্থল, তাহার দুইপার্শ্বে বাহুদ্বয়, উদর সংস্থিত উহার মধ্যদেশের দুই পার্শ্বে দুই স্কন্ধ, আর সেই স্কন্ধের উপরি শিবিকা; ইহাতে আমার কষ্ট কি? কাহার স্কন্ধে কে অবস্থিত একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। আর শিবিকার উপর যে শরীর দেখিতেছি, যাহাকে তুমি বলা যাইতেছে এবং যাহাকে আমি বলিতেছ এই তুমি আমি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আত্মা শুদ্ধ, অক্ষর, নির্গুণ, শান্ত, প্রকৃতির পর, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যদি হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই তবে হে রাজন্! আমায় স্থূল বলা তোমার অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ মিথ্যা আর তাহা কোন যুক্তিতেই বা বল।

মৃত্তিকা, পাদ, জঙ্ঘা, কটী, ঊরু, জঠর, উপরি উপরি ইহার অবস্থিত তাহার উপর শিবিকা অধিষ্ঠিত থাকায় যদি ভার বোধ হইতে আমার হয় তবে সে ভার তোমারও অপরের ও না হইবে কেন? মদ্ব্যতিরিক্ত স্কন্ধে স্থিত ভার যদি আমার হয়, তবে সকলেরই তাহা না হইবে কেন? আর সংবদ্ধ শিবিকার ভার যদি আমার বলিয়া বোধ হয় তবে পর্ব্বতাদি সমুদায়ের ভারই আমার কেন না বলিতেছ? আরও দেখ শিবিকার তোমার আমার সকল দেহধারীর ভৌতিকত্ব সম্বন্ধে সকল সমান; তাহা হইলে শিবিকা তোমার কিরূপে? তুমি শিবিকার, কি আমি তোমার, কি তুমি আমার, ইহার কিছুই নিয়ামক নাই।

"এবমুক্‌ত্বাভবন্মৌনী স বহন্ শিবিকাং দ্বিজ।"

শ্রীরামগতি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

আত্ম-সংযম।

দেহকে ব্যাধিশূন্য করিয়া সুস্থ ও সবল করিতে হইলে যেমন শারীরিক ব্যায়ামের আবশ্যক, সেইরূপ মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্যে তত্তদ্বিষয়ের ব্যায়ামের অর্থাৎ অনবরত চর্চ্চা ও আলোচনার একান্ত আবশ্যক। শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের মাংসপেশি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, সেইরূপ প্রতিনিয়ত মানসিক চিন্তা দ্বারা মনশ্চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া গিয়া মন সুদৃঢ় ও সবল হয় এবং গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট হওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়।

এই সংসার পাপ পুণ্য, সুখদুঃখময়। শোকে তাপ, সংযোগ বিয়োগ, হর্ষ বিষাদ, হিংসা প্রলোভন ইত্যাদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের যাবতীয় অন্তরায়, অথচ উপকরণগুলিই এই ভব পাঠাগারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাজে

থাকিয়া, গৃহাশ্রমে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই সমস্ত উপকরণের দারুণ ঘাত প্রতি-ঘাত আমাদিগকে অবিরত সহ্য করিতে হইতেছে, এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাও লাভ হইতেছে। চরিত্র সুগঠিত না হইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়ার আশা করা বৃথা। অগ্নি যেমন সুবর্ণের পরীক্ষক, প্রলোভনও সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষক। অগ্নিতে দগ্ধীভূত না হইলে সোনার ভাল মন্দ যেরূপ টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ নানা প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে পতিত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার না পাইলে সাধু-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সাধক তৈয়ার হয় না, সাধক হইতে হয় (An adept becomes, he is not made) অর্থাৎ কেহকে কেহ সাধক করিয়া তুলিতে পারে না, অনবরত অনুশীলন দ্বারা স্বীয় সাধন বলে আপনা হইতে সাধক হইতে হয়। সাধককে সুপক্ক আম্র ফলটীর ন্যায় হইতে হইবে। আম্রফলের বহির্ভাগটী সুকোমল শাঁসে ও সুমিষ্টরসে পরিপূর্ণ। কিন্তু অভ্যন্তরে বীজের সুকঠিন আঁটি বিদ্যমান রহিয়াছে; সেইরূপ, আমরা পর-দুঃখে দয়ার্দ্র চিত্ত হইব, অপরের শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, দেখিয়া আমাদের মন প্রাণ করুণারসে সিক্ত হইবে, অথচ নিজের প্রতি আবার তেমনি কঠোর আচরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ আপনা ভুলিয়া পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, শোকতাপগ্রস্তের মর্ম্মবেদনা অপনয়নে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে, তবেই সাধনায় সফলকাম হওয়ার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকে। মুনিগণ নানারূপ বিমোহনকারী প্রলোভনে পরিবেষ্টিত হইয়া ও বিশেষ অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্য সহ-কারে তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া চরমে কিরূপে আত্ম-সংযমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইতেন, অদ্য তাহার একটি পুরাতন আখ্যায়িকা বর্ণনা করিব।

পুরাকালে মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। মহা তপা অষ্টাবক্র সেই কন্যার রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি একবার উত্তর দিকে গমনকরত এক ইত সাক্ষাৎ করিয়া আইস, তাহা হইলেই আমি তোমাকে কন্যাদান

অষ্টাবক্র কহিলেন, "মহাত্মন্ উত্তর দিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, বলুন। আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, "বৎস! তুমি অলকাপুরী হিমালয় অতিক্রম করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধ মুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গ-রাগ-সম্পন্ন পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক হর্ষভরে নৃত্য গীতাদি করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তর দিকে ছয় ঋতু, কালরাত্রি এবং দেব ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই ভবানীপতি বিভূতিভূষণের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এক রমণীয় বন অবলোকন করিবে। তথায় এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি তাহাকে দর্শনকরত পরম যত্নসহকারে তাহার সৎকার করিয়া পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাগমন করিলেই আমি তোমাকে কন্যা দান করিব।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভগবন্ আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিলেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।"

মহাতপা অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা বলিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ-চারণ-সেবিত হিমাবতে উপস্থিত হইয়া পুণ্যবতী বহুদা-নদীর পূত সলিলে অবগাহন করিয়া বিমল কুশ-শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাশ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তথায় মহাত্মা কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদল সমাচ্ছন্ন সরোবরশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, ধনাধিপতি কুবের অষ্টাবক্রের আগমনবার্ত্তাশ্রবণে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বহু সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া যথাযোগ্য অতিথি সৎকার করিলেন। বিবিধ বেশধারিণী, পরম রূপলাবণ্যবতী উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, রতি, সুহাসিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নানারূপ হাব ভাবের সহিত মনোহর নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ শ্রুতি মধুর বিবিধ বাদিত্র বাদন আরম্ভ করিল; তাহার সুমধুর ঝঙ্কারে প্রাণমনবিমোহিত হইতে লাগিল। এই-রূপ দৈব পরিমাণে একবৎসর তথায় অবস্থানকরত তথা হইতে বহির্গত

হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন; তৎপরে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণামকরত পবিত্র হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ যাইতে যাইতে মৃগ পক্ষী সমাকীর্ণ, নানারূপ ফলপুষ্প সমন্বিত রমণীয় এক কানন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ অরণ্যে দিব্য এক আশ্রম ছিল, ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্নবিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদয় পদার্থের অলৌকিক শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রম মধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্ব্বরত্নময় অনির্ব্বচনীয় ও অলোক-সামান্য এক পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীর পার্শ্বদেশে নানারূপ মণিকাঞ্চন ভূধর ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। মন্দার-কুসুম-সমালঙ্কৃত মন্দাকিনী কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, এবং হীরক ও নানাবিধ মণি সমূহ প্রভাজাল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছিল।

এই পুরীমধ্যে বিচিত্র-মণি-তোরণ-সমালঙ্কৃত, বিবিধ-মুক্তাজাল-জড়িত মনোহর গৃহ সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। মহামতি অষ্টাবক্র এই সমুদায় সন্দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এখন করি কি?" পরে পুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ভিতরে কেহ আছে কি? আমি অতিথি! যে কেহ এই পুরমধ্যে থাক, আসিয়া আমার সমুচিত সৎকার বিধান কর।

এই কথা বলামাত্র রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটী কন্যা, অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যে আগ্রহসহকারে পুরের বাহির হইল। মহর্ষি অষ্টাবক্র এই শুচিস্মিতা, পীনোন্নতপয়োধরা, বিলোল-কটাক্ষযুক্তা সাতটী কন্যার মধ্যে যখন যেটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেইটী তাঁহার মনপ্রাণ হরণ করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের রূপলাবণ্য দর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর কন্যাগণ অতি মৃদুমধুরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! আপনি এই আকাশ মধ্যে প্রবেশ করুন।" কন্যাগণ এই কথা

কহিলে, অষ্টাবক্র তাহাদের রূপমাধুরী ও গৃহ সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত অভিলাষী হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া শুভ্র-বস্ত্র-পরিধানা সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা পর্য্যঙ্কনিষন্না এক বর্ষীয়সীকে নিরীক্ষণ করিয়া 'জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই বৃদ্ধাও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। অষ্টাবক্র তথায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখলাভ করার পরে রমণীদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে অঙ্গনাগণ! তোমাদের মধ্যে যে রমণী অতি জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী তিনি ব্যতীত অপর সকলে এস্থান হইতে প্রস্থান কর।"

মহর্ষি অষ্টাবক্র ইহা কহিবামাত্র কামিনীগণ কেবল একা সেই বৃদ্ধাকে তথায় রাখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। রজনী সমাগতা হইলে মহর্ষি অষ্টাবক্র এক দুগ্ধফেননিভ মনোহর শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, "ভদ্রে! রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব তুমিও এখন শয়ন কর।" কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সেই বর্ষীয়সী দুরন্ত শীত ব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহাকে স্বীয় শয্যায় সমাগত দেখিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাকরত তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদাবস্থ দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে কহিল, "ভগবন! পুরুষ স্পর্শে নারীদিগের স্বভাবতঃই ধৈর্য্য লোপ হইয়া থাকে। আমি আপনারে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি, এখন আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন! এই ধন রত্নাদি যাহা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি সেই সকলের ও আমার অধীশ্বর হউন। এই রমণীয় কানন মধ্যে আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া চরিতার্থ করুন। আমি আপনাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

বৃদ্ধা এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভদ্রে! আমি কদাচ পরস্ত্রী স্পর্শ করি না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ পরদার মর্ষণকার্য্যকে অতি দূষনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয় ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য; এখন তুমি ধর্ম্মার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।" তখন বর্ষীয়সী কহিল, "ভগবন! আপনি এইস্থানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করুন, কালক্রমে সম্ভোগ সুখের আস্বাদন গ্রহণে সমর্থ হইবেন।"

বৃদ্ধা এই প্রকার অনুরোধ করিলে, অষ্টাবক্র তদীয় বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে, ততদিনই আমি এইস্থানে অবস্থান করিব!"

তৎপর দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তগিরিশেখরে অধিরোহণ করিয়াছেন, এখন আমাকে আপনার কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বলুন।" তখন মহর্ষি স্নানার্থ জল আনয়ন করার জন্যে বলিলে বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ দিব্য সুগন্ধি তৈল ও স্নানবস্ত্র আহরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিল। তাহা শেষ হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সঙ্গে স্নানাগারে গমন করিয়া অতি বিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, বৃদ্ধাও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল এবং বৃদ্ধার কোমল করস্পর্শে পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্নান করিতে করিতে রজনী যে অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা তিনি কিছুই টের পাইলেন না। অনন্তর তিনি আপন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ ভাস্কর সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার কি মোহ উপস্থিত হইল?" অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তিনি সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধারে কহিলেন, "ভদ্রে! এখন আমি কি করিব?" তখন অমৃত তুল্য সুস্বাদু অত্যুৎকৃষ্ট অন্ন তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। মহর্ষি তাহার রসাস্বাদন করিতে করিতে দিবা অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরায় সন্ধ্যাসমাগমে বৃদ্ধা আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, মহর্ষি স্বীয় শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, এবং বৃদ্ধাও তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় মহর্ষির শয্যায় গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে পরস্ত্রী সংসর্গে

আমার কোন মতেই ইচ্ছা হয় না, অতএব তুমি শীঘ্র এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

বৃদ্ধা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখিত মনে তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন! আমি স্বতন্ত্রা, আমার সহিত সহবাস করিলে আপনার কোনরূপ প্রত্যবায় হইবে না।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভদ্রে! ভগবান প্রজাপতি কহিয়াছেন যে অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। দেখ, স্ত্রীজাতিকে কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতি মাত্রেই পরাধীন। তবে তুমি স্বাধীন হইলে কিরূপে?"

বৃদ্ধা কহিল, "দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছি। আমি কন্যা, অতএব আপনি আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে রূপযৌবনসম্পন্না ষোড়শীর ন্যায় অবলোকন করিলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই কামিনী ইতঃপূর্ব্বে অতি জীর্ণা শীর্ণা ছিল, এখন দিব্যবস্ত্রাভরণ ভূষিতা যুবতীর রূপ ধারণ করিয়াছে, না জানি অতঃপর আবার কোন্ রূপ ধারণ করে। যাহা হউক, একান্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য-সহকারে আমি কামকে নির্যাতন করিব, কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, তাহা প্রতিপালন করিয়া নিশ্চয়ই সুন্দরী সুপ্রভার পাণিগ্রহণ করিব।"

অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত স্বীয় রূপ পরিবর্ত্তন করিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর।" কামিনী কহিল, "মহর্ষে! কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, সকল লোকের স্ত্রীপুরুষগণই কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমায় পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদয় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তর দিক।

অপর যে সাতটী কন্যা দেখিয়াছ, তাহারা দিগঙ্গনাগণ। তোমাকে রমণী চাপল্য দেখাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করিয়া স্বীয় বাঞ্ছিত বদান্য কন্যাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।”

তদনন্তর মহাত্মা অষ্টাবক্র তদীয় অনুমতি গ্রহণক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মহামতি বদান্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, “বৎস! যে যে স্থানে গমন করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছ, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট কীর্ত্তন কর। অষ্টাবক্র আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া মহর্ষি বদান্য হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, “বৎস! তুমি কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র, তোমাকে কন্যাদান করিতে কোন আপত্তি নাই। এখন শুভলগ্নে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর।” মহর্ষি বদান্য এই রূপ অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র যথাবিধি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

মায়াবিনী বাসনার নানাপ্রকার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ ও মোহিনী শক্তি আছে। তাহার নিকট সু, কু, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, এ সমস্তের ভেদ বিচার নাই, সকলকেই এই কুহকিনী বিমোহিত করে। কদাকারকে যে সে অনাদর করিবে এরূপ মনে করিও না; সকলের উপরই তাহার সমদৃষ্টি এবং সমান প্রভাব। লোক অষ্টাবক্রই হউক, আর পঞ্চাবক্রই হউক, কামিনী যুবতীই হউক, আর অশীতি পরা বৃদ্ধাই হউক, মনবিমোহিনী কামনার মোহমন্ত্রে তাহাকে মুগ্ধ এবং দীক্ষিত হইতে হইবেই হইবে। তবে কি এই কুহকিনীর ছলনা ও মোহজাল ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই?

আছে বই কি! জীবনের লক্ষ্য স্থির কর, হৃদয়স্থিতা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য সত্য প্রতিজ্ঞ হও। প্রথমতঃ আত্মসংযম অভ্যাস কর, পরে শনৈঃ শনৈঃ অথচ দৃঢ় পাদবিক্ষেপে জীবনের সেই ধ্রুব তারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। শত শত, সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন এবং প্রলোভনের সামগ্রী সম্মুখে পতিত হইলেও তৎপতি ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে কৃতসংকল্প হও। যদি সত্য ভ্রষ্ট না হও, তবে পরিণামে ভগবান বদান্যকন্যা সুপ্রভার সঙ্গে সম্মীলিত হওতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়া দুর্লভ মানবজীবন সফল করিতে সমর্থ হইবে

শ্রীসুদর্শন দাস।

উত্তর কাশী।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপকূলে অসি বরুণায় পরিবেষ্টিত মহাদেবের কাশীপুরী বিরাজিত, ইহা হিন্দুমাত্রেই জানেন, কিন্তু উত্তর কাশীর নাম হয়ত অনেকেই শুনেন নাই। উত্তর কাশী হিমালয় পর্ব্বতের তলদেশে অবস্থিত। উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম "উত্তরকাশী" হইয়াছে।

এই উত্তর কাশী টিহরী রাজধানী হইতে ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব-উত্তর-কোণে অবস্থিত, টিহরি হইতে বরাবর গঙ্গার ধার দিয়া গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কৃত প্রশস্ত রাজপথ আছে। পথটা এক্ষণে অনেক কালের বেমেরামতিতে স্থানে স্থানে এরূপ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, যাত্রীদের পক্ষে সে পথে যাওয়া প্রাণশঙ্কট ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পথ দিয়া উত্তর কাশী যাইতে হয়।

কথিত আছে, ঋষিগণ যখন কলিকালে কাশী অন্তর্হিত হইবেন, শুনিলেন, তখন তাঁহারা সকলে ত্রস্ত হইয়া মুক্তি লালসায় হিমালয় প্রদেশে গিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। আশুতোষও তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা কিজন্য আসিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঋষিগণ কহিলেন, "কলিকালে কাশী অন্তর্হিতা হইবে এইরূপ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি কলিকালে পৃথিবী পাপাক্রান্ত হইলে পর মনুষ্যদিগের কাশী বিনা কি উপায় হইবে। যাহাদিগের অন্য গতি নাই তাহাদিগের বারাণসীই গতি।' তাহাতে মহাদেব কহিলেন, "যখন পাপবাহুল্য ও পৃথিবী যবনাক্রান্ত হইবে তখন আমি মিহালয় প্রদেশে কাশীসহ সকল তীর্থের সমন্বয় করিব, সেই খানেই ব্রাহ্মণগণের বাস হইবে। এই আমার স্থান অনাদিসিদ্ধ, এখানে গঙ্গাকে উত্তর বাহিনী ও ইহা অসি বরুণায় পরিবেষ্টিত। কাশীতে যে সকল তীর্থ আছে সকলই সেখানে থাকিবে ; অতঃপর আমি সেইখানেই বাস করিব। কলিকালে যখন কাশী অন্তর্হিতা হইবেন এবং যবনেরা প্রবল হইবে তখন ইহারই নাম কাশী সংজ্ঞা হইবে ও ইহা মুক্তিদায়িনী হইবে। পাপিষ্ঠেরা আমার মায়ায় বিমোহিত

হইয়া আমার এই পরম গোপনীয় স্থান জানিতে পারিবেনা। যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ, সদাচার-সম্পন্ন, সুশীল ও সত্যবাদী তাহারাই কেবল ইহা দেখিতে পাইবে। জন্মান্তরে যদি মহৎ তপস্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলেই আমার পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে অন্যথা নহে। এই ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ ব্যাপী, এখানে বিশ্বেশ্বর এইরূপ খ্যাত আমার লিঙ্গ-মূর্ত্তি আছে। যে কেহ রুদ্রাভিষেক করে, সে আমার অনুচরতা প্রাপ্ত হইয়া আমারই সহিত সুখে বাস করে।

পাঠক দেখিলেন এই উত্তর-কাশী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কাশী প্রদেশের ন্যায় উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে সংস্থিত, ইহাও তাহারই ন্যায় অসি, বরুণায় পরিবেষ্ঠিত এবং এখানে কাশীপতি বিশ্বনাথ বিরাজ করিতেছেন, এখানে অন্নপূর্ণার কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, তবে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল প্রোথিত আছে, স্থানীয় লোকে ইহাকে শক্তি কহে। এই শক্তিই অন্নপূর্ণার যন্ত্র স্বরূপ, এবং এই যন্ত্রেই অন্নপূর্ণার পূজা হইয়া থাকে। এখানে মণিকর্ণিকার ঘাট আছে, এবং ব্রহ্মা কুণ্ড, বিষ্ণু কুণ্ড, ও রুদ্র কুণ্ড নামে কয়েকটী কুণ্ড আছে; এই সকল স্থানে এবং অসি-বরুণার-সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। রুদ্র কুণ্ডের উপরে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে ও এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক উদ্ধার হয়। ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দ নারদকে বলিয়াছেন যে, এই তীর্থ প্রাপ্তি হইলে তাহার গয়ায় যাইবার প্রয়োজন নাই, অধিকন্তু যে যাইবে সে নিজ কুলের সহিত নিরয়গামী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই, যাহার পক্ষে এই তীর্থ প্রাপ্তি অসম্ভব সেই কেবল গয়ায় যাইতে পারে।

এখানে অনেক দেবতা ঋষি, মুনি, প্রভৃতি তপস্যা করিয়াছেন তাঁহাদিগের তপস্যার স্থান সকল এক একটি তীর্থ বিশেষ। এই খানেই জমদগ্নি-তনয় রামচন্দ্র তপস্যা করিয়া ছিলেন, সেই তপস্যা-স্থলে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জড় ভরতের সমাধি-মন্দির এই খানেই বিদ্যমান। এই সকল স্থানে গমন করিলে ও ইহাদের আখ্যান শ্রবণ করিলে ক্ষণেকের জন্যও শোক তাপ ও সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে হয় এবং হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়।

স্থানীয় লোকে ইহাকে বারাহাট বলিয়া থাকে। কিরূপে এই নামের উৎপত্তি

হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহা বারণাবতের অপভ্রংশ এইরূপ অনুমান করা যায়, কারণ ইহারই অনতিদূরে লাক্ষেশ্বরের মন্দির আছে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে যে, এই খানেই পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জতুগৃহে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটি স্থানও দেখাইয়া থাকে। এই মন্দির প্রাঙ্গনটী ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত। এপ্রদেশে ইষ্টক মেলা অসম্ভব, সামান্য আবশ্যকীয় মৃৎপাত্রই সহজে মেলে না। লাক্ষেশ্বরেয় মন্দিরে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দেখিয়া অনুমান হয়, যে ইহা কোন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করিয়া গঠিত হইরাছে। লাক্ষেশ্বর এই নামটীও জতুগৃহের স্মরণোপচায়ক সন্দেহ নাই।

মণ্ডীর রাজা বলবীর সেন এই লাক্ষেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় এই সর্ব্বজন-অবিদিত পুরী প্রকাশিত হইয়াছে। বলবীর সেন কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হইবার পর এখনও অর্দ্ধশতাব্দিও গত হয় নাই, কিন্তু কত ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ ইহারই মধ্যে এই খানে সাধুদিগের বাসের জন্য কত ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্তের জন্য প্রতিবৎসর এখানে সদাব্রত ও সত্রালয় খুলিয়া থাকেন। পাটিয়ালার মহারাজা একটি সদাব্রত দিয়া থাকেন, এবং কলিকাতা নিবাসী মাড়ওয়ারীগণ হৃষিকেশের কম্বলীবাবার প্ররোচনায় একটি সদাশ্রয় প্রতি বৎসর স্থাপনা করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধারণতঃ কলিকাতার সত্রালয় বলিয়া থাকে। এই সত্রালয়ের সাধুগণ যথাভিরুচি আটা, চাউল, ডাইল, মসলা ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যাদিও প্রাপ্ত হন অথবা প্রস্তুত করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ইচ্ছা করিলে আহার করিতে পারেন। অনেকে রুটী ডাইল লইয়া গিয়া নিজ নিজ কুটীরে ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তাঁহার সেইরূপই সেবা করা হইয়া থাকে। তাঁহারা ওখান হইতে যাইবার সময় পাথেয় স্বরূপ দুই তিন দিনের আহারীয় তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। যে সকল মহাত্মা এইরূপে সাধুদিগের সেবা করিতেছেন তাঁহারা যে সাধুদিগের কতদূর আশীর্ভাজন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই তীর্থে সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাত্রীই অধিক ; এই জন্যই বোধ হয় এখানে পাণ্ডা সংখ্যা বিরল। যে সকল পাণ্ডারা আছে তাহারা অন্য তীর্থস্থানের ন্যায় ততদূর অর্থগৃধ্নু নহে। যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। টিহরী

মহারাজার প্রদত্ত প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, তাহাতেই আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হয় না, ইহার যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।

সদিচ্ছা ও তাহার ফল।

কর্ম্ম-ক্ষেত্র-রূপ এই সংসার রণক্ষেত্র। যদি এই রণক্ষেত্রে আসিয়াছ তবে কাপুরুষের ন্যায় কথনও ভগ্নোৎসাহ হইও না।

২। প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হইলেও হতাশ না হইয়া সৎ-সঙ্কল্প সাধনে নিরন্তর চেষ্টা করিবে।

৩। সঙ্কল্প সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম্বন্ধে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে।

৪। যথা সাধ্য জ্ঞান সঞ্চয় করিবে।

৫। যাহা করিবে তাহা সুচারু ও সম্যক্‌ভাবে সম্পন্ন করিবে এবং নিরন্তর এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, অজ্ঞানতা বরং ভাল কিন্তু কপটতা চিরদিনই ঘৃণার্হ।

৬। মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিবে, শক্তি সঞ্চয় করিবে, এবং সৎকার্য্য সাধনে সেই শক্তি প্রয়োগ করিবে।

৭। নিশ্চয় জানিও সৎকর্ম্মের সৎফল এবং অসৎকর্ম্মের অসৎফল অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্য প্রথমে কল্পনা করে; ইচ্ছা-বল প্রয়োগ না করিলে উহা কল্পনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, কল্পনায় অবিরাম ইচ্ছা-বল-প্রয়োগ আবশ্যক। ইচ্ছাশক্তি যে পরিমাণে প্রযুক্ত হয়, কার্য্যের সফলতাও প্রায় সেই অনুপাতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কপটতা ঘৃণার্হ, কেবল তাহাই নহে, কপটতায় ইচ্ছাশক্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখে সুতরাং কৃতকার্য্যতার বিঘ্ন উৎপাদন করে। সরল অন্তঃকরণে সৎকার্য্যে-ইচ্ছার প্রকৃষ্ট বলপ্রয়োগ করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য করিলে নিষ্ফল হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহা ঐশ্বরিক বিধি। মনদ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গভীর চিন্তাদ্বারা কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবে, এবং মনকে অটল রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। আরব্ধ কার্য্যে সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রয়োজনমত আপনাপন শক্তিসহ প্রযুক্ত হইলে নিষ্ফলতার বিড়-

হনা ভোগ করিতে হয় না। সরল বলবতী-ইচ্ছায় কার্য্য-সফলতা সম্বন্ধে আমরা দুই একটি ঘটনার উল্লেখ এস্থলে করিব।

বর্দ্ধমান জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে এক ধনবান বণিক বাস করেন। তিনি পরোপকার ব্রতধারী ; বিশেষতঃ কাহাকেও সৎপথে আনিতে পারিলে তিনি পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অনেকবার অনেক বিষয়ে তিনি বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কখন নিরস্ত বা হতাশ হয়েন নাই। প্রকৃত কার্য্য হইলে বরং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়া থাকেন।

প্রায় দশ বার বৎসরের কথা শ্রেষ্ঠীর ভবনে দস্যুবৃত্তি হইবে বলিয়া একটা জনরব হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রেষ্ঠী কোন উপায় অবলম্বন করেন কিনা দেখিয়া, দস্যুবৃত্তি করিবে বলিয়া, দস্যুগণ নিজেই ঐ জনরব তুলে। ক্রমে ডাকাইত আজ পড়ে কা'ল পড়ে এইরূপ হইল। শ্রেষ্ঠীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিলেন "তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ—ডাকাইত পড়িবে শুনিতেছ না।"

শ্রেষ্ঠী। "আমার বাটীতে ডাকাইত পড়িবে কেন?"

শ্রেষ্ঠী পত্নী। "ডাকাইতের কি আর ইহার বাটী উহার বাটী বিচার আছে? লোকে জানে অনেক টাকা আছে। তুমি পুলিশে সংবাদ দেও আর লোক নিযুক্ত কর।"

শ্রে। "ডাকাইত পড়ে তখন দেখা যাইবে।"

শ্রে, প,। "পড়িলে তখন কি করিবে?"

শ্রে। "তাহাদিগকে ফিরাইব, ভদ্রলোক করিব।"

শ্রে, প,। "তুমি সর্ব্বনাশ করিবে।"

শ্রে। "তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে গিয়া প্রাণ যায় সেও ভাল। জানিব সৎকর্ম্মের উদ্যোগে প্রাণান্ত হইল। তাহাদিগকে বাধা দিয়া দণ্ড দেওয়াইয়া বিশেষ ফল কি? এ কার্য্যে যদি প্রাণ যায় তাহাতেও নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। তাহারা হয়ত আমাকে সবংশে বিনাশ করিবে। কিন্তু আমার ব্যবহারে, আমাদিগের মৃত্যুরপরও অন্ততঃ তাহাদিগের মনে এমত একটা আঘাত লাগিবে যে, তাহারা অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথ অবলম্বন করিবে।

শ্রে, প,। "এই কি তোমার বিবেচনা, প্রাণ যাওয়া কি ভাল?"

শ্রে। "যাহাতে পরিণামে মঙ্গল সম্ভাবনা তাহাতে প্রাণ যাওয়াও মঙ্গল।"

ফলতঃ কোনমতেই শ্রেষ্ঠী পত্নী বা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় বিচলিত করিতে পারিল না। ক্রমে সকলেই ডাকাতির দিবস অনুমান করিল। দিবাভাগেই ভৃত্য ও আত্মীয়গণ শ্রেষ্ঠীকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এদিকে শ্রেষ্ঠী দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগের দ্বারা পঞ্চাশ ষাটিজনের উপযুক্ত উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন। সাধারণতঃ নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে জগৎ নিস্তব্ধবেশ ধারণ করিলেই দস্যুগণ আপনাপন অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। ঐ সময় উপস্থিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই পাচকদ্বয় বিদায় চাহিল। শ্রেষ্ঠী তাহাদিগের দ্বারা পরিবেশন করাইয়া, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা একটি প্রশস্ত গৃহে সমুদয় খাদ্য পাত্র পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল—দ্বার মুক্ত রহিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই চূণকালীমাখা, লেংটিপরা, লাঠি, তরবারি হস্তে কতগুলি দৃঢ়কায় সবল পুরুষ আলোক লইয়া বিকট-ধ্বনি করিতে করিতে মুক্ত দ্বারে শ্রেষ্ঠী ভবনে প্রবেশ করিল। শ্রেষ্ঠী গৃহদ্বার খুলিয়া কহিলেন "আইস।"

ইহা শুনিয়া পুরোবর্ত্তী ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হইল। তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন কহিল "ফিরিলি যে?"

পুরোবর্ত্তী উত্তর করিল "আইস বলে যে!"

দস্যু যতই দুর্দ্দান্ত হউক না কেন এ অবস্থায় "আইস" এই বলিয়া আহ্বান করিলে, তাহারা সহসা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির তাহাই ঘটিয়াছিল।

পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "কয় জন আছে—হাতে তলোয়ার বন্দুক আছে কি?"

পুরো। "একজন মাত্র আছে—হাতে কিছু নাই।"

"তবে ভয় কি?" এই বলিয়া পশ্চাৎস্থ ব্যক্তি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিল। আরও কয়েকজন পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইল।

শ্রেষ্ঠী অবিচলিতভাবে তাহাদিগকে কহিল "আইস—বারান্দায় ঘড়ায় জল আছে ঘটি করিয়া লইয়া পা ধোও, ধুইয়া এই পার্শ্বের ঘর খোলো।"

একজন দস্যু। "কেন এত আদর কেন?"

শ্রেষ্ঠী। "আমি এখানে একাকী আছি—হাতেও কিছু নাই। তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমার কথাটাই কেন শুননা।"

পশ্চাৎ হইতে আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কহিল "দেখতো ঘরে কি

আছে।" এই বলিয়া সেই ঘরের দ্বার খুলিয়া দেখে, নানাবিধ সুখাদ্য পরিবেশন করা অনেকগুলি পাত্র রহিয়াছে। দেখিয়া সে রুক্ষস্বরে কহিল "শালা আমা- দিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার অভিপ্রায় করিয়াছ।"

শ্রেষ্ঠী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন। "পাগল, এই আমি আছি, এই ঘরে আমার পুত্র আছে—যে পাত হইতে ইচ্ছা আমাদিগকে খাইতে দেও। এই বিড়ালটা রহিয়াছে খাওয়াইয়া দেখ বিষ আছে কি কি আছে।"

"দাঁড়া আমি দেখি" এই বলিয়া আর একজন গৃহাভ্যন্তরে অবলোকন করিয়া কহিল "তোমার ছেলের বিয়ের বৌভাত খাইতে আসিয়াছি যে, এত আদর অভ্যর্থনা ?"

শ্রেষ্ঠী পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিলেন। "আমার কথাগুলি মন দিয়া শুন। তোমরা বাপু ডাকাইত নহ—কেবল পেটেরজ্বালায় এইরূপ কার্য্য করিতেছ। হয়তো অদ্য সমস্তদিন তোমাদের মধ্যে অনেকের আহার হয় নাই—বাড়ীর লোকের খাওয়া দাওয়া তো পরের কথা।"

বাস্তবিকই তাহাদিগের অনেকের সমস্ত দিন মধ্যে এক এক অঞ্জলি পুষ্করি- ণীর জল ব্যতীত আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই। অশিক্ষিত ক্ষুধিত ব্যক্তি- দিগের সম্মুখে উত্তম উত্তম আহারীয় বস্তু উপস্থিত থাকিলে এবং তাহারা ভোজ- নার্থ বারংবার অনুরুদ্ধ হইলে, আহারে নিবৃত্ত থাকা অতীব কঠিন কথা।"

"হাঁ—আমাদের বিষ খাওয়াইয়া উহার লাভ কি ? আমার আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। তোরা না খা'স আমি খাইব" এই কথা বলিয়া একজন আহারে বসিয়া গেল। উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হইয়া তাহার উদরস্থ হইতে দেখিয়া আরও কয়েকজন লোভ সংবরণ করিতে পারিল না—আহারে বসিয়া গেল। উপাদেয় সামগ্রী রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া যাহাদের ক্ষুধা শান্তি করিতেছে, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না কিম্বা কেহ মুখ বিকৃত করিতেছেনা দেখিয়া অবশিষ্ট সকলেই সেই সকল সামগ্রীর সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল।

কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবারণ হইলে, অনেকের চক্ষে জল আসিল—তাহারা আর আহার করিতে পারে না দেখিয়া শ্রেষ্ঠী কহিলেন "তোমাদের হইয়াছে কি ? চক্ষে জল কেন ? আহার কর না।"

তন্মধ্যে একজন ফুকরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া ফেলিল "আমরা এমত লোকের বাটীতেও ডাকাইতি করিতে আসিয়াছি !"

শ্রেষ্ঠী তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন "বুঝা গিয়াছে, আর খাইতে হইবে না। বারান্দায় জল আছে মুখ হাত ধোও।"

ক্রমে সকলেই উঠিয়া আচমন করিলে, শ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন, তাহারা প্রবিষ্ট হইল। তখন শ্রেষ্ঠী একতোড়া কুঞ্জিকা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"এই চাবি লও ; ইচ্ছা হয় আমার সিন্দুক বাক্স খুলিয়া যাহা আছে লইয়া যাও, ইচ্ছা না হয় সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার কথা শুন।"

"আবার তোমার জিনিষ লইব—কি বলিবে বল।" এই বলিয়া সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

"তোমরা সম্ভবতঃ আমার নিকট আপনাপন নাম ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক নাম জানিবারও আমার আবশ্যক নাই। কিন্তু এক একটা নাম প্রয়োজন। এই বলিয়া শ্রেষ্ঠী প্রথম ব্যক্তি হই[illegible] আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ [illegible]ল এক, তোমার নাম দুই, তোমার নাম [illegible] রাখ। তোমাদের সর্দ্দার কে ?"

[illegible]

[illegible] এক খান খাতা লইয়া তাহার উপরদিক হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ১, ২, ৩, করিয়া দস্যু সংখ্যক সংখ্যা লিখিলেন এবং কহিলেন "এক তুমি কি ব্যবসা করিতে এবং কি জন্য ডাকাইত হইয়াছ ?"

১। মহাশয়, আমার একযোড়া গরু ও একখান লাঙ্গল ছিল। আমি চাষ করিয়া খাইতাম। মহাজন গরু লাঙ্গল বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। মজুর খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ না হওয়ায় দস্যুদলভুক্ত হইয়াছি।"

শ্রেষ্ঠী। "এক যোড়া গরু ও একখান লাঙ্গলের মূল্য কত ? তোমার কত টাকা হইলে মাস চলে ?"

১। গরু লাঙ্গল ৩০৲ টাকা হইলেই হয়, আর পরিশ্রম করিলে ছয় সাত টাকায় মাস চলে।"

শ্রেষ্ঠী। "আচ্ছা, লাঙ্গল গরুর ৩০৲ টাকা এবং মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ৩৫৲ টাকা একুনে ৬৫৲ টাকা।"

এই বলিয়া "একের" নামে ৬৫৲ অঙ্কপাত করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে তাহাদের হিসাবানুযায়ী টাকা ফেলিয়া সর্ব্বসমেত প্রায় দ্বিসহস্র

মুদ্রা হইল। কয়েকজনের চাকুরী বৃত্তি ছিল তাহাদিগকে আপনার ভৃত্য রূপে নিযুক্ত করিবার মানস করিলেন।

তিনি পুনরায় কহিলেন "দেখ আমি তোমাদিগকে এই টাকা ঋণস্বরূপে প্রদান করিতেছি। তোমাদের শস্য হইলে পরিশোধ করিও। কদাচ দস্যুবৃত্তি করিও না। আবশ্যক হইলে অর্থাৎ সংসারে কষ্ট হইলে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব।"

যাহারা পূর্ব্বে চাকুরী করিত তাহাদিগকে কহিলেন "তোমরা আমার বাটীতে চাকুরী করিবে। এখন অভিপ্রায় কি বল। আর ডাকাতি করিবে?"

সকলেই। "এই নাকে কানে খত মহাশয়, আর না, ডাকাতি করিয়া যে সুখ তাহা টের পাইয়াছি। তবে এরূপ ব্যথা না পাইলে ছাড়িতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আর ডাকাতি করিব না—আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।"

শ্রেষ্ঠী। "আর এক কর্ম্ম কর; উত্তম করিয়া মুখের চূণ, কালী ধৌত কর এবং লেংটি ছাড়িয়া এই সকল কাপড় পর।"

সর্দ্দার। "কেন?"

শ্রেষ্ঠী। "ভদ্রলোক—ভালমানুষ সাজিয়া যাও। এ বেশে গেলে লোকে সন্দেহ করিবে।"

তাহারা চূণকালী ধুইয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, শ্রেষ্ঠীকৃত তালিকানুযায়ী টাকা লইয়া প্রস্থান কালে কহিল। "আমরা উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিয়া দেই।"

শ্রেষ্ঠী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—"না আমার ভৃত্যেরা পরিষ্কার করিবে। তোমরা দল বাঁধিয়া যাইও না একে একে চলিয়া যাও।"

এই ব্যাপারে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল। শ্রেষ্ঠীর নিযুক্ত ভৃত্যেরা তথায় অবস্থান করিতে লাগিল, অবশিষ্টের অধিকাংশ চলিয়া গেলে, সসৈন্যে দারগা সাহেব দ্বারদেশে উপস্থিত! যাহারা সেই সময়ে বাহির হইতেছিল, দারগা সাহেব তাহাদিগকে কহিলেন;—"তোরা কা'রা—কোথা গিয়াছিলি?"

একজন উত্তর দিল। "আমরা বাবুর খাতক, বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, খাইতে গিয়াছিলাম।"

তাহাদিগের পরিচ্ছদ, সাহস ও কথা বার্ত্তায় দারগা সাহেব কিছু বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া মুক্তদ্বারে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বত্রই

পুরাতন দস্যুগণ প্রায় পুলিশের অনেকের নিকট পরিচিত। ভৃত্যবেশে অবস্থিত দুই একজনকে তাহারা দস্যু বলিয়া চিনিতে পারিল। দারগা সাহেব তাহা-দিগকে কহিলেন। "তোরা কা'রা?"

একজন। "মোরা বাবুর চাকর গো।"

দার। "না, তোরা ডাকাত।"

তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিত তাহার দণ্ডও ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে সেই অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছে এবং আর ডাকাতি করিবে না স্থির করিয়াছে, তাহারা এই কথা জ্ঞাপন করিল।

ইহাতে দারগা সাহেবের মনে শ্রেষ্ঠীর উপর দারগা সাহেবের সন্দেহ হইল, শ্রেষ্ঠীর উত্তর শুনিবার এবং তাহার মুখরাগ পরিবর্ত্তন হয় কি না, দেখিবার জন্য, তিনি শ্রেষ্ঠীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় [illegible] হইয়াছিল না?"

[illegible] লেন "হা ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া [illegible] তে আসিয়াছেন?"

[illegible] কে তো কেহ সংবাদ দেয় নাই।"

শ্রেষ্ঠী। "ডাকাত পড়িলে কি সংবাদ দেওয়া যায়? আচ্ছা যদি আপনি সংবাদ নাই পাইলেন তবে এখন কিজন্য আসিলেন।"

দার। "জনরব শুনিয়া আসিয়াছি।"

শ্রেষ্ঠী। "এখন কি জনরব, জনরব-মাত্র বোধ হইতেছে, না ডাকাতির কিছু লক্ষণ দেখিতেছেন?"

দার। "এই সকল লোককে আমরা ডাকাত বলিয়া জানি—ইহারা এখানে কেন? আর যাহারা চলিয়া গেল তাহারাই কে?"

শ্রেষ্ঠী। "ইহারা কোন সময়ে দস্যু ছিল বটে। এক্ষণে তাহাতে সুখ নাই বলিয়া ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছে। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা আমার খাতক, আমার বাড়ীতে খাইতে আসিয়াছিল।"

দার। "এত রাত্রে নিমন্ত্রণ?"

শ্রেষ্ঠী। "চাষের সময়ে চাষা-লোক দিবসে আসিলে কার্য্য ক্ষতি হয় এজন্য রাত্রে আসিয়াছিল। ছোট রাত্রি আহারান্তে গল্প করিতে করিতে প্রভাত হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বের ঐ ঘরে উহারা খাইয়া গিয়াছে দেখুন।"

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস্তবিকই কতকগুলি উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে দেখিয়া দারগা হতবুদ্ধি হইয়া চলিয়া গেলেন, মনে মনে শ্রেষ্ঠীকে ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া সন্দেহ হইল।

তদবধি সেই সকল দস্যু সত্য সত্যই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া সুখে জীবনযাপন করিতেছে।

উপদেশ, সদ্ব্যবহার, ভীতিপ্রদর্শনাদি বিবিধ কারণে অনেক সময়ে অনেক দস্যুদল তত্তৎকালে অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই, এ প্রকার অনেক কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু এককালে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ সৎপথ অবলম্বন করিতে কখনও শুনা যায় নাই। এরূপ হওয়ার কারণ কি?

আপন বাটীতে দস্যুবৃত্তি হইবে শুনিয়া শ্রেষ্ঠীর মনে এই প্রশ্ন উঠিল, লোকে কিজন্য দস্যুবৃত্তি করে। চিন্তাদ্বারা স্থির করিলেন, সংসারে কার্য্যদক্ষতা ও সদুপদেশের অভাবই ইহার কারণ। তখন তাহাদিগের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। নিরন্তর চিন্তায় সেই ইচ্ছার বল সঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে ফিরাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ফিরাইবার জন্য প্রাণান্ত সর্ব্বস্বান্ত পণ করিলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। প্রগাঢ় চিন্তার পর কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। সেই সরল প্রবল ইচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞা, সেই গাঢ় চিন্তার পরিণাম পাঠকগণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন।

দস্যুরা শ্রেষ্ঠীর ব্যবহারে তাঁহার বাটী হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও উহাদের অভ্যস্ত অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু শ্রেষ্ঠীর প্রবল সরল ইচ্ছাশক্তিতে এমত একটি স্পন্দন উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের হৃদয়-তন্ত্রী আহত করিয়া দিল যে তাহাদিগের দস্যুবৃত্তির প্রবৃত্তি এককালেই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই অসৎ পথাবলম্বীগণকে সৎপথে লইয়া যাইবার এইরূপ পথই প্রশস্ত পথ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

BENGAL LIBRARY 12 JUN 19

IMPERIAL LIBRARY